বইঘর নিবেদিত

ওয়েস্টার্ন

পতন

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী

শুভম

বইঘর নিবেদিত

ওয়েস্টার্ন

পতন

গোলাম মাওলা নঈম

স্যান এন্টোনিয়োর পাহাড়ী এলাকা হয়ে বাড়ি ফিরছে জন ক্যালকিন। দীর্ঘ পথচলায় ক্লান্ত। সাপ্লাইহীন দুটো দিন কাটার পর সানন্দে যোগ দিল এক বাথানে।

রাউন্ড আপ চলছে তখন। ক্যালকিনকে পেয়ে খুশিই হলো অন্য ক্রুরা, কারণ প্রতিবেশী র‍্যাঞ্চার বেন্টন-উইলসনদের সঙ্গে বিরোধ ওদের তুঙ্গে। যে কোন সময় লড়াই বেধে যেতে পারে।

রাসলিং নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটতে বাকি, অথচ সবার অগোচরে গরু চুরি করছে অন্য একটা পক্ষ।

র‍্যাঞ্চে এসেই বিহ্বল হয়ে পড়ল জন ক্যালকিন। ওর বস্ বিল লিপম্যান অন্ধ, কিন্তু তারচেয়েও বড় ব্যাপার—একসময় নিজেই রাসলার ছিল লোকটা, ওদেরই বাথান থেকে দেড় যুগ আগে কয়েকশো গরু চুরি করে পালিয়ে এসেছিল!

ঘটনাটা লিপম্যান বা ক্যালকিন, কেউই ভুলে যায়নি।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

পতন

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8222-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল. ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি পি ও বক্স: ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net
Web Site. www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

PATON
A Western Novel
By: Golam Mawla Naeem

সাঁইত্রিশ টাকা

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Exclusive

স্ক্যানিং

এডিটিং

শুভম

Visit Us at boighar.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

পতন

ওয়েস্টার্ন

পতন

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

and

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **গ্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামানঃ দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল।
আদনান শরীফঃ পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।
কাজী মায়মুর হোসেনঃ সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশ্চিন্ত যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহদীঃ** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ।

বিক্রয়ের শর্তঃ এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

SUVOM

সবুজ ঘাসের গালিচায় দোলা দিয়ে যাচ্ছে মাতাল বাতাস, নুয়ে পড়া ঘাসে ঢেউ তুলছে—যেন সবুজ বহতা সাগর। তৃণভূমি ছাড়িয়ে ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা চোখে পড়ল হঠাৎ। নির্জন বুনো অঞ্চলে এমন ধোঁয়া নিঃসঙ্গ এবং ক্লান্ত যে-কোন রাইডারের জন্যে স্বাগত-সংবাদ···কিংবা কখনও কখনও ঝামেলার শুরু বৈকি।

দু'দিন হলো কফির গুঁড়ো শেষ হয়ে গেছে, পুরো একটা দিন অভুক্ত কাটছে জন ক্যালকিনের। স্যাডল-হর্নের সঙ্গে ঝুলছে শূন্য ক্যান্টিন্। ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত এবং বিরক্ত হয়ে পড়েছে ও, আর উত্তরে ঘোড়াটা এখন সামান্য কান নাড়ছে কেবল।

ঢাল ধরে রিমরকের ওপর উঠে এল সে। সামনে ঢেউ খেলানো জমি, সবুজ উপত্যকা বিছিয়ে আছে মাইলকে মাইল। পাঁজরের হাড়ের মত মাটির বুকে জেগে আছে নিচু পাহাড়; সবুজ ঘাসে ঢাকা ওগুলোর শরীর। শুকনো পানির নালা বা অ্যারোয়োর কিনারে ইতস্তত বেড়ে ওঠা মেস্কিট ঝোপ চোখে পড়ল। এমন অঞ্চলে মেস্কিটের অবস্থান পানির উপস্থিতি নির্দেশ করে। বুনো মাসট্যাঙ সাধারণত পানির উৎস থেকে দু'তিন মাইলের বেশি দূরে যায় না, বীন-ভুক এসব মাসট্যাঙের লাদি থেকে মেস্কিট গজিয়ে ওঠে। সুতরাং ঢালের নিচে মেস্কিট ঝোপ দেখে ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লান্ত যে-কোন রাইডার খুশি তো হবেই।

ভূতুড়ে আঙুল নির্দেশ করছে যেন নীল আকাশের দিকে—এমন ভাবে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা। রিম ধরে দু'দিকে দৃষ্টি চালাল জন, নিচে নামার পথ খুঁজছে। প্রায় তিনশো ফুট জুড়ে নিরেট পাথুরে জমি, তারপর ঘাস বিছানো খাড়া ঢাল নেমে গেছে উপত্যকার গভীর পর্যন্ত। কিন্তু এ ধরনের রিমে নেমে যাওয়ার কোন না কোন রাস্তা থাকেই। তেমন একটা সঙ্কীর্ণ পথ খুঁজে পেল ও—পানির স্রোত নেমে তৈরি হয়েছিল বোধহয়, বুনো পশুরা ব্যবহার করছে এখন।

ঢালু পথ, কিন্তু এরচেয়েও খাড়া ঢাল পাড়ি দিতে অভ্যস্ত জনের ডান মাসট্যাঙ। ধুলো উড়িয়ে নেমে গেল ঘোড়াটা।

আগুনের পাশে তিনজন লোক বসে আছে। বাতাসে কফি আর বেকনের গন্ধ। অস্থায়ী ক্যাম্প। বজ্রপাতে মরে যাওয়া কটনউডের নিচে তিনটে ব্রঙ্ক আর একটা প্যাক-হর্স দেখতে পেল জন। 'হাউডি!' সম্ভাষণ জানাল ও। 'তোমাদের সাথে যোগ দিতে পারি?'

সবক'জন ফিরে তাকাল। 'চলে এসো, মিস্টার,' আমন্ত্রণ জানাল একজন।

মানুষটা সে শক্ত-সমর্থ। চ্যাপ্টা চেহারা, সরু গোঁফ ঝুলছে ঠোঁটের কোণে। নাক ভাঙা। উল্টোদিকে বসে আছে হালকা-পাতলা এক তরুণ। শেষজন বেশ

মোটাসোটা, শার্টের ওপর দিয়ে সবল মাংসপেশীর অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে।

ঘোড়াগুলো শক্তিশালী, সুঠাম। সব স্পার ব্র্যান্ডের। আগুনের ধারে, পাথরের কাছাকাছি চামড়ার একজোড়া চ্যাপস আর একটা রাইফেল পড়ে আছে।

'ঘুরে বেড়াচ্ছ?' জানতে চাইল মোটাসোটা লোকটা।

'কাজ খুঁজছি। পুবে যাচ্ছিলাম, ভেবেছি প্রথম যে-আউটফিটের সঙ্গে দেখা হবে তাদের কাজে যোগ দেব–যদি লোকের দরকার হয় ওদের।'

'আমরা স্টিরাপ-আয়রনের ক্রু, রাউন্ড-আপে এসেছি। পাহাড়ী অঞ্চলে কাজের অভিজ্ঞতা আছে এমন লোক দরকার আমাদের। স্পার আউটফিটটা মাত্র কিনেছে বস্। কাজ করার ইচ্ছে থাকলে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে তোমার।'

স্যাডল ছেড়ে নামল জন। ছোট্ট একটা ক্রীক রয়েছে বাম দিকে। ক্ষীণ প্রবাহ, তলার পাথরগুলো কোন রকমে ভিজেছে। তবে স্বচ্ছ টলটলে পানি। নিজেই এগোল ঘোড়াটা, পানিতে মুখ ডুবিয়ে দিল।

'আসার পথে, পশ্চিমে গরু চোখে পড়েছে?' জানতে চাইল গোঁফঅলা।

'বিভিন্ন ব্র্যান্ডের–স্টিরাপ-আয়রন, সার্কেল-ডি, বি-ডব্লু···ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেশিরভাগ গরু।'

'আমার নাম জো বাটলার,' পরিচয় দিল গোঁফঅলা। 'লম্বা ঠ্যাং এবং ছাইরঙা চুলের ওই ছোঁড়া হচ্ছে স্কট রাউন্ডি। এই বুড়ো শেয়ালের নাম টিম কার্টিস।' স্মিত হাসল সে, সিগারেট রোল করার ফাঁকে পলকের জন্যে বাঁকা চাহনিতে দেখল তরুণকে। 'ছোঁড়াকে দেখে মনে হয় না বয়স হয়েছে, আসলে গোঁফই গজায়নি ওর, কিন্তু র‍্যাঞ্চের কাজে খুঁত পাবে না।'

বাটলারের খুনসুটি গ্রাহ্য করল না স্কট রাউন্ডি, হয়তো তারুণ্যের প্রাণপ্রবাহ আর দু'জনের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক আছে বলেই; দাঁত কেলিয়ে হাসল সে। 'ও আসলে ভাঁওতা দিচ্ছে, মিস্টার,' নিরীহ বিদ্রূপের সুরে বলল রাউন্ডি। 'ওর কথা বিশ্বাস করলে ঠকবে শেষে। ওর নাম জো নয়···জোসিয়াহ্। বিশ্বনিন্দুক বলতে যা বোঝায়, বাটলার হচ্ছে ঠিক তাই।'

ক্রীকের ধারে চলে এল জন, হাত-মুখ ধুয়ে ঘোড়াকে ঘাসের গালিচায় পিকেট করল। বেকনের সুগন্ধে খিদে চাগিয়ে উঠেছে। ক্যাম্পের লোকগুলো নিতান্ত সাধারণ কাউহ্যান্ড, জানে ও, এবং না তাকিয়েও বুঝতে পারছে ইতোমধ্যে ওর ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে এরা।

কারণও আছে। এদের কারও মত নয় ওর পোশাক। ঘোড়ার লাগাম স্যাডল-হর্নের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ও, যেটা কখনোই করে না কাউহ্যান্ডরা। ঝালর দেয়া শটগান-চ্যাপস পরনে, রঙ ঝলসে যাওয়া নীল শার্ট সেনাবাহিনীর পোশাকের নকল বলা চলে; ফ্ল্যাট-ব্রিমের হ্যাট আনকোরা নতুন, তবে বুলেটের একটা ফুটো আছে ওতে। ওদের মতই সিক্সশূটার বহন করছে, তবে সেটা নিচু করে উরুতে বাঁধা।

'আমার নাম জন ক্যালকিন,' জানাল ও।

তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না কারও মধ্যে। নামটা অপরিচিত।

'বসে পড়ো,' আহ্বান করল বাটলার। 'তেমন কিছু নেই। বিস্কুট আর বেকন

দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছি আমরা।'

'কি জানো, একটা আস্ত কম্বলও এখন খেয়ে ফেলতে পারব আমি।'

'ওরটা দিয়ে শুরু করো,' রাউন্ডির দিকে ইঙ্গিত করল বাটলার। 'ইদানীং কম্বল ছাড়া ঘুমাচ্ছে ও, বনে-বাদাড়ে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে।'

'দেখো, জো! ভাল হবে না বলে দিচ্ছি···'

'আরও কয়েকজন অতিথি জুটে গেছে তোমাদের,' চোখ তুলে মেসার দিকে তাকাল জন, খুরের শব্দ অন্যদের আগে ও-ই শুনতে পেয়েছে। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই লোকগুলোকে দেখতে পেল। 'পাঁচজন। সশস্ত্র সবাই।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল কার্টিস। কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, অন্তত তাই মনে হলো জনের। রোল করা সিগারেট দাঁতের ফাঁকে ধরে রেখেছে, কিন্তু চোয়ালের মাংসপেশীতে সামান্য নাচন দেখা গেল। ট্রাউজারে তালু মুছল সে, তারপর দেহের পাশে শিথিল ভঙ্গিতে ছেড়ে দিল হাত দুটো। এদিকে, স্কট রাউন্ডিও সরে গেছে একপাশে; আর বাটলার একই জায়গায় বসে থাকল, হাতে বেকন ভাজার ফর্ক।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল লোকগুলো।

'বেন্টন আর উইলসন!' নিচু স্বরে বলল বাটলার। 'ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না আমাদের। তুমি বরং এসবের বাইরে থেকো, ক্যালকিন।'

'দেখো, খাওয়াটা সবে শুরু করেছি,' শান্ত, হালকা চালে জবাব দিল জন। 'কোথাও যাচ্ছি না আমি। ক্যাম্প যদি ছাড়তে হয়, তাহলে খাওয়া সেরে তবেই উঠব।'

ক্যাম্পের কিনারে এসে দাঁড়াল ওরা। পাঁচজন কঠিন মানুষ–রাইড করার ভঙ্গি, সশস্ত্র অবস্থা আর ওদের চাহনিতে সেটা স্পষ্ট।

আগুনের ওপাশ থেকে অতিথিদের দিকে কৌতূহলী চাহনি হানল জো বাটলার। 'বসে পড়ো, বেন্টন, বেকন ভাজছি আমরা,' আহ্বান করল সে।

গ্রাহ্য করল না বেন্টন। বিশালদেহী মানুষ সে; চৌকো মুখ, চোয়াল প্রায় বেরিয়ে আছে, উঁচু হনুর হাড়। সবার ওপর ঘুরে গেল তার সন্দিহান দৃষ্টি, তারপর জনের ওপর স্থির হলো। 'তোমাকে তো চিনতে পারছি না।'

'সেটাই স্বাভাবিক,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল জন।

মুহূর্তের জন্যে অপ্রতিভ দেখাল তাকে, লালচে হয়ে গেছে মুখ। অধৈর্য প্রকৃতির মানুষ, অল্পতে তেতে ওঠে। 'রেঞ্জে অপরিচিত লোকের আনাগোনা পছন্দ করি না আমরা!' সোজাসাপ্টা সুরে বলল সে।

'পরিচিত বা অন্তরঙ্গ হতেও সময় লাগে না আমার।'

'সময় নষ্ট করার দরকার নেই। স্রেফ কেটে পড়ো এখান থেকে!'

হেনরি উইলসনের কাঁধ বেশ চওড়া, বোঝাই যায় বাহুতে যথেষ্ট শক্তি ধরে লোকটা। গোলাকার মুখ, চোখ দুটো ছোট ছোট। সন্দিহান চাহনিতে ধৈর্যের ছাপ। উইলসনের পাশে মাঝবয়সী এক লোক, চেহারাটা পরিচিত ঠেকল জনের কাছে।

'কিন্তু আমি তো ভাবছি স্টিরাপ-আয়রনে যোগ দেব' বলল ও। 'শুভ কাজে

দেরি করতে নেই, কি বলো?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বেন্টন। কিছুক্ষণের জন্যে দু'জোড়া চোখ নিরীখ করল পরস্পরকে, তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিল বেন্টন; চাহনি দেখে বোঝা যাচ্ছে খেপে গেছে। 'যদি তাই করো, তাহলে আস্ত বেকুব বলব তোমাকে!'

'এরকম বহু বেকুবি করেছি জীবনে, কিন্তু সেজন্যে বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ বা অনুশোচনা নেই আমার।'

বাটলারের দিকে দৃষ্টি সরে গিয়েছিল ফিল বেন্টনের, জনের কথায় ঝট করে ফিরে তাকাল। 'কথাটার মানে?'

'যা ইচ্ছে ভেবে নাও,' কিছুটা অধৈর্য স্বরে বলল জন। মানুষকে বিচার করার আগে সময় নেয় ও, বরাবরের মত তাই করছিল এতক্ষণ; এবার সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে–বেন্টনকে পছন্দ হয়নি ওর। অস্বস্তিকর, সন্দেহজনক চরিত্র, কিন্তু নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক এবং কঠিন মানুষ।

পরিস্থিতি কিংবা আগন্তুকের নির্লিপ্ত আচরণ, কোনটাই পছন্দ করতে পারছে না বেন্টন; তলে তলে শীতল অসন্তোষ আর বিদ্বেষ বোধ করছে। কিন্তু কঠিন, নীচ মনের লোক হলেও বোকা নয় সে। 'ঠিক আছে, এ নিয়ে না-হয় পরেই ভাবব,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল শেষে, আপসের সুরটা নিজেও পছন্দ করতে পারছে না। 'সিদ্ধান্ত নেয়া হলে, জবাব পেতে দেরি হবে না তোমার, স্ট্রেঞ্জার!'

'যে-কোন সময়ে।'

এবার বাটলারের দিকে ফিরল সে। 'জো, অনেক পশ্চিমে চলে এসেছ তোমরা। কাল সকালে ফিরতি পথে যাত্রা করবে, অ্যালকালি ক্রসিঙের এপাশে থামবে না।'

'স্টিরাপের গরু আছে এদিকে,' গম্ভীর মুখে কৈফিয়ত দিল বাটলার। 'ওগুলো জড়ো করতে এসেছি আমরা।'

'নিকুচি করি! তোমাদের কোন গরু নেই এদিকে! একটাও খুঁজে পাবে না!'

'ক্যাপরকের ওদিকে স্টিরাপ-আয়রন মার্কা গরু দেখেছি আমি,' বলল জন।

ঝট করে ওর দিকে ফিরল বেন্টন, চাহনিতে বিদ্রূপ। সে কিছু বলার আগেই মুখ খুলল টিম কার্টিস। 'অবশ্য শুধু স্টিরাপই নয়, সার্কেল-ডির গরুও দেখেছে ও। মেজর নিশ্চই খুশি হবে খবরটা শুনে। প্রতিটা গরুর তালাশ করবে সে।'

ছেড়ে দেওয়া লাগাম হাতে তুলে নিল বেন্টন। 'সকালে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবে তোমরা,' চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল সে। 'আমার রেঞ্জে অন্য আউটফিটের কোন ক্রুর চেহারা দেখতে চাই না।'

'কথাটা কি মেজরের জন্যেও প্রযোজ্য?' জানতে চাইল কার্টিস।

রাগে লাল হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের মুখ, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো এগিয়ে এসে আঘাত করবে বুড়ো পাঞ্চারকে, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে। কার্টিসের প্রতি তাচ্ছিল্য আর উস্কানি ভরা চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল।

দাঁড়িয়ে থেকে পাঁচ রাইডারকে চলে যেতে দেখল ওরা। অসন্তুষ্ট অতিথিরা দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে যেতে, নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়ল।

'এইমাত্র একজন শত্রু তৈরি করেছ তুমি,' জনের উদ্দেশে মন্তব্য করল

বাটলার।

'তার আগে বোধহয় কয়েকজন বন্ধুও তৈরি করেছি,' স্মিত হেসে জবাব দিল ও। 'তোমরাও দেখছি কম যাও না। ঠিক সামাল দিয়েছ ওকে।'

দাঁত বের করে হাসল বুড়ো পাঞ্চার।

'টিম যখন মেজরের কথা বলল, আমার তো মনে হচ্ছিল রাগে ফেটে পড়বে বেন্টন।'

'মেজর লোকটা কে?' জানতে চাইল জন।

'মেজর ডুরেল। যুদ্ধের সময় কনফেডারেট ক্যাভালরির অফিসার ছিল। এখান থেকে পুবে ওর র‍্যাঞ্চ। সোজা কথার মানুষ, কারও সাতে-পাঁচে নেই। সৎ, ভদ্রলোক…' ক্ষণিকের জন্যে থামল বাটলার, দুশ্চিন্তায় কপাল কুঁচকে গেছে। 'চেহারা যাই হোক, ফিল বেন্টন বা হেনরি উইলসনকে মোটেই ভদ্র বলা যাবে না।'

'মোটাসোটা লোকটাই কি উইলসন?'

'দেখে চর্বির দলা মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে রবারের দলা, রবারের মতই কঠিন এবং পিচ্ছিল। নীচ। গলাবাজি আর শরীর খাটানো পর্যন্ত বেন্টনের দৌড়, অথচ সব কিছুর মূলে আছে উইলসনের কূটবুদ্ধি। গুটিকয়েক হাড্ডু জিরজিরে গরু নিয়ে তিন-চার বছর আগে এসেছিল ওরা, নির্দিষ্ট কোন জায়গাও ছিল না ওদের। বুড়ো এক হোমস্টীডারের কাছ থেকে প্রায় জোর করে জায়গাটা কিনে নেয়। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে ওদের র‍্যাঞ্চহাউস।

'ছোট্ট একটা জায়গা দিয়ে শুরু, তবে কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল গরুতে ভরে গেছে ওদের রেঞ্জ…অন্যদের রেঞ্জে ছড়িয়ে পড়ছে। শুরু থেকেই এভাবে প্রতিবেশীদের চাপের মধ্যে রেখেছে। শুধু জমি ব্যবহার করলে না-হয় মেনে নেওয়া যেত, কিন্তু অযথাই অন্য আউটফিটের পাঞ্চারদের সঙ্গে ঝামেলা করছে ওর লোকেরা। নিজেই তো দেখলে, কেমন মুখিয়ে ছিল ওরা। ক্ষোভটা বেশি স্টিরাপ-আয়রনের ওপর, তবে অন্যরাও রক্ষা পাচ্ছে না ওদের দাপট থেকে।'

'স্পারের মত?'

প্রায় প্রত্যেকটা চোখ ঘুরে গেল জনের দিকে। 'হ্যাঁ, চাপের মুখে আমাদের কাছে র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে কেটে পড়েছে স্পারের মালিক।'

'আর মেজর?'

'মেজর ডুরেলকে এসবের বাইরে রেখেছে ওরা, ঘাঁটাতে সাহস পায়নি এ পর্যন্ত। ওর ওপর চাপ দিতে গেলে…পাল্টা চাপ দেবে সে, এবং মোটেই সহজ হবে না সেটা। অন্যদের মত অল্পতে ভড়কে যাওয়ার লোক নয় ডুরেলের ক্রুরা। যথেষ্ট কঠিন মানুষ। এদের অনেকেই মেজরের অধীনে যুদ্ধ করেছিল।'

'স্টিরাপ-আয়রনের পরিকল্পনা কি?'

কার্টিসের দিকে চকিত চাহনি হানল বাটলার। 'আসলে…যতটা সম্ভব ঝামেলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি আমরা। বস্ সেরকম নির্দেশই দিয়েছে। বেন্টনের রেঞ্জে এসেছি বটে, তবে সৎ উদ্দেশে এসেছি আমরা। গরু জড়ো করা হলে ফিরে যাব নিজেদের রেঞ্জে।'

খাওয়া সারল ওরা। সুস্বাদু বেকন, কফিটা রীতিমত দারুণ। গ্রীজ চুপচুপে চার রোল বেকন আর পাঁচ কাপ কফি গেলার পর জনের মনে হলো পেটে ছুঁচোর কেত্তন থেমেছে। একটু আগের ঘটনা নিয়ে ভাবছে ও। তৃতীয় লোকটাকে ভুলতে পারছে না···অন্যরা স্রেফ সাধারণ কাউহ্যান্ড, কিন্তু তৃতীয়জন···জন নিশ্চিত আগে কোথাও দেখেছে তাকে।

কিছুদিন ধরে চলার মধ্যে আছে ও, ঘুরে-ফিরে দেখছে দেশটা। যেখানে ইচ্ছে চলে যাচ্ছে; কোন পিছুটান বা দায়িত্ব নেই। তার আগে, যুদ্ধের পরপর, কর্নেল অ্যাশফোর্ডের পিছু নিয়ে আরক্যান্সাস থেকে সুদূর মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল*, মেয়েদের উদ্ধার করে বাথানে ফিরে সব কিছু গুছিয়ে নিতে বেশিদিন লাগেনি। তারপর ক'দিন না যেতেই হাঁপিয়ে উঠেছিল, উপলব্ধি করেছে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় বেশিদিন থাকার মত মানুষ নয় ও। তাছাড়া রেঞ্জার জীবনের চার বছর, এবং পরবর্তীতে যুদ্ধের চারটে বছরে সারা পশ্চিম চষে বেড়িয়েছে ও; সেই নেশা যেন মন থেকে দূর হয়নি। এখনও দিগন্তের সীমানায় বিলীন হয়ে যাওয়া সুনীল আকাশ, সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণী, পাইন আর পপলারের ঘন সারি, নয়ন জুড়ানো সবুজ তৃণভূমি নেশার ঘোরের মত আকর্ষণ করছে ওকে।

সুতরাং ফের স্যাডলে চেপে অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে ও।

মেক্সিকো সীমান্তে কাটিয়েছে কিছুদিন। বলা যায় আউট-ল ট্রেইলে কেটেছে দিনগুলো, দেশটার হাড়-কঙ্কাল চিনে নেওয়ার অদম্য ইচ্ছে ছিল বলেই অপরাধীদের স্বর্গ বলে কুখ্যাত নসেজ অঞ্চলে ঢুকে পড়েছিল। জীবনে কখনও আইন ভঙ্গ করেনি ও, সেই ইচ্ছেও নেই; বরং টেক্সাস গভর্নরের হয়ে গোপনে ক্যাটল ডিটেকটিভের কাজ করছে। আউট-লদের কেউ কেউ ডিটেকটিভ হিসেবে সন্দেহ করেছে ওকে, কেউ ভেবেছে আসলে ও নিঃসঙ্গ আউট-ল। একা কাজ করতে পছন্দ করে। এর কারণও আছে, বুনো যে-কোন অঞ্চল পছন্দ ওর, এবং সেখানে যারা বাস করে তাদের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য দেখতে উপভোগ করে। রোমাঞ্চিত হয় সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে, যেখান থেকে মাইলকে মাইল বিস্তীর্ণ জমি দেখা যায়, দিগন্তের সীমানা ছাড়িয়ে যায় বহুদূর···সুনীল আকাশের বিশাল অংশ ধরা দেয় চামড়ার চোখে···

জেফ বিয়ে করেছে। রুথকে নিয়ে বাবা-মার সঙ্গে থাকছে। একটু ভিন্ন ধরনের মানুষ সে। বইপত্র পছন্দ করে। জেফ যখন রুশো, ভলতেয়ার বা স্পিনোজা নিয়ে ব্যস্ত, জন তখন পাহাড়ে মোষ শিকার করে সময় কাটিয়ে দেয়। মত বা কাজের যতই পার্থক্য থাকুক, পরস্পরকে পছন্দ করে ওরা।

হয়তো বুনো প্রবৃত্তি রয়েছে ওর ভেতরে, যেহেতু ঘাসের গালিচায় মাতাল বাতাসের দোলা দেখে রোমাঞ্চিত হয় ও, যাতে অন্যরা হয় না। বুনো অঞ্চলে দূরাগত ধোঁয়ার গন্ধ পুলকিত করে ওকে। দূরের পাহাড় হাতছানি দেয়, জীবনে প্রথম যেদিন ঘোড়ায় চড়েছে, সেদিন থেকে অজানা-অচেনা জায়গায় ঘুরে

---

* 'হরণ' দ্রষ্টব্য

বেড়ানোর নেশা নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেছে।

জো অবশ্য একটু ভিন্ন ধাতের মানুষ। অবশ্য ওর বয়সও কম।

একেবারে ছোট বেলায়, সবে যখন তারুণ্যে পড়েছে জন, ওর এই নেশা ঠিকই ধরতে পেরেছিল জেসিকা ক্যালকিন, ওর মা। গানর‍্যাক থেকে একটা উইনচেস্টার তুলে নিয়ে ধরিয়ে দিয়েছিল ওর হাতে। সিক্সশূটার, হোলস্টার, বেল্ট···একে একে সবই দিয়েছে। 'যাও, বাছা,' শুভেচ্ছার সুরে বলেছে মিসেস ক্যালকিন। 'আমি জানি, ঘরে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছ। যতদূর ইচ্ছে চলে যাও, কখনও ভাল না লাগলে ফিরে এসো বাড়িতে। ···নিশ্চিত হয়ে নিখুঁত নিশানায় গুলি করবে, এবং নেহাত বাধ্য হলে। কখনও মিথ্যে বোলো না, আর···তোমার কথায় যেন সন্দেহ না থাকে কারও, যা বলবে স্পষ্ট বলে দেবে।

'যে-লোকের কোন মর্যাদা নেই, সে হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে গরীব লোক। কাউকে যখন কথা দেবে, রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কারও সঙ্গে যদি চুক্তি করো, পরে যাতে আফসোস না হয় তাই আগে থেকে ভেবে নিয়ো। এমন কিছু কোরো না যাতে শেষে লজ্জিত হতে হয় তোমাকে।'

বেরিয়ে এসে বয়স্ক একটা রোয়ানের স্যাডলে চড়েছিল জন, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল জেসিকা ক্যালকিন। 'আমার কোন ছেলে এত বয়স্ক ঘোড়ায় চাপেনি, তুমি বরং ডানটায় চড়ো···বুনো স্বভাবের হতে পারে ওটা, তবে মরার আগ পর্যন্ত তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবে।

'যখনই ইচ্ছে হবে, ফিরে এসো। তোমার পথ চেয়ে থাকব আমরা। বয়সের ভারে হয়তো শীর্ণ ওকের ছালের মত কুঁচকে যাবে আমার মুখের চামড়া এদিকে মনে তোমার জন্যে ভালবাসা একই থাকবে। মনে রেখো, তুমি একজন ক্যালকিন। ওদের রক্ত বইছে তোমার শরীরে। ওই রক্ত হয়তো গরম হয়ে যেতে পারে, ওই রক্ত কখনও আপস করে না বা পরাজয় মেনে নেয় না।'

ওই কথাগুলো, প্রতিটি শব্দ এখনও মনে আছে ওর।

'সকালে বাড়ির পথ ধরব আমরা,' জো বাটলারের কণ্ঠে সংবিৎ ফিরে পেল জন। 'আর···যাওয়ার পথে মেজরের সঙ্গে কথা বলব।'

'তোমাদের বস্ কে?'

কিছু বলতে উদ্যত হয়েছিল স্কট রাউন্ডি, কার্টিসের অর্থপূর্ণ চাহনিতে নিরস্ত হলো।

'এক বুড়ো,' জবাব দিল বাটলার। 'অবশ্য বাচ্চা মেয়েটার সাহায্য নিয়ে র‍্যাঞ্চ ভালই চালাচ্ছে।'

'বাচ্চা মেয়ে নয় ও!' প্রতিবাদ করল রাউন্ডি। 'আমার চেয়েও বয়সে বড়।'

'তরুণী বলা যাবে ওকে,' শুধরে দিল কার্টিস। 'আর···বুড়ো অন্ধ।'

অস্ফুট স্বরে খিস্তি করল জন।

'সময় থাকতে আবারও ভেবে নাও, মিস্টার,' বলল টিম কার্টিস। 'আমাদের মত জড়িয়ে পড়োনি এখনও। পরিষ্কার বিবেক নিয়ে চলে যেতে পারবে।'

'বেন্টন আর উইলসনের মত লোককে পেছনে ফেলে চলে যাওয়ার পরও বিবেক পরিষ্কার থাকে কি করে? উঁহুঁ, ভেবে দেখার দরকার নেই। তোমাদের নুন

খেয়েছি, গান তো গাইতেই হবে। ওরা যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, তাতেও কিছু যায়-আসে না।'

'কি বললে?' জানতে চাইল তরুণ। 'নুনের ব্যাপারটা?'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না জন, ওর হয়ে বরং জো বাটলারই ব্যাখ্যা দিল: 'প্রবাদ। কেউ কেউ মনে করে তুমি যদি কখনও কারও নুন-রুটি খাও, তাহলে ঋণী হয়ে যাবে তার কাছে···এরকম একটা ব্যাপার আর কি!'

'হয়েছে! তোমরা কি কাজ ছেড়ে দিচ্ছ?' জানতে চাইল জন।

কারও চোখের চাহনিই বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হলো না। 'কাজ ছেড়ে দেব! কেউ কি এরকম কিছু বলেছে?'

'অন্ধ বস্ আর বাচ্চা একটা মেয়ের হয়ে টাফ আউটফিটের বিপক্ষে দাঁড়ানো খুব বুদ্ধিমানের কাজ বলে তো মনে হচ্ছে না আমার।'

'উঁহুঁ, কাজ ছাড়ার চিন্তা করছি না আমরা,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল কার্টিস।

স্মিত হাসল জন। 'তোমাদের নুন খেয়েছি বলে খুশি আমি।'

দুই

স্টিরাপ-আয়রনের র‍্যাঞ্চহাউস কটনউডের লগ আর অ্যাডোবির তৈরি নিচু দালান। খড়ের ছাদের কোথাও কোথাও লতা জন্মেছে, কিছু ফুলও দেখা যাচ্ছে।

কাছাকাছি তিনটে পোল-করাল, হেলে পড়া বার্নের কোণে নেহাই রয়েছে একটা, অন্যদিকে ছোট্ট কামারশালা।

ছোটখাট আউটফিটের এমন রুগ্ন চেহারার র‍্যাঞ্চহাউস বা বার্ন-করালই মানানসই। টেক্সাস বা আশপাশের পাহাড়ী এলাকায় এমন অনেক র‍্যাঞ্চ চোখে পড়বে।

দীর্ঘ ঢাল ধরে নিচে নেমে যখন র‍্যাঞ্চহাউসের কাছাকাছি হলো ওরা, ইয়ার্ডে দাঁড়ানো এক লোককে চোখে পড়ল, বগলের ফাঁকে একটা রাইফেল ধরে রেখেছে।

সরাসরি পাহাড়ের দিকে তাকাল সে, আগুয়ান রাইডারদের দেখল, তারপর বাড়ির দিকে ফিরে কিছু বলল কারও উদ্দেশে; শেষে বাঙ্কহাউসের দিকে হেঁটে চলে গেল।

পোর্চে এসে দাঁড়াল ছিপছিপে শরীরের এক ব্লন্ড তরুণী, হালকা বাতাসে উড়ছে ওর চুল। কপালের ওপর হাত তুলে রোদ থেকে চোখ আড়াল করল সে, দূরাগত রাইডারদের দেখল।

'নতুন একজন যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, ম্যা'ম,' কাছে যাওয়ার পর বলল জো বাটলার।

'স্বাগতম। হাত-মুখ ধুয়ে এসো সবাই। ততক্ষণে সাপার তৈরি হয়ে যাবে।'

স্যাডল ছেড়ে করালের দিকে এগোল ওরা। নিজের ওপর মেয়েটির অনুসন্ধানী দৃষ্টি টের পাচ্ছে জন। 'রাইফেল হাতে ওই লোকটা কে?' ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল ছাড়ানোর সময় রাউন্ডির উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

'সব কিছু জানতে চেয়ো না,' গম্ভীর স্বরে বলল তরুণ। 'সবে এসেছ, দেখে-শুনে পা ফেলো। বেশি প্রশ্ন কোরো না। ...ওই লোক আমাদের প্রতিবেশী।'

'ক'জন ক্রু আছে আমাদের?'

'আমরা তিনজনই নিয়মিত ক্রু। অবশ্য বার্ট হার্লের কথা আলাদা। মাঝে মধ্যে আমাদের সাহায্য করে ও। পুবে পাহাড়ের ওপাশে ছোটখাট একটা আউটফিট আছে ওর।'

বাঙ্কহাউসটা লগের তৈরি। দীর্ঘ, অপরিসর। একপাশে বাঙ্কের সারি। একেবারে শেষে রট আয়রনের তৈরি স্টোভ, তাতে আগুনের আঁচে কালচে হয়ে যাওয়া কেতলি চাপানো। স্টোভের পাশে জমিয়ে রাখা কাঠের ওপর এক জোড়া মোজা শুকাতে দিয়েছে কেউ।

মোট আটটা বাঙ্ক। চারটেয় বেডরোল দেখা যাচ্ছে। চারটে একেবারে শূন্য, স্প্রিঙের বদলে গরুর চামড়া ব্যবহার করা হচ্ছে, র-হাইডের দড়ির সাহায্যে দু'পাশে বাঁধা। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো আঙটায় কোট বা স্লিকার ঝুলছে। মাঝখানে এক পা খাটোঅলা এক টেবিলের দু'পাশে কয়েকটা বেঞ্চ। টেবিলে জ্বলন্ত কেরোসিন ল্যাম্প ম্লান আলো বিতরণ করছে সারা ঘরে; স্টোভের কাছাকাছি উল্টে রাখা বালতির ওপর আরেকটা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু জ্বালানো হয়নি। দেয়ালে ঝুলন্ত পেরেকে ব্যবহারের অযোগ্য দুটো লণ্ঠনও রয়েছে।

বিশৃঙ্খল ধূলিময় মেঝে দেখে মনে হচ্ছে কিছুদিন ধরে পরিষ্কার করার বা ঝাঁট দেয়ার ঝামেলায় যায়নি কেউ; তবে এও ঠিক বাঙ্কহাউসের মেঝে পরিষ্কার রাখা কঠিন। দরজার বাইরে ওঅশ স্ট্যান্ড রয়েছে, দেয়ালের সঙ্গে লাগানো আয়নাটা ভাঙা, অর্ধেক আস্ত আছে এ মুহূর্তে। স্ট্যান্ডে একটা রোল করা জীর্ণ তোয়ালে রয়েছে, অন্তত পঞ্চাশবার ব্যবহার করা হয়েছে।

বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে মাথা আঁচড়ে নিল জন ক্যালকিন, আয়নায় নিজের চেহারা দেখল: রোদপোড়া মুখ, কোমলে মেশানো কাঠিন্য সেখানে; চোখজোড়ায় সতর্ক, গভীর চাহনি। গত তিন-চার মাসের মধ্যে পানি ছাড়া অন্য কোথাও চেহারা দেখার সৌভাগ্য হয়নি ওর, কিন্তু মনে হলো না তেমন পরিবর্তন হয়েছে। কয়েক মাস আগে হনুর হাড়ের চামড়ায় আঁচড় কেটে চলে গিয়েছিল একটা বুলেট, ক্ষতটা প্রায় মিলিয়ে গেছে, সামান্য লালচে দাগ আছে কেবল।

বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এল স্কট রাউন্ডি। হাত-মুখ ধুয়ে পানি দিয়ে চুল ভেজাল, আঙুল চালিয়ে চিরুনির কাজটা দিব্যি সেরে ফেলল। 'এখানকার খাবার ভাল,' নিরাবেগ স্বরে মন্তব্য করল সে। 'মেয়েটা রাঁধতে জানে বটে!'

'ও নিজেই রান্না করে?'

'আর কে করবে তাহলে?'

হ্যাট দিয়ে বাড়ি মেরে পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়ল জন, পোশাকের ভাঁজ

টেনে-টুনে যতটা সম্ভব ভদ্রস্থ করে বাড়ির দিকে এগোল। হাঁটার মধ্যে দূরের পাহাড়ে দৃষ্টি চালাল, লুকিয়ে থেকে চোখ রাখতে পারবে এমন সম্ভাব্য প্রতিটা জায়গার খোঁজ করল। পাহাড়গুলো প্রায় ন্যাড়া, বলতে গেলে তেমন কোন আড়াল নেই।

র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে ছোট্ট এক চিলতে জায়গা বেড়ায় ঘেরা, রুগ্ন চেহারার কিছু ফুলের চারা দেখা যাচ্ছে। অনুর্বর মাটি, তায় উষ্ণ পরিবেশ; যে-কোন উদ্ভিদের জন্যে টিকে থাকা কঠিন বৈকি। তবে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি মেয়েটি, জন ধরেই নিয়েছে এটি তরুণীর কাজ। র‍্যাঞ্চে ফুলের বাগান করার শখ কেবল মেয়েদেরই থাকে, পুরুষরা সময় পায় না কিংবা সেই বিলাসিতাও নেই তাদের।

সরু একটা পথ চলে গেছে র‍্যাঞ্চহাউসের দরজার কাছে, পথের দু'পাশে পাথর সার বেঁধে রাখা। প্রশস্ত পোর্চ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল জন। পরিসর কামরায় দীর্ঘ টেবিলে লাল-সাদা ডোরাকাটা ক্লথ বিছানো। বাসনপত্র বেশিরভাগ এনামেলের, কফিপটও তাই।

সারা ঘরে স্টু আর আপেল-পাইয়ের সুঘ্রাণ। টেবিলে বড়সড় পাত্রে স্টু থেকে ধোঁয়া উঠছে, পাশে আপেল-পাইয়ের পাত্র। কিছু শুকনো আপেল রয়েছে ঝুড়িতে, তবে দেখে মনে হলো খেতে খারাপ লাগবে না। ছোট ছোট কয়েকটা পাত্রে মটরশুঁটি, জেলি এবং সদ্য অভেনে তৈরি রুটির স্লাইস।

টেবিলের একপাশের চেয়ারে বসেছে মেয়েটি। যতটা ভেবেছিল জন, তারচেয়ে ক্ষীণদেহী ও, চোখজোড়া নীল আকাশের মত সুনীল। 'আমি জুডিথ,' মৃদু স্বরে বলল তরুণী, টেবিলের একেবারে শেষ মাথায় বসা বুড়োর দিকে ইঙ্গিত করল। 'আমার বাবা, উইলিয়াম লিপম্যান।'

একসময় হয়তো শক্ত-সমর্থ সুদর্শন যুবক ছিল সে, বাহুতে পুরুষ্ট মাংসপেশীর অস্তিত্বে তাই মনে হচ্ছে। বয়স সামর্থ্য কেড়ে নিয়েছে। পুরু গোঁফ ধূসর রঙ ধারণ করেছে, সাদা হয়ে গেছে বেশিরভাগ চুল। চোখে শূন্য দৃষ্টি, সেখানে কোন ভাষা নেই; কিন্তু জন ক্যালকিন মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিত হয়ে গেল এই চোখ দুটোর যখন অভিব্যক্তি ছিল, লোকটিকে তখন চিনত ও।

'হাউডি,' স্বাগত জানাল জন, খেয়াল করল সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলে তাকাল বুড়ো, অভিব্যক্তিহীন চাহনিতে অদ্ভুত এক ধরনের তীক্ষ্ণতা রয়েছে, যেটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে।

'কথা বলল কে?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল বুড়ো। 'কে?'

'আমাদের নতুন হ্যান্ড, বাবা,' জানাল জুডিথ। 'ছেলেদের সঙ্গে এইমাত্র বাড়ি এসেছে।'

'বেন্টনদের সঙ্গে তর্ক হয়েছিল আমাদের, বস্,' ব্যাখ্যা করল বাটলার। 'ও তখন ক্যাম্পে ছিল। সকাল হলেই যেন বি-ডব্লুর রেঞ্জ ছেড়ে চলে আসি, নির্দেশ দিয়েছিল বেন্টন। হয়তো ও ছিল বলেই, বাড়াবাড়ি করেনি ওরা। ওদের ধরন কেমন, জানোই তো।'

গম্ভীর হয়ে গেল শীর্ণ মুখটা, অভিব্যক্তিহীন চাহনিতে কেবলই শূন্যতা। অথচ জন বাজি রেখে বলতে পারবে ঠিকই কণ্ঠ শুনে ওকে চিনতে পেরেছে সে।

ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে দারুণ চমকপ্রদ। বিল লিপম্যান এতটাই ধূর্ত যে আর কোন প্রশ্ন করল না। অন্তত ওকে যে করবে না, একরকম নিশ্চিত জন।

'রাউন্ড-আপের সময় বাড়তি লোক হলে ভালই হয়! ঝামেলা হলে সামাল দিতে পারবে তো, সান?'

'নেহাত বাধ্য না হলে লড়াই করতে অভ্যস্ত নই আমি,' মৃদু স্বরে বলল ও।

'ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারো তুমি, জোরাজুরির ব্যাপার নেই আমার এখানে,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল বিল লিপম্যান। 'যদি উত্তর বা পশ্চিমে যাও, নিশ্চিন্তে বেরিয়ে যেতে পারবে। অন্য দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণে বা পুবে গেলে, বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে কম···প্রায় শূন্য বলা যায়।'

প্রায় নিরুত্তাপ স্বরে, সংক্ষেপে ক্যাম্পের ঘটনা ব্যাখ্যা করল জো বাটলার; খুব বেশি বলল না সে, তবে যা বলল তাতে কারও মনে সামান্য দ্বিধাও থাকল না।

নীরবে খাওয়া সারল জুডিথ লিপম্যান। দু'বার জনের দিকে চকিত দৃষ্টি হেনেছে মেয়েটা, দৃষ্টিতে সামান্য কৌতূহল ছিল, কিন্তু এ-ই। অবশ্য অন্যরাও যে খুব একটা কথা বলছে, তা নয়; যেন র‍্যাঞ্চে সাপারের সময় বেশি কথা না বলাটাই স্বাভাবিক রীতি।

বাড়ির কথা মনে পড়ল জনের। ওর বাড়ির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাবা সবসময়ই কথা বলতে পছন্দ করে, শিক্ষিত মানুষ মাত্রই যা হয়; বিরক্ত না হয়ে ওরা বরং উপভোগ করে। খাওয়ার টেবিলে কথা হবে না, ক্যালকিন র‍্যাঞ্চহাউসে অকল্পনীয় ব্যাপার।

আপেল-পাই খাওয়ার পর কফির পালা। জো বাটলারের দিকে ফিরল বিল লিপম্যান, অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টি, কিন্তু সে জানে কে কোথায় বসেছে। 'ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি, জো?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। আমার ধারণা ক্যাপরকের ওপাশে নিজের রেঞ্জ পরিষ্কার রাখতে চাইছে বেন্টন, সেখানে যার গরুই থাকুক। এ মুহূর্তে কি লড়াই করার সামর্থ্য আছে আমাদের? গুছিয়ে নেয়া পর্যন্ত ওদের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করতে যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না।'

এবার জনের দিকে ফিরল লিপম্যান। 'আসার পথে স্টিরাপের গরু চোখে পড়েছে তোমার?'

'দেখেছি। সংখ্যাটা সঠিক বলতে পারব না, কারণ গুনিনি আমি। পনেরো বা বিশটা হতে পারে। এরচেয়ে দ্বিগুণ গরু স্পার ব্র্যান্ডের।'

'তাহলে তো ঝামেলা হতেই পারে। ক'জন হ্যান্ড আছে ওদের?'

চট করে উত্তর দিল না বাটলার, ক্ষণিকের জন্যে ভাবল কি যেন। 'সঠিক জানি না,' শেষে শ্রাগ করে বলল সে। 'হয়তো আটজন। শুনেছি আরও লোক ভাড়া করবে। বেন্টনের সঙ্গে অচেনা এক লোককে দেখলাম, পাঞ্চার নয় লোকটা। গরু ব্যবসায়ী হতে পারে।'

খাওয়া শেষ করে বাঙ্কহাউসের দিকে চলে গেল অন্যরা, শুধু স্কট রাউন্ডি রয়ে গেছে। ওঠার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী মনে হলো না, এখানে থাকতেই যেন ভাল লাগছে তার। ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা করল জন, তরুণ হয়তো ওর জন্যে অপেক্ষা

করছে ভেবে উঠে দাঁড়াল।

'বোসো,' মৃদু স্বরে নির্দেশ দিল লিপম্যান। 'মাত্র যোগ দিয়েছ তুমি। আমার মনে হয় কয়েকটা ব্যাপারে শুরুতেই আলাপ করে নেওয়া উচিত।' ঘাড় ফিরিয়ে রাউন্ডির দিকে তাকাল সে। 'শুভরাত্রি, স্কট।'

'শুভরাত্রি,' বিরস মুখে উঠে দাঁড়াল তরুণ, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ডাইনিংরুম থেকে।

রান্নাঘরে চলে গেল জুডিথ।

মিনিট খানেক নীরবতা, তারপর আচমকা প্রশ্ন করল বিল লিপম্যান: 'কি নাম বললে তোমার?'

'তুমি ভাল করেই জানো।'

নির্বিকার মুখে সামান্য মাথা ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার। 'তুমি কি আমার খোঁজে এসেছ?'

'না। ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছি।'

'সাত বছর···সাতটা বছর চোখে দেখতে পাই না!' বিড়বিড় করল স্টিরাপ-আয়রন মালিক। 'জুডিথ আর বাটলার সব দেখাশোনা করছে। বাটলার লোকটা ভাল।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'এখনও গুছিয়ে নিতে পারিনি! রাউন্ড-আপে যে গরু জড়ো হবে, মনে হয় না সংখ্যায় বেশি হবে···কাউহ্যান্ডদের দেনা মিটিয়ে রসদপত্র কিনতে শেষ হয়ে যাবে সব। তাও যদি ঠিক ভাবে সব গরু রাউন্ড-আপ করে রেলরোড পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি।'

টেবিলের ওপর রাখা পাইপ হাতড়ে খুঁজে নিল সে, প্যাকেট থেকে তামাকের দলা বের করে পাইপে ভরল। 'আসলে কখনোই তেমন কিছু ছিল না আমার,' পাইপ ধরিয়ে ফের নীরবতা ভাঙল লিপম্যান। 'যখনই একটা কাজে হাত দিয়েছি, কোন না কোন ভাবে কেঁচে গেছে। এটাই আমার শেষ চেষ্টা, এবং শেষ সম্বল। জুডিথের জন্যেও···তাও যদি ধরে রাখতে পারি।'

'এখানে নয়, বরং বড়সড় কোন শহরে ভাল থাকবে ও। মেয়েদের থাকার মত উপযুক্ত জায়গা নয় এটা।'

'আশপাশে তেমন কোন শহর আছে নাকি? তাছাড়া, শহরে গিয়ে কি করবে ও? এখানে যা আছে, নিতান্ত অল্প হলেও এই আমার সম্বল। ইচ্ছে করলে এর সবই তুমি কেড়ে নিতে পারো, তারপরও বলব, শুধু জুডিথের খাতিরে হলেও তোমাকে ঠেকানোর চেষ্টা করব আমি।' ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে খেই ধরল: 'আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলেও, ঠিকই অন্য আউটফিটের বিরুদ্ধে লড়তে হবে তোমাকে।'

'তোমার কোন কিছুই কেড়ে নেওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। নিজেই ঝামেলা ডেকে এনেছ তুমি। বন্ধুদের সঙ্গে বেঈমানি করে বিনিময়ে যা পাওয়া উচিত, তাই পেয়েছ।'

'শশ্‌শ্‌! আস্তে বলো! জুডিথ ওসব পুরানো দিনের কথা কিছুই জানে না।'

'ওকে বলব না আমি।'

স্বস্তি ফুটল লিপম্যানের চেহারায়। 'তোমার মা, ও কি বেঁচে আছে এখনও?'

'বেঁচে আছে কিনা? নিশ্চই! বাবাও ভাল আছে। দু'জনে মিলে র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছে।'

'সত্যি ওকে ভয় পেতাম! বরাবরই তোমার বাবার চেয়ে জেসিকা ক্যালকিনকে বেশি বিপজ্জনক মনে হত। শুধু আমি একা নই, বহু লোকের কলজেয় ভয় ধরিয়ে দিতে পারত জেসিকা। মেয়েদের মধ্যেও যে দৃঢ়তা থাকতে পারে···স্রেফ ইস্পাতে তৈরি একজন মহিলা!'

'এখনও তাই আছে মা,' টেবিলের ওপাশ থেকে বিল লিপম্যানের দিকে তাকাল জন, মনে মনে বিচার করছে র‍্যাঞ্চারকে। বুড়ো হয়েছে বটে, তবে শরীরটা মজবুত এখনও। বাইরে দৃঢ় একটা খোলস রয়েছে, অথচ ভেতরটা অন্তঃসারশূন্য, ফাঁপা। বিল লিপম্যানকে স্পষ্ট মনে আছে, ওর যখন আট বছর চলছিল–ওদের র‍্যাঞ্চে পাঞ্চার হিসেবে যোগ দিয়েছিল সে।

একসময় সুদর্শন, সুঠামদেহী যুবক ছিল সে; জনের স্মৃতিতে সেই ছবিটাই জমা হয়ে আছে। ল্যাসো হাতে দারুণ দক্ষ ছিল। গরু বা ঘোড়া সম্পর্কেও অন্যদের চেয়ে ভাল জ্ঞান রাখত। ক্যালকিন র‍্যাঞ্চের তখন সবে শুরু, লোকের অভাব ছিল ওদের, এবং একাই দু'জনের সমান কাজ করত বিল লিপম্যান। বাস্তবে, আসলে তিনজনের কাজ করত সে, রাতে বাঙ্কহাউস থেকে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে গিয়ে রেঞ্জের সুদূর কোণে গরু জড়ো করত।

জনের বাবা, ফ্রেড ক্যালকিন তখন পা ভেঙে বিছানায় পড়ে আছে; জেসিকা ক্যালকিনই সব কিছু দেখাশোনা করত। তবে স্বামীর শুশ্রূষার পর র‍্যাঞ্চের কাজে মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত তার হত না তেমন।

র‍্যাঞ্চের যে-কোন কাজে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহী ছিল লিপম্যান, একইসঙ্গে গরুও চুরি করছিল। গোপন একটা জায়গায় জড়ো করছিল ক্যালকিন ব্র্যান্ডের গরু। কিন্তু এ-ও ঠিক, ওদের দুঃসময়ে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেছে সে।

তারপর, আচমকা উধাও হয়ে যায় সে। বিল লিপম্যান যে চলে গেছে, এটা বুঝতেই দুটো দিন চলে যায়; আর গরুর ঘাপলা ধরা পড়েছে পুরো এক সপ্তাহ পর। মিসেস ক্যালকিনই সন্দিহান হয়ে উঠে প্রথমে। আট বছর বয়সী জনকে সঙ্গে নিয়ে রেঞ্জ স্কাউটিঙে বেরোয় মহিলা, রেঞ্জের এক কোণে গোপন করালটা আবিষ্কার করে ওরা; ততক্ষণে প্রায় দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে।

একটা বক্স ক্যানিয়নে গরু জড়ো করেছিল লিপম্যান। লাগোয়া ঝর্না থাকায় পানির সমস্যা হয়নি, প্রচুর ঘাস তো ছিলই। ক্যানিয়নের খোলা মুখে কটনউডের ডালপালা জুড়ে দিয়ে করাল তৈরি করেছিল সে, যাতে কোন গরু বেরিয়ে যেতে না পারে।

ড্রাইভের সমস্ত চিহ্ন ছিল তখনও, স্পষ্ট বোঝা গেল বিল লিপম্যান ছাড়াও অন্তত আরও চারজন ছিল সঙ্গে। লিপম্যানের ঘোড়ার নালের ছাপ চেনা ওদের, প্রায় সব জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল খুরের ছাপ। জনকে র‍্যাঞ্চহাউসে ফেরত

পাঠায় মিসেস ক্যালকিন, প্রয়োজনীয় রসদপত্র নিয়ে আসবে। ফ্রেড ক্যালকিনকেও খবর দিতে হবে যে ফিরতে হয়তো দু'একদিন লেগে যেতে পারে।

বিভিন্ন আলামত আর গরুর ছাপ দেখে ওরা ধারণা করে দু'দিন আগে ড্রাইভে বেরিয়েছে বিল লিপম্যান।

প্যাকহর্স ছাড়াও এক কাউহ্যান্ডকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে জন। জেফকে রেখে এসেছিল বাবার তত্ত্বাবধানে। ফিরে এসে দেখে, ইতোমধ্যে বসে থাকেনি ওর মা, গরুর ছাপ ধরে এগিয়ে গেছে। মিউলে রাইড করছিল মিসেস ক্যালকিন, ছাপ অনুসরণ করতে তেমন কোন সমস্যা হলো না ওর।

প্রায় চার-পাঁচশো গরু জড়ো করেছে চার ক্রু, চূড়ান্ত ড্রাইভের আগে অপেক্ষায় ছিল লিপম্যানের জন্যে, তারপর সব গরু নিয়ে এগিয়েছে দক্ষিণে। এত গরু চুরি করা চাট্টিখানি কথা নয়। ক্যালকিন বাথানে লোকের স্বল্পতা আর বিশাল রেঞ্জের সুবিধা নিয়ে কাজটা অনায়াসে করেছে ওরা। পরিকল্পনাটাও নিখুঁত ছিল–প্রতিদিন একটা-দুটো করে সরিয়ে নিয়ে গেছে বক্স ক্যানিয়নে, পর্যাপ্ত ঘাস-পানি থাকায় ওখানে গরু রাখতে কোন সমস্যাই হয়নি।

তৃতীয় দিন জেসিকা ক্যালকিনের দেখা পেল ওরা, আর পঞ্চম দিনে গরুচোরদের ধরে ফেলল। ড্রাইভের ক্ষেত্রে যা হয়, দ্রুত এগোলেও সারাদিনে হয়তো সর্বোচ্চ আট-দশ মাইল যাওয়া সম্ভব. স্বভাবতই রাসলারদের ধরে ফেলল ওরা।

জেসিকা ক্যালকিন টেনেসির মেয়ে। যেখানে পুরুষদের পাশাপাশি রাইড করে মেয়েরা, রেঞ্জের কাজে সাহায্য করে। সারাদিন ঘোড়া দাবড়াতেও সমস্যা হয় না ওর, আর রাইফেল ব্যবহার করতে পারে পুরুষের মতই–অনায়াস দক্ষতা এবং নিখুঁত নিশানায়। চুরির ব্যাপারটা যতটা না আহত করেছিল, তারচেয়ে বরং বিল লিপম্যানের বিশ্বাসঘাতকতাই বেশি খেপিয়ে তুলেছিল তাকে, কারণ ক্যালকিনরা সবাই বিশ্বাস করেছিল লিপম্যানকে।

গরুচোরদের দেখার পর সামান্য দ্বিধা করেনি মিসেস ক্যালকিন, কিংবা কাউকে সতর্ক করারও চেষ্টা করেনি। কোন ব্যাখ্যার দরকার ছিল না তার। প্রিয় শার্পস পয়েন্ট-ফাইভ জিরো রাইফেলটা র‍্যাঞ্চহাউসে ফেলে এলেও সঙ্গে ছিল সাত-শটের স্পেন্সার পয়েন্ট-ফাইভ সিক্স রিপিটার। জেসিকা ক্যালকিনের প্রথম গুলিতে শূন্য হয়ে গেল একটা স্যাডল।

পাহাড়ের ঢাল ধরে উপত্যকার দিকে ছুটে গেল ওরা–গরুর পালে স্ট্যাম্পিড করল। অবস্থা বেগতিক দেখে সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ল বিল লিপম্যান। জানত ধরা পড়লে নির্ঘাত গাছে লটকাতে হবে, প্রাণের মায়ায় গরু বা সঙ্গীদের কথা ভুলে তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে।

কাছাকাছি এক ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল দু'জন। ঠিকই তাদের খুঁজে বের করল জনরা। 'ইচ্ছে করলে অস্ত্র ফেলে হাত তুলে বেরিয়ে আসতে পারো তোমরা, কিংবা ওখানে থেকেই মরতে পারো,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল মিসেস ক্যালকিন। 'কিন্তু কোনটাই কেয়ার করি না আমি! বোধহয় তোমরাও জানো সেটা। পাঁচ বছর বয়স থেকে কোন দিন গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি আমার, এখনও হবে না।'

সঙ্গীর পরিণতি দেখেছে ওরা। তিনশো গজ দূর থেকে গুলি করেছিল জেসিকা ক্যালকিন, মৃত কাউহ্যান্ড তখন তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল। ছুটন্ত টার্গেট ভেদ করা যে-কোন পুরুষের জন্যেই কঠিন, আর মিসেস ক্যালকিন সম্পর্কে জানে বলেই বুঝল যে ঝড়ে বক মরেনি। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না ওরা। তাছাড়া, ওদের সঙ্গে ছিল শুধু সিক্সশূটার; অথচ রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল জেসিকা ক্যালকিন। জন আর কাউহ্যান্ড লোকটা উইনচেস্টার হাতে মুখিয়ে ছিল গুলি করার জন্যে। তিন রাইফেলের বিরুদ্ধে পিস্তল দিয়ে কি করবে? আরও একটা ব্যাপার, যেখানে লুকিয়ে ছিল ওরা–সদ্যজাত বাছুরের জন্যেও আড়াল হিসেবে যথেষ্ট নয়–স্রেফ একটা বোল্ডার আর কিছু ঝোপ। সুতরাং, নিজেদের ভাগ্য আইনের ওপর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। পিস্তল ফেলে বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে।

কাছাকাছি শহরে ওদের নিয়ে গেল ক্যালকিনরা, জেলে ঢুকিয়ে জাজের সঙ্গে দেখা করল। বাড়ি থেকে তখন অন্তত একশো মাইল দূরে ওরা, এবং শহরের কেউই চেনে না ওদের।

'গরুচোর, তাই না?' জেসিকা ক্যালকিনের উদ্দেশে জানতে চাইল জাজ। 'কি মনে করো তোমরা, ওদের নিয়ে কি করা উচিত?'

'ঝুলিয়ে দাও!' স্পষ্ট জানিয়ে দিল মিসেস ক্যালকিন।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, যেন দারুণ আহত হয়েছে। 'ম্যা'ম, ট্রায়াল ছাড়া তো কাউকে ঝুলিয়ে দিতে পারি না আমি!'

'সেটা তোমার ব্যাপার,' শান্ত স্বরে বলল মহিলা। 'ট্রায়াল দরকার আছে কি না-আছে, সেটাও তোমার ব্যাপার। শুধু জানি, পাঁচশো গরু সহ হাতে-নাতে ওদের ধরেছি আমরা।'

'আইনের নিজস্ব রীতি আছে, কারও ইচ্ছে মাফিক তো চলতে পারে না, ম্যা'ম! কোর্টে কয়েক সেশন পর্যন্ত আটকে রাখতে হবে ওদের। সাক্ষী হিসেবে তোমাদেরও উপস্থিত থাকতে হবে।'

'উঁহুঁ, জাজ, দু'জন রাসলারের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে এতদূর রাইড করতে পারব না আমি, যেখানে এদের নেতা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওই লোকটাকে খুঁজে বের করব।'

আর একটা কথাও বলল না জেসিকা ক্যালকিন। জেলে ফিরে এল ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। সরাসরি মার্শালের মুখোমুখি হলো। 'বন্দীদের ফেরত চাই আমি।'

'বন্দী? কেন দেব তোমাকে? কি জানো, ম্যা'ম···'

'ওদেরকে কে ধরে এনেছে? আমি, তাই না? তাই আমিই ফিরিয়ে নিয়ে যাব!' নিচু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে ঘোষণা করল মিসেস ক্যালকিন, মার্শালের অনুমতির তোয়াক্কা না করেই ডেস্কে রাখা চাবি তুলে নিয়ে সেলের দিকে এগোল।

বেকুবের মত দাঁড়িয়ে থাকল মার্শাল, কি করবে বুঝতে পারছে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কখনও পড়েনি সে, তাই নিজের ভূমিকা কি হবে, সেটাও স্থির করতে পারছে না।

বাঙ্কে শুয়ে ছিল দুই চোর, পরনে শুধু আন্ডারপ্যান্ট। একজনের শার্ট খামচে

ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল জেসিকা ক্যালকিন। অবস্থা বেগতিক দেখে অন্যজন বুঝে নিল কাপড় পরার সুযোগ হবে না, তাই বুটের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু নিষেধ করল মিসেস ক্যালকিন। 'উঁহুঁ, বুট পরার দরকার নেই!' প্রায় ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে সেল থেকে দু'জনকে বের করে আনল সে।

'কি হচ্ছে এসব?' প্রতিবাদ করল মার্শাল। 'ম্যা'ম, এভাবে বন্দীদের নিয়ে যেতে পারো না তুমি! জাজ জানতে পারলে…'

'আমি সামাল দেব জাজকে। আমিই ওদের নিয়ে এসেছিলাম, অভিযোগ করেছিলাম। অভিযোগটা তুলে নিচ্ছি। ওদের ছেড়ে দেব আমি।'

'ছেড়ে দেবে!? কিন্তু তুমি নিজেই বলেছ ওরা গরুচোর!'

'সত্যি। একশো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরে যাব আমি, তারপর সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে ফিরে আসব আবার। হয়তো কয়েকবারই আসা-যাওয়া করতে হতে পারে। উঁহুঁ, এত সময় নেই আমার। ওরা আমার আসামী, সুতরাং ইচ্ছে হলে ছেড়েও দিতে পারি ওদের।'

দুই রাসলারকে নিয়ে লিভারি স্টেবলে চলে এল মিসেস ক্যালকিন, দুটো হাড্ডিসার ঘোড়া পছন্দ করল। 'ওগুলোর দাম কত?' জানতে চাইল হসল্যারের উদ্দেশে।

'ম্যা'ম, কোন লেডির সঙ্গে মিথ্যে বলি না আমি,' মাথা নেড়ে, জঙ্গুসড় ভঙ্গিতে বলল লোকটা। 'ঘোড়াগুলোর যা বয়স, একটা দাঁতও নেই…চার-পাঁচ মাইলও যেতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে আমার।'

'দশ ডলার করে দেব। ন্যায্য দাম।'

'চলবে,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল হসল্যার, শেষে যদি মত পাল্টে ফেলে মহিলা। 'কিন্তু আগেই তোমাকে সতর্ক করেছি আমি!'

'হ্যাঁ,' একমত হলো জেসিকা ক্যালকিন, তারপর দুই গরুচোরের দিকে ফিরল। 'ছেলেরা, ঘোড়ায় চাপো এবার…জলদি ভাগো এখান থেকে!'

স্যাডলহীন ঘোড়ায় চাপল ওরা। দু'জনকে নিয়ে শহরের কিনারায় মরুভূমির শুরুতে এসে পৌঁছল ক্যালকিনরা। মরুভূমি ধরে কিছুটা এগোনোর পর ঘোড়া থামাল জেসিকা ক্যালকিন। 'কি করেছ তোমরা নিজেরাও জানো, কিন্তু বিনিময়ে যা প্রাপ্য, তোমাদের ফাঁসি দিচ্ছি না আমি…একটা সুযোগ দেব, দেখি পালাতে পারো কিনা। ছুটতে শুরু করো।

'আমাদের হাতে রাইফেল রইল। কথা দিচ্ছি, তোমরা তিনশো গজ না যাওয়া পর্যন্ত গুলি করব না। সুতরাং ছুটতে শুরু করো, যত পারো, মরুভূমির ধুলো উড়াতে থাকো পেছনে।'

'কিন্তু কতদূর যেতে পারব, ম্যাম?' বিরস মুখে প্রতিবাদ করল একজন। 'জামাকাপড় নেই, স্যাডল নেই। এমন হাড্ডিসার ঘোড়ায় ছুটলে হয়তো গা থেকে হাড়-মাংস আলাদা হয়ে যাবে আমাদের!'

'আড়াইশো গজ, বয়েজ। প্রতিটা মুহূর্ত মূল্যবান তোমাদের জন্যে। তর্ক করলে দূরত্ব আরও কমে যাবে!'

একটা মুহূর্তও নষ্ট করল না ওরা। ছুট লাগাল দুস্তর মরুর উদ্দেশে।

চারশো গজ পর্যন্ত ওদের যেতে দিল জেসিকা ক্যালকিন, তারপর ট্রিগার টেনে দিল। নিস্তরঙ্গ বাতাসে কাঁপ ধরিয়ে গর্জে উঠল পুরানো উইনচেস্টার। দুই রাসলারের মাথার ওপর গুলি করেছে, কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়।

স্রেফ আন্ডারপ্যান্ট পরা অবস্থায় স্যাডলহীন হাড্ডিসার ঘোড়ায় রাইড করতে হবে ওদের, সঙ্গে পানি বা খাবার কিছুই নেই। সামনে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এদের কারও প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসা বোধ করল না বালক জন, কিংবা করুণাও হলো না ওর।

এই হচ্ছে জেসিকা ক্যালকিন। দয়া, মমতা বা সহানুভূতি, বিবেচনাবোধ···সবই আছে, কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে যে-কোন পুরুষের মত দৃঢ়তাও রয়েছে তার।

দু'দিন পর বাড়ি ফিরে এল ওরা। কিন্তু বিল লিপম্যানকে ভুলতে পারেনি জেসিকা ক্যালকিন, তাকে ক্ষমাও করতে পারেনি কখনও। একটা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে সে, জেসিকা ক্যালকিনের কাছে যেটা দুনিয়ার সবচেয়ে জঘন্য পাপ।

তিন

জন ক্যালকিনের কাছে হয়তো সেটা পাপ নয়। টেবিলের ওপাশে ওর সামনে বসে আছে সে, অতীতের ছায়া মনে হচ্ছে লোকটাকে—সুদর্শন, দীর্ঘদেহী এক যুবকের খোলস মাত্র, এবং অন্ধ। অন্তত এখন কোন বিদ্বেষ বোধ করছে না ও। বোধহয় ওদের পক্ষ হয়ে সময়ই প্রতিশোধ নিয়েছে, চোখের দৃষ্টি আর সামর্থ্য কেড়ে নিয়েছে দুর্দান্ত প্রাণপ্রবাহে ভরা লোকটার।

দৃশ্যত, স্টিরাপ-আয়রনের সব ক্রু তার অতীত সম্পর্কে অজ্ঞাত। বিল লিপম্যান কেমন মানুষ, সেটাও জানে না। সাধারণত এ নিয়ে ভাবে না পাঞ্চাররা, মালিকের অতীত বা ব্যক্তিগত বিষয় কখনোই প্রাধান্য পায় না ওদের কাছে। কারও কাজ নিলে, ব্র্যান্ডের প্রতি পুরোদস্তুর আন্তরিক এবং বিশ্বস্ত হয় ওরা, এই বিশ্বস্ততা ওদের জীবনের সবচেয়ে বড় মর্যাদা বা গৌরবময় উপার্জন। ব্র্যান্ডের জন্যে দুর্ভোগ পোহাবে, লড়বে, এমনকি মরতেও রাজি; অথচ বিনিময়ে মাসে সামান্য ত্রিশ ডলার আর থাকা-খাওয়ার সুযোগ পায়···

এরা কেউই বিল লিপম্যানের সত্যিকার রূপ জানে না। এদের অজ্ঞতাকে ক্ষমাও করা যায়। কিন্তু জন তো জানে, এখন কি করবে ও?

এ ব্যাপারটা মাথায় আসেনি ওর, বিবেচনাও করেনি। কখনও বিল লিপম্যানের দেখা পাবে, এটাই কল্পনা করেনি।

ফিল বেন্টনই সিদ্ধান্তটা নিতে সাহায্য করল ওকে, সেজন্যে ওদের প্রথম সাক্ষাৎই যথেষ্ট। এ ধরনের মানুষ চেনা আছে জনের, অন্যদের খুঁচিয়ে, ত্যক্ত করে

নিজের উদ্দেশ্য ঠিকই পূরণ করে নেয়। এ ব্যাপারটা তাতিয়ে তুলেছে ওকে।

অথচ চারপাশে অনেক জমি আছে, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। তিনটা আউটফিট দিব্যি কোন ঝামেলা ছাড়া যার যার কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

'থাকছি আমি, লিপম্যান,' মৃদু স্বরে ঘোষণা করল জন। 'বাটলারের কাছে শুনলাম শিগ্‌গিরই রাউন্ড-আপ শুরু করতে চাইছ?'

'হ্যাঁ। পাহাড়ী জমিকে যদি বেসিন চিন্তা করো, সব মিলিয়ে এখানে ছয়টা র‍্যাঞ্চ। বেশ কমই, তাই না? গরু জড়ো করে রেলরোডে নিয়ে যেতে চাই আমরা। তোমার সাহায্য কাজে লাগবে। বেন্টন বা অন্যদের সঙ্গে ঝামেলার কথা নাই-বা বললাম, কিন্তু রাউন্ড-আপ আর ড্রাইভের জন্যেও অতিরিক্ত লোক দরকার আমাদের।'

*

বাঙ্কহাউসে ফিরে এসে জন দেখল দাবা খেলছে জো বাটলার আর টিম কার্টিস। পর্যাপ্ত ঘুঁটি না থাকায় হুইস্কির বোতলের ছিপি দিয়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। জিনিসটার যোগান বোধহয় প্রচুর।

ভেতরে ঢুকতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল বাটলার, স্রেফ ক্ষণিকের জন্যে, তারপর বোর্ডে মনোযোগ দিল। কোন মন্তব্য করল না সে, কিছু জানতেও চাইল না। টিম কার্টিসের মনোযোগ বোর্ডের দিকে, মুখ তুলে তাকানোর গরজ অনুভব করল না।

বাঙ্কে শরীর মেলে দিয়েছে স্কট রাউন্ডি, হাতে জীর্ণ ম্যাগাজিন। 'তুমি কি থাকছ?' উৎসুক স্বরে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ,' শূন্য একটা বাঙ্কের কাছে চলে গেল জন, ব্ল্যাঙ্কেট-রোল খুলে র‍্যহাইডের স্প্রিঙের ওপর বিছিয়ে দিল।

চাল দিয়ে মুখ খুলল জো বাটলার: 'তাহলে এখন থেকে আমার নির্দেশে চলবে তুমি। পশ্চিমে খোলা একটা জায়গা আছে, সমস্ত গরু ওখানে জড়ো করব আমরা। আরও এক হ্যান্ড আছে আমাদের, পুবের লাইন-ক্যাম্পে আছে ও,' সরাসরি জনের চোখে চোখ রাখল সে। 'মেক্সিকানদের সঙ্গে কাজ করতে আপত্তি নেই তো?'

'না। কাজে যদি গাফিলতি না করে, সে মেক্স হোক আর স্পেনিয়ার্ড হোক, কিছুই যায়-আসে না আমার। শেষ যে-আউটফিটের হয়ে কাজ করেছি, পাঁচ কাউহ্যান্ডের মধ্যে চারজনই ছিল মেক্স। সাধারণত ভালমানুষ এবং দক্ষ পাঞ্চার হয় ওরা।'

'ওর নাম ফুয়েন্তেস। গরুর ব্যাপারে ভাল জানে, দড়ি চালাতেও ওস্তাদ। কয়েক সপ্তাহ আগে যোগ দিয়েছে ও।' থেমে বোর্ডের দিকে মনোযোগ দিল স্টিরাপ-আয়রন র‍্যামরড, তারপর রাজার চাল দিয়ে খেই ধরল: 'সকালে রাউন্ড-আপ শুরু করব। সামনে যা পড়বে, তাই নিয়ে আসব। ক্রীকের এপাশে খোলা জমিতে সব গরু জড়ো করব আমরা, তারপর এদিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসব।

'লাইন-শ্যাকে প্রয়োজনীয় রসদপত্র পাবে। আপাতত ফুয়েন্তেসের সঙ্গে থাকবে তুমি। রান্নার কাজ নিজেদের চালিয়ে নিতে হবে, খাওয়ার জন্যে এতদূর

আসার যুক্তি নেই। বেশিরভাগ সময় আট-দশ মাইল পাহাড়ী এলাকায় কাজ করতে হবে তোমাদের।'

'ঘোড়া আছে ওখানে, একটা ঘোড়া দিয়ে নিশ্চই···?'

'বেশ কয়েকটাই আছে লাইন-শ্যাকের করালে। জায়গাটা কিন্তু সত্যিই রুক্ষ এলাকা। হয়তো দেখা যাবে বুনো মসিহর্নের দলের মুখোমুখি হয়ে পড়েছ, গত কয়েক বছরে যাদের কখনও বিরক্ত করেনি কেউ। ব্র্যান্ডহীন গরুও চোখে পড়বে। ঘন ঝোপের ভেতরে খোঁজাখুঁজি করতে হলে কাজটা ফুয়েন্তেসের ওপর ছেড়ে দিয়ো। দারুণ দক্ষ ও। ব্রাশ-পপার* হিসেবে আগেও কাজ করেছে।'

সকাল হতে বেরিয়ে পড়ল সবাই। তাড়াহুড়ো করল না জন, ধীরে-সুস্থে বেডরোল গোছাল; গিয়ার সহ বেডরোল প্যাকহর্সের পিঠে চাপিয়ে মাসট্যাঙে স্যাডল চাপাল। তারপর র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকল নাস্তা সেরে নেওয়ার জন্যে।

বিল লিপম্যানকে দেখা গেল না কোথাও, তবে রান্নাঘরে নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। জুডিথ।

'নাস্তার সময় অন্যদের সঙ্গে আসোনি তুমি,' দরজায় এসে দাঁড়াল মেয়েটা, জনকে টেবিলে বসার ইঙ্গিত করল। 'সেজন্যে তোমার জন্যে কিছুটা তুলে রেখেছি।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত ছিলাম।'

টেবিলে খাবার রাখল মেয়েটি, তারপর দুটো কাপে কফি ঢালল। 'লাইন-কেবিনে যাচ্ছ?'

'একটাই লাইন-কেবিন?'

'দুটো। এখান থেকে পশ্চিমে ছিল একটা, কিন্তু কারা যেন পুড়িয়ে দিয়েছে। এই তো, কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা।' থেমে কাপে চুমুক দিল মেয়েটি। 'জায়গাটা সত্যিই বুনো। ক'দিন আগে একটা ভালুক মেরেছে ফুয়েন্তেস, মরা বাছুরের মাংস খাচ্ছিল ভালুকটা।'

'সম্ভবত নেকড়ের কাজ। ভালুক সাধারণত গরুদের বিরক্ত করে না। কিন্তু মরা যে-কোন জিনিসই খেতে অভ্যস্ত ওরা।'

জানালায় পর্দা ঝুলছে, নিতান্ত সাধারণ হলেও পরিচ্ছন্ন। আরও অন্তত তিনটে কামরা আছে র‍্যাঞ্চহাউসে, যদিও দেখে মনে হচ্ছে এটাই সবচেয়ে বড়।

'মি. বেন্টনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

"মিস্টার" শব্দটা বিস্মিত করল জনকে, অতিরিক্ত সমীহ আর শ্রদ্ধা ঝরে পড়েছে জুডিথের স্বরে। উত্তরে মৃদু নড করল ও।

'র‍্যাঞ্চটা দারুণ ওর···ওর আর মি উইলসনের। বাড়ি তৈরি করার সময় পুব থেকে কাঠ আনিয়েছে। শাটার, স্যুইং ডোর বা অ্যালুমিনিয়ামের শার্সি···সবই আছে বাড়িটায়।'

---

* ব্রাশ-পপার (Brush popper) : ঘন ঝোপের ভেতরে পশু দাবড়ানোয় অভিজ্ঞ

বেন্টনের প্রতি কিছুটা যেন আগ্রহী জুডিথ, মনে হলো জনের, তবে নিশ্চিত হতে পারল না। মেয়েমানুষ মাত্রই বাড়ি বা টুকিটাকি জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, হয়তো বাড়িতে থাকে বলেই চারপাশে পরিচ্ছন্ন এবং গোছানো পরিবেশ দেখতে পছন্দ করে।

নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ল জনের। জুডিথ মেয়েটা যদি দেখত, নিশ্চই অভিভূত হয়ে পড়ত। সত্যি কথা বলতে কি, আর কোথাও এত বড় বাড়ি চোখে পড়েনি জনের। ওর বাবার ডিজাইনে তৈরি বাড়িটা।

'রায়ান তো প্রায়ই বলে···'

'রায়ান?' মাঝপথে জানতে চাইল জন।

'রায়ান বেন্টন। মি. বেন্টনের ছেলে। ওর কাছে শুনলাম পুব থেকে ব্রিডিং স্টক আনবে। যতি সত্যি তাই হয়, নিঃসন্দেহে এলাকায় সেরা র‍্যাঞ্চ হয়ে যাবে বি-ডব্লু।'

জুডিথ লিপম্যানের বলার সুর ত্যক্ত করে তুলল জনকে। আসলে কার পক্ষে মেয়েটা? 'তোমার সঙ্গে যদি এতই ভাল সম্পর্ক হয়ে থাকে ওর, তাহলে ওকে বলছ না কেন তোমার বাবার ক্রুদের যেন বিরক্ত না করে বি-ডব্লুর লোকেরা, রাউন্ড-আপ করতে যাতে সমস্যা না হয় আমাদের?'

'রায়ান বলেছে ওদিকে আমাদের কোন গরু নেই। ওর বাবা একটু কঠিন মানুষ, নিজের রেঞ্জে বাইরের কাউকে দেখতে পছন্দ করে না। বাবাকে বলেছি আমি, জো-কেও বলেছি, কিন্তু কেউই আমার কথায় পাত্তা দেয়নি।'

'ম্যা'ম, এসবের সঙ্গে নিজেকে জড়ানোর ইচ্ছে নেই আমার, অন্তত এখনও সেরকম সময় হয়নি, তারপরও না বলে পারছি না, মি. বেন্টনের ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে তোমার বাবা বা জো বাটলারের ধারণাই ঠিক। ভুল করছে না ওরা। বেন্টন এমন একজন মানুষ চলার পথে যা কিছু পড়বে, মাড়িয়ে যাবে নিষ্ঠুরের মত।'

'সত্যি নয় এসব! রায়ান আমাকে আশ্বাস দিয়েছে সবই বদলে যাবে, ওর বাবাকে যখন বলবে···' থেমে গেল মেয়েটি।

'তোমার সম্পর্কে বলবে যখন? ভুল করছ তুমি, ম্যা'ম, ওর কথায় গুরুত্ব দিয়ো না। কি জানো, ছেলেকে নিয়ে ফিল বেন্টনের যদি কোন প্ল্যান থেকেই থাকে, তার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।'

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেয়েটির মুখ, তারপর লাল হয়ে উঠল। লজ্জায় নয়, রাগে। কোন মেয়েকে এতটা রেগে উঠতে কখনও দেখেনি জন। ঝট করে উঠে দাঁড়াল জুডিথ, চোখজোড়া স্বাভাবিকের চেয়ে বড়সড় দেখাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে জনের মনে হলো মেয়েটা হয়তো একটা চড়ই মেরে বসবে ওর গালে।

'ম্যা'ম, তোমাকে হেয় করার জন্যে কথাটা বলিনি। আমি আসলে বলতে চাই, মি. বেন্টন এমন একজন মানুষ যে কখনোই চাইবে না যে-আউটফিটকে উপড়ে ফেলতে চাইছে, তাদের কারও সঙ্গে জড়িয়ে পড়ুক তার ছেলে। ছেলের জন্যে কোন মেয়েকে যদি চায় সে, তাহলে নিজের চেয়ে উঁচু তলার কাউকে চাইবে। কারণ সে এমন একজন মানুষ যে কেবল টাকা আর ক্ষমতাকে সমীহ করে।'

*

র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে স্যাডলে চড়ল জন ক্যালকিন, বন্ধুর ট্রেইল ধরে পাহাড়ের দিকে এগোল। একটু আগে জুডিথ লিপম্যানকে বলা কথাগুলো নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখছে। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো হয়ে গেছে বোধহয়, আশঙ্কা ওর, হয়তো ফিল বেন্টনের ব্যাপারেও সময়ের আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। চিন্তাটা আসা মাত্র কিছুটা হলেও অনুশোচনা হলো। হতে পারে ভুল করেছে ও, কিন্তু বেন্টনকে দেখে মনে হয়নি প্রতিবেশীদের ছাড় দেওয়ার মত লোক; সেদিন ক্যাম্পে ও উপস্থিত না থাকলে স্টিরাপ-আয়রন ক্রুদের সঙ্গে শুধু দুর্ব্যবহারই নয়, হয়তো গায়ের জোরও দেখাত লোকটা।

বাটলার বা অন্য ক্রুরা কি জানে যে রায়ান বেন্টনের সঙ্গে দেখা করে জুডিথ? মনে হয় না। হয়তো বিল লিপম্যানও জানে না।

খরা চলছে। তবে রেঞ্জে যথেষ্ট ঘাস আছে এখনও; নিচু কিছু অ্যারোয়োর তলায় যথেষ্ট ঘাস আছে, কেটে খড় হিসেবে সংরক্ষণ করা যাবে।

নিচু পাহাড়সারি ছড়িয়ে আছে পুরো রেঞ্জে। লাইন-শ্যাকে পৌঁছার তাড়া অনুভব করছে না ও। চলার ফাঁকে প্রতিটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারপাশে দৃষ্টি চালাচ্ছে, পুরো এলাকা দেখে নিতে চাইছে। এলাকাটা চিনে নিতে পারলে কাজ করতে সহজ হবে। পানি পাওয়া যাবে, এমন জায়গাগুলো চিনে নেওয়া দরকার। ফুয়েন্তেস হয়তো পানির উৎসগুলোর অবস্থান জানাতে পারবে ওকে, কিন্তু নিজের চোখে চিনে নেওয়া আর শোনা কথার মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে। যে-কোন জায়গায় প্রকৃতির নিজস্ব ধরন থাকে, ধরনটা একবার জেনে নিতে পারলে যে-কারও পক্ষে মানিয়ে নেওয়া সহজ হয়ে যায়।

পুবে যাচ্ছে ও, ক্রমশ খাড়া এবং ন্যাড়া হচ্ছে পাহাড়গুলো। স্যাডলে বসেই পেছন ফিরে তাকাল ও, দিগন্তের সীমানায় নীল আকাশের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া ক্যাপরকের চূড়া চোখে পড়ল। পেছনে তৃণভূমি, বেসিন বলা হয় যেটাকে; আর সামনে রুগ্ন চেহারার স্টিরাপ-আয়রন হেডকোয়ার্টার, এতদূর থেকে ক্ষুদ্রকায় দেখাচ্ছে দালানের কাঠামোগুলো।

প্রায় দুপুরের দিকে লাইন-শ্যাকটা চোখে পড়ল। এক জোড়া পাহাড়ের ঠিক মাঝখানে ওটা, পাশে মেস্কিট ঝোপ এবং পোল-করাল।

পাহাড় থেকে ঢালু পথ ধরে কেবিনের দিকে চলে যাওয়া এক রাইডারের ট্র্যাক চোখে পড়ল ট্রেইলে—একেবারে তাজা ট্র্যাক। করালে ছয়টা ঘোড়া, যার একটার স্যাডল আর শরীর ভেজা এখনও।

লগের তৈরি কেবিন। আশপাশে কোন গাছ নেই, বোঝাই যাচ্ছে গাছ কেটে কেবিনটা তৈরি করা হয়েছিল; এবং বাকল ছাড়ানোর ঝামেলায় যায়নি কেউ। কিন্তু বছর শেষে, লগের শরীর থেকে খুলে আসছে বাকল। দরজার পাশে ওঅশ-স্ট্যান্ড, দেয়ালের খিড়কির সঙ্গে পরিষ্কার একটা তোয়ালে ঝোলানো।

করাল-বারের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে ডান হাতে উইনচেস্টার তুলে নিল জন, স্যাডল-ব্যাগ আর ব্ল্যাঙ্কেট-রোল চাপিয়েছে বাম কাঁধে, দৃঢ় পায়ে কেবিনের দিকে এগোল।

ভেতরে কোন সাড়া নেই। ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে চিমনি বেয়ে। রাইফেলের মাজল দিয়ে দরজায় করাঘাত করল ও, তারপর ঠেলে কবাট সরিয়ে দিল।

বাঙ্কে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মেক্সিকান লোকটা। শয়তানি হাসি ভরা চেহারা। ছিপছিপে দেহ। হাতে এ মুহূর্তে একটা সিক্সশূটার শোভা পাচ্ছে। 'বুয়েনস ডায়াস, অ্যামিগো···স্বাগতম!' সহাস্যে বলল সে।

পাল্টা হাসি উপহার দিল জন। 'উঁহুঁ, লড়াই করার খায়েশ নেই আমার, জায়গামত রেখে দাও ওটা,' উদ্যত পিস্তলের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'বাটলার আমাকে দেখতে পাঠিয়েছে ঠিকমত কাজ করছ কিনা। ওর ধারণা বেয়াড়া এক মেক্স আছে এখানে, ব্যাটা নাকি বাধ্য না করলে শরীর খাটাতেই চায় না।'

স্মিত হাসল ফুয়েন্তেস, ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। দাঁতের ফাঁকে সিগার ঝুলছে, কথা বলার সময়ও ওটা সরাল না সে। 'ওই ব্যাটা যা বলে, সবই যে সত্যি তার কোন নিশ্চয়তা আছে? গরু জড়ো করতে এসেছি এখানে। করছিও। তবে বেশিরভাগ সময় কটে শুয়ে ভাবছি ঠিক কোথায় থাকতে পারে গরুগুলো—হিসাব-নিকাশ বলতে পারো—মানুষের পাপের হিসেবও করছি। অনেক গরু খোয়া যাচ্ছে কিনা!' মেঝেয় পা নামিয়ে সিধে হয়ে বসল সে। 'একটা গরু ধরতে কত মাইল পাড়ি দিতে হচ্ছে! আমার বেতন কিংবা ঘোড়ার পেছনে খরচা চিন্তা করলে···আসলেই বুঝতে পারছি না রাউন্ড-আপ শেষপর্যন্ত কতটা লাভজনক হবে।'

থেমে সিগার থেকে ছাই ঝাড়ল সে। 'আরও একটা ব্যাপার, বনে-বাদাড়ে লুকিয়ে থাকা গরুগুলো সত্যিই বিশাল একেকটা; শয়তানি বুদ্ধিতে ঠাসা ওগুলোর মগজ। নিজের মর্জি ছাড়া এক পাও নড়তে রাজি নয়। তাই শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম কিভাবে ওগুলোকে ক্যানিয়ন থেকে বের করে আনা যায়।'

'কুচ পরোয়া নেহি,' বলল জন। 'র‍্যাঞ্চে গিয়ে একটা স্ক্রু জ্যাক নিয়ে আসবে তুমি। র‍্যাঞ্চে যদি না থাকে, শহর থেকে আনবে। শহরে গেলে গলা ভেজাতে পারবে, চাই কি সেনোরিটাদের সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ পেয়ে যেতে পারো।

'স্ক্রু জ্যাক···জানো তো ওগুলো কেমন কাজ করে? আস্ত দালানই তোলা যায়। ভাল হবে কয়েকটা নিয়ে এলে। রেঞ্জের পুব কিনারে চলে যাবে, গরুগুলোকে জ্যাকের তলায় রেখে খিঁচে দৌড় দেবে উল্টোদিকে। তারপর ঘুরাবে, ঘুরাবে···ঘুরাবেই শুধু। পুরো জমি যখন ওপরে উঠে যাবে, ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে আসবে সব গরু। এদিকে এসে বিশাল একটা জাল নিয়ে অপেক্ষায় থাকবে, গরুগুলো পড়া মাত্র ঢুকিয়ে ফেলবে জালের ভেতর। ব্যস, একেবারে সহজ কাজ!'

গানবেল্ট তুলে নিয়ে কোমরে জড়াল সে, মুখ দেখে মনে হলো না জনের তামাশায় মজা পেয়েছে। 'আমার নাম টনি ফুয়েন্তেস।'

'জন ক্যালকিন। একসময় কলোরাডোয় ছিলাম। এখন যেখানে হ্যাট রাখি, সেখানকার লোক!'

'আমার বাড়ি কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায়।'

'ওখানকার লোকজন নাকি মহাসাগর যাতে মরুভূমি পর্যন্ত ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্যে গাদাগাদি করে থাকছে?'

প্রায় নিভু নিভু আগুন আর কালসিটে দাগ পড়া কেতলির দিকে ইঙ্গিত করল ফুয়েন্তেস। 'মটরশুটি আছে ওখানে। কয়লার ভেতরে একজোড়া মুরগী রেখেছি সেদ্ধ হওয়ার জন্যে। এতক্ষণে বোধহয় খাওয়ার উপযোগী হয়ে গেছে। তুমি কি কফি তৈরি করতে পারবে?'

'চেষ্টা করতে পারি।'

উঠে দাঁড়াল মেক্সিকান। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা সে, চলাফেরা স্বতঃস্ফূর্ত। 'র‍্যাঞ্চে তোমাকে সব কিছু বলেছে ওরা–বেন্টন সম্পর্কে?'

'দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে···মনে হয় না আমাকে পছন্দ হয়েছে ওর।'

খাওয়া শেষে পোর্চে এসে বসল ওরা। এলাকাটা সম্পর্কে জনকে বিশদ জানাল ফুয়েন্তেস। সমস্ত বেসিনের পানি ক্ষারীয় বা কাছাকাছি স্বাদের। ছোট ছোট পাহাড় ছাড়া পুরো এলাকাই মোটামুটি সমতল, কিছু জায়গায় গভীর গিরিখাত রয়েছে, যেগুলোর ভেতরে আছে তৃণভূমি আর ঘন মেস্কিট ঝোপ। মাঝে মধ্যে পাথুরে, রুক্ষ অনুর্বর জায়গাও রয়েছে।

'ক্যানিয়নের ভেতরে প্রচুর গরু পাবে। গত দশ বছরে ব্র্যান্ড করা হয়নি একটাও। কিছু মোষও রয়েছে।'

'বেন্টন সম্পর্কে বলো,' অনুরোধ করল জন।

'খারাপ লোক···ওর সাঙ্গপাঙ্গরা এরচেয়েও খারাপ।'

'বলে যাও।'

'লেন ম্যাসন, স্যাম বেনিং, ট্যাপ ফুলটন, নাকল্‌স স্যাডলার। প্রত্যেকেই বন্দুকবাজ, মাসে পঞ্চাশ ডলার মাইনে। বেন্টনের মামুলি কাউহ্যান্ডরা মাসে ত্রিশ ডলার পায়, অবশ্য সে বলে দিয়েছে কেউ যদি যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে, তাহলে আরও দশ ডলার বেশি দিতে আপত্তি নেই ওর।'

'কেউ প্রমাণ করতে পেরেছে?'

শ্রাগ করল ফুয়েন্তেস। 'ত্যাঁদোড় লোক, সামনে যে-ই পড়বে···মাড়িয়ে যেতে দ্বিধা করে না। আমাদের ব্যাপারে ওদের দৃষ্টিভঙ্গি এরকমই।'

'আর মেজরের ব্যাপারে?'

'এখনও মেজরকে বিরক্ত করেনি ওরা। হেনরি উইলসন মনে করে মেজরের ক্রুরা তেমন কঠিন লোক নয়। তাছাড়া আরও কয়েকটা ব্যাপার আছে। অন্তত, আমার তাই ধারণা। তবে আমার কথার দাম কি? কারণ আমি নেহাত একজন মেক্স যে সাধারণ একটা ঘোড়ায় রাইড করে আর মাসে ত্রিশ ডলার মাইনে পেয়ে কোন মতে পেট চালিয়ে নেয়।'

'সকালে সব কিছু আমাকে দেখিয়ে দেবে। বড়সড়, বুনো গরু দিয়ে শুরু করতে চাও?'

'কেন নয়?'

মশারা জ্বালাচ্ছে খুব, বাধ্য হয়ে ভেতরে চলে এল ওরা। তাছাড়া ঠাণ্ডাও পড়ছে বেশ। দরজার কাছে এসে পেছন ফিরে তাকাল জন। দুই পাহাড়ের খাঁজের

ফাঁকে বলে জায়গাটা মোটামুটি নিরাপদ, সহজে চোখে পড়বে না কারও। দূরে পশ্চিম দিগন্তে ডুব দিচ্ছে সূর্য, মেঘের গায়ে গোলাপী আভা ছড়িয়ে পড়েছে। কাছাকাছি কোথাও চেঁচাল একটা পেঁচা।

কেবিনের মেঝে পাথরের তৈরি, তবে পরিচ্ছন্ন। দেখেই বোঝা যায় ফায়ারপ্লেসটা তেমন ব্যবহার করা হয় না। ভেতরে সামান্য কিছু কয়লা পড়ে আছে, এছাড়া মোটামুটি পরিচ্ছন্ন বলা যায়। সন্দেহ নেই, রান্নার কাজটা বাইরে করাই স্বস্তিকর।

'রায়ান নামে বেন্টনের কোন ছেলে আছে?'

অমায়িক দেখাল ফুয়েন্তেসকে, চাহনিতে কৌতুক। 'তাই তো মনে হয়। মাঝে মধ্যে অবশ্য দেখা হয় ওর সঙ্গে।'

'বিশালদেহী?'

'নাহ্…বরং ছোটখাটই বলা উচিত। তবে শক্তিশালী, ক্ষিপ্র আর…মহা ধুরন্ধর!' নীরব হয়ে গেল ফুয়েন্তেস, মনে মনে যুৎসই শব্দের খোঁজ করছে বোধহয়। 'হাতাহাতি লড়াইয়ে দক্ষ। দারুণ কৌশলী। প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিটিয়ে তক্তা বানাতে পছন্দ করে। ফোর্ট গ্রিফিনে ওকে প্রথম দেখেছিলাম। ড্যান্স হলে এক মেয়েকে পিটিয়েছিল, খেপে গিয়ে ওর পিছু নিয়েছিল মেয়েটার অনুরাগী এক লোক। বিশালদেহী ছিল লোকটা।

'ড্যান্স হল থেকে বেরিয়ে খোলা রাস্তায় লড়েছে ওরা। রায়ান বেন্টন যে কতটা ক্ষিপ্র, নিজের চোখে দেখেছি সেদিন। নিজের চেয়ে দেড়গুণ সাইজের লোককে পিটিয়ে ছাতু বানিয়েছে। মাথা নিচু করে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে এগিয়ে যায় সে, চোখের নিমেষে পেটে আঘাত করে। গায়ের জোরে লড়ে ও, ঘুসিতে সমস্ত শক্তি খরচ করে। তো, সেদিন কিন্তু দর্শকরা নেহাত বাধ্য হয়ে আলাদা করে দিয়েছিল দু'জনকে। জানো বোধহয়, ফোর্ট গ্রিফিনে লোকজন অন্যের লড়াইয়ে নাক গলাতে বা বাধ সাধতে পছন্দ করে না? ওরা যে দু'জনকে আলাদা করেছিল, এমনিতে করেনি। লোকটাকে পিটিয়ে প্রায় আধ-মরা করে ফেলেছিল রায়ান, লোকজন বাধা না দিলে হয়তো মেরেই ফেলত। সত্যি বলছি, সেনর!'

সিগার ধরাল ফুয়েন্তেস। দেয়াশলাইয়ের কাঠি নাড়ল বাতিল করে দেয়ার ভঙ্গিতে। 'কেন জানতে চাইছ, অ্যামিগো? নির্দিষ্ট কোন কারণ আছে?'

'নাহ্, ওর ব্যাপারে কিছু কথা কানে এসেছে তো।'

সিগারে কষে টান দিল মেক্সিকান। 'যেখানে ইচ্ছে চলে যায় ও, কারও পরোয়া করে না। ঝামেলা খুঁজে বেড়ায় শুধু। নিজের চেয়ে সাইজে বড় যে-কোন লোককে পেটাতে পছন্দ করে রায়ান।'

ব্যাপারটা মনে রাখার মত, ভাবল জন ক্যালকিন–মাথা নিচু করে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছাকাছি চলে যায় রায়ান বেন্টন, তারপর দ্রুত পেটে আঘাত করে। সম্ভবত বক্সিং জানা আছে তার, জানে কিভাবে নিজের চেয়ে বিশালদেহী বা শক্তিশালী লোকের সঙ্গে লড়তে হয়; এটা একটা বাড়তি সুবিধা–অন্তত তার জন্যে। কৌশলটা মুষ্টিযোদ্ধাদের জন্যে স্বাভাবিক হলেও অন্যদের জন্যে সাধনার ব্যাপার–অনুশীলন আর লড়ার অভিজ্ঞতা থেকে আয়ত্ত করতে হয়। রায়ান বেন্টন

যেহেতু বক্সিং সম্পর্কে জানে, তাই হাতাহাতি লড়াইয়ে তার সম্ভাবনা সাধারণ যে-কারও তুলনায় বেশি।

ব্যাপারটা মনে রাখার মত বিষয় বটে, কে জানে হয়তো কোন একদিন এই জ্ঞান কাজে লেগেও যেতে পারে!

চার

সূর্য ওঠার আগেই পাহাড়ে চলে গেল ওরা। সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে চলে এসেছে অনেক দূর। আশপাশে সাদা পাথর বা বোল্ডারের সারি। জায়গাটা নিচের তৃণভূমি থেকে অনেক উঁচুতে, বলা যায় কিনারাহীন, কারণ নেমে যাওয়ার রাস্তা চোখে পড়েনি এখনও। তবে মাঝে মধ্যে খানাখন্দ চোখে পড়ছে। আর রয়েছে সবুজ ঘাস। বিস্তীর্ণ উপত্যকায় তৃণভূমির বুকে বেশ কিছু হাড় চোখে পড়ল, সময় এবং রোদের অত্যাচারে ফ্যাকাসে রঙ ধারণ করেছে; পাঁজরের হাড়ের ফাঁকে ঘাস জন্মেছে, একসময় যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিল–হৃৎস্পন্দন হত! কাছাকাছি পোড়া একটা ওয়্যাগনের অবশেষও চোখে পড়ল।

'একেবারে শুরুতে এখানে এসেছিল লোকটা,' ব্যাখ্যা করল ফুয়েন্তেস। 'নিজের প্রাণ দিয়ে অ্যাডভেঞ্চারের মূল্য দিয়েছে।'

ওয়্যাগনের ক্ষয়ে যাওয়া চাকা বা ওকের তৈরি জোয়াল, আধ-পোড়া কাঠ আর কিছু বোল্ট পড়ে আছে আশপাশে। এমন দৃশ্য দেখে স্বস্তি পাওয়া কঠিন। একটা হাত তুলে হাড়গুলো দেখাল ফুয়েন্তেস, তারপর নিচু স্বরে স্বগতোক্তি করল: 'অ্যামিগো···একসময় আমাদেরও একই অবস্থা হবে।'

'আমার ধ্যান-ধারণা কিন্তু আইরিশদের মত, ফুয়েন্তেস। মরার জায়গাটা যদি আগে থেকে আঁচ করতে পারি, ভুলেও কাছাকাছি যাব না।'

'মৃত্যুর ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। একটা লোক এই আছে তো এই নেই। জীবন আসলে কি? একজন মানুষ কিছু দিন বেঁচে থাকার পর ঠুস্ করে মরে গেল; হয়তো কেউ কেউ আফসোস করবে, কিন্তু আজীবনের জন্যে খরচের খাতায় চলে গেল সে! এর কোন মানে হয়?' এগিয়ে চলছে ওরা, এদিকে মুখও চলছে ফুয়েন্তেসের। 'মর্যাদা বা সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকাই বড় ব্যাপার, অ্যামিগো। আমি একজন ভ্যাকুয়েরো। অন্যরা হয়তো তেমন কিছু আশা করে না আমার কাছে, কিন্তু নিজের কাছে অনেক প্রত্যাশা আছে আমার।

'একজন মানুষ আসলে কি চায়? ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া চায়, জীবনের অন্তত অর্ধেক সময় একজন মহিলাকে চায় যে ভালবাসবে তাকে। আর চায় কিছু ভাল ঘোড়া, যেগুলোয় চড়ে আনন্দ পাওয়া যায়।'

'দুটো ব্যাপার বাদ দিয়েছ,' মৃদু স্বরে মনে করিয়ে দিল জন। 'একটা দড়ি যা

ছেঁড়া যায় না এবং এমন পিস্তল যেটা ড্র করার সময় ঝুলে থাকে না।'

সবক'টা দাঁত দেখিয়ে হাসল মেক্সিকান। 'তোমার প্রত্যাশা বেশি, অ্যামিগো। ওরকম দড়ি বা পিস্তল হলে হয়তো অমর হয়ে থাকত মানুষ!'

কিছু গরু ইতোমধ্যে চোখে পড়েছে ওদের। ঘাসে চরতে থাকা চার-পাঁচটা গরুর দিকে এগোল জন, তারপর ওগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে এগোতে থাকল। খুব বেশি দূরে যাবে না এরা, তাই ফিরে আসার সময় অন্য গরুর সঙ্গে এদের সরিয়ে নেয়া কঠিন হবে না। রাউন্ড-আপের কাজটা এমনিতে কঠিন, পাহাড়ী এলাকা বলে আরও কঠিন হয়ে পড়েছে এখন। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা গরুকে সমান জমিতে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে, যার বেশিরভাগই গত কয়েক বছর ধরে নিশ্চিন্তে পাহাড়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

রুক্ষ জায়গা। আশপাশে মেস্কিট ছাড়াও প্রচুর প্রিকলি পিয়ার রয়েছে, কোন কোনটা এত বড় যে জন নিশ্চিত জীবনে এরচেয়ে বড় প্রিকলি পিয়ার দেখেনি। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সঙ্গে চামড়ার জ্যাকেট বা ক্যানভাসের ভারী শার্ট থাকলে ভাল হত। গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রায়ই প্রিকলি পিয়ারের কাঁটার খোঁচা লাগছে গায়ে। ঘোড়াটাও একই অত্যাচারের শিকার বলে রাউন্ড-আপের ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে পড়েছে। ফুয়েন্তেসের অবশ্য তেমন সমস্যা হচ্ছে না, আঁটসাঁট বাকস্কিনের জ্যাকেট ওর পরনে, কিছুটা হলেও রক্ষা পাচ্ছে কাঁটার খোঁচা থেকে। ঝোপঝাড়ে প্রায়ই হানা দিচ্ছে দু'জনে মিলে, গরু দেখতে পেলে তাড়িয়ে বের করে নিয়ে আসছে। কিছু মসিহর্ন ভ্রূক্ষেপই করছে না ওদের, ক্যুগারের মত নিঃশব্দ এদের চলাফেরা, যেন ভূতুড়ে ছায়ারা ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘন ঝোপের ভেতর। সহজে ওদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না।

বেশ ক'টা গরু ঝোপ থেকে বের করে আনল ওরা। সবগুলোকে একত্র করে যখন ফিরতি পথ ধরবে, বেরসিকের মত ঝোপের দিকে এগোতে শুরু করল গরুর দল। সুতরাং খেদিয়ে এগোতে বাধ্য করা হলো ওদের, ফুয়েন্তেসের মতই পাহাড়ী এলাকায় গরু রাউন্ড-আপে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করল জন ক্যালকিন।

ধীর গতিতে এগোচ্ছে গরুর পাল। ঘাম জমেছে জনের কপালে, ভিজে জবজবে হয়ে গেছে শার্ট। ধুলোয় গা চটচট করছে। তাছাড়া ঝোপের ভেতর বাসা বেঁধেছে অগুনতি কালো মাছি, গরুর তাড়া খেয়ে বেরিয়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। জীবনের বহু সময় গরু দাবড়ে কাটিয়েছে জন, কিন্তু ও নিশ্চিত এখনকার মত এত কঠিন মনে হয়নি কখনও।

নিচু ড্রয়ে খোঁজ করছে ওরা, তবে গরুর সংখ্যা একেবারে কম। কোথাও কোথাও চার-পাঁচটা চোখে পড়েছে, কখনও কখনও তারও বেশি। দুপুরের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটা গরু নিয়ে সমান জমির দিকে এগোল ওরা। পালে মাত্র একটা গরু কমবয়েসী।

সূর্য এখন মাথার ওপর। রোদে পিঠ তাতাচ্ছে। নিস্তরঙ্গ বাতাস। রীজের চূড়ায় উঠে বাতাসে সমব্রেরো নেড়ে জনের মনোযোগ আকর্ষণ করল ফুয়েন্তেস। হ্যাটটা সত্যিই দারুণ। মেক্সিকানদের শুধু এই একটা কারণে ঈর্ষা হয় জনের।

ঘোড়া দাবড়ে মেক্সিকানের পাশে চলে এল ও।

'ওখানে ঝর্না আছে,' হ্যাট নেড়ে ইঙ্গিত করল সে। 'কিছুটা ছায়াও মিলবে।'

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে ঢাল ধরে নেমে এল ওরা। ছোট্ট এক চিলতে জায়গা, পাহাড়ের মাঝখানে প্রাকৃতিক একটা পকেট বলা যায়। বিশাল জোড়া কটনউড জন্মেছে ওখানে, কিছু উইলোও রয়েছে। নিচে, ঝর্নার কাছাকাছি প্রচুর মেস্কিট চোখে পড়ল।

নুড়িপাথরের বুকে ক্ষীণ ধারায় বইছে ঝর্নাটা, এক জায়গায় ছোট্ট পুকুরের মত গর্তে পানি জমেছে। অনায়াসে পানি পান করতে পারবে গরু বা ঘোড়া। পাহাড়ের বুক চিরে নেমে এসে বড়জোর সত্তর গজ এগিয়েছে ঝর্নাটা, তারপর মাটির বুকে স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে।

স্যাডল ছেড়ে নামল ওরা। স্যাডলের পেটি সামান্য ঢিলে করে ঘোড়াকে পানি পান করার সুযোগ দিল। তারপর নিজেরা পানি পান করল। বিস্ময়কর হলেও, পানির স্বাদ মিষ্টি এবং ঠাণ্ডা; বেশিরভাগ ওঅটর হোল বা ঝর্নার পানির মত কালচে নয় রঙটা।

গাছের ছায়ায়, ঘাসের গালিচায় ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়ল ফুয়েন্তেস। মুখের ওপর হ্যাট চাপিয়ে দিয়েছে। মিনিট কয়েক পর, আচমকা উঠে বসল সে, নিভে যাওয়া সিগারের শেষ অংশ ধরাল। 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ, অ্যামিগো?'

'পালে বাছুর বা কমবয়েসী গরু নেই, এটাই বলতে চাইছ?'

'কিছু বাছুর অবশ্যই থাকা উচিত। একেবারে বাচ্চা থাকাও অস্বাভাবিক নয়। এ পর্যন্ত দুই বছর বা তার কমবয়েসী গরু চোখে পড়েনি। ব্যাপারটা বেখাপ্পা নয়?'

'হয়তো বাচ্চা প্রসব করার জন্যে বি-ডব্লু রেঞ্জে চলে গেছে সব গাভী,' হালকা সুরে বললেও নিতান্ত সিরিয়াস দেখাল জনকে। 'কিংবা আদৌ ওদের কোন বাচ্চাই হয়নি।'

'তা কি করে হয়!' সিগারের জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল ফুয়েন্তেস; কুঁচকে গেছে ভুরু। 'সম্ভাবনাটা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। বেন্টনের সব গাভীর যদি যমজ বাছুর থাকে, এবং সেটা যদি আবিষ্কার করি, সত্যিই মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে আমার।' তেষ্টা মেটানোর জন্যে ফের ঝর্নার কাছে চলে গেল সে। ছায়ার মধ্যে আছে ওরা, কিন্তু তারপরও গরম লাগছে। 'অ্যামিগো, দারুণ খিদে পেয়েছে! গরুর মাংস চাই এখন। ওই যে কমবয়েসী গরুটা দেখেছ, বি-ডব্লু ব্র্যান্ড? ওটাকে না হয়…'

'না।'

'কেন?'

'হয়তো এরকম কিছু চাইছে ওরা। টনি, তাহলে ওরা দাবি করতে পারবে আমরাই রাসলিং করছি। শোন, বি-ডব্লুর কোন গরুর মার্কা সন্দেহজনক মনে হলে চিনে রাখবে ওটাকে।'

'কি হবে তাতে?'

'ওটার চামড়া তুলে ভেতরটা দেখব। সাক্ষী রাখব কাজটা করার সময়; পরে যাতে কেউ অন্য কিছু বলতে না পারে। একজন দু'জন নয়, বেশ কয়েকজন সাক্ষী আর বেন্টনের উপস্থিতিতে কাজটা করব।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল মেক্সিকান। 'বেন্টনের সামনে বি-ডব্লুর গরুর চামড়া ছিলবে তুমি? সেই সাহস হবে তোমার?'

'তুমি বা আমি···একজন চামড়া ছিলবে, অন্যজন সতর্ক থাকবে যাতে নিশ্চিন্তে কাজটা করা যায়, কেউ যেন বাধা না দিতে পারে।'

'বেন্টন তোমাকে খুন করবে, অ্যামিগো। পিস্তলে খুব চালু ওর হাত। ওকে চিনি আমি। ওর ক্রুরা প্রত্যেকে পিস্তলে চালু, কিন্তু বিশ্বাস করো, কেউই ওর মত দক্ষ বা ক্ষিপ্র নয়। তবে নেহাত বাধ্য না হলে পিস্তল ব্যবহার করে না সে, বরং অন্যদের দিয়ে শূটিঙের কাজটা করায়···'

'হয় ওকে শো-ডাউনে যেতে হবে, নইলে এলাকা ছাড়তে হবে,' শান্ত স্বরে বলল জন। 'কারণ ওর ব্র্যান্ডঅলা গরুর চামড়া যখন ছিলব আমরা, দেখব আগেই অন্য ব্র্যান্ড ছিল। পরে কারিগরি ফলানো হয়েছে। তাহলে কি দাঁড়াবে অবস্থা? হয় ওর গলায় দড়ি পড়বে, নয়তো পালাবে সে।'

'বেন্টন হারামী লোক, অ্যামিগো। অন্যদের মতামত বা বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেয় না, সেই সাহসও কাউকে করতে দেবে না।'

উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল জন। 'রাউন্ড-আপে সাহায্য করার জন্যে কাজে যোগ দিয়েছি। স্টিরাপ-আয়রনের গরু রাউন্ড-আপ করব আমি···প্রত্যেকটা গরু!'

আবারও আলাদা আলাদা ভাবে ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল ওরা। কাউকে চোখে পড়ল না, কিংবা গরু ছাড়া কারও ট্র্যাকও নজরে পড়েনি। কয়েকবার মোষের দল দেখতে পেয়েছে, আরেকবার বিশাল একটা বলদ দেখেছে। দানবের মতি-গতি ভাল ঠেকেনি বলে ঘুরপথে ওটাকে এড়িয়ে নিজের পথ ধরেছে জন, ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখেছে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সমানে মাটি দাপাচ্ছে ওটা।

একবার বিশাল একটা বলদকে ল্যাসোর ফাঁসে আটকাল জন। ঘোড়াটা দ্রুতগতির হলেও ক্লান্ত বলে কোন রকমে ওটাকে পেছন পেছন আসতে বাধ্য করতে সক্ষম হলো। একটা গাছের কাছাকাছি আসা মাত্র চক্কর দিয়ে বলদটাকে আটকে ফেলল।

নাক সিটকে রাগ প্রকাশ করল ওটা, খুর দাপাল মাটিতে। খেপে গিয়ে শিং চালাল গাছ বরাবর, কিন্তু গাছের কিছুই হলো না, বাঁধনও আলগা হলো না। জ্বলজ্বলে চোখে জনের দিকে তাকাল ওটা, ছুটে ধাওয়া করতে চাইল। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে ছায়ায় সরে এল জন, ভাবছে অতিরিক্ত ঘোড়া ছাড়া এতদূর এসে নিতান্ত বোকামি করেছে। একটু পরই ঝোপের পাশের ট্রেইল ধরে এগিয়ে এল ফুয়েন্তেস, কালো কেশর আর লেজঅলা একটা বে-তে রাইড করছে, হাতে রোয়ানের লীড-রোপ। দুটোই তাজা ঘোড়া।

'বিকেলের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে ফিরে যেতে হবে,' বলল সে।

মেস্কিট ঝোপের কাছাকাছি ছায়াঘেরা আশ্রয়ে চলে এল ওরা। স্যাডল ছেড়ে নামল জন।

'তোমার ঘোড়াটা নিয়ে যাচ্ছি,' আঙুল তুলে দক্ষিণে ঝোপে ঘেরা একটা জায়গা দেখাল সে। 'ওদিকে ছোট একটা করাল আছে, পুরানো হলেও কাজ

চালিয়ে নেয়া যাবে।'

'পানির কি ব্যবস্থা?'

'ভালই। কোমাঞ্চিরা একসময় ব্যবহার করত জায়গাটা।' গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা গরুর দিকে ফিরল সে। 'আরে, বুড়ো শয়তানটাকে দেখছি ঘায়েল করে ফেলেছ! অন্তত তিনবার পিছু নিয়েছি ওর, কিন্তু প্রতিবার আমাকে ফাঁকি দিয়েছে বজ্জাতটা!'

'হয়তো তুমি ধরলেই ভাল হত। আরেকটু হলে আমাকে গেঁথে ফেলেছিল শিঙের সঙ্গে।'

স্মিত হাসল ফুয়েন্তেস। 'হাড়গুলোর কথা মনে আছে, অ্যামিগো? কেউই আজীবন বেঁচে থাকে না!'

দূর থেকে ফুয়েন্তেসকে চলে যেতে দেখল জন, ওর ঘোড়াটাকে লীড করে নিয়ে যাচ্ছে। মেক্সিকানের কথাটা মনে পড়লঃ 'কেউই আজীবন বেঁচে থাকেনি, থাকেও না কেউ···কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে চাই–অন্যের মাঝে!'

*

বিকেলটা ভালই কাটল। ফুয়েন্তেস যখন ফিরে এল, ততক্ষণে বেশ ক'টা গরু খেদিয়ে জড়ো করে ফেলেছে জন।

বয়স্ক একটা ষাঁড়কে লীড করছে মেক্সিকান, বিশাল শরীর নিয়ে হেলে-দুলে এগোচ্ছে ষাঁড়টা, নড়াচড়া করতে প্রচণ্ড অনীহা ওটার। 'অ্যামিগো, এটা বেন ফ্র্যাঙ্কলিন ষাঁড়। বুড়ো, ধীর গতির হলেও দারুণ বুদ্ধি এটার। তুমি যে-বলদটাকে এনেছ, ওটার সঙ্গে বেঁধে দেব এটাকে, তারপর দেখবে কি হয়!'

ভাল নেক-অক্স*–যদি সেটা বেন ফ্র্যাঙ্কলিন ষাঁড় হয়–দারুণ কাজে দেবে রাউন্ড-আপে। সোনার ওজনে ওটা কিনবে যে-কেউ। ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকা গরু খেদিয়ে বের করতে জুড়ি নেই এসব ষাঁড়ের। ষাঁড় আর বলদকে একসঙ্গে বেঁধে কাজে নেমে পড়ল ওরা। বলদটা মারা না পড়লে, ঠিকই র‍্যাঞ্চের করাল পর্যন্ত ওটাকে টেনে নিয়ে যাবে বেন ফ্র্যাঙ্কলিন; ব্রাশ-পপিঙের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে তাতে।

একেবারে বিধ্বস্ত দেহে ঘুমাতে গেল ওরা, এতটাই ক্লান্ত যে কথা বলার আগ্রহ পাচ্ছে না। এমনকি খাওয়ার ব্যাপারেও তেমন উৎসাহ দেখাল না কেউ। খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগল জন, বাইরে এসে বরফ-শীতল ঠাণ্ডা পানিতে হাত-মুখ ধুচ্ছে, এসময় চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে এল ফুয়েন্তেস।

'কি মনে হয়, ক'টা গরু জড়ো করেছি আমরা?'

'একশো···বেশিও হতে পারে। ট্রেইল ধরে র‍্যাঞ্চের দিকে এগোনোর সময় কিছু গরু এমনিতে অনুসরণ করবে।'

'চলো, ওগুলোকে নিয়ে যাই তাহলে।'

তর্ক করল না জন। রান্নার কাজটা ওর চেয়ে ভাল করে ফুয়েন্তেস, কিন্তু

---

* নেক-অক্স (Neck-ox) : ঝোপঝাড় থেকে খেদিয়ে গরুকে বের করে আনতে দক্ষ ষাঁড়

জুডিথ লিপম্যান এরচেয়েও ভাল রাঁধে। রাউন্ড-আপ করা গরু ডেলিভারি দেয়া হবে, একইসঙ্গে জুডিথের সুস্বাদু রান্নার স্বাদও নেয়া হবে।

'পুরানো করালটা দেখেছ, ক্যাপরকের দক্ষিণে?' হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ফুয়েন্তেস, মাটির ওপর ম্যাপ এঁকে নির্দেশনা দিল। 'নাস্তা তৈরি করব আমি, আর করালে গিয়ে তাজা ঘোড়া নিয়ে আসবে তুমি। ভাল হয় যদি আমাদের নিজস্ব ঘোড়াও নিয়ে আসো, তাহলে ওগুলোকে র‍্যাঞ্চে রেখে আসতে পারব।'

স্যাডলে চেপে এগোল জন, ফুয়েন্তেসের ঘোড়াটাকে লীড করছে।

আধ-ঘণ্টার মধ্যে উঁচু একটা রীজের চূড়ায় পৌঁছে গেল। কিভাবে যেতে হবে এঁকে দেখিয়েছে ফুয়েন্তেস। বেশ তাড়াতাড়ি চলতে পারছে। ঢাল ধরে এগোল ও, ঘন ঝোপের ফোকর দিয়ে দূরে করালটা চোখে পড়ল, খুব বেশি হলে আধ-মাইল। আচমকা, ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল, স্টিরাপে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে তাকাল ও।

করালে আছে কেউ…

উঁহুঁ, নিশ্চই ভুল দেখেছে। করালে কারও থাকার কথা নয় এখন।

সতর্কতার সঙ্গে এগোল ও, খোলা জায়গার কিনারে আসতে ধুলোর গন্ধ ঢুকল নাকে…ওর ঘোড়ার ধুলো? নাকি সত্যিই এখানে এসেছিল কেউ?

জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখল জন। ওপাশে আরেকটা ট্রেইল চলে গেছে প্রাচীন ইন্ডিয়ান বসতির দিকে, কয়েকশো গজ দূরে জায়গাটা–জীর্ণ গুটিকয়েক কাঠামো, কোন্‌টা কেবিন কোন্‌টা বার্ন বা স্টেবল আলাদা ভাবে চেনার উপায় নেই এখন। ছয়টা ঘোড়া রয়েছে স্টলে, করাল-বারের ওপর মাথা তুলে তাকিয়ে আছে বসতির দিকে। এর মানে কি, এইমাত্র ওদিকে চলে গেছে কেউ? একটু আগে ওর মনে হয়েছিল কাউকে দেখেছিল করালে, প্রশ্নটা ফিরে এল মনে, সত্যিই কি দেখেছে? নাকি চোখের ভুল, কিংবা স্রেফ কল্পনা?

পিস্তলের ওপর থেকে ঢাকনা সরিয়ে দিল জন, সতর্কতার সঙ্গে করালে ঢুকল। প্রাচীন বসতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। কেবিন আর নিজের মাঝখানে একটা ঘোড়াকে রেখে রোয়ানের পিঠ থেকে গিয়ার নামাল, তারপর নিচু স্বরে ডাকল ডানটাকে।

কাজ করার ফাঁকে চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল ও। ট্র্যাক…বেশ কিছু তাজা ট্র্যাক চোখে পড়ল। নাল-পরানো ঘোড়া। নালটা প্রায় নতুন এবং নিখুঁত ভাবে বসানো।

সাদা একটা বাকস্কিনের পিঠে স্যাডল চাপানোর ফাঁকে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল ও, কান খাড়া রেখেছে। কিছুই চোখে পড়ল না বা শুনতেও পেল না। ঘোড়া নিয়ে এবার ট্রাফের দিকে এগোল, ঝর্নার শাখা থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়েছে ট্রাফে।

এখানে…ভিন্ন একটা জিনিস চোখে পড়ল। ট্রাফের কিনারার ধারাল প্রান্তে সবুজ রঙের সুতো আটকে আছে–কেউ বোধহয় ঝুঁকে পাইপ থেকে পানি পান করতে চেয়েছিল, গলার ব্যান্ডানা ট্রাফের কিনারায় আটকে গিয়ে সুতো বেরিয়ে এসেছে…

সুতো দুটো তুলে নিয়ে পকেটে রাখল জন। মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে একটু আগে করালে এসেছিল কেউ, পানি খেয়েছে, তারপর ওকে আসতে দেখে দ্রুত সরে পড়েছে। কিন্তু লাইন-শ্যাকে যায়নি কেন লোকটা? খাওয়ার সময় জাতশত্রুকেও স্বাগত জানায় পশ্চিমের মানুষ, ভেড়ার অঞ্চলে ওয়্যাগনের পাশে বসে খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলে লোকেরা, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও শত্রুতা ভুলে যায়, কারণ এটা এমন এক দেশ যেখানে মাইলের পর মাইল গেলেও খাবার মেলে না। একই টেবিলে সহাবস্থান শত্রুতা ভুলিয়ে রাখে লোকজনকে।

ফিল বেন্টনের কথা মনে পড়ল ওর। সেদিন ক্যাম্পে উপস্থিত হতে দ্বিধা করেনি সে, তার ক্রুদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বেন্টন এলে ঠিকই লাইন-শ্যাকে চলে যেত। অথচ এখানে এসেছিল কেউ, পানি পান করে দ্রুত চলে গেছে; ইচ্ছে করে লাইন-শ্যাকটা এড়িয়ে গেছে সে, অথচ এলাকার যে-কারও ওটার অবস্থান জানার কথা।

চারটে ঘোড়া নিয়ে ফিরতি পথে রওনা দিল জন।

ফুয়েন্তেসের মতে রায়ান বেন্টন ঝামেলাবাজ লোক, সুতরাং নিশ্চিত ভাবে বলা যায় এদিকে এলে অবশ্যই লাইন-শ্যাকে যেত সে। একই কথা প্রযোজ্য ফিল বেন্টনের ক্ষেত্রে।

উইলসন? লোকটা বোধহয় রেঞ্জে তেমন সময় কাটায় না, তাই ধারণা হয়েছে জনের। *অন্য লোকটা কে, যাকে চেনা চেনা লাগছিল?*

ত্যক্ত মনে, অস্বস্তি নিয়ে ফিরতি পথে এগোচ্ছে ও। এমন কিছু ব্যাপার ঘটছে যা পছন্দ হচ্ছে না, বুঝতেও পারছে না পরিষ্কার। করাল ছেড়ে বেরোনোর আগে খুঁটিয়ে ট্র্যাক জরিপ করেছে–দারুণ তেজী একটা ঘোড়ায় চড়ে পুবে চলে গেছে লোকটা···

'মেজরকে ঘাঁটায় না বেন্টন, তাই না?' লাইন-শ্যাকে ফিরে এসে ফুয়েন্তেসের উদ্দেশে জানতে চাইল জন।

'নিশ্চই। তোমার কি ধারণা···' আচমকা থেমে গেল সে, শ্রাগ করে খেই ধরল: 'হয়তো ভিন্ন কোন পরিকল্পনা আছে ওর। শুনেছ তো, মেজরের এক মেয়ে আছে?'

'মেয়ে?' বিভ্রান্ত দেখাল জনকে। এসবের সঙ্গে মেজরের মেয়ের কি সম্পর্ক?

মিটিমিটি হাসছে ফুয়েন্তেস। 'মেজরের একটা মেয়ে আছে, এবং সার্কেল-ডি এলাকার সেরা বাথান। এদিকে বেন্টনের রয়েছে যোগ্য ছেলে।'

'তাহলে···?'

'একেবারে সহজ ব্যাপার, তাই না?'

সহজই, ভাবল জন ক্যালকিন। *তাহলে জুডিথ লিপম্যানের অবস্থান কোথায়?*

পাঁচ

জড়ো করা গরু খেদিয়ে নিয়ে যেতে তেমন সমস্যা হচ্ছে না এখন, কারণ ইতোমধ্যে কিছুটা হলেও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে গরুগুলো। তবে সবই যে শান্ত আছে তা নয়, বুনো কয়েকটা মসিহর্ন প্রায়ই দল থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে, ঝোপঝাড় দেখলে সরে পড়ার চেষ্টা করছে। এক শিংঅলা একটা গাভী আরও বেশি সমস্যা করছে। ওটার শিং সামনের দিকে বেঁকে আছে, প্রকৃতির দেয়া অমোঘ এক হাতিয়ার–খোঁচা দিলেই গেঁথে যাবে; সম্ভবত গাভীটাও এ ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন।

ভাগ্য ভালই যাচ্ছে ওদের। চলার ফাঁকে ঝোপঝাড় পেলে পরখ করে দেখছে, মাঝে মধ্যে হয়তো দু'একটা গরু পেয়ে যাচ্ছে। দলছুট হতে ইচ্ছুক গরু খেদানোর কাজটা করছে ফুয়েন্তেস। রাউন্ড-আপ সবে শুরু, যত দিন যাবে ততই কঠিন হয়ে উঠবে, কারণ গরুগুলোও তখন ফাঁকি দিতে শিখে ফেলবে। এতদিন ধরে গড়ে ওঠা বুনো স্বভাব কি সহজে যায়?

এখন, বেশিরভাগ গরুই বুঝতে পারছে না ঠিক কি হচ্ছে। আশা করা যায়, আসল ঘটনা টের পাওয়ার আগেই র‍্যাঞ্চে পৌঁছে যাবে ওরা, সমান জমিতে চরতে থাকা গরুর পালের সঙ্গে মিশে যাবে।

সূর্যাস্তের ঠিক আগে বাথানে পৌঁছল ওরা। ষাটটা গরু নিয়ে এসেছে স্কট রাউন্ডি আর টিম কার্টিস। ওদের পাল জরিপ করল জন, তারপর চিন্তিত মুখে ফুয়েন্তেসের দিকে ফিরল। 'এখানেও দেখছি একই অবস্থা,' মন্তব্য করল ও। 'কমবয়েসী গরু নেই।'

বাঙ্কহাউসের সামনে জো বাটলারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। ছিপছিপে দেহ, কোমরে হোলস্টার নেই, তবে হাতে রাইফেল শোভা পাচ্ছে। সতর্ক দৃষ্টি নীল চোখে। চলাফেরা সহজ, ক্ষিপ্র।

'ক্যালকিন, এ হচ্ছে বার্ট হার্লে। আমাদের প্রতিবেশী, তবে মাঝে মধ্যে সাহায্যও করে আমাদের।'

সামান্য নড করল লোকটা। 'খুশি হলাম।'

জনের মনে হলো ওর নাম শোনার সময় খানিকটা উজ্জ্বল হয়ে যেতে দেখেছে হার্লের চোখ, কিন্তু ব্যাপারটা ওর কল্পনাও হতে পারে।

'রাতে গরুর দলকে এক জায়গায় আটকে রাখার কাজে সাহায্য করবে ও, ব্যাখ্যা করল র‍্যামরড।

করালের দিকে চলে গেল বার্ট হার্লে। টিনের বেসিনে পানি ঢেলে হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে তৈরি হলো জন, জামার আস্তিন গুটিয়ে কনুইয়ের ওপর তুলে দিল।

'গরুর পাল দেখেছ?' বাটলারের উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

'সংখ্যার কথা বলতে চাইছ? স্বীকার করছি, তুমি আর টনি ভাল কাজ দেখিয়েছ।'

'ভাল করে দেখো।'

'বুড়োর সঙ্গে দেখা করতে হবে। ব্যাপারটা কি, ক্যালকিন, কোন সমস্যা?'

'কমবয়েসী কোন গরু নেই পালে।'

বাড়ির দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল সে। আচমকা ঘুরে দাঁড়াল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল গরুর পাল। তারপর জনের দিকে ফিরল, চোখে-মুখে স্পষ্ট বিরক্তি। 'ক্যালকিন, পালে কমবয়েসী গরু আছে কি নেই সেটা বড় ব্যাপার নয়! সব গরু রাউন্ড-আপ করতে হবে, এটাই হচ্ছে আসল কথা। গরুর বিনিময়ে পাওয়া প্রতিটি সেন্ট দরকার ওদের,' বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওই মেয়েটা···জুডিথ···বুড়ো মরে গেলে কি হবে ওর, চিন্তা করতে পারছ? ফকির হয়ে যাবে! যদি না গরু বিক্রি করতে পারি আমরা। এর মানে বোঝ? ওর মত একটা মেয়ে নিঃস্ব, অসহায় অবস্থায় পড়বে?'

'কাকতালীয় হতে পারে না,' বাটলারের আবেগময় ভাষণ গ্রাহ্য করল না জন, হাত ধুয়ে মুখে পানির ছিটা দিল, তারপর আশান্বিত দৃষ্টিতে তাকাল তোয়ালের দিকে। ভাগ্যটা ভালই···খুব বেশি হলে দু'দিন আগে লাগানো হয়েছে এটা, পরিষ্কার একটা জায়গা খুঁজে পেল ও। 'এ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা আমার কম নয়, জো। কিন্তু কখনও এত অল্প কমবয়েসী গরু দেখিনি কোন রেঞ্জে। কেউ নিশ্চই দারুণ চালাকির সঙ্গে রাসলিং করছে।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে ওকে দেখল বাটলার, মুহূর্ত খানেক পর মাথায় ঢুকল ব্যাপারটা। 'বেন্টন!' রাগে আড়ষ্ট হয়ে গেল ফোরম্যানের মুখ। 'হারামজাদা···!'

'উঁহুঁ, এখনই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেয়ো না। প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। বেন্টনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে গোলাগুলি করে ওকে মিথ্যুক প্রমাণ করতে হবে। স্বীকার করছি লোক হিসেবে সে মোটেও সুবিধের নয়, কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার মত কিছুই জানি না আমরা।' হাত-মুখ মুছে বাটলারের দিকে ফিরল জন। 'জো, এমন কারও কথা জানো যে লাইন-শ্যাকের ওদিকে গিয়েছিল আজ? দারুণ তেজী ঘোড়ায় চড়েছিল লোকটা। ঘোড়াটা বেশ বড়সড়···নালগুলো একেবারে নতুন।'

ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল বাটলার। 'উঁহুঁ, আমাদের ক্রুদের কেউ যায়নি ওদিকে। আর ঘোড়ার কথা যা বললে, যদ্দূর জানি ওরকম তেজী ঘোড়া শুধু মেজরের আছে। কাউকে দেখেছ নাকি?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল র‍্যামরডের দৃষ্টি। 'মেজরের মেয়ে হতে পারে। পুরো এলাকা চষে বেড়ায় ও, যে-কোন সময়ে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে তোমার। যতক্ষণ স্যাডলে আছে, কোথায় গেল বা কিভাবে গেল, কেয়ার করে না মেয়েটা।'

'বেন্টন সম্পর্কে যা বললে, সতর্ক থেকো। মনে হয় না জুডিথ এসব শুনতে পেলে খুশি হবে।'

'কি?' ফের হাঁটতে শুরু করেও থমকে দাঁড়াল সে। 'কি বললে?'

'আমার ধারণা রায়ান বেন্টনকে পছন্দ করে জুডিথ।'

'ওহ্, খোদা!' থোক্ করে থুথু ফেলল বাটলার। 'বোকা আর কাকে বলে! এর কোন মানে হয়? অসম্ভব!'

'জুডিথ নিজেই বলেছে আমাকে। বেন্টনের ব্যাপারে সিরিয়াস ও, এবং ওর ধারণা ব্যাপারটা একতরফাও নয়।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে খিস্তি আওড়াল বাটলার–নিচু, তিক্ত কণ্ঠ। 'বদের হাড্ডি একটা! ওর বাবা হয়তো কঠিন মানুষ, চলার পথে যে-কাউকে উপড়ে ফেলবে; কিন্তু রায়ান বেন্টন ওই একই কাজ করবে নীচতার সঙ্গে–জঘন্য একজন খুনীর মত!'

বাটলার চলে যাওয়ার পর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জন। ভাবছে হয়তো বোকামিই করেছে, মুখ বন্ধ রাখা উচিত ছিল ওর; কিন্তু এও ঠিক নিজের সর্বনাশ নিজেই করছে জুডিথ লিপম্যান। রায়ান বেন্টন যদি সত্যিই মেজরের মেয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে···

আসলে কতটা জানে ও? ছেলে আর মেয়েই হোক, কার মনে কি চলছে, জানা নেই ওর। ঘোড়া, গরু বা সশস্ত্র লোককে সামলাতে জানে, কিন্তু হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে একেবারে আনাড়ী।

এ ধরনের নিঃসঙ্গ পরিবেশে বাস করলে যা হয়, কালে-ভদ্রে লোকের সঙ্গে দেখা হয়; এবং কাউকে নিয়ে জুডিথ লিপম্যানের স্বপ্ন দেখার মত লোকের টান পড়েনি এখানে। রায়ান বেন্টনের প্রতি মেয়েটির আগ্রহী হয়ে ওঠায় দোষ নেই, কিন্তু দুটো বাথানের মধ্যে দা-কুমড়া সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এটা বড়ই বেমানান এবং দৃষ্টিকটু হয়ে পড়েছে।

রায়ান বেন্টনের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি ওর। নিশ্চই মেয়েটার কাছাকাছি হবে বয়েস; এক র‍্যাঞ্চারের টগবগে যুবক···। মুখে অনেকে স্বীকার করবে না, কিন্তু শ্রেণী আর গোত্রের ব্যাপারটাই এক্ষেত্রে বড় হয়ে দাঁড়ায়।

যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে জনের, সঙ্গে ফুয়েন্তেসও যাবে। বার্ট হার্লেকে পেল টেবিলে। জড়ো করা গরুর তদারক করতে যাবে সে, সুতরাং খাওয়ার পালা আগে-ভাগে চুকিয়ে ফেলতে চাইছে।

'ভালই কাজ দেখিয়েছ তোমরা,' নির্লিপ্ত স্বরে মন্তব্য করল হার্লে। 'ওদিকে যা পরিবেশ···নির্জন দুর্গম প্রান্তর···অন্তত তাই শুনেছি আমি।'

'যাওনি কখনও?'

'না, দরকার হয়নি কখনও, তাছাড়া আমার গণ্ডির মধ্যে পড়ে না জায়গাটা। আমার কেবিন এখান থেকে দক্ষিণে। ক্রু নেই তো, সব কাজ একাই করি, তাই ঘোরাঘুরির সুযোগ হয় না।'

'ক'টা গরু তোমার?'

'গুটিকয়েক। কোন একদিন ভাল কিছু স্টক নিয়ে আসব,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল সে। 'সবারই গুছিয়ে নিতে সময় লাগে।'

মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশা করছে না সে, জানে জন। প্রায় শূন্য হাতে শুরু করতে বহু লোককে দেখেছে ও, অথচ পরে বড়সড় র‍্যাঞ্চ তৈরি করেছে তারা। পর্যাপ্ত

পানি আর তৃণভূমি থাকলে যে-কারও সম্ভাবনা থাকে। শুরু করা যতটা সহজ, টিকে থাকা ঠিক ততটাই কঠিন।

'কখনও যদি র‍্যাঞ্চ করি, তাহলে কলোরাডো বা ওয়াইওমিং-এ চলে যাব আমি,' বলল ও। 'শীতে হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু পর্যাপ্ত ঘাস আর পানি আছে ওখানে।'

'শুনেছি ওখানকার কথা,' স্বীকার করল হার্লে। 'কি জানো, খোলা জায়গা পছন্দ আমার, যেখান থেকে আশপাশে অনেক দূর দেখা যায়···যার যা আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।'

'ইউটাহ্-এ বসতি করেছে আমার এক বন্ধু,' বলল কার্টিস, এইমাত্র যোগ দিয়েছে টেবিলে। 'সাহস আছে ব্যাটার! বসতি করা দূরে থাক, সাদারা নাকি কখনও যায়নি ওদিকে।'

'ওসব ইন্ডিয়ান,' শুরু করেও কথার মোড় ঘুরিয়ে ফেলল হার্লে। 'ওসব মরমনরা···আমি তো শুনেছি নিজেদের লোক ছাড়া অন্যদের সহ্যই করতে পারে না ওরা!'

'ভাল লোক,' বলল জন। 'ওদের সঙ্গে রাইড করেছি। তুমি যদি শুধু নিজের ধান্ধায় থাকো, ওদের সঙ্গে চলতে অসুবিধে হবে না তোমার।'

খাওয়ার ফাঁকে টুকিটাকি কথা হলো। জুডিথ নিঃসন্দেহে ভাল রাঁধে। রায়ান বেন্টন মিস্ করবে জিনিসটা, সত্যিই যদি মেজরের মেয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে সে। কেন যেন জনের মনে হচ্ছে, ফিল বেন্টনও একই ধারায় চিন্তা করছে···যদি মেজরের সঙ্গে পারিবারিক একটা সম্পর্ক করা যায়···

খাওয়া শেষে বেরিয়ে গেল বার্ট হার্লে, একটু পর তার ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। এদিকে সময় নিয়ে সাপার সারছে অন্যরা। ফুয়েন্তেসের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেছে জন, সকালে রওনা না দিয়ে বরং রাতেই চলে যাবে লাইন-শ্যাকে। সময় বাঁচবে তাতে।

খাওয়ার সময় একটা কথাও বলেনি জো বাটলার, জন বেরিয়ে আসা মাত্র পিছু নিল। 'টিমের কাছে শুনলাম তুমি নাকি গানফাইটার?' নিচু স্বরে জানতে চাইল সে।

'কয়েকবার শটগান গার্ড হিসেবে কাজ করেছি বটে, কিন্তু নিজেকে গানফাইটার মনে করি না আমি।'

'বেন্টনের কিছু টাফ লোক আছে।'

শ্রাগ করল ও। 'আমি একজন পাঞ্চার, জো, মামুলি ত্রিশ ডলার বেতনের কাউহ্যান্ড। ড্রিফটার বা পাসিং থ্রুও বলতে পারো। ঝামেলা খুঁজে বেড়াচ্ছি না, এবং তাতে জড়ানোর ইচ্ছেও নেই।'

'যা পরিস্থিতি···পিস্তলে চালু লোক দরকার আমাদের,' ম্লান, অথচ আবেদনের সুরে বলল ফোরম্যান। 'অবশ্য পিস্তল ব্যবহার করার ইচ্ছেও থাকতে হবে তার।'

'আমি তোমার লোক নই, জো। নেহাত বাধ্য না হলে লড়াই করি না।'

অন্ধকার পোর্চে দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন, সিগারেট ফুঁকছে। আগ্রহ হারিয়েছে জো বাটলার, বুঝতে পারছে জোরাজুরি করে সুবিধে হবে না। 'ফুয়েন্তেসের সঙ্গে

দেখছি ভালই মানিয়ে নিয়েছ,' শেষে মন্তব্য করল সে।

'প্রথম সারির হ্যান্ড ও, রান্নার কাজটা আমার চেয়ে ভাল জানে। কেন পছন্দ করব না ওকে? ···বার্ট হার্লে কি এখানে, নাকি ওর ডেরায় থাকে?'

'আসা-যাওয়ার মধ্যে কাটিয়ে দেয়। কিছু স্টক আছে ওর, ওগুলোর যত্ন তো নিতেই হবে। পাহাড়ের খাঁজে গরুগুলোকে রাখে। নির্জন জায়গায় কাজ করতে পছন্দ করে···ওর স্বভাবই এমন।'

'ওর ডেরায় গিয়েছিলে কখনও?'

'না। তবে স্কট গিয়েছিল একবার। বার্ট তখন ছিল না ওখানে। ওকে খুঁজে বের করতে সমস্যাই হয়েছিল স্কটের। অবশ্য স্কটের ধাতই এমন। কাউহ্যান্ড হিসেবে ভাল, কিন্তু একটা কর্ন-খেতে যদি চার্চের সিঁড়িও থাকে, খুঁজে বের করতে সমস্যা হবে ওর!'

জ্যোৎস্নালোকিত রাতে ফিরতি পথে রওনা দিল ওরা। বেশ কিছুদিন যাতে চলে, সেই হিসেব করে রসদপত্র নিয়েছে সঙ্গে। ফুয়েন্তেস বরাবরই মজার মানুষ, একইসঙ্গে সতর্কও; নিশ্চিন্তে রাইড করা যায় ওর সঙ্গে, ব্যাপারটা উপভোগও করছে জন।

পরের চারদিন হাড়ভাঙা খাটুনি গেল ওদের, অথচ সন্তুষ্ট হওয়ার মত গরু জড়ো করতে পারেনি। দু'দিন আগেও যেখানে গরু ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে সেখানে কোন গরু নেই। ব্রাশ-পপার হিসেবে দক্ষ ফুয়েন্তেস; প্রায় শৈল্পিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ঘন ঝোপঝাড়ে তল্লাশি চালাল ওরা। ল্যারিয়েট বা ল্যাসো সেখানে অকেজো, মুহূর্তের জন্যে হয়তো একটা গরু চোখে পড়বে, পরক্ষণে দেখা যাবে ঝোপের ভেতরে উধাও হয়ে গেছে; কখনও যদি খোলা জায়গায় গরুকে আটকানো যায়, তাহলে ঘোড়াকেও খাটাতে হয়, সেজন্যে পর্যাপ্ত জায়গা দরকার। দড়ি ব্যবহার করলে, বুলেটের বেগে ছুঁড়তে হবে, তারপর ঝোপ থেকে টেনে বের করতে হবে গরুটাকে। ঘন আয়রনউড, প্রিকলি পিয়ার আর মেস্কিট ঝোপের ফাঁকে ল্যারিয়েট ঘোরানোর ফুরসত আসলে তেমন পাওয়া যায় না···ব্যাপারটাকে তুলনা করা যায় পানিতে হাতড়ে মাছ ধরার মত, যেখানে মাছটা প্রায় এক থেকে দেড় হাজার পাউন্ড ওজনের···যেটা আবার ছুটতে জানেও বটে!

ফুয়েন্তেসের গা সওয়া হয়ে গেছে ব্যাপারটা। ওর সারা শরীরে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। বোঝাই যায় কাঁটার খোঁচা। ব্রাশ-পপিং করতে গেলে অবশ্যই চামড়ার চ্যাপস, জ্যাকেট বা ক্যানভাস থাকতে হবে গায়ে, স্টিরাপে থাকতে হবে টেপেডেরো*; নইলে দেখা যাবে ছোটার সময় প্রিকলি পিয়ারের একটা শাখার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে স্টিরাপের কিংবা ঘোড়ার পেটে খোঁচা লেগেছে। এমনকি শরীরে গুরুতর ক্ষত তৈরি হওয়াও বিচিত্র নয়।

চারদিনে মাত্র নয়টা গরু জড়ো করেছে ওরা। মাত্র নয়টা! চারদিনের

---

* টেপেডেরো (Tepedero) : চামড়ার তৈরি বিশেষ মোজা, ঝোপঝাড়ে কাজ করার সময় কাঁটার খোঁচা থেকে পা রক্ষা করার জন্যে ব্যবহার করে কাউবয়রা।

হাড়ভাঙা খাটুনি এখন পণ্ডশ্রম বলে মনে হচ্ছে জন ক্যালকিনের কাছে।

'প্রচুর ট্র্যাক আছে, টনি,' খাওয়ার ফাঁকে নিরাসক্ত স্বরে মন্তব্য করল ও, প্রায় অভিযোগের মত শোনাল। 'প্রচুর ট্র্যাক, অথচ গরু দেখতে পাচ্ছি না। এর মানে কি?'

হাতের চামচ টেবিলে নামিয়ে রাখল ফুয়েন্তেস, দরজা পথে বাইরের দিকে তাকাল উদাস দৃষ্টিতে, ভুরু কুঁচকে গেছে। 'একটা সম্ভাবনা খেলছে মাথায়,' বলল সে শেষে। 'ছোট একটা বক্‌না-বাছুর, দু'বছর বয়সী বোধহয়, দেখতে দারুণ সুন্দর, কিন্তু বদের হাড্ডি! প্রতিদিনই দেখেছি ওটাকে কাছাকাছি আসত। কিছুক্ষণ হয়তো ধাওয়া করলাম, অথচ ঠিক ফাঁকি দিয়ে চলে যেত প্রতিবার। গত চারদিনে একবারের জন্যেও দেখিনি ওটাকে।'

'হয়তো ওকে ধাওয়া করার মত নতুন একজনকে পেয়ে গেছে,' হালকা চালে বলল জন। 'আগে-পরে ওদের সবার ক্ষেত্রে এটাই তো ঘটে তাই না?'

সহাস্যে চামচ তুলে নিল ফুয়েন্তেস, দারুণ মজা পেয়েছে জনের কথায়। 'জবর বলেছ, অ্যামিগো! কাল থেকে আর গরু তাড়া করব না আমরা।'

'তাহলে কি করব?'

'একটা এঁড়ে-বাছুরের খোঁজ করব। হয়তো ওটাই বক্‌নাটার কাছে নিয়ে যাবে আমাদের···কিংবা অন্য কিছুও খুঁজে পেতে পারি! সঙ্গে বোধহয় রাইফেল নিয়ে যাওয়া উচিত হবে।'

নেহাত মশকরার সুরে বলা, কিন্তু এ ক'দিনে ফুয়েন্তেসকে চেনা হয়ে গেছে জনের, জানে কি বোঝাতে চাইছে সে। দু'জনের মনে এখন একই সন্দেহ।

ভোর হওয়ার পরপরই বেরিয়ে পড়ল ওরা। বে ঘোড়ায় চড়েছে জন। স্নিগ্ধ সতেজ সকাল, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে প্রেয়ারিতে। একটা ঝর্নার দিকে এগোচ্ছে, ফুয়েন্তেস পথ দেখাচ্ছে। কাছাকাছি যেতে আচমকা রাশ টেনে ধরল সে, ঘোড়াকে আগু-পিছু করল কয়েকবার। 'দেখেছ?' আঙুল তুলে মাটিতে পড়ে থাকা ছাপ দেখাল। 'বকনাটার ট্র্যাক। দু'দিন আগের···তিনদিনও হতে পারে।'

ঝর্নার নিচে জমে থাকা পানি পান করেছে বাছুরটা, তারপর সরে গেছে অন্যদের সঙ্গে। যে-কোন গরুই দলভুক্ত হয়ে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত। ট্র্যাক ধরে ক্রমশ উঁচু জমিতে উঠে এল ওরা, দুপুর পর্যন্ত কেবলই চড়াই ধরে উঠতে হলো। তারপর আচমকা পরিবর্তনটা চোখে পড়ল।

'অ্যামিগো? দেখো!'

জনেরও চোখে পড়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাছুরটা, এখান থেকে নির্দিষ্ট দিকে চলে গেছে–সরাসরি, যেন তাড়ার মধ্যে ছিল; সঙ্গের গরুগুলোও কোন কারণে তড়িঘড়ি করে সরে গেছে বিভিন্ন দিকে, দলটা ভেঙে গেছে হঠাৎ। কারণটা তৎক্ষণাৎ চোখে পড়ল:

একটা ঘোড়ার ট্র্যাক!

উত্তর দিক থেকে কয়েকটা গরু এসেছে, পুবের পাহাড়ের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এদের। এখানেও এক রাইডারের ট্র্যাক চোখে পড়ল।

'ওরা যদি আমাদের দেখে থাকে,' সম্ভাবনা বাতলে দিল জন। 'বুঝে নেবে

একই ট্রেইল ধরে এসেছি আমরা। ছড়িয়ে পড়াই ভাল, দেখে যাতে মনে হয় আলাদা ভাবে এসেছি। তবে বেশি দূরে যাব না, একে অপরের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকব।'

'*বুয়েনো*, অ্যামিগো,' বলে সরে পড়ল ফুয়েন্তেস। মাঝে মধ্যে স্টিরাপে ভর দিয়ে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল, যেন নির্দিষ্ট কিছু খুঁজছে। এগিয়ে চলল ওরা, বেশ কিছুক্ষণ পর ছোটখাট একটা পালের ট্র্যাক চোখে পড়ল···অন্তত ত্রিশটা হবে···বেশিও হতে পারে।

এ ক'দিন রেঞ্জে গরু খুঁজে পায়নি, এতে বিস্ময়ের কি আছে! কেউ ইচ্ছে করে গরুগুলোকে ওদের কাছাকাছি জমি থেকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে এদিকে।

বোঝাই যাচ্ছে, কাজটা যারা করেছে, চলার মধ্যে থাকতে বাধ্য করেছে গরুগুলোকে, একইসঙ্গে ঝোপঝাড়ের আড়ালে থাকা গরুও জড়ো করেছে; মূল দলের সঙ্গে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। কয়েকদিনের পরিশ্রমের ফসল–অন্তত একশো গরু জড়ো করেছে।

'আরও দূরে সরে যাচ্ছে ওরা,' বিরস মুখে মন্তব্য করল ফুয়েন্তেস। 'রীতিমত অবাক হচ্ছি আমি! যদি চুরি করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে দক্ষিণে নিয়ে যাচ্ছে না কেন?'

ভিন্ন একটা চিন্তা খেলে গেল জন ক্যালকিনের মাথায়। 'হয়তো আদৌ চুরি করার পরিকল্পনা নেই ওদের, টনি। চাইছে আমরা যাতে গরু বিক্রি করতে না পারি। গরু যদি রাউন্ড-আপ করা না যায়, তাহলে বেচাও যাবে না, তাই না?'

'তাতে লাভ কি?'

'র‍্যাঞ্চে সারা বছরে কামাই কিন্তু একবারই আসে, রাউন্ড-আপের গরু বিক্রি করে। গরু বিক্রি করতে না পারলে দেনা শোধ করতে পারবে না বিল লিপম্যান, আগামী বছরের জন্যে প্রয়োজনীয় রসদও কিনতে পারবে না। বাধ্য হয়ে র‍্যাঞ্চ বেচে দিতে পারে। এর সবচেয়ে বড় কারণ, রাউন্ড-আপের ফলাফল: সে জানবে যথেষ্ট গরু নেই রেঞ্জে। দারুণ ধাপ্পা, তাই না? অল্প দামে র‍্যাঞ্চটা কিনে নিতে পারবে যে-কেউ। এসবের পেছনে যে জড়িত, সেই লোক হলে তো কথাই নেই, লুফে নেবে প্রস্তাবটা, কারণ সে জানে লিপম্যানের ধারণার চেয়েও আসলে অনেক বেশি গরু আছে রেঞ্জে।'

'বোধহয় ঠিকই বলেছ, অ্যামিগো! আমার অন্তত যৌক্তিক মনে হচ্ছে। একটু ভিন্ন উপায়ে চুরি, তাই না? সেনর লিপম্যান ভাববে অল্প কিছু গরু আছে রেঞ্জে, শেষপর্যন্ত র‍্যাঞ্চটা বেচেও দিতে পারে, অথচ তার জানা নেই···সেনর, এ তো স্রেফ জোচ্চুরি!'

'আরও একটা ব্যাপার···তোমার ওই বক্‌না বাছুরটা ছাড়া কমবয়েসী গরুর ট্র্যাক তেমন চোখে পড়েনি। এই পালের বেশিরভাগ মাঝবয়েসী বলদ, কিছু গাভীও আছে···এদের খুর বেশ ধারাল···কিন্তু কোনটাই কমবয়েসী নয়।'

রীজের চূড়ায় একটা গর্তে ক্যাম্প করল ওরা। ঝোপঝাড় আর পাইনের শাখা প্রশান্তির ছায়া বিলাচ্ছে, সন্ধের পর আগুন জ্বালানোর সুযোগও হলো। তেল হিসেবে বাফেলো চিপস ব্যবহার করছে। বেশ উঁচু রীজটা, অনেক দূর পর্যন্ত

চোখে পড়ছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে কয়লার আগুনের ওপর কেতলি চাপিয়ে রীজের কিনারায় চলে এল দু'জন, চারপাশে খানিকটা নজর চালাবে। আকাশে হাজারো তারার মেলা বসেছে, ফকফকে জ্যোৎস্নায় অবশ্য ম্লান মনে হচ্ছে ওগুলোকে। অন্য ধরনের আলো খুঁজছে জনের চোখ···আগুনের আলো।

'এলাকাটা ভাল চেনো তুমি,' জানতে চাইল জন। 'বলতে পারবে র‍্যাঞ্চের অবস্থান ঠিক কোন্ দিকে?'

মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভাবল সে। 'অনেক পুবে চলে এসেছি আমরা, অ্যামিগো। একেবারে বুনো এলাকা এটা, ঠেকায় না পড়লে কেউই আসে না এখানে। মাঝে মধ্যে কিওয়া বা কোমাঞ্চিরা যাতায়াত করে। ওদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।

'ওই যে, ন্যাড়া পাহাড়ের পেছনে একেবারে পশ্চিমে মেজরের র‍্যাঞ্চ···এটাই সবচেয়ে কাছে। দিগন্তের একেবারে শেষ সীমানায় বি-ডব্লু।'

'হার্লের র‍্যাঞ্চটা কোথায়?'

'এক চিলতে জায়গা। র‍্যাঞ্চ না বলে হোমস্টীড বলাই ভাল।' আঙুল তুলে কাছাকাছি একটা জায়গা দেখাল সে, তাও বেশ কয়েক মাইল দূরে হবে।

'টনি, ওদিকে দেখো!' উত্তেজিত স্বরে মেক্সিকানের মনোযোগ আকর্ষণ করল জন।

ক্যাম্পের আলো! খুব বেশি হলে মাইল খানেক দূরে–এমন বুনো অঞ্চলে!

ছয়

বুনো দুর্গম অঞ্চল, নির্জন তো বটেই। এর কারণও রয়েছে। পুবে, স্যান এন্টোনিয়ো এবং অস্টিন থেকে ক্রমশ পশ্চিমে বিস্তৃত হয়েছে র‍্যাঞ্চগুলো; পশ্চিমে, অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে বসতি করেছে দুঃসাহসী কিছু লোক। কিন্তু মাঝখানের এলাকা; যেখানে এ মুহূর্তে আছে ওরা, পুরোটাই কিওয়া আর কোমাঞ্চিদের অধীন। রেইড করতে সুদূর মেক্সিকো পর্যন্ত চলে যায় ওরা, ওদের দোর্দণ্ড প্রতাপে কেউই এদিকে বসতি করার সাহস করেনি।

অ্যাপাচী এলাকাও এটা। তাছাড়া, জনের ধারণা বেশিরভাগ লিপানরাই থাকে এদিকে, যদিও টেক্সাসের এই অঞ্চলটা ভাল করে চেনে বা জানে, এমন দাবি করে না ও। ওর জানা বেশিরভাগ তথ্যই ক্যাম্পের আলাপ থেকে শোনা···এখান থেকে দক্ষিণে আর্মির পেট্রল বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল ইন্ডিয়ানরা, হর্সহেড ক্রসিঙের দিকে যাত্রারত এক ফ্রেইটার খুন হয়ে যায় দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে–বসতি করতে চেয়েছিল বেচারা; তিন ক্রু সহ খুন হয় সে, আর সমস্ত স্টক কেড়ে নিয়েছে রেডস্কিনরা।

প্যানহ্যান্ডল আউটফিটের এক ক্রু কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজেই র‍্যাঞ্চ গড়ার চেষ্টা করেছিল। পুরো বসন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটল, ধুলো-ঝড় এবং তুষারের বিরুদ্ধে লড়ে টিকে থাকল কোন রকমে। অনুর্বর জমির ফসল পুড়ে গেল খরায়, আর ইন্ডিয়ানরা কেড়ে নিল সব গরু। যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে ভেবে ইস্তফা দিয়ে তিক্ত মনে যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখনই ইন্ডিয়ানরা পেয়ে বসে তাকে।

দক্ষিণ-পশ্চিমে ওই লোকের কেবিন, ধারণা করেছে জন। প্রায় সবাই জানে এটার কথা, যদিও সঠিক অবস্থান কারও জানা নেই। গুজব আছে এলাকায় অনেক বড়সড় গুহা রয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি ওদের।

কৌতূহলী হয়ে উঠলেও সদ্য দেখা আগুনের কাছাকাছি যাওয়ার ব্যাপারে ফুয়েন্তেস বা জন, কারোই তেমন আগ্রহ নেই। যদি কিওয়াদের ক্যাম্প হয়ে থাকে, তাহলে চাঁদির চামড়া হারানোর আশঙ্কা রয়েছে; একই ব্যাপার লিপান বা কোমাঞ্চিদের ক্ষেত্রে। সকাল হলে এমনিতে যাবে ওদিকে, ইতোমধ্যে হয়তো ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবে ওরা। পরিত্যক্ত ক্যাম্পে সামান্য নজর চালালে কিছু তথ্য মিলেও যেতে পারে, জানে জন।

ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে ভাল ধারণা থাকলে অতি উৎসাহী যে-কেউ ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে···কিন্তু বহাল তবিয়তে ফিরে আসার ব্যাপারটা? অনিশ্চিত। এ ব্যাপারে কখনোই নিশ্চিয়তা দেয়া যায় না।

অযথা ঝুঁকি নেওয়া স্রেফ নির্বুদ্ধিতা, অন্তত তাই মনে করে জন। টনি ফুয়েন্তেসেরও একই মানসিকতা। সেই বয়স দু'জনেই অনেক পেছনে ফেলে এসেছে, দুঃসাহস দেখিয়ে অন্যদের তাক লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছে যখন খুব বড় হয়ে ওঠে। ওসব আসলে ইঁচড়ে পাকা অদূরদর্শী তরুণদের কাজ। কেউ যখন কোথাও রাইড করবে, জায়গাটা সম্পর্কে আগে নিশ্চিত হওয়া উচিত; নেহাত বাধ্য না হলে যে-কোন লড়াই এড়িয়ে যাওয়াই মঙ্গল এবং কখনোই ঝামেলা খোঁজা উচিত নয়।

রীজের কিনারা থেকে সরে আসার আগে খুঁটিয়ে আগুনটা দেখল ওরা, তারপর ক্যাম্পে এসে শুয়ে পড়ল। পাহারার কাজটা ঘোড়ার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ নিজ নিজ বেডরোলে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, একসময় অধৈর্য স্বরে মুখ খুলল জন: 'টনি, এ ব্যাপারটা সত্যিই পছন্দ হচ্ছে না আমার। কোথাও নিশ্চই একটা ঘাপলা আছে।'

'সি?' ঘুম জড়ানো স্বরে জানতে চাইল সে। 'কেউ দারুণ চালাকির সঙ্গে গরু চুরি করছে, তাই না?'

'হয়তো। আমরা শুধু জানি যে কিছু গরু তাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এদিকে, আমাদের রেঞ্জ থেকে বেশ দূরে। বিভিন্ন বয়সী গরুর পাল। অথচ কমবয়েসী গরু দেখতে পাইনি, পুরো রেঞ্জ থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে যেন!

'গরু চুরির ক্ষেত্রে বয়স্ক গরু চুরি করাই লাভজনক, কারণ বেচে দিয়ে নগদ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু বাছুর? তারমানে যে-ই ওগুলোকে সরিয়েছে, অন্তত কিছুদিন ধরে রাখার ইচ্ছে আছে তার···তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার, বাছুরগুলোকে এ পর্যন্ত ব্র্যান্ড করা হয়নি।'

কিছুই বলল না ফুয়েন্তেস, সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে। এদিকে ব্যাপারটা মন

থেকে সরাতে পারছে না জন, অনেকক্ষণ ধরে জেগে থাকল, নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখল। আজকে যেসব ছাপ চোখে পড়েছে, প্রায় সব বয়সী গরু ছিল দলে। গত কয়েকদিনের সঙ্গে মিলছে না ব্যাপারটা। যদি শুধু কমবয়েসী গরু চুরি করার প্ল্যান থেকে থাকে ওদের, তাহলে প্যাটার্নটা হঠাৎ পরিবর্তন করল কেন?

*

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিল ওরা। সামান্য জার্কি আর বিস্কুট দিয়ে নাস্তা সেরেছে। ঘুরপথে রীজ থেকে পাহাড়ের কোলে নেমে এল, এখানেই গরুর খুরের ছাপ দেখেছিল।

বেশ কিছু গাছপালা রয়েছে। বুনো এলাকা, খানাখন্দ এবং বোল্ডারে ভরা। প্রথমে কোন গরুই চোখে পড়ল না, তারপর দূর থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটা দেখতে পেল; বেশিরভাগই স্টিরাপ-আয়রন ব্র্যান্ডের। মাঝে মধ্যে স্পার ব্র্যান্ডও চোখে পড়ছে···সবগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরতি পথে এগোল ওরা। জানে এরা চলার মধ্যে থাকবে, সুযোগ পেলে সটকে পড়বে দু'একটা, কিন্তু বেশিরভাগই শেষপর্যন্ত চলে যাবে মূল রেঞ্জে।

তাড়াহুড়ো করছে না ওরা। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে, যেন দলছুট গরুর খোঁজ করছে ঝোপঝাড়ে; গতরাতে আগুন দেখেছিল যেখানে, সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। সূর্যোদয়ের ঠিক দু'ঘণ্টা বাদে ক্যাম্পে পৌঁছে গেল ওরা।

শূন্য ক্যাম্প। কিন্তু সযত্নে জ্বালানো আগুনের কয়লা থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে এখনও। দু'জন লোক ছিল এখানে, যার যার ঘোড়া ছাড়াও দুটো প্যাক-হর্স ছিল ওদের। একজনের রাইফেলের বাঁট-প্লেটের সঙ্গে দুটো প্রং লাগানো, বগলের সঙ্গে ঠেকিয়ে গুলি করতে সুবিধে হয় তাহলে। যুদ্ধের সময় অনেকেই এ ধরনের রাইফেল ব্যবহার করেছে, কমবয়েসী কেউ কেউ স্রেফ নিজেকে জাহির করার জন্যে ব্যবহার করত। কিন্তু নিজের জন্যে রাইফেলে প্রং ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি জন, বরং একটা কুইক-লোডার রয়েছে ওর স্যাডল-ব্যাগে। প্রয়োজন না পড়লে ব্যবহার করে না, এবং জিনিসটা এমন যে মিনিটে পনেরো-ষোলোটা গুলি করা সম্ভব। গৃহযুদ্ধের সময় দারুণ কাজে দিয়েছিল ওটা।

প্রঙের স্পষ্ট দাগ পড়েছে মাটিতে, যেখানে রাইফেল রেখেছিল লোকটা।

'ব্যাটাকে দেখেই চিনতে পারব,' দাগ দেখে মন্তব্য করল ফুয়েন্তেস। 'মনে হয় না দুই প্রং-অলা রাইফেল ব্যবহার করে অন্য কেউ, আমি অন্তত কাউকে দেখিনি।'

দু'জন মানুষ। অন্তত দু'দিন কাটিয়েছে এখানে, বেশিও হতে পারে। ক্যাম্পিঙের আরও চিহ্ন আছে অবশ্য, তবে অনেক পুরানো। বোঝাই যাচ্ছে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে জায়গাটা। সাদা নাকঅলা বিশাল একটা বলদ চোখে পড়ল ওদের, অন্তত আঠারোশো পাউন্ড হবে ওজন। কয়েকটা গরু ছাড়াও একটা লংহর্ন গাভী রয়েছে ওটার সঙ্গে।

গরুগুলোকে খেদিয়ে ট্রেইলের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল ফুয়েন্তেস, ওকে বাধা দিল জন। 'টনি, একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। এদের বরং বিরক্ত না করাই ভাল।'

'কেন?'

'দেখি না কি করে। ওই ব্রিন্ডল বা সাদা গাভীটা অনায়াসে চিনতে পারব, দেখব পরে কোথায় যায়।'

নড করল সে। 'বুয়েনো, আইডিয়াটা মন্দ নয়।'

সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন যত গরু চোখে পড়েছে তার প্রত্যেকটা পরে দেখতে পেলে চিনতে পারবে ওরা। অন্তত সেই আশা করছে। কাউহ্যান্ড মাত্রই গরু চিনতে সক্ষম, দল থেকে নির্দিষ্ট একটা গরু আলাদা করতে পারে–অভ্যাসের ব্যাপার এটা।

প্রায় বিশটা গরু নিয়ে ফিরতি পথ ধরল ওরা। কিছুটা হলেও সমস্যা করছে ওগুলো, তবে তেমন নয়, কারণ বাড়ির পথে রয়েছে ওরা···যদিও অনেক দূরের পথ, আর এখানকার মত সবুজ সতেজ ঘাসও নেই সেখানে।

রাইডিং করার সময় চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ সবসময়ই থাকে। একইসঙ্গে চারপাশে নজরও রাখা যায়। বুনো অঞ্চলে বেঁচে থাকতে হলে যে-কারও চোখ তীক্ষ্ণ হতে হবে, সচেতন এবং সতর্ক একটা স্পৃহা তৈরি করতে হয় নিজের মধ্যে, কিন্তু একজন কাউহ্যান্ড পেশাগত কারণেই এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ঝামেলা হবে এমন জায়গা দূর থেকে স্পট করতে পারে সে, উসখুস করতে থাকা কিংবা স্ক্রু-কৃমি আক্রান্ত গরুও মুহূর্তে সনাক্ত করতে পারে। ঝোপের ভেতর লুকিয়ে থাকা গরুর গায়ে যদি স্ক্রু-কৃমি থাকে, ওটার গন্ধ টের পেয়ে যায় ঘোড়া; সওয়ার যেখানে ব্যর্থ হয়, ঠিকই গরুটার অবস্থান জেনে যায় ঘোড়াটা।

গরম পড়ছে, সেইসঙ্গে রয়েছে ধুলোর অত্যাচার। মাথার ওপর উড়ছে কালো মাছির দল, রীতিমত জ্বালাতন করছে। পথে তিন বছর বয়সী দুটো বাছুর খুঁজে পেল ওরা। ওগুলোকে দলে ভেড়ানোর জন্যে কিছুই করতে হলো না, দূর থেকে পালটাকে দেখে নিজেই এগিয়ে এল বাছুরগুলো, পালে যোগ দিয়ে চলতে শুরু করল।

লাইন-শ্যাকের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এসময়ে দূরে এক রাইডারকে দেখতে পেল ওরা।

'আহ্!' সবক'টা দাঁত বের করে হাসল ফুয়েন্তেস, চোখে উজ্জ্বল চাহনি। 'এবার ওই মেয়ের দেখা পাবে তুমি!'

'মেয়ে?'

রাইডারের দিকে ইঙ্গিত করল মেক্সিকান। 'মেজরের মেয়ে। সাবধান, সেনর! মাঝে মধ্যে ওর ভাবগতিকে মনে হয় যেন ও-ই মেজর!'

দারুণ একটা গেল্ডিঙে চড়েছে মেয়েটি, সাইড-স্যাডলে রাইড করছে। কালো চামড়ার স্যাডল, এমন জিনিস কখনও দেখেনি জন। সাদা-কালো চেকের পোশাক মেয়েটির পরনে; কালো হ্যাট, পালিশ করা কালো বুট। সব মিলিয়ে অপূর্ব!

দ্রুত একবার ওর দিকে নজর চালাল মেয়েটি, তীক্ষ্ণ সন্দিহান চাহনি, মনে হলো না কোন কিছু বাদ পড়েছে–সবই দেখে নিয়েছে ক্ষণিকের নিরীখে; তারপর ফুয়েন্তেসের উদ্দেশে ক্ষীণ নড করল মেজর-কন্যা। 'কেমন আছ, টনি?' মিষ্টি কণ্ঠ মেয়েটার, গরুর পালের দিকে তাকিয়ে পরের প্রশ্নটা করল। 'আমাদের ব্র্যান্ডের গরু আছে নাকি?'

'না, সেনোরিটা, শুধু স্টিরাপ-আয়রন আর স্পার ব্র্যান্ড।'

'আমি যদি পরখ করে দেখি, আপত্তি করবে?'

'নাহ্, সেনোরিটা!'

'কমবয়েসী ওই বাছুরগুলোর কাছে যেয়ো না,' পরামর্শ দিল জন। 'ওদের ভাবগতিক খারাপ। বিরক্ত করলে খেপে যেতে পারে।'

এমন ভাবে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি, খড় কাটার সময় হলে হয়তো আস্ত এক বোঝা খড় কাটা হয়ে যেত। 'গরু আমি আগেও দেখেছি, মিস্টার!'

পালের কাছে চলে গেল মেয়েটি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীখ করল। মেয়েটির উপস্থিতি গ্রাহ্য করছে না বেশিরভাগ গরু, কিন্তু বাছুর দুটোর কাছাকাছি যেতেই সজাগ হয়ে উঠল ওগুলো। রোদে ঝিলিক মারছে মেয়েটির চকচকে স্যাডল, ভড়কে দিয়েছে একটা বাছুরকে, সভয়ে পিছিয়ে গেল ওটা। তারপর ঘুরেই ছুটতে শুরু করল, সেকেন্ড খানেক পর অন্যটাও পিছু নিল।

ঘোড়া ছুটিয়ে মেয়েটির কাছাকাছি চলে এল জন। 'ম্যা'ম, বাসায় গিয়ে তোমার বাবাকে বোলো আবার রেঞ্জে বেরোনোর আগে যেন তোমাকে খানিকটা জ্ঞান দেয় সে, বলবে?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেয়েটির মুখ, রাইডিং কোয়ার্ট চালাল সঙ্গে সঙ্গে—লক্ষ্য জনের মুখ। জিনিসটা দেখতে ভারী সুন্দর—মেয়েলি, লাল-সবুজ ডোরাকাটা, হাতলে ঘোড়ার লোমে তৈরি কারুকাজ। যত সুন্দরই হোক, মুখের দিকে ধেয়ে আসা একটা কোয়ার্ট নিশ্চই কারও দেখতে ভাল লাগার কথা নয়, জনেরও লাগল না। ঝটিতি হাত তুলল ও, মুঠোয় চেপে ধরল ওটা, তারপর হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিল মেজর-কন্যার হাত থেকে।

মেজাজ বটে মেয়েটার! কোয়ার্ট হারিয়ে উৎসাহে বিন্দুমাত্র ঘাটতি পড়েনি, ঝটিতি স্ক্যাবার্ডে রাখা রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল; নেহাত বাধ্য হয়ে নিজের ঘোড়াকে সামনে বাড়াল জন, তারপর রাইফেলের বাঁটে হাত রেখে চাপ দিল যাতে ওটা স্ক্যাবার্ড থেকে বের করতে না পারে মেয়েটি।

'ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নাও,' শান্ত কিন্তু শীতল সুরে বলল ও। 'সামান্য কারণে নিশ্চই কাউকে গুলি করবে না তুমি?'

'কে বলল করব না?' খেঁকিয়ে উঠল মেয়েটা।

'বাবাকে এটাও বোলো যেন সাবান দিয়ে তোমার মুখ ধুয়ে দেয় সে। কোন লেডির মুখে এ ধরনের কথা মানায় না।'

এবার জোরাজুরি শুরু করল সে, জনের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে; কিন্তু বে ঘোড়াটা নিজের কাজ ঠিকই বোঝে, মেয়েটার গেল্ডিঙের সঙ্গে লেপ্টে থাকল। মিনিট কয়েক দুই ঘোড়ার খুরের দাপটে ধুলো উড়ল, নিজের ঘোড়াকে সরিয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করল মেজর-কন্যা, অথচ দুই ঘোড়ার মধ্যে দূরত্ব এতটুকু বাড়াতে পারল না। শেষে, তিক্ত মনে হাল ছেড়ে দিল।

স্যাডলে বসে নীরবে এতক্ষণ ঘটনা দেখছিল টনি ফুয়েন্তেস, এবার ওর দিকে ফিরল মেজর-কন্যা। 'ফুয়েন্তেস! এদিকে এসো, এই নোংরা ভূতটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও আমার কাছ থেকে!'

দু'পা এগোল ফুয়েন্তেসের ঘোড়া। 'আমি চাই না ওকে গুলি করো তুমি, সেনোরিটা। ও আমার দোস্ত।'

'ইবলিশের মত মেজাজ হতে পারে তোমার, কিন্তু সত্যিই সুন্দর তুমি!' প্রশংসা করল জন ক্যালকিন।

সরু হয়ে গেল মেয়েটার চোখ। 'এজন্যে তোমাকে ঝোলাবে মেজর,' সরাসরি জনের চোখে চোখ রেখে বলল। 'যদি না তার আগেই সার্কেল-ডি ক্রুরা তোমাকে নাগালে পেয়ে যায়!'

'যথেষ্ট বড় হয়েছ তুমি। সাহায্য করার জন্যে বাবা বা ক্রুদের ডাকার দরকার কি?' স্মিত হেসে জানতে চাইল জন।

'বাবা-বাবা কোরো না!' স্পষ্ট রাগ প্রকাশ পেল মেয়েটার কণ্ঠে। 'মেজর বলো!'

'ওহ্, দুঃখিত। জানতাম না এখনও আর্মিতে আছে সে।'

'না, আর্মিতে নেই, কিন্তু তাতে…'

'অ, তাহলে যুদ্ধের সময় মেজর ছিল?'

উত্তরে কি বলবে, ভেবে পেল না মেয়েটা। 'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও এখনও লোকজন ওঁকে মেজর নামেই ডাকে, সম্মান করে!'

'বেশ তো, ডাকুক না। সে বা অন্যরা যদি তাতে আনন্দ পায় আমার কি!' মিটিমিটি হাসছে জন, মেয়েটির বিব্রত অবস্থা উপভোগ করছে। তারপর নিস্পৃহ, সোজাসাপ্টা স্বরে খেই ধরল: 'কি জানো, ম্যা'ম, গৃহযুদ্ধের সময় মেজর ছিল এমন কয়েকজনকে চিনি আমি। এদের একজন ছিল এক হোটেলের কেরানি, আরেকজন ছিল সামান্য ড্রামার। ওয়াইওমিং যাওয়ার পথে এক কর্নেলের সঙ্গে কাউপাঞ্চিংও করেছি। সবাই দারুণ মানুষ ওরা, মেজর বা কর্নেল বলে কখনও জাহির করে না নিজেকে।'

'তোমাকে একটুও পছন্দ হয়নি আমার!' আচমকা মন্তব্য করল মেয়েটি।

'বুঝলাম,' অমায়িক স্বরে বলল জন। 'এবং মনে রাখার চেষ্টা করব। কোন মেয়ে যখন কোয়ার্ট উঁচিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসে…স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিই মেয়েটা আমাকে মোটেও পছন্দ করে না, কিংবা কেয়ারও করে না। স্বীকার করছি, এটাকে মোটেও রোমান্টিক আচরণ বলা যাবে না।'

'রোমান্স?' রাগে কেঁপে উঠল মেয়েটির কণ্ঠ। 'তোমার সঙ্গে?'

'ওহ্, না, ম্যা'ম! দয়া করে ভুল বুঝো না! রোমান্সের ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা না বলাই ভাল! আমি স্রেফ একজন ভবঘুরে। কোন মেজরের মেয়ের সঙ্গে রোমান্সের কথা কল্পনাও করতে পারি না!' ক্ষণিকের জন্যে থামল জন, মেয়েটির রাগে লালচে হয়ে যাওয়া মুখ দেখল। বিব্রত, বিহ্বল এবং চিন্তিত দেখাচ্ছে মেজর-কন্যাকে। 'প্রথম দেখায় কোন মেয়ের সঙ্গে খাতির জমানোর চেষ্টা করি না আমি, কখনও করিওনি। হয়তো দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে পারি। তবে ব্যাপারটা অবশ্যই মেয়েটির ওপর নির্ভর করে। তুমি,' মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে বলল ও। 'তোমার ক্ষেত্রে…হয়তো তৃতীয় বা চতুর্থবার। হ্যাঁ, আমার তো মনে হয়, চতুর্থ দেখার সময় ঠিক জমিয়ে ফেলব আমরা।'

ঝটিতি ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল মেয়েটি, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জনের দিকে, দৃষ্টিতে আগুন ঝরে পড়ছে। 'তোমার সঙ্গে কথা বলাও অসম্ভব! দেখো, অপেক্ষা করেই দেখো কি করি আমি!'

স্পার দাবাল মেজর-কন্যা, তুফান বেগে ছুটল ঘোড়াটা।

সমঝেরো পেছন দিকে ঠেলে দিল ফুয়েন্তেস, কিছুটা চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে, তবে মুখে স্মিত হাসি। 'আমার তো মনে হয় এইমাত্র একটা ঝামেলা তৈরি করলে, অ্যামিগো। ওই মেয়েটা···মনে হয় না তোমাকে পছন্দ করেছে।'

'জানি। চলো, কাজ সারি গে।'

কমবয়েসী বাছুর দুটো উধাও হয়ে গেছে। জন বা ফুয়েন্তেস কেউই ওগুলোকে খুঁজে বের করার আগ্রহ বোধ করছে না। তাছাড়া, ভড়কে গিয়ে হয়তো অনেক দূরে সরে গেছে। অন্য গরুগুলোকে ছেড়ে যাওয়া যাবে না।

গরুর পালের পেছনে পেছনে এগোল ওরা। বেশ কয়েকবারই জনের মনে হলো ঝোপের ভেতরে নড়াচড়া শুনতে পেয়েছে, যেন বাছুর দুটো অনুসরণ করছে ওদের। কিন্তু খোলা জায়গায় পৌঁছার পর বাছুর দুটোর পাত্তাও দেখা গেল না।

তাহলে ও-ই মেজরের মেয়ে? রায়ান বেন্টন যাকে নিজের করে পেতে চাইছে···গুজব অন্তত তাই বলে। বেশ তো, মেয়েটাকে পেতেই পারে সে, ভাবল জন। যত তিরিক্ষি মেজাজ হোক, স্বীকার করতেই হবে, মেয়েটা সুন্দরী। এমনকি রেগে কাঁই হওয়া অবস্থায়ও দারুণ সুন্দরী দেখাচ্ছিল। আনমনে এক চোট হাসল ও। মেজাজ বটে! ঠিক যেন বুনো একটা ঘোড়া।

করালে গরু ঢুকিয়ে তড়িঘড়ি করে শুয়ে পড়ল ওরা। 'ওই বাছুর দুটো হয়তো রাতে চলে আসতে পারে,' মন্তব্য করল জন।

শ্রাগ করল ফুয়েন্তেস। 'কাল কিন্তু শুক্রবার।'

'প্রতি সপ্তাহেই তো একটা করে শুক্রবার আসে।'

'শনিবারে একটা অনুষ্ঠান আছে···ওটাকে কি বলো তোমরা, স্কুলহাউসের সোশ্যাল?'

'বক্স সোশ্যাল?' নিরুত্তাপ স্বরে জানতে চাইল জন।

'সি···কিন্তু আগে গরুগুলোকে মূল পালের কাছে নিয়ে যেতে হবে। দেরি হলে অস্থির হয়ে পড়বে, পালিয়েও যেতে পারে। দলছুট হওয়ার আগেই ওগুলোকে বাথানের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'বেশ তো, মূল পালের কাছে ওদের নিয়ে যাব আমরা,' চিন্তিত স্বরে একমত হলো ও। 'সুযোগ পেলে সোশ্যালে যাওয়া যাবে, দেখা যাবে এখানকার সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো কেমন হয়।'

'বুয়েনো,' সিরিয়াস দেখাল মেক্সিকানকে। 'নিশ্চিত বলতে পারি টেক্সাসের অন্তত একডজন সুন্দরী মেয়ের দেখা পাবে তুমি!'

'শুনে আগ্রহ পাচ্ছি,' হালকা চালে বলল জন। 'আগে কখনও বক্স সোশ্যালে গেছ—মানে এখানকার সোশ্যালে?'

'অন্তত ইচ্ছে করে মিস্ করিনি।'

'সেরা বক্সটা বানায় কে?'

'এমিলি ডুরেল···মেজরের মেয়ে।
'দ্বিতীয় সেরাটা?'
'বোধহয় টেড ভ্যানসনের মেয়ে···কিংবা চায়না বেন।'
'চায়না বেন? কোন মেয়ের নাম?'
'আহ্, মেয়ে বটে একখানা!'
'ও আর এমিলি ডুরেল কি বান্ধবী?'
'না, সেনর! চায়না বেনকে দু'চোখে দেখতে পারে না মিস্ ডুরেল! চায়না বেনও তাই···' কাঁধ উঁচিয়ে অসহায় ভঙ্গি করল মেক্সিকান, প্রায় বিহ্বল দেখাচ্ছে তাকে।
'দারুণ! কার বক্সের জন্যে দাম হাঁকাতে হবে, জেনে গেছি আমি!'
স্থির চোখে জনকে নিরীখ করল ফুয়েন্তেস, শেষে মাথা নাড়ল। 'বোকা, আস্ত বোকা তুমি, ক্যালকিন! যাক্‌গে, অনুষ্ঠানটা বোধহয় উপভোগ্য হবে।' ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, তারপর নিচু স্বরে বলল: 'চায়না বেন কিন্তু সত্যিই সুন্দরী। কার্ট বার্লো পছন্দ করে ওকে।'
'ও যদি অত সুন্দরী হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চই আরও অনেকেই পছন্দ করে ওকে।'
জনের অজ্ঞতার উত্তরে ধৈর্যের হাসি উপহার দিল ফুয়েন্তেস। 'যতক্ষণ বার্লো আশপাশে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কারও সুযোগ নেই! চায়না বেনকে নিজের মেয়েমানুষ বলে মনে করে সে, বলেও বেড়ায় যত্রতত্র।' নিচু পাহাড়ের কিনারে ক্যাম্প করেছে ওরা, করালের কাছাকাছি। 'বার্লো সম্পর্কে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে, অ্যামিগো। বিশালদেহী মানুষ, রগচটা। ভদ্রলোকের মত অস্ত্র নিয়ে লড়াই করে না সে, কিন্তু হাতাহাতিতে ওস্তাদ। আমরা, টেক্সানরা হাতাহাতি লড়াই পছন্দ করি না, ব্যাপারটাকে "ডগ-ফাইটিং" বলি, জানো তো?'
'তুমি তাহলে টেক্সান? সেদিন না বললে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছ?'
শ্রাগ করল সে। 'যখন টেক্সাসে থাকি, আমি তখন টেক্সান। সীমান্তের ওপাশে মেক্সিকান। ব্যাপারটা রাজনৈতিক, তাই না?'
'বুঝেছি। বার্লো কি এ পর্যন্ত কাউকে পিটিয়েছে?'
'টম সিম্পসন, জর্জ নোলান···দারুণ লড়ত ওরা। আর স্রেফ দুই ঘুসিতে বাঙ্কি গ্রীনকে উড়িয়ে দিয়েছে বার্লো।'
'চায়না বেনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে?'
'দেব, তবে তারপর আর ধারে-কাছেও পাবে না আমাকে, স্রেফ দর্শক হয়ে থাকব। ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের হবে···তোমার মত টগবগে এক যুবককে এত লোকের সামনে মার খেতে দেখতে খারাপ লাগবে আমার, দোস্ত। কিন্তু তোমার যখন এতই আগ্রহ, কি করা!'
'তুমি যদি সত্যিকারের বন্ধু হয়ে থাকো, তাহলে আমাকে সাহায্যই করবে।'
'ভাঁওতাবাজি করি না আমি, দোস্ত। সত্যিকারের বন্ধু আমি, তবে চায়না বেনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেয়া পর্যন্ত···এরপর স্রেফ দর্শক বনে যাব, অ্যামিগো, কৌতূহলী এবং আগ্রহী দর্শক। তুমি যদি খেলাটা জমিয়ে তুলতে

পারো, তাহলে উৎসাহও দিতে পারি। কার্ট বার্লোর চোখের সামনে যে-লোক চায়না বেনকে খসানোর তালে থাকবে, শুধু সহানুভূতিই পেতে পারে সে, অন্য কিছু নয়।'

'তো, শনিবার সকালে গরু নিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে যাব আমরা। গোসল সেরে, জুতো পালিশ করে রওনা দেব সোশ্যালে। আচ্ছা, অনুষ্ঠানটা কোথায় হবে?'

দাঁত বের করে হাসল ফুয়েন্তেস। 'রক স্প্রিং স্কুলহাউসে। বি-ডব্লু রেঞ্জে স্কুলটা, আর কার্ট বার্লো হচ্ছে বেন্টনদের কামার। একটা কথা মনে রেখো, অ্যামিগো, মার খেলেও মেজরের মেয়ের কোন সহানুভূতি পাবে না তুমি। চায়না বেনকে অপছন্দ করে ও।'

'মনে পড়ছে। কথাটা আগেও বলেছ। কিভাবে ভুলি!'

সাত

বাকবোর্ডে চালকের আসনে বাপের সঙ্গে বসেছে জুডিথ, পেছনে পাটাতনে সওয়ার হয়েছে স্কট রাউন্ডি এবং টিম কার্টিস। ফুয়েন্তেস আর জন ঘোড়ায় চড়ে অনুসরণ করছে বাকবোর্ডটাকে।

নিচু পাহাড়সারির একেবারে শুরুতে খোলা জায়গায় স্কুলহাউস। পঁচিশ গজ দূরে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ঝর্না, বয়ে গেছে সবুজ ঘাসের চত্বরের বুক চিরে। অন্তত একডজন রিগ চোখে পড়ল মাঠে—বেশিরভাগই বাকবোর্ড, তবে ডিয়ারবর্ন ওয়্যাগন, সারে আর পুরানো একটা আর্মি অ্যাম্বুলেন্সও রয়েছে।

হিচিং রেইলে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা ঘোড়া। আশপাশে এত লোক থাকে কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ ছিল জন ক্যালকিনের, কিন্তু পশ্চিমা সমাজে এ ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে বহুদূর থেকে সারাদিন রাইড করে চলে আসে লোকজন, জানে বলেই বিস্মিত হলো না। পার্টি, নাচ আর বক্স-ডিনারের আকর্ষণ শত মাইল পাড়ি দেয়ার দুর্ভোগ উপেক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট।

মাত্র পৌঁছেছে হেনরি উইলসন। পাশে বসে আছে ক্ষীণদেহী এক মহিলা, সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ—সম্ভবত মিসেস উইলসন। প্রশস্ত কাঁধের বিশালদেহী এক লোক নামল ওদের সঙ্গে।

'স্যাম বেনিং,' ফিসফিস করে জানাল ফুয়েন্তেস। 'মাসে পঞ্চাশ ডলার মাইনে পায় ও।'

খুঁটিয়ে লোকটাকে দেখল জন। উঁহুঁ, আগে কখনও দেখেনি। হোলস্টারে একটা পিস্তল বহন করছে, তবে ও একরকম নিশ্চিত যে কোটের তলায় বেল্টের ভাঁজে আরও একটা রয়েছে।

কেউ একজন ফিডল বাজাচ্ছে। বাতাসে কফির সুবাস।

'ওই যে, মেজর আসছে!' আচমকা বলল কেউ।

একটা সারে-তে চড়ে এসেছে মেজর–সুদৃশ্য, ঝকঝকে, পালিশ করা। এস্কর্ট করে নিয়ে আসছে ছয় রাইডার। সামনের আসনে বসা এমিলি ডুরেলকে বরাবরের মতই চোখ ধাঁধানো সুন্দরী, প্রাণবন্ত এবং আকর্ষণীয়া দেখাচ্ছে পার্টি ড্রেসে। তবে রত্নখচিত বা ঝলমলে পোশাক নয়, সাধারণ গাউন পরনে, কিন্তু মেয়েটির সহজাত সৌন্দর্য ও স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আরও বেশি আবেদনময়ী করে তুলেছে ওকে। মেজর ডুরেল দীর্ঘ, সুঠামদেহী; পরিপাটি পোশাক পরনে আত্মবিশ্বাসী মানুষ।

সারে থেকে নামল সে, হাত বাড়িয়ে মেয়েকে নামতে সাহায্য করল। আরও একজোড়া নারী-পুরুষ নামল, সবার পরনে পরিচ্ছন্ন পার্টির পোশাক। দূরত্ব এবং ম্লান আলোর কারণে কারও মুখই স্পষ্ট দেখতে পেল না জন। ছয় রাইডারের কাউকে পরিচিত মনে হলো না, কিন্তু একনজর দেখেই বোঝা যাচ্ছে সবাই সাবেক ক্যাভালরিম্যান–পোশাক আর চলাফেরায় সেটা স্পষ্ট।

প্রায় ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে জন, জানে ওকে দেখতে পাবে না এমিলি ডুরেল; ব্যাপারটা সন্তুষ্ট করে তুলল ওকে। দামী কালো ব্রড-ক্লথ সুট পরেছে ও, সাদা শার্ট আর কালো স্ট্রিং টাই, পায়ে পালিশ করা বুট–সব মিলিয়ে দেখতে একেবারে মন্দ লাগছে না।

এমিলি ডুরেল সত্যিই সুন্দরী। সুন্দরী এবং আবেদনময়ী। সব অর্থেই। লোকজনের আচরণ আর গুঞ্জনে বোঝা যাচ্ছে বিশেষ কেউ এসেছে, সরে গিয়ে ওকে জায়গা দিচ্ছে লোকজন। মেয়েটির স্বতঃস্ফূর্ত ভাবভঙ্গি, দৃঢ় কর্তৃত্ব নিয়ে এগোনো–এতই সহজ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ যে মোটেই বাড়াবাড়ি বলা যাবে না; যেন চার্লসটন, রিচমন্ড কিংবা ফিলাডেলফিয়ার সুদৃশ্য কোন বাড়িতে ঢুকছে ও।

দরজার কাছাকাছি যখন পৌঁছল এমিলি, চড়া স্বরে আনন্দধ্বনি করল কেউ; সঙ্গে সঙ্গে বাইরে অনেকগুলো খুরের শব্দ শোনা গেল। দুলকি চালে স্কুলহাউসের মাঠে ঢুকল একটা বাকবোর্ড, স্কিড করে থামল ঘোড়াগুলো। লাফিয়ে নামল এক লোক, তারপর হাত বাড়াল মেয়েটির দিকে। দ্রুত নেমে এল মেয়েটি, চপল পায়ে এগোল দরজার দিকে।

ক্ষণিকের জন্যে ঘন সোনালী বর্ণের চুল, সবুজ পটলচেরা চোখ, সুদৃশ্য নাকে ছোট ছোট ফুটকির দাগঅলা অপূর্ব সুন্দর একটা মুখ দেখতে পেল জন।

'চায়না বেন চলে এসেছে!' ভেতর থেকে নিচু স্বরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল এক পাঞ্চার।

দ্রুত স্কুলহাউসের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল চায়না বেন।

ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে এগোল জন, তবে লক্ষ্য রেখেছে কেউ যাতে বিরক্ত না হয়। ঘাড়ের ওপর সবল একটা হাতের অস্তিত্ব টের পেয়ে পেছন ফিরে তাকাল ও। চায়না বেনের সঙ্গী। বিশালদেহী লোকটা সামনে থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে ওকে।

কার্ট বার্লো, পরিচয়টা আন্দাজ করল জন, সঙ্গিনীকে এক মুহূর্তের জন্যেও কাছ-ছাড়া করতে ইচ্ছুক নয় বোধহয়।

সামান্য বিরক্তি বোধ করল ও। 'তাড়াহুড়োর কি আছে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল।

'ও তো পালিয়ে যাচ্ছে না? তুমি যখন ঢুকবে, মেয়েটাও থাকবে ওখানে।'

সরু চোখে ওকে দেখল সে। ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা জন, একশো নব্বই পাউন্ড ওজন, যদিও ছিপছিপে দেহ দেখে মনে হয় না অতটা ওজন হবে; কিন্তু বিশালদেহীর পাশে নিজেকে স্রেফ ছায়া মনে হলো ওর। অন্তত চার বা পাঁচ ইঞ্চি বেশি লম্বা সে, চল্লিশ পাউন্ড বেশি ওজন। শারীরিক কাঠামো কিংবা হয়তো স্বভাবের কারণে–এ ধরনের লোক নিজের পথে কাউকে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেখতে পছন্দ করে না।

জনকে ফের ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে। কিছুটা পাশ ফিরেছে ও, লোকটা আগে বাড়তে জায়গামত ডান পা সেঁধিয়ে দিল; বার্লোর হাঁটুর নিচে চলে গেল ওর পা, খানিক উঁচু করল সঙ্গে সঙ্গে। ব্যস, তাতেই কাজ হয়ে গেল। মুহূর্তে ভারসাম্য হারাল সে, টলমল পায়ে সামলে নেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সফল হলো না। গম্ভীর ভোঁতা শব্দে মেঝেয় আছড়ে পড়ল বিশালদেহ। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল জন। 'দুঃখিত, সাহায্য করতে পারি তোমাকে?'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে নিরীখ করল বি-ডব্লু কামার, কিছুটা বিহ্বল দেখাচ্ছে, বোধহয় বুঝতে পারছে না আসলে ঠিক কি হয়েছে। এদিকে রীতিমত সিরিয়াস দেখাচ্ছে জনকে, চোখে ক্ষমা প্রার্থনার চাহনি। শেষে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে ওর বাড়ানো হাত ধরল বার্লো। 'হোঁচট খেয়েছিলাম,' উঠে দাঁড়ানোর সময় বিড়বিড় করল। 'নিশ্চই হোঁচট খেয়েছি!'

'মাঝে মধ্যে সবারই এমন হয়,' দার্শনিক সুরে বলল জন। 'যদি অনেকের লক্ষ্য এক জায়গায় থাকে।'

'দেখো, মিস্টার!' আচমকা মেজাজ চড়ে গেল তার। 'আমি কিন্তু…'

চট করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল জন, দ্রুত পায়ে কামরার অন্য দিকে সরে এল। ওপাশে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াতে চায়না বেনকে দেখতে পেল সামনে।

পঁচিশ গজ দূরে আছে মেয়েটা, কিন্তু সরাসরি তাকিয়ে আছে ওর দিকে। গম্ভীর মুখ, সন্দিহান চাহনি। যেন বুঝতে চেষ্টা করছে একটু আগে সঙ্গীর পতনের সঙ্গে আসলে ওর কোন সম্পর্ক আছে কিনা।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল ফুয়েন্তেস। 'কি হয়েছিল, অ্যামিগো?'

'ঠেলাঠেলি করতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে ময়দার বস্তা।'

সিগার বের করল মেক্সিকান। 'দেখতে পাচ্ছি খুবই বিপজ্জনক জীবন তোমার, অ্যামিগো। বিচক্ষণ লোকের ধারা নয় এটা।'

কামরার একেবারে শেষে দীর্ঘ টেবিলে বেশ কিছু প্যাকেট, মেয়েদের তৈরি করে আনা ডিনার বক্স; সযত্নে নাম ঢেকে রাখা হয়েছে। একটা একটা করে বক্স তুলে নিলাম ডাকা হবে, দাম হাঁকাবে আগ্রহী লোকেরা; যে সবচেয়ে বেশি দাম দেবে, বক্সটা তার হবে এবং একইসঙ্গে ওই বক্সের মালিক, অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়েটির সঙ্গে ডিনার করবে সে।

কার কোন্‌টা, এ নিয়ে গুঞ্জন আর আলোচনা চলছে পুরুষদের মধ্যে। বেশিরভাগ সময় মেয়েরা কিছুটা আভাস দিয়ে দেয়–কাঙ্ক্ষিত লোকটিকে ইঙ্গিত দেয় যাতে বুঝতে পারে ওর বক্স কোন্‌টা। এ ব্যাপারটা জানা থাকায় অন্যরা ইচ্ছে

করে দাম হাঁকায় দর উঠানোর জন্যে। উদ্দেশ্যটা নির্দোষ এবং মহৎ, কারণ সামাজিক বা শহরের কোন মহৎ কাজে টাকাটা ব্যয় করা হয়। আবার, যে-লোক নির্দিষ্ট একটা বক্স কিনতে চাইছে, স্রেফ তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলার জন্যেও দাম হাঁকায় কেউ কেউ।

আরও একটা ব্যাপার: কোন্ মেয়ের বক্স কত দামে বিকাল, সেটাও মেয়েটির জন্যে মর্যাদার বিষয়।

'মেজরের মেয়ে বা চায়না বেনের বক্সের দাম সর্বোচ্চ হবে,' ফিসফিস করে নিজের মতামত জানাল ফুয়েন্তেস। 'দরজার কাছাকাছি দাঁড়ানো ব্লন্ড মেয়েটার বক্সও বোধহয় চড়া দামে বিক্রি হবে। কিছু বয়স্ক মহিলা আছে যাদের রান্নার হাত খুব ভাল, এদের বক্সের দামও কম নয়।'

সেটা ভাল রান্নার গুণে।

সারা কামরা লোকে লোকারণ্য। সমস্ত ডেস্ক-চেয়ার বিকেলেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে বার্নে। কয়েকটা বেঞ্চ রয়েছে মেয়েদের বসার জন্যে, দেয়ালের কাছাকাছি ওগুলো। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পুরোটা সময় গল্প করে কাটিয়ে দেয়। কেউ কেউ স্রেফ দর্শক, মজা দেখার জন্যে এসেছে।

বেঞ্চে বসা মেয়েদের ঘিরে রেখেছে ওদের বন্ধুরা।

জুডিথ লিপম্যান ঢুকল। কিছুটা ফ্যাকাসে হলেও সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। চারপাশে দৃষ্টি চালাল মেয়েটা, নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় রায়ান বেন্টনের খোঁজে।

ছোটখাট এক মেয়ে ঢুকল এবার। বড়সড় মায়াবী চোখ। পরনের ড্রেস একেবারে পরিপাটি বলা যাবে না, কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার দেখার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছল জন—ঠিক সুন্দরী বলা যাবে না ওকে, দেখতে নিতান্ত সাধারণ হলেও ভেতরে প্রাণপ্রবাহ আছে, যা অনেক মেয়েরই থাকে না।

'ওই মেয়েটা কে?' ফুয়েন্তেসের উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

শ্রাগ করল সে। 'আগে কখনও দেখিনি। মনে হচ্ছে একা এসেছে।'

চারপাশে তাকাল ও, এমিলি ডুরেলের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। ঝট করে চোখ সরিয়ে নিল মেয়েটা, কিন্তু মেজর-কন্যার চাহনিতে অসন্তোষ আর বিদ্বেষ দেখতে পেল জন। মনে মনে একচোট হাসল ও, অস্বীকার করতে পারবে না ভেতরে ভেতরে বুনো এক ধরনের আমোদ পাচ্ছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে পরস্পরের পরিচিত সবাই। খুব কমই চেনে ওকে।

ফিল বেন্টন এল হঠাৎ। সঙ্গে স্ত্রী। নেকড়ে মুখো ছিপছিপে দেহের এক লোক পাশে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারল জন।

ট্যাপ ফুলটন···গানম্যান এবং আউটল। বেন্টন কি জানে ওয়ান্টেড পোস্টার আছে ফুলটনের নামে? চিন্তাটা খেলে গেল জনের মাথায়। মনে হয় না, যদিও এ লোককে পিউতে আর সিলভার সিটিতে দু'বার দেখেছে ও।

ফুলটনকে কোন বিচারেই কাউহ্যান্ড বলা যাবে না। গরু সামলানোর কাজ করেছে, এমন মুহূর্ত হিসেব করলে সারা জীবনেও কয়েক ঘণ্টার বেশি হবে না। অস্ত্র ভাড়া খাটিয়ে দিব্যি চলে যায় তার। র‍্যাঞ্চে যদি কখনও কাজ করে, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় অস্ত্রের দক্ষতার জন্যে। ফুলটনের উপস্থিতির ব্যাখ্যা একটাই:

বেন্টন আর উইলসন ঘাঘু লোক, নিজেদের ব্যবসা ঠিকই বোঝে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেল এমিলি ডুরেল আর চায়না বেনই এই অনুষ্ঠানে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিতা, যাদের সঙ্গে নাচতে চায় সবাই; এবং এদের তৈরি ডিনার-বক্সের দর সবচেয়ে বেশি উঠবে। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীও বলা যায় ওদের। নিজেকে এসবের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জন, যদিও স্রেফ মজা করার লোভ সামলাতে পারছে না–এমিলি ডুরেলকে খানিক চমকে দেবে, দেখাবে আকর্ষণীয়া বা কাঙ্ক্ষিতা অন্য মেয়েও আছে এখানে।

পরিচিত এক মেক্সিকান মেয়ের সঙ্গে ভিড়ে গেছে ফুয়েন্তেস। চুটিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে টিম কার্টিস। এদিকে, একেবারে একা হয়ে পড়েছে জন, মাঝে মধ্যে চারপাশে দৃষ্টি চালাচ্ছে, লোকজনের ভিড়ে চোখ বুলাচ্ছে; সচেতন যে কেউ কেউ ওকেও দেখছে কৌতূহলী দৃষ্টিতে।

যত যাই হোক, এখানে একজন আগন্তুক ও। হয়তো কালো সুটটা নিখুঁত ভাবে তৈরি বলে কামরার বেশিরভাগ লোকের চেয়ে আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে ওকে। বাবার কাছ থেকে অভ্যেসটা পেয়েছে ও, সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও পরিচ্ছন্ন এবং রুচিসম্মত কাপড় পরতে পছন্দ করে, সেজন্যে খরচ হলেও কার্পণ্য করে না। তবে এও ঠিক, এ ধরনের অনুষ্ঠানে যে-কোন আগন্তুকই অন্যদের কৌতূহলের পাত্র।

বাজনা শুরু হলো। প্রথম দুই রাউন্ড নাচ দেখল জন। চায়না বেন আর এমিলি ডুরেল, দু'জনেই ভাল নাচে। তৃতীয় রাউন্ডে নাচে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও, জুডিথকে প্রস্তাব দিল। নাচতে গিয়ে টের পেল মেয়েটা ভাল নাচে, কিন্তু মনোযোগ দিতে পারছে না। অন্য কোথাও পড়ে রয়েছে মন। বারবারই ঘাড় ফিরিয়ে আশপাশে নজর চালাচ্ছে, স্পষ্টত রায়ান বেন্টনের অনুপস্থিতি পোড়াচ্ছে ওকে।

আচমকাই এল সে, সঙ্গে দু'জন লোক–বর্ণনা যা শুনেছে জন, তাতে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল এরা লেন ম্যাসন আর বেন স্যাডলার–বি-ডব্লুর গানহ্যান্ড। দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকল রায়ান। বেঁটেই বলা যাবে ওকে, খুব বেশি হলে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু সমর্থ, পেটা শরীর। গাঢ় রঙের সুট পরেছে সে, ধূসর শার্ট, কালো টাই। হাত থেকে কালো রঙের দস্তানা খুলল না একবারের জন্যেও। জোড়া পিস্তল ঝুলছে উরুতে। এটাও অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করার উপায় কিনা, বুঝতে পারল না জন, কারণ এ ধরনের অনুষ্ঠানে কেউই অস্ত্র নিয়ে আসে না।

ড্যান্স ফ্লোর হিসেবে ব্যবহৃত খোলা জায়গায় চলে এসে কোমরে দু'হাত রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়াল সে।

'রায়ান বেন্টন?' জানতে চাইল জন।

'হ্যাঁ,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল জুডিথ।

যত দ্রুত সম্ভব নাচ শেষ করতে চাইছে মেয়েটা, উপলব্ধি করল জন। জুডিথকে প্রলুব্ধ করার বা পটানোর তালে নেই ও, নিরুত্তাপ উত্তরে তাই কিছু মনে করল না। বরং মেয়েটার তিক্ত অনুভূতি উপলব্ধি করে সহানুভূতি অনুভব করল। 'পিস্তল কেন?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ও।

আড়ষ্ট হয়ে গেল জুডিথের দেহ। 'সবসময় পিস্তল ঝোলায় ও, কারণ শত্রু

আছে ওর।'

'তাই? আশা করি তোমার বাবার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না ওগুলো। তোমার বাবা এখন আর পিস্তল ঝোলায় না, কিংবা ভাড়াটে গানফাইটারও নেই তার।'

মুখ তুলে জনের দিকে তাকাল জুডিথ। 'তোমার ব্যাপারটা কি? শুনেছি তুমিও নাকি পিস্তলবাজ?'

কোত্থেকে শুনল জুডিথ? 'জীবনে কখনও অস্ত্র ভাড়া খাটাইনি আমি,' মৃদু স্বরে বলল জন।

অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগী মেয়েটা, কি যেন ভাবছে। মুখ তুলে তাকাল আবার। 'একটু আগে বাবার কথা বলছিলে না? বলেছ এখন আর পিস্তল ঝোলায় না সে—এর মানে কি? এমন ভাবে কথাটা বলেছ যেন আগেই চিনতে বাবাকে?'

'ব্যাপারটা তা নয়, স্রেফ ধারণা বলতে পারো। দৃষ্টিশক্তি হারানোর আগে নিশ্চই পিস্তল ঝোলাত সে। বেশিরভাগ মানুষই তাই করে।'

সৌভাগ্যক্রমে, জুডিথ আর কোন প্রশ্ন করার আগেই থেমে গেল বাজনা, শেষ হয়ে গেল নাচ। ফ্লোরের কিনারায় জুডিথকে ছেড়ে সরে এল জন, দূরে বসা বিল লিপম্যানের দিকে এগোল। আচমকা ঘাড় খামচে ধরে ওকে থামাল কেউ।

ধীরে ধীরে ফিরে তাকাল জন। রায়ান বেন্টনকে দেখতে পেল পাশে।

'জে-কে ব্র্যান্ডঅলা ঘোড়া রাইড করে কে, তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'বি-ডব্লুর হয়ে কাজ করবে?'

'স্টিরাপ-আয়রনের কাজ করছি আমি।'

'জানি। আমি জানতে চেয়েছি আমাদের হয়ে কাজ করার ইচ্ছে আছে কিনা। লড়াকু লোকের সমাদর করি আমরা।'

'দুঃখিত, স্টিরাপেই ভাল আছি,' স্মিত হাসল জন। 'কি জানো, আমি কোন লড়াকু লোকও নই, মামুলি এক কাউহ্যান্ড।'

রায়ান বেন্টন আর কিছু বলার আগেই চট করে ওখান থেকে সরে এল ও, দু'পা এগোতে এমিলি ডুরেলের মুখোমুখি আবিষ্কার করল নিজেকে। টের পেল মেয়েটি আশা করছে নাচার প্রস্তাব দেবে ও, এবং কঠিন স্বরে প্রত্যাখ্যান করবে। মুখের প্রতিটি ভাঁজ আর চাহনিতে স্পষ্ট সেটা।

এমিলির উদ্দেশে ক্ষীণ হাসল ও, পাশ কাটিয়ে চায়না বেনের দিকে এগোল।

'মিস্ বেন? আমি জন ক্যালকিন। তুমি কি এই রাউন্ড নাচবে আমার সঙ্গে?'

অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে, বুদ্ধিমতী। চোখাচোখি হলো ওদের, চাহনি দেখেই জন টের পেল প্রত্যাখ্যান করবে মেয়েটি; তারপর, আচমকা মনোভাব পরিবর্তন করল চায়না। 'নিশ্চই!' ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছন ফিরে তাকাল। 'তুমি কিছু মনে করবে না তো, কার্ট?'

বিশালদেহী কামারের চোখে নিদারুণ বিস্ময় আর হতাশা দেখতে পেল জন, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। চায়না বেনের সঙ্গে ফ্লোরে চলে এল ও। বাদ্য শুরু হয়ে গেছে।

নাচতে জানে বটে চায়না! খবরটা বাদকের দলও জানে বোধহয়। আচমকা বাজনার ধরন বদলে গিয়ে স্প্যানিশ ধাঁচ শুরু হলো, যদিও অসুবিধে হলো না জনের। সনোরা আর চিহুহুয়ায় বেশ কিছুদিন ছিল ও, এবং স্প্যানিশ স্টাইল যথেষ্ট পছন্দ করে। মিনিট কয়েকের মধ্যে···পুরো ফ্লোর জমিয়ে তুলল দু'জনে।

মুহূর্তের জন্যে এমিলি ডুরেলের ওপর চোখ পড়ল ওর, পরস্পরের ওপর চেপে বসেছে পুরুষ্টু ঠোঁটজোড়া–বিরক্তি বা রাগের কারণে।

নাচ শেষ হতে তুমুল করতালি শুরু হলো, শিস বাজাল কেউ কেউ। জনের হাঁত এখনও ছাড়েনি চায়না, ফ্লোর থেকে সরে যাওয়ার আগ্রহও দেখা গেল না ওর মধ্যে। 'মি. ক্যালকিন, তুমি তো দারুণ নাচতে পারো,' মুখ তুলে বলল মেয়েটি। 'আমি তো জানতাম আশপাশে তাবৎ লোকের মধ্যে শুধু টনি ফুয়েন্তেসই মেক্সিকান স্টাইলের নাচ জানে।'

'সনোরায় গেছি আমি।'

'দেখা যাচ্ছে, শুধু ঘুরেই কাটাওনি, নাচও শিখেছ ওখানে,' স্মিত হেসে বলল মেয়েটা। 'পরে আবারও নাচব আমরা, রাজি?'

চায়না বেনুকে রেখে ফ্লোর থেকে নেমে এল জন, কামরার ওপাশে তাকাতে ফ্যাকাসে রেশমী কাপড়ের ড্রেস পরা মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হলো। মাঝপথে মত পরিবর্তন করে মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। 'আমি জন ক্যালকিন। নাচবে আমার সঙ্গে?'

চমকে উঠল মেয়েটা। 'তুমি কে, জানি আমি,' দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু স্বরে বলল। 'ধন্যবাদ। আমি তো ভাবছিলাম কেউই আমন্ত্রণ জানাবে না আমাকে।'

'তুমি কি এখানে নতুন?'

'আশপাশেই থাকি, কিন্তু নাচের কোন অনুষ্ঠানে আসিনি আগে। বেশিক্ষণও থাকতে পারব না।'

'তাই? তাহলে তো অনেক কিছু মিস্ করবে।'

'তাড়া আছে আমার। আসলে···এখানে আসার কথাই ছিল না, হঠাৎ চলে এসেছি।'

'কোথায় থাকো তুমি?'

প্রশ্নটা উপেক্ষা করল মেয়েটি। 'না এসে উপায় ছিল না, এত ইচ্ছে করছিল! কতদিন পর লোকজনের সঙ্গে দেখা হবে, বাজনা শুনব!'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নাচে মেয়েটা, পা ফেলছে সতর্কতার সঙ্গে; ভেতরে ভেতরে কোন ব্যাপারে উদ্বিগ্ন যেন। জনের ধারণা হলো নাচের অভিজ্ঞতা তেমন নেই মেয়েটার।

'তুমি কি তোমার বাবার সঙ্গে এসেছ?'

চোখ তুলে তাকাল মেয়েটি, এমন ভাবে তাকাল যেন প্রশ্নটার মধ্যে ভাবনার কোন বিষয় রয়েছে। 'না···একা এসেছি।'

এখানকার প্রতিটি মেয়ে কারও না কারও সঙ্গে এসেছে–বন্ধু, পরিবার বা অন্য মেয়েদের সঙ্গে। 'ফেরার সময় কাউকে সঙ্গে নিয়ো,' পরামর্শ দিল জন।

'এত রাতে অন্ধকারে পথ চিনতে অসুবিধে হতে পারে।'

স্মিত হাসল মেয়েটি। 'প্রতি রাতে রাইড করি আমি···একা। রাতই পছন্দ আমার। কেউ যখন অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, রাতকে ভয় পাওয়ার কিছু থাকে না আসলে।'

বিস্ময় নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল জন। 'আমার পরিচয় জানো তুমি, অথচ এখানকার খুব কম লোক জানে সেটা।'

'এদের যে-কারও চেয়ে তোমার সম্পর্কে বেশি জানি আমি। তোমার আসল পরিচয় যদি জানতে পারে ওরা, আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে সবার।' আচমকা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল মেয়েটি। 'মাঝে মধ্যে এত নির্বোধ মনে হয় ওদের! বোকার হদ্দ! নিজের মর্যাদা নিয়ে এত ব্যস্ত, অথচ আশপাশে এরচেয়েও সম্মানিত কেউ থাকতে পারে, এ নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবে না! মেজর সত্যিই ভালমানুষ, ওই পদবীটা ঝেড়ে ফেললে আরও ভাল লাগত ওকে! ওটার দরকার আসলে নেই তার, কিংবা ওর মেয়েরও দরকার নেই।'

'এমিলির?'

চট করে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি। 'চেনো ওকে?'

'দেখা হয়েছে আমাদের, যদিও ঠিক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না সাক্ষাৎটা।'

খানিক ঈর্ষার ভঙ্গিতে হাসল মেয়েটি, যদিও জনের ধারণা ঈর্ষণীয় কোন ব্যাপার নেই এতে। 'ওরা যদি জানত আসলে তুমি কে! এখানকার সব র‍্যাঞ্চ মিলে যত জায়গা, ক্যালকিন র‍্যাঞ্চ তারচেয়েও বড়! মেজর আর বেন্টনদের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি গরু তোমাদের র‍্যাঞ্চে।'

এবার জনের বিহ্বল হওয়ার পালা। 'কিন্তু তুমি এসব জানলে কিভাবে? আসলে তুমি কে, বলো তো?'

'উঁহুঁ, বলব না,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল মেয়েটা, বাজনা থেমে যেতে ফ্লোরের একপাশে সরে গেল ওরা। প্রায় উচ্ছ্বাস নিয়ে কথা বলছে মেয়েটা, একটু আগের অপ্রতিভ বা বিষণ্ন ভাব উধাও হয়ে গেছে। 'কার কাছ থেকে জেনেছি সেটা অবশ্য তোমার জন্যে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়, ওকে চিনবে না।'

'তুমি কি বিবাহিতা?'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল মেয়েটি। 'না,' হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল কণ্ঠ, তিক্ত সুরে বলল: 'মনে হয় না কোনদিন বিয়ে করব আমি!'

আট

জনের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল টনি ফুয়েন্তেস। 'জানতাম না আমাদের নাচ জানো তুমি,' খানিকটা সমীহের সুরে বলল সে, তারপর নিচু হয়ে গেল কণ্ঠ। 'বেশি দূরে

যেয়ো না, দোস্ত। ঝামেলা হতে পারে।'

কামরার ওপাশে দেয়ালের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা স্কট রাউন্ডির দিকে টিম কার্টিসকে এগিয়ে যেতে দেখল জন। দু'কদম দূরে জুডিথের পাশে বসে আছে বিল লিপম্যান। এখন পর্যন্ত মেয়েটির ধারে-কাছেও যায়নি রায়ান বেন্টন।

'ব্যাপার কি?' নিচু স্বরে মেক্সিকানের উদ্দেশে জানতে চাইল জন।

শ্রাগ করল ফুয়েন্তেস। 'ঠিক জানি না, তবে অবচেতন মন বলছে একটা কিছু ঘটবে।'

পুরো কামরায় চকিত দৃষ্টি চালাল জন। স্কট রাউন্ডি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই ওর, কিন্তু কার্টিস বা ফুয়েন্তেস সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। শক্ত মানুষ ওরা, ঝামেলা হলে ঠিকই সামাল দিতে পারবে।

'নিলাম অনুষ্ঠানটা কিভাবে হয়?'

'সাত-আট ডলারই কোন বক্সের জন্যে অনেক দাম। সাধারণত এক ডলার দিয়ে শুরু হয়, তিন থেকে পাঁচ ডলার পর্যন্ত ওঠে। পাঁচ ডলারই যথেষ্ট দর। দশ পর্যন্ত উঠতে একবারই দেখেছি···অনেক টাকা, তাই না, আমাদের দশদিনের কামাই? মনে হয় না রায়ান বেন্টন আর মেজর ছাড়া এত দাম দিয়ে ডিনার কিনবে কেউ, কিংবা সেই সামর্থ্য আছে কারও।'

'ফিল বেন্টন?'

চওড়া হাসি দেখা গেল মেক্সিকানের মুখে। 'তুমি বোধহয় তামাশা করছ, অ্যামিগো। কিনা লাভে সামান্য এক ডলারও ব্যয় করবে না ফিল বেন্টন। হয়তো দু'একবার দাম হাঁকাবে, কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি তিন ডলারের বেশি যাবে না।'

'এমিলি ডুরেলের বক্সের দাম কেমন হতে পারে?'

সরু চোখে ওকে দেখল সে। 'বোধহয় বেপরোয়া হয়ে উঠতে চাইছ, অ্যামিগো। তিন, বড়জোর পাঁচ ডলার উঠতে পারে।'

'আর চায়না বেনেরটা?'

'কাছাকাছি।'

'টনি?'

'সি?'

'ওই ছোটখাট অপরিচিত মেয়েটা···একা এসেছে ও। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবে। আমার ব্যাপারে অনেক কিছু জানে ও, যেটা কেউই···অন্তত এখানকার কেউ জানে না।'

মেয়েটির দিকে তাকাল ফুয়েন্তেস, তারপর জনের ওপর দৃষ্টি ফিরে এল তার। 'বলেছি তো, চিনি না, কিংবা ওকে আসতেও দেখিনি। তোমার সম্পর্কে কি জানে ও? হয়তো তুমি যেখান থেকে এসেছ, ঠিক ওখান থেকে এসেছে মেয়েটা?'

'উঁহুঁ···আজকের আগে ওকে দেখিনি কখনও, আমার জানা কেউও নয় ও। আমার বাড়ির পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এমন কোন মেয়ে নেই যাকে চিনি না।'

দাঁত বের করে হাসল মেক্সিকান। 'বাজি ধরব এ ব্যাপারে। যাক্‌গে, তোমার নিজেরই তাহলে একটা র‍্যাঞ্চ আছে?'

'আমার নয়, আমাদের–বাবা-মা, ভাই-বোন···আমাদের সবার।'

'কিন্তু এরপরও সামান্য ত্রিশ ডলার বেতনে কাজ করছ তুমি?'

'ঘুরে বেড়ানোর নেশা। হয়তো মনের মত একটা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি, যেখানে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেব।'

'আমার ক্ষেত্রেও একই কথা। কি জানো, সেই জায়গাটা কখনও খুঁজে পাব না আমরা, তাই না, অ্যামিগো?'

'আমারও তাই মনে হয়। ট্রেইলে ট্রেইলে কাটিয়ে দেয়ার জন্যেই জন্ম হয়েছে, গন্তব্য আমার জন্যে নয়,' ক্ষণিকের জন্যে থামল জন। 'আমরা দু'জনে একই স্বভাবের মানুষ–আবিষ্কার করা আর গড়ার জন্যে জন্মেছি, আমাদের অনুসরণ করবে অন্যরা। সুখী সমৃদ্ধ জীবন যাপন করবে ওরা, কিন্তু ট্রেইলটা আমরা তৈরি করে দেব, দেখিয়ে দেব নতুন বসতি, নতুন জীবনের পথ। আমরা যেখানে যাব, সেখানে সাদা মানুষরা যায় না, যায় কেবল মোষ আর ইন্ডিয়ানরা; এমন দূর অঞ্চলে যাব যেখানে সঙ্গী হিসেবে থাকে শুধু আকাশ, বাতাস এবং সূর্য।'

'অদ্ভুত! কবিদের মত কথা বলছ তুমি, অ্যামিগো!'

শুকনো হাসল জন। 'হ্যাঁ। সারাদিন প্রচণ্ড খাটুনি যায়, কিন্তু কবিতা বা খানিকটা পড়াশোনা প্রেরণা যোগায়। এটা হয়তো আমার জন্যে আশীর্বাদ কিংবা অভিশাপ, যেটা ইচ্ছে ধরে নাও। এদের সবাই,' কামরার দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'জীবন্ত কবিতা বা জীবন্ত নাটকের একেকটা অংশ। ভবিষ্যতের জন্যে বেঁচে আছে এরা, কিন্তু নিজেরাও সেটা জানে না, এবং এভাবেও চিন্তা করে না কেউ। অন্যের মুখে নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করার কথা শুনেছে ওরা, কেউ কেউ বই পড়ে জেনে যায়।

'বুড়ো এক গানফাইটারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। আইওয়ায় সামান্য এক ফার্ম-বয় ছিল যখন, একদিন দারুণ সুন্দর একটা ঘোড়ায় চড়ে ওদের খামারে এল এক লোক। বাকস্কিন পোশাক আর চওড়া হ্যাট পরনে ছিল লোকটার। ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর জন্যে থেমেছিল সে।

'আগন্তুককে সাপার পর্যন্ত থেকে যেতে বলল সে। থাকলও লোকটা। রাতে তার কাছে মোষ শিকার আর ইন্ডিয়ানদের কথা শুনল সে, তবে নতুন জমি, দিগন্তের সঙ্গে মিশে থাকা পাহাড়শ্রেণী এবং বাতাসে দোল খেয়ে যায় সবুজ ঘাস ভরা এমন তৃণভূমির গল্পই বেশি অভিভূত করল ওকে।'

নড করল ফুয়েন্তেস। 'আমার ব্যাপারটাও ওরকম। বাবা প্রায়ই পাহাড়ে চলে যেত, ফিরে এসে শিকারের গল্প বলত আমাদের। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরত সে, দিনে প্রায় বিশ ঘণ্টা কাজ করত, ল্যাসো চালিয়ে বা ব্র্যান্ডিং আয়রন ব্যবহার করতে করতে আড়ষ্ট হয়ে পড়ত হাত দুটো; বাবার গায়ে থাকত ঘোড়া আর পোড়া কাঠের গন্ধ। একদিন আর ফিরে এল না সে।'

'তুমি আর আমি, ফুয়েন্তেস···হয়তো কোন একদিন ফিরে আসব না আমরা।'

'অ্যাপাচীরা মেরেছে বাবাকে। গুলি শেষ হয়ে যাওয়ার পর ছুরি নিয়ে ওদের সঙ্গে লড়েছে বাবা। পরে অ্যাপাচীদের সঙ্গে কিছুদিন ছিলাম আমি; ওরাই বাবার

গল্প করেছিল আমার কাছে। বাবার জন্যে গান বেধেছে ওরা, গান গায় কিভাবে বীরত্বের সঙ্গে লড়ে মারা গেছে সে। ইন্ডিয়ানরা বরাবরই সাহসী মানুষকে সমীহ করে।'

'যাক্‌গে, আমরা বোধহয় বেশি সিরিয়াস হয়ে গেছি, ফুয়েন্তেস। পরে এ নিয়ে আলাপ করব, হ্যাঁ? একটা বক্স কিনব আমি।'

'আমিও কিনব। কিন্তু সাবধান, বন্ধু, কার বক্স কিনতে গিয়ে শেষে কি ঝামেলায় পড়ো! আর···বেশি দূরে যেয়ো না। আজ রাতের ব্যাপারে···কেন যেন দুশ্চিন্তা হচ্ছে, মনটা কু গাইছে কেবল।'

বাইরের লোকজনও চলে এসেছে ভেতরে, ক্যামরার কোণে রাখা চেয়ার বা বেঞ্চে বসে গেছে। ওখান থেকে ছোট্ট প্ল্যাটফর্মে রাখা ডিনার বক্স দেখতে পাচ্ছে তারা, অনুষ্ঠানটাও উপভোগ করতে পারবে। ক্যামরার এদিক থেকেও বক্সগুলো দেখা যাচ্ছে। রঙিন কাগজে মোড়া সবগুলো, কিছু কারুকাজ ইচ্ছাকৃত–কাঙ্ক্ষিত লোকটির জন্যে ইঙ্গিত।

এমিলি ডুরেলের বক্সটাই কাঙ্ক্ষিত ছিল জনের, কিন্তু মেয়েটি যে তা চায় না, এ ব্যাপারে শতভাগ নিঃসন্দেহ ও। নেহাত দুর্ভাগ্যক্রমে যদি ওটা কিনেও ফেলে, একসঙ্গে ডিনার করা দূরে থাক, মেয়েটি হয়তো কথাই বলবে না ওর সঙ্গে। তবে ডিনার পাওয়ার আরও অনেক উপায় আছে, এবং নিজস্ব একটা পরিকল্পনাও রয়েছে ওর।

চায়না বেন···মেয়েটি সব অর্থেই আকর্ষণীয়া। ওর বক্স কিনতে গেলে বোধহয় কার্ট বার্লোর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে যেতে হবে, সামান্য দ্বিধার সঙ্গে ভাবল জন। পরিস্থিতি বা পারিপার্শ্বিকতা সেটা অনুমোদন করছে না ওকে, যেখানে পুরো আউটফিট হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে পারে। কারণ, বার্লো বি-ডব্লুর ক্রু, আর ও স্টিরাপ-আয়রনের পাঞ্চার। লড়াই শুরু হলে ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকবে না সেটা, দুই বাথানের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

সিদ্ধান্ত নেয়াই আছে, জন জানে কি করবে।

নিলাম শুরু হলো। প্রথম বক্স চল্লিশোর্ধ্ব এক মহিলার, এক ডলার পঞ্চাশ সেন্টে ওটা কিনে নিল বুড়ো এক কাউহ্যান্ড। দ্বিতীয় আর তৃতীয় বক্সটা যথাক্রমে দুই ডলার এবং মাত্র সত্তর সেন্টে বিক্রি হয়ে গেল।

মাঝে মধ্যে, ইচ্ছে করে দাম হাঁকাচ্ছে না লোকজন, যাতে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা বক্স কিনতে সক্ষম হয় আগ্রহী লোকটি। আবার উল্টোটাও ঘটছে, দাম হাঁকিয়ে দর বাড়াচ্ছে কেউ কেউ, আগ্রহী লোকটিকে স্রেফ উদ্বিগ্ন করে তোলার জন্যে।

নিলামদার লোকটা চেনে সবাইকে, জানে কোন্ বক্স কোন্ মেয়ের; আগ্রহী পুরুষরা কে কোন্‌টা চায়, স্বভাবতই জানা আছে তার। মাঝে মধ্যে দর্শকদের আনন্দ দেয়ার জন্যে খুনসুটি করছে সে, উপভোগ্য হয়ে উঠছে অনুষ্ঠান।

একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে পুরো ব্যাপারটা দেখছে জন, উপভোগ করছে। হঠাৎ টের পেল নিলামদার যে-বক্সটা তুলে ধরেছে এখন, ওটা এমিলি ডুরেলের। লোকটার মন্তব্য শুনেই নিশ্চিত হয়ে গেল। সুতরাং, দাম হাঁকানোর জন্যে যখন

আহ্বান করল সে, সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশ সেন্ট হাঁকাল জন।

গালে যেন চড় মেরেছে কেউ, এমন ভাবে আড়ষ্ট হয়ে গেল এমিলি ডুরেল; মুহূর্তের জন্যে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল পুরো কামরায়। এত কম দর ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি কেউ। কে যেন পঞ্চাশ সেন্ট হাঁকাল এবার। এমিলি ডুরেলের সঙ্গে চোখাচোখি হলো জনের। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মেয়েটিকে, তবে গর্বিত ভঙ্গিতে উঁচিয়ে রেখেছে মাথা, মেজর-কন্যার চোখে আবছা রাগ দেখে নিদারুণ আনন্দ অনুভব করল জন। হয়তো লজ্জিত হওয়া উচিত ওর, কিন্তু ভুলে যায়নি কোয়ার্ট হাতে কিভাবে তেড়ে এসেছিল মেয়েটা।

সাড়ে পাঁচ ডলারে বক্সটা কিনে নিল রায়ান বেন্টন।

চায়না বেনের বক্সের পালা এবার। এক ডলার দিয়ে শুরু করল কেউ। দুই ডলার হাঁকিয়ে তাকে কাউন্টার দিল জন, তারপর স্রেফ চুপ মেরে গেল।

শেষপর্যন্ত চার ডলারে ওটা কিনে ফেলল কার্ট বার্লো। বক্সটা নিঃসন্দেহে আরও বেশি দরে বিক্রি হওয়ার কথা, কিন্তু বার্লোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিপদে পড়ার ইচ্ছে নেই কারও। শুরুতে জন দাম হাঁকিয়েছিল বটে, তবে ভিন্ন একটা পরিকল্পনা আছে ওর।

রেশমী কাপড় পরা চুপচাপ বসে থাকা মেয়েটির দিকে তাকাল জন। কেউই ওর বক্সের জন্যে দাম হাঁকাবে না, সম্ভবত মেয়েটিও সেটা টের পেয়ে গেছে। দরজার দিকে কিছুটা সরে গেছে ও, এরইমধ্যে সোশ্যালে এসেছে বলে অনুতাপ করছে মনে মনে, শঙ্কিত যে শেষপর্যন্ত চরম অপমানকর ঘটনাটা ঘটবে ওর ভাগ্যে—একাই নিজের ডিনার খেতে হবে। সন্দেহ নেই একা এখানে এসে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে মেয়েটা, কিন্তু সেই সাহস ক্রমশ উবে যাচ্ছে।

বক্সটা তুলে ধরল নিলামদার। মেয়েটির শঙ্কিত দৃষ্টি দেখেই জন নিশ্চিত হয়ে গেল ওটা কার। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল দরজার দিকে এগোচ্ছে মেয়েটি, কেউ দাম হাঁকাবে না—এই অপমান সচক্ষে দেখতে অনিচ্ছুক। কেউই চেনে না ওকে, ব্যাপারটা ওর বিরুদ্ধে চলে গেছে; ঘরে বহু কাউহ্যান্ড বা পুরুষ আছে, অনেক বড়বড় কথা বলে বেড়ায় এরা, কিন্তু কেউই সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে ডিনার খেতে পছন্দ করে না, কিংবা পরিচিত হতেও অস্বস্তি বোধ করে।

কেউ আগ্রহী না হওয়ায় শেষে নিজেই পঞ্চাশ সেন্ট দাম প্রস্তাব করল নিলামদার। সঙ্গে সঙ্গে এক ডলার হাঁকাল জন।

ঝট করে ওর দিকে ঘুরে গেল মেয়েটির দৃষ্টি, দরজার কাছাকাছি থমকে দাঁড়াল। তারপরই ঘটতে শুরু করল আসল ঘটনা।

দুই ডলার হাঁকাল লেন ম্যাসন।

ত্রিশ হবে তার বয়েস, দেখতে মোটামুটি সুদর্শন, কিন্তু পুরোদস্তুর কঠিন মানুষ। তার সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানে জন। সুযোগ পেলেই এখানে-সেখানে রাসলিং করেছে ম্যাসন, দুটো রেঞ্জ-ওঅরে ভাড়া খেটেছে। ওই মেয়ের ধারে-কাছে যাওয়ার যোগ্যতাও নেই তার। নিশ্চই মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইবে ম্যাসন। তাকে বাধা দেয়ার কোন লোক নেই।

ব্যাপারটা বোধহয় মেয়েটাও জানে, অন্তত আঁচ করতে পেরেছে।

'আড়াই ডলার,' নিরুত্তাপ স্বরে ঘোষণা করল জন।

ভিড়ের মধ্যে সামিল হয়ে গিয়েছিল ফুয়েন্তেস, দ্রুত এগিয়ে এল জনের দিকে। কয়েক হাত দূরে এসে দাঁড়াল।

ইতোমধ্যে হুইস্কিতে পেট ভারী হয়ে গেছে ম্যাসনের, তবে মাতাল হয়নি। সত্যিই মেয়েটিকে চায় কিনা, বোঝার উপায় নেই, কিংবা এটা বি-ডব্লুর পরিকল্পিত চাল কিনা, তাও বোঝা যাচ্ছে না। স্রেফ নির্বিকার মুখে পুরো ঘটনা দেখছে ফিল বেন্টন আর হেনরি উইলসন।

'তিন ডলার!' সঙ্গে সঙ্গেই জানাল ম্যাসন।

'সাড়ে তিন,' জবাব দিল জন।

হেসে উঠল ম্যাসন। 'চার ডলার!'

নীরব হয়ে গেছে পুরো কামরা। সবাই এখন সচেতন যে *একটা কিছু* ঘটছে। রক্তশূন্য হয়ে গেছে মেয়েটির মুখ। পরিচয় যাই হোক কিংবা যেখান থেকে এসে থাকুক, বোকা নয় মেয়েটা। ঠিক বুঝতে পারছে কি ঘটছে, এবং এর পরিণামে যে শুধু ঝামেলাই হবে, সেটাও উপলব্ধি করতে পারছে।

'পাঁচ ডলার,' বলল জন, দেখল সঙ্গিনীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল স্কট রাউন্ডি, নিলাম অনুষ্ঠানের আকর্ষণই বেশি মনে হচ্ছে তার কাছে।

আচমকা হেসে উঠল লেন ম্যাসন, দু'পাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। 'এরকম টানাহেঁচড়ার দরকার কি? দশ ডলার!' চড়া কণ্ঠে ঘোষণা করল সে।

পঞ্চাশ ডলার মাইনে পাওয়া কোন বন্দুকবাজের জন্যেও দামটা অতিরিক্ত, কিন্তু ম্যাসনের জানা নেই এরচেয়ে অনেক বেশি উঠতে হতে পারে ওকে।

'পনেরো ডলার,' মৃদু স্বরে বলল জন ক্যালকিন।

আড়ষ্ট হয়ে গেল ম্যাসনের মুখ। এই প্রথম সরাসরি জনের দিকে তাকাল সে, কিছুটা হলেও শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। জন জানে না ঠিক কত টাকা আছে তার কাছে, কিন্তু ওর সন্দেহ পনেরো ডলারের বেশি নেই বি-ডব্লু পাঞ্চারের পকেটে। থাকাটাই অস্বাভাবিক।

'ষোলো ডলার!' কষ্টকৃত চড়া কণ্ঠে বলল ম্যাসন, কিন্তু জন নিশ্চিত হয়ে গেল প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে সে।

আচমকা পেছনে নিচু স্বরের ফিসফিসানি শুনতে পেল ও, টিম কার্টিসের কণ্ঠ: 'দশ ডলার আছে আমার কাছে, জন, ইচ্ছে হলে নিতে পারো।'

যতটা সম্ভব ভদ্র ও অমায়িক স্বরে দাম হাঁকাল জন: 'সতেরো ডলার!'

ম্যাসনের পেছনে লোকজনের ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল রায়ান বেন্টন, পকেট থেকে কিছু কয়েন বের করল। বন্দুকবাজের কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বলল কি যেন। একটা হাত পেছনে বাড়িয়ে দিল ম্যাসন, টাকা নেবে।

দৃষ্টি নামিয়ে টাকার পরিমাণ দেখে নিল সে, তারপর কাঁপা স্বরে দর হাঁকাল: 'বিশ ডলার!'

'একুশ!' জবাবে জানিয়ে দিল জন।

মুহূর্তের জন্যে নীরবতা নেমে এল সারা ঘরে। ঢোক গিলে, তারপর কেশে

গলা পরিষ্কার করে নিল নিলামদার। উত্তেজিত এবং একইসঙ্গে উদ্বিগ্নও দেখাচ্ছে তাকে। একে একে রায়ান বেন্টন, ম্যাসন এবং তারপর জন ক্যালকিনের দিকে তাকাল।

'বাইশ!' অনিশ্চিত স্বরে ঘোষণা করল ম্যাসন। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে সে, চোখ নিবদ্ধ জনের ওপর। ব্লাফ দেয়ার চেষ্টা করছে ওকে, অন্তত তাই মনে হলো জনের।

'তেইশ,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল ও। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে বের করে আনল, বেশ কিছু সোনার কয়েন দেখা যাচ্ছে মুঠিতে। স্পষ্ট জানিয়ে দিল জিততে হলে ঠিক কতটা খরচ করতে হবে বিপক্ষকে। জন নিশ্চিত জেতার জন্যে মরিয়া ওরা, ব্যক্তিগত নয় বরং বি-ডব্লুর মর্যাদার ব্যাপার মনে করছে এটাকে।

'তেইশ ডলারই শেষ দর! তেইশ! তেইশ–এক! দুই! তিন!' থামল নিলামদার।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে রায়ান বেন্টন। এদিকে স্থির দাঁড়িয়ে লেন ম্যাসন, মুখ নির্বিকার রাখার আপ্রাণ চেষ্টায় প্রায় ক্লান্ত বোধ করছে।

'চলে যাচ্ছে…সুযোগ চলে যাচ্ছে…! স্টিরাপ-আয়রনের ওই ভদ্রলোকের হয়ে গেল ডিনার বক্সটা!'

মজা শেষ। ভিড় আলগা হয়ে গেল। ওটাই ছিল শেষ বক্স। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে লোকজন, যার যার বক্স নিয়ে নির্দিষ্ট মেয়ের সঙ্গে ডিনার করতে বসে গেছে ভাগ্যবান এবং জয়ী ভদ্রলোকেরা।

নিলামদারের কাছে চলে গেল জন, বক্সটা নেবে।

লেন ম্যাসন এগিয়ে এল ওর দিকে, দৃষ্টিতে আগুন। 'ভাবছি কিভাবে এত টাকা যোগাড় করেছ,' চাপা বিদ্বেষের সুরে বলল সে। 'প্রশ্নটার উত্তর জানতে পারলে সত্যিই খুশি হব আমি!' স্পষ্ট তাচ্ছিল্য তার কণ্ঠে।

বাম হাতে বক্সটা তুলে নিল জন, চাপা হাসল গানম্যানের উদ্দেশে। 'গতর খাটিয়ে টাকা রোজগার করেছি, ম্যাসন।' বক্স হাতে ঘুরে দাঁড়াল ও, প্রায় ভুলে গেল ম্যাসনকে, দ্রুত পায়ে রেশমী কাপড় পরা মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'এটা তো তোমারই বক্স, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মুখ তুলে তাকাল সে। 'এমন করলে কেন বলো তো? শুধু শুধু এত টাকা নষ্ট করলে!'

'ঠিক তোমার বক্সটাই চেয়েছি আমি।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে চেনোই না!'

'কিছুটা হলেও জানি…একেবারে অপরিচিত বলা যাবে না। তাছাড়া, একা এসেছ তুমি, এদিকে তোমার বক্সটা কিনতে চাইছিল ম্যাসন।'

'ধন্যবাদ,' কোণের একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসল ওরা। 'এখানে আসা উচিত হয়নি আমার,' প্রায় অনুশোচনার সুরে বলল মেয়েটি। 'কিন্তু…কি করতে পারতাম! এত একা থাকি! এভাবে ক'দিন থাকা যায়?'

'চলো, খাওয়া শুরু করা যাক। খাওয়ার পর তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

স্পষ্ট আতঙ্ক ফুটল মেয়েটির মুখে। 'কিছুতেই না! তোমাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক

হবে না!'

'তুমি কি বিবাহিতা?'

এবার বিহ্বল দেখাল ওকে। 'ওহ্, না! তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না!'

'ঠিক আছে···তাহলে কিছুটা পথ এগিয়ে দেব? যাতে নিশ্চিন্ত হতে পারি যে নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছতে পারবে?'

'ঠিক আছে,' প্রায় অনীহার সুরে সায় দিল মেয়েটি।

'আমার নাম জন ক্যালকিন, বলেছি তোমাকে।'

'আমি জেনিফার···জেনি বলে ডেকো,' আর কিছু বলল না মেয়েটি, জনও জোরাজুরি করল না। মেয়েটির যদি বলার ইচ্ছে না থাকে, যথেষ্ট কারণ আছে নিশ্চই।

বক্সের খাবার সাধারণ হলেও সুস্বাদু। বিশেষ করে ডুনাটের স্বাদ অসাধারণ লাগল জনের কাছে। খাওয়ার ফাঁকে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ও, কামরার ওপাশে এমিলি ডুরেলের সঙ্গে রায়ান বেন্টনকে দেখতে পেল।

টিম কার্টিস সহ ওদের কাছাকাছি এল টনি ফুয়েন্তেস। মেয়েটির সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল জন। 'বোধহয় একসঙ্গে ফেরা উচিত আমাদের, *সি?*' জানতে চাইল মেক্সিকান।

'উঁহুঁ, জেনিকে ওর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিতে হবে।'

'ঠিক পিছু নেব আমরা!' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল কার্টিস। 'দেখে-শুনে চলাফেরা কোরো, দোস্ত। রায়ান বেন্টন কিন্তু হারতে পছন্দ করে না। মজার ব্যাপার কি জানো, জেতার জন্যেও ওকে যথেষ্ট চেষ্টা করতে দেখলাম না। শেষদিকে বোধহয় টাকার মায়ায় পড়ে গিয়েছিল!'

কামরার অন্যপাশে সরে গেল ওরা, কিছুক্ষণের মধ্যে স্কট রাউন্ডি যোগ দিল ওদের সঙ্গে। বি-ডব্লু ক্রুরাও একত্র হয়েছে কামরার আরেক কোণে।

ফের নাচ শুরু হলো। প্রথমে জেনির সঙ্গে নাচল জন, তারপর টিম কার্টিসের কাছে মেয়েটিকে রেখে এমিলি ডুরেলের দিকে এগোল।

কামরার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে মেজর-কন্যা। দূর থেকে জনকে আসতে দেখতে পেল, মুখ আড়ষ্ট হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে; দৃঢ় চোয়াল দেখে বোঝা গেল এবারও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে–নাচের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সহজ হয়ে গেল মুখভাব–সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করল এমিলি।

এমিলি ডুরেল ভাল নাচে। জনকে অনভিজ্ঞ বলা যাবে না, বরং বেশিরভাগ কাউহ্যান্ডের চেয়ে বেশি নাচার সুযোগ হয়েছে ওর, এবং এরচেয়ে অনেক ভাল জায়গায় নাচার সৌভাগ্য হয়েছে। অনেক কাউহ্যান্ডই ভাল নাচতে জানে না, মেয়েরাও তাতে কিছু মনে করে না। বেশিরভাগ সময় দেখা যায় পাঞ্চার ছেলেটা মেয়েটাকে ধরে রেখেছে, আর মেয়েটাই নাচছে কেবল।

সবাইকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে, উপভোগ করছে সময়টা। চোখ-কান খোলা রেখেছে জন, চারপাশে ভিড়ের মধ্যে কোন ব্যাজ চোখে পড়ল না। আশপাশে যদি আইনের অস্তিত্ব থেকেও থাকে, এই ড্যান্স-হলে অন্তত নেই; ব্যাপারটা ভুলে গেলে চলবে না, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও।

'ওই মেয়েটা কে?' আচমকা জানতে চাইল এমিলি।

'জেনি?'

'অনেকদিন ধরে চেনো ওকে?'

'নাহ্, আজকের আগে কখনও দেখিওনি।'

'তাই? মানতেই হচ্ছে পুরুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে জানে ও!'

'উঁহুঁ, আমাকে কোন ইঙ্গিত দেয়নি জেনি।'

চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল মেজর-কন্যা। 'সেদিনের ঘটনার জন্যে সত্যিই দুঃখিত আমি। আমাকে এত খেপিয়ে দিয়েছিলে!'

'জানতাম। সত্যি কথা হচ্ছে, খেপতে জানোও বটে তুমি!'

'ওই জঘন্য কাজটা করলে কিভাবে? নীচ মনের পরিচয় দিয়েছ তুমি!'

'কোন্ কাজ?'

'আমার বক্সের জন্যে পঁচিশ সেন্ট হাঁকিয়েছ! ওহ্, কি যে রাগ হয়েছিল আমার!'

দাঁত বের করে হাসল জন। 'এটা তোমার পাওনা ছিল।'

'ওই মেয়েটা···জেনি···কিভাবে জানলে যে ওই বক্সটাই ওর?'

'বক্সটা টেবিলে রাখতে দেখেছি ওকে, আর নিলামের জন্যে যখন নিলামদার বক্সটা তুলল, দরজার দিকে সরে যাচ্ছিল ও। ওর আশঙ্কা ছিল হয়তো কেউই দাম হাঁকাবে না। অপমানের ভয়ে চলে যেতে চাইছিল।'

'সেজন্যেই দাম হাঁকিয়েছ?'

'কেন নয়? তোমার তো অনেক বন্ধু আছে, চায়নারও রয়েছে।'

'ওহ্···চায়না! এখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় মেয়ে। প্রায় সব ছেলে ওর বক্স চায়, এমনকি বুড়োরাও!'

'তোমার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য,' স্মিত হেসে বলল জন। 'প্রচুর বন্ধু আছে, কেউ না কেউ ঠিকই কিনে নেবে তোমাদের বক্স। কিন্তু ওর বক্স কিনবে না কেউ, আশঙ্কাটা একেবারে অমূলক ছিল না জেনির।' আচমকা জনের মনে হলো জেনিফারের বক্স কেনার জন্যে শুরু থেকে উদ্‌গ্রীব ছিল ও, সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল; এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ কি হতে পারে, সে-নিয়েও মোটামুটি তৈরি ছিল। 'তোমার বক্স পেয়েছে যে-লোকটা,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল ও। 'সত্যিই ভাগ্যবান বলতে হয় ওকে।'

ব্যাপারটা প্রায় ভ্রূক্ষেপ করল না এমিলি। 'রায়ান বেন্টন যা চায়, তাই পেতে অভ্যস্ত,' শেষে মন্তব্য করল মেজর-কন্যা, প্রায় তিক্ত শোনাল কণ্ঠ। 'ওর বিরুদ্ধে দাম হাঁকানোর সাহস নেই কারও···গত কয়েক বছর ধরে এই চলছে।'

'উস্কানি দিচ্ছ যখন, মজা তো তোমাকেই টের পেতে হবে, অথচ আশা করছ তোমার বক্স কেনার জন্যে চড়া দাম হাঁকাবে লোকজন!'

'কি জানো, আমি চাইনি আমার বক্স নিয়ে রায়ানের বিরুদ্ধে দাম হাঁকাও তুমি,' সিরিয়াস দেখাল মেয়েটিকে। 'ও যতই সুপুরুষ হোক, মনটা ওর তত সুন্দর নয়। অন্তত এসব ব্যাপারে দারুণ স্বার্থপর এবং নীচ। ওকে যদি হারিয়ে দাও, আজীবনের জন্যে তোমাকে ঘৃণা করবে সে।'

'এর আগেও লোকে ঘৃণা করেছে আমাকে।'

আচমকা জেনির কথা মনে পড়ল জনের। মেয়েটা নিশ্চই যাওয়ার জন্যে অধীর হয়ে পড়েছে এবং একাকী যেতে চাইবে; অথচ নির্ঘাত বিপদে পড়বে।

বাজনা থেমে যেতে পাশে ফুয়েন্তেসকে দেখতে পেল ও। 'তুমি যদি চাও লেন ম্যাসনই মেয়েটাকে বাড়ি পৌঁছে দিক, তাহলে এখানেই থাকো!' স্পষ্ট বিদ্রূপ প্রকাশ করল মেক্সিকান।

'আসছি আমি,' বলেই এমিলির দিকে ফিরল জন। 'হয়তো আবারও চলার পথে দেখা হয়ে যাবে আমাদের। যাক্‌গে, যেখানেই যাব আমি, তোমার প্রত্যাশায় থাকব।'

'বেরিয়ে গেছে মেয়েটা,' নিচু স্বরে বলল ফুয়েন্তেস। 'ম্যাসন পিছু নিয়েছে।'

দ্রুত বেরিয়ে এল জন। বাইরে এসে দেখল স্যাডলের পেটি টাইট করছে জেনিফার, আর বারান্দার একটা পোস্টে শরীর এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লেন ম্যাসন। মেয়েটাকে বলছে কি যেন, শোনার চেষ্টা করল না জন, কিংবা অপেক্ষাও করল না। স্রেফ একই গতিতে হেঁটে বারান্দা পেরোল ও।

'এক মিনিট অপেক্ষা করো,' জেনির উদ্দেশে বলল জন। 'আমার ঘোড়া নিয়ে আসছি।'

'অযথা ঝামেলা করার দরকার নেই তোমার,' গায়ে পড়ে বলল ম্যাসন। 'এই লেডিকেও তাই বলছিলাম–আমিই বাড়ি পৌঁছে দেব ওকে।'

'দুঃখিত,' সবক'টা দাঁত বের করে ম্যাসনের উদ্দেশে হাসল জন। 'ভুলে গেছ ওর বক্স কিনেছি আমি?'

'মনে আছে, কিন্তু ওটা তো ড্যান্স-হলের ভেতরের ব্যাপার। এখানকার পরিস্থিতি আলাদা।'

'তাই?'

কাছাকাছি গাঢ় অন্ধকারে ক্ষীণ নড়াচড়া চোখে পড়ল জনের। নীরব দর্শক, নাকি ম্যাসনের বন্ধুরা? ভাবল ও, অবশ্য ফুয়েন্তেস বা কার্টিসও হতে পারে।

'ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হলে আগে আমাকে পেরিয়ে যেতে হবে!' নিখাদ ঔদ্ধত্য ঝরে পড়ল লেন ম্যাসনের কণ্ঠে।

'তাহলে দেরি কিসের!' বলেই ঘুসি হাঁকাল জন।

তৈরি ছিল না ম্যাসন, আশা করেনি এমন কিছু হবে। হয়তো লড়ার ইচ্ছে ছিল তার, উসখুস করছিল কিংবা স্রেফ ভাঁওতা দিচ্ছিল; কিন্তু জন ক্যালকিনের নিজস্ব একটা রীতি আছে–পরিস্থিতি যখন এড়ানো কঠিন, প্রতিপক্ষের পদক্ষেপের জন্যে অপেক্ষায় থাকা একইসঙ্গে বোকামি এবং ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে ও।

টাই ঠিক করবে যেন, এমন ভাবে হাত তুলল জন, একইসঙ্গে খানিকটা বাম দিকে সরে গেল, সামনে ঘুরে ডান হাত চালাল গায়ের জোরে। দূরত্বটা একেবারে কম, সামলে নেওয়ার বা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পেল না ম্যাসন। হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল।

'তুমি বরং স্যাডলে উঠে পড়ো, জেনি। তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু মনে হয় না এই ব্যাটার দিকে পেছন ফেরা উচিত হবে।'

ধীরে ধীরে উঠে বসল ম্যাসন, মাথা নাড়ল বার কয়েক। কি ঘটেছে উপলব্ধি করতে খানিকটা সময় নিল, তারপর আচমকা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল; টলমল পায়ে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখল, এখনও ঘুসির ধকল সামলে নিতে পারেনি পুরোপুরি। 'এজন্যে তোমাকে খুন করব আমি!' কর্কশ স্বরে বলল সে।

'চেষ্টাও কোরো না! যদি পিস্তলের দিকে হাত বাড়াও, ওটা বের করার আগেই তোমাকে ফুটো করে ফেলব।'

'একই কথা কি আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?' অন্ধকার থেকে ভেসে এল ট্যাপ ফুলটনের কণ্ঠ।

'রুষ্ট থেকে হোল পর্যন্ত যে-কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারো, ফুলটন, ওরা বলবে পিস্তলের বেলায় সবসময়ই তৈরি থাকি আমি।'

স্থির হয়ে গেল ট্যাপ ফুলটন। তৈরি সে, পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু কিছুটা হলেও অনিশ্চয়তায় ভুগছে। রবার'স রুষ্ট থেকে হোল-ইন-দ্য-ওয়াল, ব্রাউন'স হোল, ডুরেল'স হোল পর্যন্ত···আউট-ল ট্রেইলের প্রসিদ্ধ এবং নিরাপদ হাইডআউটগুলোর খবর বেশিরভাগ লোকই জানে না, অথচ জন ক্যালকিন জানে···আচমকা অস্থির বোধ করল সে···কে এই লোক?

তলে তলে শীতল বিতৃষ্ণা অনুভব করছে সে, একইসঙ্গে শো-ডাউনে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছেও পেয়ে বসেছে।

'অযথা রক্তারক্তি করার মত কোন কারণ তো ঘটেনি,' খানিকটা নিরুত্তাপ স্বরে বলল জন, আপস নয় স্রেফ ঝামেলা এড়ানোর জন্যেই কথাটা বলা। 'হয়তো পরে সময় আর সুযোগ আসবে, কিন্তু এখানে বা এত সামান্য কারণে রক্তারক্তি করা স্রেফ বোকামি মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

ফুলটন বোকা নয়, কিংবা লেন ম্যাসনের মত অস্থিরমতিরও নয়। পিস্তলে নিজের ক্ষিপ্রতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী সে, জানে কিভাবে ওটা চালাতে হয়। আরও বেশি যেটা জানে, কখন চালাতে হয় না কিংবা কখন পিছিয়ে আসতে হয়। মাথাটা তার বরফের মত ঠাণ্ডা থাকে সবসময়। স্রেফ টাকার জন্যে লড়ে সে, কিন্তু এ ব্যাপারটার সঙ্গে টাকার কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া জন ক্যালকিনের কথায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে শক্তপাল্লা এই লোক। সহজে সামাল দেয়া যাবে না। এ পর্যন্ত তাকে খুন করার নির্দেশ দেয়নি কেউ···

'স্রেফ দেখতে চাইছিলাম আসলে কি ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি আমরা,' মৃদু স্বরে বলল সে, আগের মত তেজ নেই কণ্ঠে। 'ভাগ্যের ওপর খুব বেশি নির্ভর কোরো না।'

'আমি সাবধানী মানুষ, ফুলটন। একটা ভুল করতে যাচ্ছিল ম্যাসন, সামান্য বেতাল করলেই ফুটো হয়ে যেত। ওকে এসব থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছি।'

চারপাশে ভিড় জমে গেছে, এদের দু'জন স্কট রাউন্ডি আর ফুয়েন্তেস। ট্যাপ ফুলটনের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে টিম কার্টিস।

'স্যাডলে চড়ো, ক্যালকিন,' বলল সে। 'বাড়ি যাচ্ছি আমরা।'

নিজের পেছনে কার্টিসের কণ্ঠ শুনতে পেয়ে কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ট্যাপ ফুলটনের দেহ। বুড়ো কাউহ্যান্ডের নিশানা সম্পর্কে জানা আছে তার, তাছাড়া

সমান সুযোগও পাওয়া যাবে না এখন। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে, সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করল লেন ম্যাসন।

রাতটা ঠাণ্ডা আর নিঃশব্দ। আকাশে তারার মেলা বসেছে। সেজ-ঝোপের গা ছুঁয়ে যাচ্ছে ঝিরঝিরে বাতাস।

একে একে ঘোড়ায় চড়ল ওরা, কোথায় যাচ্ছে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই জন ক্যালকিনের।

নয়

শুরুতে কোন কথাই হলো না। জেনিফারকে সামনে রেখে এগোচ্ছে জন, পেছনে পেছন আসছে স্কট রাউন্ডি, টনি ফুয়েন্তেস আর টিম কার্টিস। কান পেতে চারপাশে রাতের শব্দ শোনার প্রয়াস পেল জন। কথা বলার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী মনে হচ্ছে না জেনিকে, সুতরাং তৃণভূমির বুক চিরে চলে যাওয়া ট্রেইল ধরে নীরবে এগোতে থাকল ওরা। মাঝে মধ্যে স্যাডলের খসখস কিংবা স্পারের জ্যাংলারের মৃদু টুংটাং শব্দ হচ্ছে।

বেশ কয়েক মাইল এগোনোর পর, জেনির কাছ থেকে কিছুটা সরে এসে পেছনে অন্যদের কাছাকাছি হলো জন। 'হয়তো অনেক পথ যেতে হবে, শুধু শুধু কষ্ট করছ তোমরা!'

'ওই মেয়েটা কে, জন?' জানতে চাইল কার্টিস।

'আমাকে বলেনি। হয়তো বাড়ির কাউকে না বলে চলে এসেছে···ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হয়নি আমার কাছে।'

নিচু স্বরে কথা বলছে ওরা, কিছুটা সামনে থাকায় জেনি ওদের কথাবার্তা শুনতে পাবে না।

'দেখে-শুনে যেয়ো,' সতর্ক করল স্কট রাউন্ডি। 'ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার।'

ওরা বিদায় নেয়ার পর জেনির কাছে এল জন, কোন বাক্যব্যয় ছাড়াই এগোল ট্রেইল ধরে। প্রকৃতি ক্রমশ বুনো হয়ে উঠেছে এদিকে, রুক্ষ ট্রেইলের দু'পাশে ঘন ঝোপ আর গাছের সারি।

'সোশ্যালে যোগ দেয়ার জন্যে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছ তুমি,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল জন।

অস্পষ্ট, প্রায় অব্যবহৃত ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ওরা, পথে কোন ট্র্যাক নেই বললেই চলে; আচমকা সঙ্কীর্ণ ড্র হয়ে ক্রীকের কিনারে পৌঁছে গেল। ক্রীকের পাড়ে বিশাল ওক আর পেকানের ঝাড়। পানির কাছাকাছি পৌঁছে রাশ টানল জেনি, ঘোড়াকে তেষ্টা মিটিয়ে নেয়ার সুযোগ দিল।

'অনেক দূর চলে এসেছ তুমি। ধন্যবাদ তোমাকে, আমার বক্স কেনার জন্যে এবং এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে দেয়ার জন্যে। আশা করছি ওই লোকটার সঙ্গে কোন ঝামেলা হবে না তোমার।'

'ঝামেলা? হবে, হয়তো অন্য কোন কারণে। বি-ডব্লুর ক্রু সে।'

'আর তুমি স্টিরাপ-আয়রনের ক্রু?'

'হ্যাঁ।'

পানি থেকে মুখ তুলল জেনির ঘোড়া, চিবুক থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। জনের ঘোড়াটাও এ সুযোগে তেষ্টা মিটিয়ে নিচ্ছে।

'সময়ের আগেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেয়ো না,' মৃদু স্বরে বলল মেয়েটি। 'বেন্টন বা উইলসন, কাউকেই চিনি না, কিন্তু জানি কঠিন মানুষ হলেও সৎ ওরা—অন্তত তাই মনে করি আমি।'

বিস্ময় বোধ করছে জন, সেটা চেপে রেখে জানতে চাইল: 'উঁহুঁ, এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিনি আমি, যদিও কেউ একজন ঠিকই গরু চুরি করছে।'

'আমিও তাই মনে করি। মনে হয় না স্টিরাপ-আয়রন বা বি-ডব্লুর কাজ এটা।'

ফের বিস্ময় বোধ করল জন। 'বলতে চাইছ কেউ কেউ আমাদেরও সন্দেহ করছে?'

'নিশ্চই! তোমার কি ধারণা কেবল তোমরাই সন্দিহান হয়ে উঠেছ? সাবধান, মি. ক্যালকিন, খুব সাবধান! যতটা সহজ ভাবছ, তত সহজ নয় ব্যাপারটা।'

'তোমাকে বোধহয় আরও কিছুটা এগিয়ে দেয়া উচিত।'

'উঁহুঁ···দয়া করে ফিরে যাও তুমি। খুব বেশি নেই আর, একাই যেতে পারব।'

'অ্যাডিওস!' ধীর ভঙ্গিতে ফিরতি পথ ধরল জন, না দেখেও বুঝতে পারছে বিন্দুমাত্র নড়েনি মেয়েটি, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত অ্যারোয়োর দিকে এগোল ও, ঘাড় ফিরিয়ে একবার পেছনে তাকাল, ওক-পেকানের আবছা অবয়ব আর রূপালী পানির পটভূমিতে মেয়েটির গাঢ় কাঠামো এখনও দেখতে পাচ্ছে। অ্যারোয়ার ঢাল ধরে ওপরে উঠে এল একটু পর, পেছন ফিরে এবার আর দেখতে পেল না মেয়েটিকে। খুরের ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল, ছুটছে ঘোড়াটা, ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।

আকাশে তারার দিকে তাকাল জন। র‍্যাঞ্চ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে এসেছে, ধারণা করল, বেশ অনেকটা পথ। তারা দেখে দিক নির্ণয় করল ও, তারপর দ্রুত এগোল ফিরতি পথে। বুনো প্রান্তরে গভীর ড্র পেরিয়ে গেল বেশ কয়েকবার, ঝোপ আর গাছ এড়িয়ে এগোতে হচ্ছে।

এক সারি ঝোপ পেরিয়ে এসেছে, সব মিলিয়ে হয়তো জায়গাটা কয়েক একর হবে, হঠাৎ চমকে মাথা তুলল ওর ঘোড়া। 'শান্ত হ, বাছা!' মৃদু স্বরে ঘোড়াটাকে প্রবোধ দিল জন। 'শান্ত হ!' লাগাম টেনে কান খাড়া করল ও। খুব কাছে নড়াচড়া করছে কোন পশু, ঘাস মাড়ানোর ক্ষীণ শব্দ হচ্ছে, দুটো শিঙের সংঘর্ষের আওয়াজ কানে এল এবার। 'শান্ত হ, বাছা!' ঘোড়ার ঘাড়ে হাত রেখে ফিসফিস করল ও,

অনুভব করল শিথিল হয়ে গেছে ওটার আড়ষ্ট পেশী, কিছুটা হলেও উদ্বেগ চলে গেছে ওর কণ্ঠ আর স্পর্শে। স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার বের করে অপেক্ষায় থাকল জন। ঝোপের ভেতরে কেউ গরু দাবড়ে নিয়ে যাচ্ছে, দৃশ্যত উদ্দেশ্যটা সৎ নয় তার···কারণ রাতের বেলায় কেউ গরু ড্রাইভ করে না···খুব জরুরী কারণ থাকলে অবশ্য আলাদা কথা, কিন্তু এখানে এ ধরনের কোন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

বড়জোর একশো গজ দূরে, আন্দাজ করল ও; আবছা ভাবে গরুর অবস্থানও নজরে পড়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোচ্ছে গরুগুলো। অপেক্ষায় থাকল শব্দ শুনল মনোযোগ দিয়ে। গরুর সংখ্যা আন্দাজ করার চেষ্টা করল। ছোট একটা পাল, খুব বেশি হলে ত্রিশ-চল্লিশটা হবে।

এগোতে উদ্যত হয়েছিল ও, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। যারাই গরু সরানোর কাজে ব্যস্ত থাকুক, ওর উপস্থিতি সহজ ভাবে নেবে না এবং সাক্ষী হিসেবে ওকে বেঁচে থাকতেও দেবে না। ব্যাপারটা দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ–সবার আগে ওরই বিপদে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। ধারণাটা পছন্দ হলো না জনের, বেশি কৌতূহল দেখাতে গিয়ে ধড় হারাতে রাজি নয়। আগামী কাল সকালেও ট্র্যাক থাকবে, অনায়াসে অনুসরণ করতে পারবে···

অন্য একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়···র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত পুরো পথ রাইড করার দরকার কি? হাতে কাজ আছে সত্যি, কিন্তু হারানো গরুর হদিশ বের করতে পারলে ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়া যাবে।

সিদ্ধান্তটা নিতে পেরে স্বস্তি বোধ করল। এগোনোর সময় ক্যাম্প করার মত যুৎসই জায়গার খোঁজ করল ও। কিছুক্ষণ এগোনোর পর ক্রীকের কাছাকাছি ছোট একটা জায়গা পছন্দ হলো ওর, আন্দাজ করল এই ক্রীকের কোন শাখায় জেনিকে ছেড়ে এসেছে।

পানির কিনারে ওক আর পেকানের সারি। রাতটা শীতল, তবে ঠাণ্ডা পড়ছে না। সঙ্গে বেডরোল নেই ওর, স্লিকার এবং স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেট রয়েছে। জুনিপার ঝোপে ঘেরা একটা জায়গা পছন্দ করল, তারপর মাটিতে জুনিপার পাতা বিছিয়ে তার ওপর স্লিকার বিছিয়ে দিল। ঘাড়ের নিচে স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেট গুঁজে শুয়ে পড়ল।

পাশে উইনচেস্টার রেখেছে, মাজল ওর পা বরাবর; হোলস্টার থেকে হাতে তুলে নিয়েছে পিস্তল। আগুন জ্বালায়নি, যেহেতু জানে না গরুগুলো কতদূরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে কিংবা যারা জঘন্য এই কাজ করছে, এদের কেউ এই পথে ফিরেও আসতে পারে।

ঠাণ্ডা না পড়লে কি হবে, হালকা শীত লাগছে ওর। তবে এ নিয়ে চিন্তিত নয় জন, এমন নয় যে এভাবে এই প্রথম রাত কাটাচ্ছে···বেডরোল ছাড়া আগেও রাত কাটিয়েছে, এবং আজ রাতই যে শেষ, তাও নিশ্চিত নয়।

ভোরে ঘুম ভাঙল ওর।

সাধারণত স্যাডল-ব্যাগে কিছু কফি রাখে ও, তবে আজ নেই। কেউ যখন বক্স সোশ্যালে যায়, ধরে নেয় সেখানেই কফি মিলবে। সঙ্গে কফি নেই বলে যে খুব আফসোস করছে, তা নয়, বরং খুশি ও–ব্যাপারটা শাপেবর হয়ে দাঁড়িয়েছে!

ক্রীকের ঠাণ্ডা পানিতে হাত-মুখ ধুলো ও। পানি পান করে ক্যান্টিন ভরে নিল, তারপর ঘোড়াকে পানি খাইয়ে স্যাডলে চাপল।

স্পষ্ট ট্রেইল, এগোতে সমস্যা হচ্ছে না। কিছুটা এগিয়ে উত্তরে সরে এল, যেন হারানো গরুর খোঁজ করছে; কিছুদূর এগিয়ে ফের ট্রেইলে চলে এল।

ভরদুপুরে পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছল ও। উপত্যকার দিকে চলে গেছে ট্রেইল; দুই পাহাড়ের ফাঁকে ওক আর পেকানের ঝাড় চোখে পড়ল। কিছু উইলো এবং কটনউডও রয়েছে। সবুজ পরিবেশ দেখতে ভাল লাগছে, কারণ সবুজের উপস্থিতি মানেই পানি। পিপাসায় ক্লান্ত বোধ করছে ও, ঘোড়ার অবস্থাও তেমন সুবিধের নয়। সকালে শেষবার পানি পান করেছে। কাছাকাছি পানি আছে জেনেও খুব একটা উৎসাহ বোধ করছে না, বরং দুই পাহাড়ের ফাঁকে চোখে পড়া আপাত শান্ত পরিবেশ সন্দিগ্ধ করে তুলেছে ওকে···খুব বেশি শান্ত মনে হচ্ছে।

হিসেবী মানুষ ও, সতর্ক। ঝোপের আড়ালে আড়ালে উত্তরে এগোল, ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল। বারবার থেমে কান পাতল, চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল; শেষপর্যন্ত এমন এক জায়গায় পৌঁছল যেখান থেকে নিচু পাহাড়ের ঢালে গাছপালা আর ঝোপ দেখতে পেল। ওক গাছগুলো তেমন বড় নয়, হয়তো পানির স্বল্পতার কারণে, গুল্মই বলা যাবে ওগুলোকে; কিন্তু আড়াল হিসেবে যথেষ্ট। যে-কেউ ওদিক থেকে পাহাড়ে উঠে আসতে পারবে এবং লুকিয়েও থাকতে পারবে।

রাইফেল হাতে ধীর গতিতে এগোল ও, ঢাল ধরে একসময় চূড়ায় পৌঁছল। ওপাশে চোখ পড়তে থমকে গেল। ঝোপঝাড়ে ঘেরা ছোট্ট একটা উপত্যকা। ঘোড়ার জন্যে তৈরি কিছু পোল-করাল চোখে পড়ল; এক কোণে খুঁটি গেড়ে গরুর জন্যে অস্থায়ী করাল তৈরি করা হয়েছে–প্রায় শ'খানেক কমবয়েসী গরু চোখে পড়ল। ঢাল ধরে নেমে এল ওর ঘোড়া, বড়সড় একটা ওকের আড়ালে থেমে সামনের উপত্যকায় নজর চালাল জন।

করালে ঘোড়া নেই। ছোট্ট কেবিনের চিমনিতে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না। উপত্যকাটা ছোট হলেও সবুজ, পর্যাপ্ত ঘাস রয়েছে। তবে একশো গরুর জন্যে যথেষ্ট নয়। বড়জোর কয়েকদিন চলবে। গরুগুলো ভাল করে দেখল ও। হৃষ্টপুষ্ট সবক'টা। সম্ভবত কিছুদিনের জন্যে জড়ো করা হয়েছে এগুলোকে, তারপর অন্য কোথাও সরিয়ে নেয়া হবে।

কোথায় সরিয়ে নেবে? গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বেশ গরম পড়ছে। ক্লান্ত বোধ করছে ও। ঘোড়াটাও ক্লান্ত। তাছাড়া খিদেও পেয়েছে। ছোট্ট কেবিনে হয়তো খাবার পাওয়া যাবে, কিন্তু যেখানে-সেখানে নিজের উপস্থিতির প্রমাণ রেখে যাওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। যে-লোক গরুগুলোকে জড়ো করেছে এখানে, নিঃসন্দেহে জায়গাটাকে নিরাপদ ভেবেছে, মনে করেছে কারও চোখে পড়বে না; সুতরাং কেবিনের আশপাশে ঢুঁ না মারাই উচিত।

ফের গরুগুলো দেখল ও। বেশিরভাগই তিন-চার বয়েসী। সব কিছু দেখে পুরানো চিন্তাটাই খেলে গেল মাথায়। যে-ই গরুচুরি করছে, দ্রুত বিক্রি করে দেওয়ার ইচ্ছে নেই তার; কিছুদিন ধরে রেখে পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর বেচবে। কমবয়েসী গরুগুলোকে বছর দুয়েক রাখতে পারলে ভাল দাম পাওয়া যাবে।

আর···বেশিরভাগ গরুই ব্র্যান্ডহীন।

নিচু স্বরে খিস্তি করল ও। কাজ পড়ে আছে, এতক্ষণে হয়তো ওর খোঁজ করছে সহকর্মীরা। তাছাড়া, ওর বস্ নিজেও গরুচোর ছিল একসময়···কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে এখনও একই কাজ করছে না?

ভিন্ন একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়; স্থির দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল–প্রতিটি পাহাড়, উপত্যকার কিনারা জরিপ করছে। এটাই যদি গরু জড়ো করার অস্থায়ী ক্যাম্প হয়ে থাকে, তাহলে জড়ো করা গরু সরিয়ে নেয়া হবে অন্য কোথাও। কোন্ দিকে?

উপত্যকার আশপাশে কয়েকটা পাহাড়ের অবস্থান দেখে কিছুটা ধারণা পেল জন। কয়েক কদম পিছিয়ে ঢাল ধরে নেমে এল; সতর্ক এবং সন্দিহান। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে চলাফেরা করছে ও, কান খাড়া রেখেছে যে-কোন শব্দ শোনার আশায়। হয়তো লুকানো হাইড-আউটে এ মুহূর্তে নেই কেউ, কিন্তু কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না।

কেবিনের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকল ও, প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ঘুরপথে ওপাশে চলে গেল। সময় লেগেছে বটে, তবে যা খুঁজছিল, পেয়ে গেল।

ট্রেইলটা প্রায় ক্ষীণ, সপ্তাহ খানেকের পুরানো; ষাট থেকে সত্তরটা গরু চলে গেছে এ পথে–দক্ষিণ-পশ্চিমে। গন্তব্য কোথায়? অবস্থাদৃষ্টে জনের মনে হচ্ছে অন্তত একদিনের পথ, কয়েকদিনও হতে পারে।

ট্রেইল ধরে অনুসরণ করার চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল ও। ফিরে যেতে হবে। আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল, ঠিক সেই মুহূর্তে কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে চলে গেল তপ্ত সীসা।

আলতো স্পার দাবাল জন, মুহূর্তে লাফিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াটা। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে ছোটার তালিম পেয়েছে ওটা, রীতিমত দক্ষতা অর্জন করেছে; সেই দক্ষতা প্রমাণ করল এবার–চোখের পলকে পেরিয়ে গেল কয়েক গজ, একই মুহূর্তে জনের বুকের পাশ দিয়ে চলে গেল দ্বিতীয় বুলেট। ঘোড়াটা যদি একটু খানি ধীরগতির হত, নির্ঘাত দ্বিতীয় গুলি বিঁধত ওর গায়ে।

পরের সেকেন্ডে মেস্কিট ঝোপের আড়ালে পৌঁছে গেল ও। ঝোপটাকে আধ-চক্কর মেরে ডান পাশের খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল; জানে স্নাইপার লোকটা ওকে ওপাশে আশা করছে। তুমুল বেগে আরেক সারি মেস্কিট ঝোপের আড়ালে চলে গেল ও।

আবারও গর্জে উঠল রাইফেল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না জন। তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে। নিচু একটা অ্যারোয়োর ঢাল ধরে নেমে এল তলায়। সরাসরি যে-পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল, সেদিকে চলে গেছে অ্যারোয়োটা। অবচেতন মন বলছে অ্যারোয়ো আর আশপাশের এলাকা সম্পর্কে ওর চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে মার্কসম্যান লোকটা। ঢাল ধরে সমান জমিতে ওঠা যাবে এমন জায়গার খোঁজে দৃষ্টি চালাল ও, বুনো একটা পথ খুঁজে পেল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে এগোল, তারপর কিনারা ধরে উঁকি দিল।

নিরাপদ আড়াল থেকে ওকে গুলি করেছে কেউ, অল্পের জন্যে মিস্ করেছে!

নিখুঁত নিশানায় গুলি করতে সক্ষম লোকটা, স্রেফ আচমকা অবস্থান পরিবর্তন করার কারণে বেঁচে গেছে ও। ভাগ্যই বাঁচিয়েছে ওকে।

দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোতে হবে ওকে। কিন্তু প্রথমে উত্তরে এগোল জন, নিজের আর মার্কসম্যান লোকটার মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব তৈরি করতে চাইছে। চলার পথে প্রতিটি আড়ালের সুবিধা নিচ্ছে।

প্রায় মাঝরাতে লাইন-কেবিনে পৌঁছল ও। ক্লান্ত দেহে স্যাডল ছাড়ল, শরীর চলতেই চাইছে না। লাগাম ধরে ঘোড়াকে নিয়ে এল করালে। অন্ধকার কেবিনের দিকে তাকাল—নিশ্চুপ, কোন সাড়া নেই। তবে মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই ফুয়েন্তেসের নিচু কণ্ঠ ভেসে এল: 'কোথায় থাকে মেয়েটা, অ্যামিগো? চাঁদের দেশে?'

স্মিত হাসল জন। 'নিশাচর কিছু গরুর দেখা পেয়েছি। ব্যাপারটা বেখাপ্পা লাগল কেমন!'

'স্টোভে কফি চড়ানো আছে।'

এটা আমন্ত্রণ এবং আগ্রহী হয়ে ওঠার নমুনা।

দেয়াশলাই জ্বালিয়ে কয়লার লণ্ঠন ধরাল ফুয়েন্তেস। তারপর জায়গামত চিমনি বসিয়ে ফায়ারপ্লেসের দিকে এগোল। ছাইয়ের তলা থেকে সেদ্ধ মটরশুঁটির পাত্র বের করল, এদিকে কাবার্ড থেকে বিস্কুট বের করেছে জন।

'তুমি সত্যিই অদ্ভুত মানুষ, অ্যামিগো,' কৌতূহলী স্বরে বলল সে। 'সব কিছুতে সন্দেহপ্রবণ, তা বলতে পারছি না। যাক্‌গে, ক'জন ছিল ওরা?'

'কারা?'

'যারা গুলি করেছে তোমাকে।'

কাপে কফি ভরল জন, কিছুটা বিস্মিত। পাশ ফিরে মেক্সিকানের দিকে তাকাল। 'কিন্তু তুমি জানলে কি করে?'

শ্রাগ করল ফুয়েন্তেস। 'নিজের হ্যাট ফুটো করে কেউ? সুতরাং কাজটা অন্য কেউ করেছে।'

মাথা থেকে হ্যাট সরাল ও, ব্যস্ততার মধ্যে ফুরসত হয়নি বললে ভুল হবে; আসলে হ্যাট যে ফুটো হয়ে গেছে, খেয়ালই করেনি। ক্রাউনের বাম দিকে একটা ফুটো চোখে পড়ল···খুব কাছাকাছি! একটু এদিক-ওদিক হলে প্রাণ গেছিল আজ!

সংক্ষেপে গতরাত আর আজকের ঘটনা বর্ণনা করল জন, কমবয়েসী গরুর ট্রেইল ধরে কেবিনের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার কথা জানাল। নীরবে শুনল মেক্সিকান, নিভে যাওয়া সিগার ঝুলছে ঠোঁটে।

'জায়গাটা কোথায় বলো তো।'

মোটামুটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করল ও।

'স্টিরাপের জমি ওটা!' খানিকটা বিস্ময়ের সুরে বলল মেক্সিকান, সিগার ধরিয়েছে আবার। 'কিন্তু এমন কোন কেবিন তো তৈরি করিনি আমরা! বাটলারও কিছু বলেনি, কেবিন থাকলে নিশ্চই বলত।'

'তাহলে রাসলাররা তৈরি করেছে।'

'আলবৎ!'

'করালটা নতুনও নয়। টনি, খুব গুছিয়ে এগোচ্ছে ওরা। রেঞ্জে এমন আরও

কেবিন বা করাল থাকতে পারে।'

নীরবে পরিস্থিতি বিচার করল ফুয়েন্তেস, সিগার ফুঁকছে। 'কতদূর থেকে গুলি করেছিল লোকটা?' শেষে জানতে চাইল সে।

এ ব্যাপারটা চিন্তা করেনি জন। পুরো ঘটনা স্মরণ করে, শেষে বলল: 'অন্তত তিনশো গজ হবে।'

'আমার উপদেশ শুনবে? ভুলেও ওই শার্টটা আর পরো না, অ্যামিগো, অন্তত কিছুদিন। ওই ঘোড়ায়ও রাইড কোরো না। যাক্‌গে, তিনশো গজ কম দূরত্ব নয়। তোমাকে বোধহয় চিনতে পারেনি সে, পরেরবার কোথাও দেখলে যে সনাক্ত করতে পারবে, সে-সম্ভাবনা কম। সুতরাং ওই শার্টটা না পরাই ভাল। বাড়তি শার্ট আছে তো? না থাকলে, আমার কাছ থেকে একটা ধার নিতে পারো, যদিও খুব আঁটসাঁট হয়ে যাবে।'

ফুয়েন্তেসের কথায় যুক্তি আছে। বুনো অঞ্চলে গরু দাবড়ানোর কাজ যে-কোন কাউহ্যান্ডের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ পাঞ্চিং করতে গেলে গরুর দিকে মনোযোগ দিতে হয়···দড়ির ওপাশ থেকে আচমকা টান দিতে পারে গরুটা, একটু বেখেয়ালী হলে মুহূর্তের মধ্যে দু'একটা আঙুল নেই হয়ে যেতে পারে; কিংবা ভুল সময়ে শিঙের সামান্য ঘূর্ণনে দড়িটা কাউহ্যান্ডের হাতেই পেঁচিয়ে যাবে। পাঞ্চিং করতে গিয়ে আঙুল হারিয়েছে, এমন অনেক কাউবয়কে চেনা আছে জনের।

যে-লোকটা ওকে গুলি করেছিল, সম্ভবত জানত কাকে গুলি করছে। সে যদি নিশ্চিত জেনে থাকে, তাহলে কাপড় বা ঘোড়া বদলে লাভ হবে না; কিন্তু যদি ওকে চিনে না থাকে, সেক্ষেত্রে ভাঁওতা দেয়া সম্ভব। খোলা প্রান্তরে কাজ করার সময় ওর ওপর টার্গেট প্র্যাকটিস করবে কেউ, ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ নয় জনের।

ভোর হওয়ার আগেই স্যাডলে চড়ল ওরা।

বুনো অঞ্চলে পাঞ্চিং করছে, তাছাড়া বয়স্ক কিছু গরু প্রায় ভূতের মত আচরণ করছে–সহজে নাগাল পাওয়া যায় না ওগুলোর। হয়তো ঝোপের ফাঁকফোকরে চোখে পড়বে, কিন্তু কাছে গেলে দেখা যাবে পাত্তাও নেই।

সূর্য ওঠার পর জোর বাতাস বইতে শুরু করল, উড়ন্ত বালি এসে পড়ছে নাকে-মুখে। ঘন ঝোপের আরও ভেতরে প্রবেশ করছে গরুগুলো, ওগুলোকে খুঁজে বের করা সত্যিই কঠিন হয়ে উঠল। হাড়ভাঙা খাটুনি যাচ্ছে ওদের, দিনটাকে দীর্ঘ মনে হলো, কিন্তু শেষে দেখা গেল সাত-আট বছর বয়সী মাত্র তিনটে গরু ধরতে পেরেছে; এবং কোনটারই ভাবগতিক সুবিধের নয়।

'আজ বুড়ো ব্রিন্ডলকে দেখলাম,' কেবিনের উদ্দেশে ফিরতি পথে এগোনোর সময় জানাল ফুয়েন্তেস। 'আমি তো মনে করেছিলাম মারা গেছে ওটা।'

'বুড়ো ব্রিন্ডল?'

'সি···বিশাল একটা বলদ। অন্তত আঠারোশো পাউন্ড হবে ওজন। নয় বছর বয়স ওটার, শিংগুলো যদি দেখতে, এই বড় বড়···' দু'হাত ছড়িয়ে আকার দেখাল সে। 'গতবছর একটা ঘোড়াকে মেরে ফেলেছিল, তারপর আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল, বাধ্য হয়ে গাছে চড়ে বসলাম। সারাটা রাত গাছে কাটাতে হয়েছে।

সকালে গাছ থেকে নেমেও শান্তি পাইনি, ঠিকই আমার ট্রেইল অনুসরণ করেছে। খুব খারাপ ওটা, অ্যামিগো, এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটা গরু মারা পড়েছে ওটার হাতে। চারপাশে খেয়াল রেখো, বলা যায় না কখন সামনে গিয়ে পড়ো! আমার তো মনে হয় আগেও মানুষ খুন করেছে ওটা।'

'স্টিরাপ-আয়রনের?'

'স্পারের গরু। মানুষই দেখতে পারে না ওটা। সতর্ক থেকো। সামনে পেলে ঠিক গেঁথে ফেলার চেষ্টা করবে। খুন করবে। জাতখুনী। বুনো মোষের মত আচরণ ওটার, শুধু বেয়াড়া বললে কম বলা হবে।'

বুনো গরু আগেও দেখেছে জন। হয়তো ব্রিন্ডলের মত বেপরোয়া নয় ওগুলো, কিন্তু লংহর্ন মাত্রই বুনো এবং বেপরোয়া স্বভাবের প্রাণী। সাধারণত ঘন ঝোপঝাড় আর নির্জন জায়গায় থাকতে পছন্দ করে এরা। দুনিয়ার কোন কিছুতে ভয় পায় না। যারা গৃহপালিত পশু দেখে অভ্যস্ত, তাদের কাছে বুনো লংহর্নকে অবিশ্বাস্য এবং অদ্ভুত প্রাণী মনে হবে···ঘরের বেড়াল দেখতে অভ্যস্ত মানুষের রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখার অভিজ্ঞতার মত।

খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল ওরা। সকাল হতে বেশি দেরি নেই আর। ক্লান্ত দেহে মড়ার মত ঘুমাল জন। চিন্তার অনেক বিষয় রয়েছে—রাসলিং, স্টিরাপ-আয়রন রেঞ্জে গোপন করালের অবস্থান, রহস্যময় এক মেয়ে যার ঠিকানা সম্পর্কে কিছুই জানা নেই···এবং এখন—খুনে একটা বলদ···এসব নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবল না। আসলে ভাবারই সুযোগ হলো না।

দশ

ছয়টা তাজা ঘোড়া নিয়ে এসেছে টিম কার্টিস। ঘোড়াগুলো করালে ঢুকিয়ে ক্যাম্পে চলে এল সে। 'ভাবলাম বাড়তি ঘোড়া দরকার হবে তোমাদের। কফিটা কেমন?'

'চেখে দেখো,' বলল জন।

ঝোপের আড়ালে নাস্তার আয়োজন করেছে ওরা। বাতাস নেই এখানে। 'গরু কেমন পেয়েছ?' রোয়ানকে দলাইমলাই করছিল ফুয়েন্তেস, চোখ ফিরিয়ে জানতে চাইল বুড়োর উদ্দেশে।

'কমবয়েসী সব গরু বোধহয় দেশান্তরী হয়েছে,' হালকা চালে বলল কার্টিস। জন তাকে নিজের আবিষ্কারের কথা বলার পর ভুরু কোঁচকাল। 'দক্ষিণ-পুবে বললে না? ওটা তো রুক্ষ জায়গা। কিওয়াদের এলাকা। কাগজে-কলমে অবশ্য স্টিরাপের জমি, কিন্তু কখনও ব্যবহার করিনি আমরা।' কাপ ভরে সরু চোখে জনের ফুটো হওয়া হ্যাটের দিকে তাকাল সে। 'এটা নিশ্চই কিওয়াদের সৌজন্য নয়? যদি তাই হত, বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে পারতে না। ঠিক তোমার পিছু

নিত ওরা।'

'যে-ট্র্যাকগুলো চোখে পড়েছে, নাল ছিল না কোনটার।'

'ট্র্যাক যাই হোক, এটা সাদা মানুষের কাজ,' সিদ্ধান্তের সুরে মন্তব্য করল কার্টিস। 'সে চায়নি কেউ তাকে দেখে ফেলুক।'

'ডোরাকাটা বলদটাকে দেখা গেছে,' জানাল ফুয়েন্তেস।

'বিরক্ত কোরো না ওটাকে। ব্রিন্ডলকে তাড়া করতে গিয়ে নিজে খোঁড়া হয়ে বা ঘোড়া হারিয়ে ফায়দা হবে না।'

'কোন একদিন ওটার গলায় দড়ি পরাব আমি,' জেদী সুরে ঘোষণা করল ফুয়েন্তেস। 'সত্যিই উপভোগ করব কাজটা। দেখার মত দৃশ্য হবে!'

'গ্রিজলীর গলায় দড়ি পরাবে? বাদ দাও!'

'ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকতে গ্রিজলীকেও ছাড় দেইনি,' জানাল মেক্সিকান। 'পাঁচ-ছয়জন মিলে কাজটা করতাম। দু-তিনটে দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখতাম গ্রিজলীকে, তারপর ষাঁড়ের সঙ্গে লড়তে দিতাম। দেখার মত ব্যাপারই বটে!'

'যাই হোক, ব্রিন্ডলকে ঘাঁটাবে না তোমরা,' উঠে দাঁড়াল টিম কার্টিস, জনের দিকে ফিরল। 'তুমি কি গরুর ট্র্যাক অনুসরণ করবে?'

'যদি সময় পাই। আমার ধারণা আশপাশে আছে গরুগুলো, সঙ্গে গরুচোরও থাকবে।'

'বেন্টন?'

শ্রাগ করল জন। 'বেন্টন সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না আমি, শুধু এটুকু বুঝেছি যে কঠিন মানুষ এবং এই রেঞ্জের পুরোটাই দখল করার তালে আছে সে।'

'নাহ্, যেতে হচ্ছে এবার। গরু নিয়ে র‍্যাঞ্চে যেতে হবে। সবই বয়স্ক।'

র‍্যাঞ্চহাউসের উদ্দেশে যাত্রা করল কার্টিস। এদিকে স্যাডলে চাপল জন আর ফুয়েন্তেস। স্ক্যাবার্ডে উইনচেস্টার রেখেছে ওরা, বলা যায় না হয়তো কিওয়াদের মুখোমুখি হয়ে পড়তে পারে।

দক্ষিণ আর পুবে, দু'দিকেই কিওয়া এলাকা। মাইল কয়েকের মধ্যে বেসিনের সীমানা শেষ। খোলা জায়গায় চলে এল ওরা। আশপাশে মেস্কিট জন্মেছে, ক্যাটক্লু আর প্রিকলি পিয়ার তো আছেই। কয়েকটা গরু খুঁজে পেল ওরা, প্রায় সবগুলোই বুনো হয়ে উঠেছে। একসঙ্গে এত গরু খুঁজে পাওয়ার কথা নয়। 'আমাদের আগেই রাউন্ড-আপ করেছে কেউ,' মন্তব্য করল জন। 'তাড়া খেয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে এরা।'

বেশ কয়েকবার ট্র্যাক চোখে পড়ল···কাউ-পনির ছাপ, নালহীন। আট-দশটা গরু রাউন্ড-আপ করার পর র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল ওরা, যাওয়ার পথে আরও কয়েকটা জড়ো করল। বলা যায় প্রায় স্বেচ্ছায় দলে যোগ দিয়েছে পরের গরুগুলো। গরুর ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম, একটা দলকে যেতে দেখলে ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে আসে লুকিয়ে থাকা গরু।

একটা ক্লিফের গোড়ার কাছে এসে মূল ট্রেইল থেকে সরে এল জন, চাইছে ঢালে উঠে ওপাশের তৃণভূমিতে নজর চালাবে, দেখবে গরু আছে কিনা। আচমকা

নিচু একটা জায়গায় পৌঁছে গেল, তিন পাশে ক্লিফের দেয়াল সুরক্ষা করেছে জায়গাটাকে, অন্য পাশে মেস্কিটের ঘন ঝোপ। দারুণ জায়গা—শীতল, শুকনো এবং পরিচ্ছন্ন।

এক জায়গায় পানি চুইয়ে পড়ছে···খুব বেশি নয় অবশ্য, এবং পুরানো ক্যাম্পের চিহ্ন হিসেবে ছাই পড়ে আছে। ঘোড়ার রাশ টানল জন, স্যাডলে বসে থেকে চারপাশ জরিপ করল; এগোনোর বা ডানে-বামে সরার চেষ্টা করল না, তাতে অতিরিক্ত ট্র্যাক পড়বে। ঝুলন্ত একটা পাথরের আড়ালে কিছু শুকনো কাঠ জমিয়ে রাখা হয়েছে। দৃশ্যত, জায়গাটা যে-ই ব্যবহার করে থাকুক, ফিরে আসার ইচ্ছে আছে তার—সেজন্যেই কাঠ জমিয়ে রেখেছে।

'নিজের বাড়ির মত যত্ন নিয়েছে,' জনের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল ফুয়েন্তেস।

ট্রেইলে ফিরে এসে ফের যাত্রা করল ওরা। একটা বলদকে খেদিয়ে ঝোপ থেকে বের করে আনল জন, চলার পথে আরও দুটো গাভী পেয়ে গেল, বেশ হৃষ্টপুষ্ট ওগুলো। লাইন-কেবিনে এসে পশুগুলোকে করালে ঢোকাল ওরা, ততক্ষণে সন্ধে হয়ে গেছে।

করাল-বারের সঙ্গে একটা ঘোড়া বাঁধা, স্যাডল পরানো রয়েছে এখনও। কেবিনে বাতি জ্বলতে দেখতে পেল ওরা।

ঘোড়ার পাছায় মার্কা দেখল ফুয়েন্তেস। বি-ডব্লু। দু'জনেই স্যাডল ছাড়ল ওরা। 'আমি দেখছি,' বলে এগিয়ে গেল জন। 'তুমি বরং ঘোড়ার যত্ন নাও।'

'সাবধানে থেকো।'

ভেতরে ট্যাপ ফুলটনকে দেখতে পেল ও। ফায়ারপ্লেসে আগুন ধরিয়েছে সে, উনুনে কফির পানি চড়িয়েছে। হালকা হয়ে আসা ভুরুর নিচে কুঁতকুঁতে চোখে তাকাল জনের দিকে, বহুল ব্যবহৃত হ্যাট পেছনে ঠেলে দেয়ায় প্রশস্ত কপাল বেরিয়ে পড়েছে। হাতে একটা কাপ শোভা পাচ্ছে তার।

'প্রতিদিনই দেরি করে ফেরো?' নিস্পৃহ কিন্তু হালকা চালে জানতে চাইল সে। 'অন্ধকারে রাউন্ড-আপ করো কিভাবে, বেড়ালের মত চোখ গজিয়েছে তোমাদের?'

'উপায় কি! যথেষ্ট লোক নেই আমাদের। তাই সন্ধের পরও কাজ করছি।'

কাপ তুলে চুমুক দিল সে। 'কফিটা ভাল হয়েছে। তাজা থাকতে থাকতে আর ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই চেখে দেখো।'

শেল্ফ থেকে কাপ তুলে নিয়ে কফিতে ভরল জন। না তাকিয়েও বুঝতে পারছে ওকে দেখছে ফুলটন, হিসেব কষছে। 'জন ক্যালকিন,' শেষে মন্তব্যের সুরে বলল সে। 'তোমাকে জায়গামত খাপ খাওয়াতে সময় লেগেছে আমার।'

নির্বিকার মুখে কফিতে চুমুক দিল ও। 'ভাল। কূকের কাজ খুঁজছ নাকি? মনে হয় না ভাল বেতন পাবে, তবে কোম্পানিটা ভাল। যথেষ্ট আন্তরিক সবাই।'

'কিছু খবর পেলাম তোমার সম্পর্কে,' কাপের দিকে তাকিয়ে আছে ট্যাপ ফুলটন। 'ট্রেইলেও লোকজন চেনে তোমাকে। সবাই এক কথাই বলল: জন ক্যালকিন চালু লোক।'

'আমি আসলে শান্তিপ্রিয় মানুষ, ঝামেলা পছন্দ করি না।'

'কিন্তু ঝামেলা এলে সামাল দিতেও দক্ষ,' ফের কফিতে চুমুক দিল সে। 'সত্যিই কি আমাদের হয়ে কাজ করার ইচ্ছে নেই তোমার?' এবার সরাসরি জনের দিকে তাকাল, কঠিন এবং মাপা দৃষ্টিতে জরিপ করছে। 'কি জানো, কেউ কেউ কিন্তু দড়িতে তেল মাখছে, স্টিরাপ-আয়রন ক্রুদের মওকামত পেলেই ঝুলিয়ে দেবে।'

'তাই? ওদের বিদ্বেষের কারণটা তো বুঝলাম না!'

'গরু খোয়া যাচ্ছে···খুব বেশি।'

দরজায় এসে দাঁড়াল ফুয়েন্তেস। ফুলটনকে ঝাড়া মিনিট খানেক দেখল, তারপর জনের দিকে ফিরল।

'কফিটা ভালই তৈরি করেছে ও,' অম্লান বদনে সার্টিফিকেট দিল জন। 'তুমিও বাদ যাবে কেন?' তারপর ফুলটনের দিকে ফিরল। 'সবই কি বাছুর?'

নড করল বন্দুকবাজ। 'পেছনে যে-ই থাকুক, উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার: এখন থেকে তিন-চার বছরের মধ্যে বড়লোক হতে চাইছে। বেন্টন ভাবছে বিল লিপম্যানের হাত রয়েছে এসবে।'

'ভুল করছে সে। আমাদের গরুও খোয়া যাচ্ছে। আমার ধারণা তিন বছরের কমবয়েসী গরু রেঞ্জে নেই এখন। তা, ফুলটন, এখানে কেন এসেছ?'

'প্রথম কারণ, তোমাকে মনে করতে পেরেছি। দ্বিতীয়ত, আমরা চাই আমাদের হয়ে কাজ করো,' এবার, এই প্রথম হাসল সে। 'দরকার হলে তোমাকে খুন করতে পারব, কিন্তু তারপরও বলব সত্যিই চালু লোক তুমি। শো-ডাউন হলে দু'একটা সীসা হয়তো আমার শরীরেও ঢুকবে, সেজন্যেই ভাবলাম কি দরকার এত ঝুঁকি নেওয়ার। এখানে যা পাও, তারচেয়ে বেশিই দেব আমরা। ভাল খাওয়া, থাকার জন্যে ভাল জায়গা আর দুর্দান্ত ঘোড়া পাবে রাইড করার জন্যে।' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছল সে। 'সবচেয়ে বড় কথা, গণ হারে যখন নেক-টাই পার্টি শুরু হবে, বিজয়ী পক্ষে থাকবে তুমি।'

'আমার এই দোস্তের ব্যাপারে কি ভেবেছ?'

'মেক্সিকানদের দু'চোখে দেখতে পারে না বেন্টন। আমার কথা যদি জানতে চাও, ওদের মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি আমি, এবং কাউকেই বিপজ্জনক মনে হয়নি।'

'স্টিরাপ-আয়রনের হয়ে রাইড করছি আমি। তুমি বরং বেন্টনকে গিয়ে বোলো দড়ির কারবার শুরু করার আগে যেন আমার সঙ্গে কথা বলে নেয় সে। কারণ নেক-টাই পার্টি বা গোলাগুলি হলে সবার আগে উইলসন আর বেন্টনকে ঘায়েল করব আমরা; কিন্তু আমার মনে হয় না ওসবের দরকার আছে। এখানে কিছু একটা ঘটছে, তবে সেটা আমরা শুরু করিনি কিংবা জড়িতও নই। আমি এও মনে করি না যে এসবের পেছনে তোমাদের হাত আছে।'

'তাহলে কে?'

শ্রাগ করল জন। 'অন্য কেউ।'

'খবরটা কিন্তু তোমার কানে দেয়া হলো,' শূন্য কাপ শেল্ফের ওপর নামিয়ে

রেখে নিস্পৃহ স্বরে বলল ফুলটন। 'দেখে-শুনে পা ফেলো। লেন ম্যাসন তোমার চামড়া খুলে নেওয়ার ফিকির খুঁজছে।'

'আমার চামড়া খুলে নিতে হলে অনেক বড় ছুরি দরকার হবে, ওর কাছে অতবড় ছুরি নেই,' নির্বিকার মুখে জবাব দিল জন। 'ফের যদি বড়বড় বুলি কপচায় সে, লারেডোয় চলে যেতে বোলো ওকে।'

'লারেডো? যাদের খুন করেছ, তাদের লাশ লুকিয়ে রেখেছ ওখানে?'

'না। যাদের খুন করতে চাই না, তাদের ওখানে চলে যেতে বলি আমি। শহরটা সত্যিই সুন্দর, ওর পছন্দ হবে।'

ট্যাপ ফুলটন চলে যাওয়ার পর রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল টনি ফুয়েন্তেস। বেকনের স্লাইস কেটে কড়াইয়ে ফেলল। 'কি করবে, অ্যামিগো?' অনেকক্ষণ কৌতূহল চেপে রাখার পর জানতে চাইল সে।

'আমার তো ধারণা গরুচুরির পেছনে অন্য কেউ আছে। ওই লোকটা বা ওরা আমাদের মত বি-ডব্লুর গরুও সরাচ্ছে। পরিকল্পনাটা একেবারে সহজ। একে অপরকে সন্দেহ করব আমরা, একসময় হয়তো লড়াইও বেধে যাবে। কোন এক পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে শেষে। এমনও হতে পারে, অন্তত দুটো আউটফিট নিজের হাতের মুঠোয় পেতে চাইছে সে। ইতোমধ্যে নিজের র‍্যাঞ্চের জন্যে স্টক হাতিয়ে নিচ্ছে।'

*

লাইন-কেবিন থেকে দক্ষিণে ছোট্ট এক উপত্যকায় কাজ করার জন্যে ভোরে বেরিয়ে গেল টনি ফুয়েন্তেস। উপত্যকাটা ছোট, তাই একাই কাজ করবে আজ। সতেজ ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। সোনা-রোদ ঠিকরে পড়েছে বন্ধুর জমিতে। পানির ট্যাঙ্কে গোসল সেরে শেভ করল জন ক্যালকিন, তারপর নতুন এক প্রস্থ কাপড় পরে নিল। সচেতন যে পুরো সময়টাই আসলে বাস্তব পরিস্থিতি এড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে। স্কুলহাউসে সোশ্যালের ঘটনাটা ঘুরে-ফিরে মনে পড়ছে, ভুলতে পারছে না রহস্যময় এক ট্রেইল ধরে জেনিফারকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিল—স্বয়ং জেনিই বোধহয় আরও বেশি রহস্যময়।

মেয়েটা আসলে কে? কোথায় থাকে, বা কার সঙ্গে থাকে?

এমন নয় যে জেনির প্রেমে পড়ে গেছে ও, আসলে নিজের অজান্তে ওর মনে একটা ধাঁধা তৈরি করেছে জেনিফার, সেটাই বারবার ঘুরে-ফিরে আসছে।

ইদানীং আরও একটা চিন্তা ভাবাচ্ছে ওকে—বুনো অঞ্চল বা নিঃসঙ্গ ট্রেইলে আর কতদিন কাটবে ওর? ইতোমধ্যে কি যথেষ্ট হয়নি?

দক্ষ একজন কাউহ্যান্ড হতে যথেষ্ট আয়াস লাগে, সেটা যে-কারও জন্যে প্রযোজ্য। একজন মানুষের সীমিত প্রাণশক্তিরও অপচয় হয়ে যায় মাঝে মধ্যে। অথচ কোথাও স্থির থাকার পক্ষপাতী নয় জন, কিছুদিন গেলে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠে। কাউহ্যান্ড হিসেবে ফুয়েন্তেস বা টিম কার্টিসের ধারে-কাছেও যাবে না ও, স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তির কারণে ওরা এমন অনেক কিছু জানে যেগুলো এখনও রপ্ত করতে পারেনি জন। কিন্তু প্রয়োজনীয় বেশ কয়েকটা গুণ রয়েছে ওর: অস্বাভাবিক মানসিক দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা এবং স্টক সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান। তবে এসবের আগে,

মূল বিবেচ্য বিষয় যেগুলো: কাজের প্রতি আগ্রহ আর নিষ্ঠা, দুটোই রয়েছে ওর।

টেক্সাসে বিশাল একটা বাথান রয়েছে ওদের। অগুনতি স্টক, তৃণভূমিতে পর্যাপ্ত ঘাস আর পানি···যে-কোন বিচারে টেক্সাসের সেরা বাথান। হয়তো এটাই সবচেয়ে বড় অসঙ্গতি!

এ জায়গাটা মন্দ লাগেনি জনের। কিন্তু দু'সপ্তাহ রাইড করলে ঘরে পৌঁছে যাবে ও, তখন হয়তো দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তা-ভাবনার ধরন আমূল বদলে যাবে।

বিল লিপম্যান জানে ওর পরিচয়। বিস্ময়ের ব্যাপার, জেনিফারও জানে। জন চায় না অন্য কেউ ওর আসল পরিচয় জানুক। সঙ্গত কারণেই মুখ বুজে থাকবে বিল লিপম্যান, জনের ধারণা জেনিফারও এ ব্যাপারে মুখ খুলবে না।

একটা বাকস্কিনে স্যাডল চাপাল ও। দলছুট গরু খুঁজে পাবে, তেমন আশা করছে না, স্রেফ ভাগ্যের ওপর ভরসা করছে। লাইন-কেবিন ছেড়ে দক্ষিণে এগোল ও, তারপর এলাকার সবচেয়ে উঁচু টিলায় উঠে এল।

উঁচু থেকে কোন জায়গার লে-আউট দেখার বিশেষত্ব হচ্ছে জায়গাটা সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানা যায়। রাইড করে বিশাল এলাকা চক্কর দেয়া সম্ভব, কিন্তু প্রকৃতির বিভিন্নতা, পাহাড়-ঝর্নার সঠিক অবস্থান, এমনকি দূরত্বের চুলচেরা হিসেব করাও মুশকিল। কিছু কিছু জায়গা থাকে পরিবেশের সাপেক্ষে যার অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন, প্রায়ই বোকা বনে যেতে হয়। জনের মনে আছে, খুব ছোটবেলায় ম্যাপে ওদের বাথানের লে-আউট দেখে রীতিমত বিস্মিত এবং অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সময় আর পরিশ্রম সাপেক্ষ ঘোরাঘুরিতে যে-জায়গা সম্পর্কে আবছা ধারণা হয়, সেটাই মাত্র এক পলকের দৃষ্টিতে ম্যাপ থেকে জানা সম্ভব!

এখন অবশ্য এলাকার লে-আউট বোঝার চেষ্টা করছে না ও। ভিন্ন কারণে টিলার ওপর উঠেছে। কোন গরু চোখে পড়লে, অযথা ঘোরাঘুরি করতে হবে না, স্রেফ জায়গামত চলে গেলেই হবে। বন বা ঝোপঝাড়ে বিস্তৃত এই অঞ্চলের প্রতিটা জায়গায় গরুর খোঁজে তল্লাশি চালানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। অথচ সম্ভাব্য জায়গাগুলো জানা থাকলে কাজটা সহজ হয়ে যাবে। টিলায় ওঠার আরও একটা কারণ আছে। চিন্তা-ভাবনা করার ফুরসত।

বেশ কয়েকটা ব্যাপারে মন খুঁতখুঁত করছে। অস্বস্তি যাচ্ছেই না, যেহেতু প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা নেই।

প্রথমত, অন্ধ হোক বা না-হোক, অতীতে রাসলিং করেছে বিল লিপম্যান; সুতরাং এখনও করতে পারে–অন্য কারও সাহায্য নিয়ে। সত্যিই কি করছে?

দ্বিতীয়ত, জেনিফার। এসবের সঙ্গে জেনি কোন্ জায়গায় খাপ খায়? মেয়েটির পরিচয় কি? বক্স সোশ্যালে অনেক লোকের সমাগম হয়েছিল, কিন্তু কারও ধারণা ছিল না মেয়েটি সম্পর্কে; অথচ পশ্চিম এমন এক জায়গা যেখানে যে-কোন আগন্তুক এলাকায় বেশিদিন নতুন থাকে না।

আচমকা দূরে সামান্য নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর, ভাল করে তাকাতে দেখতে পেল বিশাল একটা বলদ বেরিয়ে আসছে ড্র থেকে। ওটার পিছু পিছু আরও কয়েকটা বেরিয়ে এল। তাকিয়ে থাকল জন, অপেক্ষায় আছে, একে একে ছয়টা গরু বেরিয়ে এল। বলদটাই নেতৃত্ব দিচ্ছে। থেমে বাতাসে গন্ধ শুঁকল ওরা,

তারপর কাছাকাছি নিচু একটা জায়গায় চলে গেল। জনের মনে পড়ল ক'দিন আগে ওই জায়গায় ঢুঁ মেরেছিল গরুর খোঁজে। পর্যাপ্ত ঘাস আছে ওখানে, কিন্তু পানি নেই।

করালের কাছে ফিরে এসে স্যাডলে চাপল ও। আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। বাতাস স্থির এখন, দিগন্তে বিশাল সব কালো মেঘের পাহাড় কাঁধে কাঁধ মেলাতে শুরু করেছে। *বৃষ্টি হবে? মনে হয় না,* ভাবল জন। জীবনে বহুবার দেখেছে, টেক্সাসের এসব অঞ্চলে মেঘ জমে আকাশ কালো হয়ে আসে, হয়তো দু'একটা বজ্রপাতও হয়, কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় না।

স্পার দাবাল ও, দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল নিচু জায়গাটার দিকে। পাহাড়ের বাঁকে ঝোপঝাড়ের কাছাকাছি দেখতে পেয়েছে গরুগুলোকে। ট্রেইলের পাশে জায়গাটা। গরু খেদিয়ে নিতে তেমন সমস্যা হবে না। দু'একটা হয়তো দলছুট হবে, কিন্তু একবার ট্রেইলে তুলে তাগাদায় রাখলে পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। কিছু কিছু গরু অবশ্য ঠিক পচা আপেলের মত, দলে রাখতে নেই এদের, সুতরাং বেয়াড়া ওসব গরু দলে থাকল কি না-থাকল এ নিয়ে ভাবাও উচিত নয়। যত ভাবে চেষ্টা করা হোক, ঠিকই দলছুট হয়ে যাবে; রাইডার যেদিকে খেদাবে, সেদিকে যেতে আপত্তি করবে। একটু আগে দেখা গরুগুলোকে অবশ্য সেরকম মনে হয়নি।

রাইড করার ফাঁকে বিশাল বলদটার কথা ভাবছে ও। অস্বাভাবিক বড় ওটা···আধ-মাইল দূর থেকে দেখেও বিশাল মনে হয়েছে।

ব্রিন্ডল? হতে পারে···যদি তাই হয়ে থাকে, ওটাকে ধরার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর। রাউন্ড-আপের কাজটা সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ করতে হয় বলে তাড়া থাকে ক্রুদের, তাই বেয়াড়া গরু বা মোষের পেছনে ছুটতে গিয়ে ঘোড়াকে খোঁড়া করার কিংবা নিজে আহত হওয়ার ঝুঁকি নেয় না কেউ; কিংবা বুনো বলদের পেছনেও ছোটে না। এই ভোগান্তি বা দুর্ভোগে পোষায় না। সন্দেহ নেই, ঠিক এজন্যেই ব্রিন্ডলের বাড় এতদূর বেড়েছে···বলা যায় যে-কারও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে ওটা।

ব্রিন্ডল সম্পর্কে তাই কোন আগ্রহ নেই জনের।

গাছপালায় সন্নিবেশিত ড্রতে অচিরে পৌঁছল জন, স্যাডল ছেড়ে নামার আগেই কয়েকটা গরু দেখতে পেল। দাঁড়িয়ে থেকে সামনের জমিনের লে-আউট খুঁটিয়ে দেখল। বলদটার পাত্তাও নেই। একবার মনে হলো ঝোপঝাড়ের আড়ালে ক্ষণিকের জন্যে বাদামী রঙের ঝলক দেখতে পেয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। ঝোপঝাড়ের ফোকর দিয়ে চোখে পড়া গাছের গুঁড়িতে সূর্যের আলো বলদের মতই মনে হতে পারে। গরুগুলো দেখতে পেয়েছে ওকে, তবে আমল দিচ্ছে না। জনও এগিয়ে গেল না। শেষে, কিছুটা কোণাকুণি পথ ধরে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল, ইচ্ছে গরুগুলোকে ড্র থেকে পেছনের খোলা জায়গায় নিয়ে যাবে।

ফ্যাকাসে সাদা রঙের একটা গরু সচেতন হলো প্রথম, সরে যেতে শুরু করল। যে-বাকস্কিনে রাইড করছে ও, নিজের কাজ ভালই বোঝে ঘোড়াটা, সম্ভবত জনের ইচ্ছেও ধরতে পেরেছে। বলদটাকে ড্রর দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য

করল ওটা। প্রায় অনায়াসে আরও দুটো গরুকে খেদিয়ে ড্র কিনারায় নিয়ে এল জন। চারটে গরু নিজ থেকে আগেরগুলোকে অনুসরণ করল। কিন্তু ড্রর ঠিক মুখে এসে বেঁকে বসল একটা, পরের মুহূর্তে দলছুট হয়ে ডানদিকে সরে গেল আরও একটা; তারপর মিনিট কয়েকের চেষ্টার করুণ পরিণতি দেখতে পেল জন—মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল সাতটা গরু।

ধৈর্য হারাল না ও। প্রথম গরুটাকে খেদিয়ে ড্রর কিনারে নিয়ে এল আবার। আসার পথে অন্যগুলোও রাউন্ড-আপ করল। এবার কাজটা করল ধীরে ধীরে। স্পষ্টত ড্র ছেড়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই ওদের। বাধ্য হয়ে ভিন্ন পথ ধরল জন, কাছাকাছি ক্রীকের কিনারে আরও একটা ড্র রয়েছে; আশা করল ওর চালাকি ধরতে পারার আগেই গরুগুলোকে ওদিকে নিয়ে যেতে পারবে।

প্রায় দু'শো গজের মত এগোল ও, কোন সমস্যা হলো না, তারপরই বাধল ঝামেলা। যেন ইন্ধন যুগিয়েছে অদৃশ্য কেউ, হঠাৎ কাঁটার খোঁচা খাওয়া হরিণের মত দলছুট হয়ে পড়ল বলদটা, ছুটতে শুরু করল, মুহূর্তের মধ্যে ওটাকে অনুসরণ করল অন্যগুলো।

আবারও চেষ্টা চালাল জন। যখন সফল হলো, ততক্ষণে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে বাকস্কিন, ও নিজেও তিতিবিরক্ত। গরুর দল নিয়ে খোলা জায়গায় পৌঁছতে সক্ষম হলো।

ক্রীকের কিনারা ধরে এগোল ও। পঞ্চাশ গজ দূরে পাহাড়ী ঢালের কাছাকাছি সরু হয়ে গেছে ক্রীক, শুকনো ডালপালা আর ঝোপঝাড় রয়েছে ওখানে, আগুনের আঁচে কালো হয়ে গেছে কিছু ঝোপ—লাগোয়া মাটিতে ক্যাম্পের চিহ্ন বর্তমান। একপাশে বিশাল কয়েকটা কটনউড এবং পেকান দাঁড়িয়ে আছে, প্রচুর উইলো, ক্যাটক্স আর ওয়েট-এ-বিট ঝোপ রয়েছে। কটনউডের কাছাকাছি এসে ডান দিকে ফিরে তাকাল জন, তখনই দেখতে পেল ব্রিন্ডলকে।

ঘন ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। মাথা কিছুটা নিচু, কিন্তু দৃষ্টি সরাসরি জনের দিকে। ফুয়েন্তেসের ধারণা ব্রিন্ডলের ওজন আঠারোশো পাউন্ড হবে, সে বোধহয় ইদানীং দেখেনি ওটাকে; এরচেয়েও বেশি হবে ওজন। ঝোপের কিনারে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন কোন হাতি অলস সময় কাটাচ্ছে।

অদ্ভুত একটা কাজ করে বসল ও। কারণটা বলতে পারবে না, হয়তো বিশাল বলদটাকে দেখে ক্ষণিকের জন্যে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে বলে। 'হাউডি! কিরে, কি খবর তোর?' নিচু স্বরে ডাকল ও। দেখল ঝট করে মাথা তুলল ব্রিন্ডল, যেন স্পারের খোঁচা দিয়েছে কেউ। নিষ্ঠুর চোখে তাকিয়ে থাকল, তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে শিং দুটো, বিশাল ঘোলাটে চোখে নিষ্ঠুরতা।

চকিতে চারপাশ দেখে নিল জন। জায়গাটা সঙ্কীর্ণ, একপাশে গভীর ক্রীক, অন্যপাশে ঝোপঝাড়। এখানে ব্রিন্ডল ওকে চার্জ করলে পালানোর রাস্তা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না, স্রেফ স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল বলদটা।

এবার আগুয়ান গরুর দিকে মনোযোগ দিল জন। ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বিতীয় জীবন পেল ও। হঠাৎ তীব্র আগুনের ঝলক ধরা পড়ল ওর দৃষ্টিতে, পরপরই গুলির

তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠল।

স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তি সক্রিয় করে তুলল ওকে। মাটিতে পড়ার আগেই স্টিরাপ থেকে পা মুক্ত করেছে। ভূপতিত হলো, গড়ান খেল বার দুয়েক; মাথায় এক ধরনের ভোঁতা যন্ত্রণা হচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে ভাবল একটা মোষ বা ব্রিন্ডল বোধহয় আঘাত করেছে ওকে। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ও, তারপর ঝপ করে অন্ধকার নেমে এল চোখে–ঝাপসা হয়ে গেল সব কিছু।

ফের যখন চোখ খুলল, নিজেকে উদ্ভ্রান্ত মনে হলো ওর। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, টের পেল খুব কাছে সশব্দে গন্ধ শুঁকছে কোন পশু। নাক ঝাড়ার শব্দ কানে এল ওর, বোধহয় রক্তের গন্ধ পেয়েছে প্রাণীটা। চোখের কোণ দিয়ে ঠিক পাশে বিশাল একজোড়া খুর দেখতে পেল–একটা খুর কিছুটা সাদা, অন্যটা ডোরাকাটা।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিন্ডল, বলা যায় গায়ের ওপর। নাক দিয়ে ওর পাঁজরে খোঁচা মারছে ওটা–সম্ভবত কৌতূহলে। লাগাতার বৃষ্টি পড়ছে এখনও। যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে ভেবে সরে গেল বলদটা। ক্ষণিকের জন্যে থামল, হয়তো ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখার জন্যে, তারপর আগের মতই দূরে সরে গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে এবার বুকে জমিয়ে রাখা বাতাস ধীরে ধীরে ছাড়ল জন।

কেউ অ্যামুশ করেছে ওকে।

ব্লাফে অবস্থান নিয়েছিল আততায়ী, বড়জোর একশো গজ দূরে।

ঘটনাটা কতক্ষণ আগের, ধারণা করতে পারছে না। একই ভাবে শুয়ে থাকল ও। হয়তো কয়েক মিনিট আগের, কিংবা আধ-ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা আগেরও হতে পারে। দিগন্তে দেখা কালো মেঘের আনাগোনা থেকে বৃষ্টি হতে কতক্ষণ লাগতে পারে, ভাবার প্রয়াস পেল, কিন্তু ক্ষান্ত হলো অচিরেই–দপদপে ব্যথা হচ্ছে মাথায়। মুখ শুকিয়ে গেছে।

খুনী এখনও থাকতে পারে, হয়তো অপেক্ষায় আছে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। সম্ভবত ব্রিন্ডলের কারণেই আরও কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে আবার চেষ্টা চালায়নি, নিশ্চই ওটাকে দেখেছে সে। বলদটা অবশ্য কাছাকাছি রয়েছে এখনও। সেক্ষেত্রে উঠে দাঁড়ানো মানেই আরেকটা গুলি খাওয়া, কিংবা ব্রিন্ডলও চার্জ করতে পারে ওকে। এ অবস্থায় ওটাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না। অথচ জখম কতটা গুরুতর, এখনও জানে না জন।

বৃষ্টির তোপ বেড়ে গেছে। একই ভাবে পড়ে থাকল ও, কিছুটা চেতন কিছুটা অবচেতন অবস্থায়। ফের সংজ্ঞা হারাল, পরে যখন চোখ মেলে তাকাল, টের পেল ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে তখনও।

মনে মনে সাহস সঞ্চয় করল ও, তারপর ওঠার প্রয়াস পেল। মুহূর্তে দেহের একপাশে ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে পড়ল; চারপাশে তাকিয়ে থকথকে কাদা, শুকনো খটখটে ক্রীকের তলায় ক্ষীণ প্রবাহ, শুকনো গাছ আর পাতা থেকে পড়ন্ত বৃষ্টির ফোঁটা দেখতে পেল।

কটনউডের নিচে বৃষ্টি কম পড়বে। ধীরে ধীরে ছেঁচড়ে সেদিকে এগোল জন, মিনিট কয়েকের চেষ্টায় সক্ষম হলো। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে চারপাশে তাকাল।

কাছাকাছি ছোটখাট একটা কটনউড ধসে পড়েছে, গুঁড়ি থেকে বাকল আলাদা হয়ে গেছে। ওপরের দিকে একটা অংশ, ছয়-সাত ফুট হবে লম্বায়, গাছের সঙ্গে লেগে আছে এখনও।

হ্যাট হারিয়ে গেছে, সম্ভবত ক্রীকের তলায় চলে গেছে ওটা, ধারণা করল ও। ভেজা চুলে হাত চালাল, হাতড়ে খুলিতে একটা জখম খুঁজে পেল, কিন্তু বুলেটের কারণে তৈরি হয়নি এটা। সম্ভবত ঘোড়া থেকে পড়ে কোন কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে মাথার, তারপর কঙ্কাশনে আক্রান্ত হয়েছে ও।

একটাই ক্ষত আবিষ্কার করল—কোমরে, বেল্টের খানিক নিচে। বুলেটটা যখন আঘাত করেছে, নিশ্চই একপাশে সরে গিয়েছিল দেহ, ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মাথার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে মাটির। সন্দেহ নেই যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে, ডানপাশে ট্রাউজারে চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে। জখম গুরুতর না হলেও অনেক রক্তপাত হতে পারে, জানে ও।

তেষ্টা পেয়েছে, এটাও রক্তপাতের একটা নমুনা। মুখ খুলে বৃষ্টির ফোঁটা গেলার চেষ্টা করেছে, তবে মোটেই যথেষ্ট হয়নি, বরং তেষ্টা আরও বেড়ে গেছে। ক্রীকে নেমে যেতে পারলে তেষ্টা মেটানো যেত, কিন্তু এতদূর যাওয়ার ইচ্ছে বা শারীরিক সামর্থ্য কোনটাই নেই ওর। অগত্যা স্রেফ স্থির হয়ে পড়ে থাকল।

এ নিয়ে দ্বিতীয়বার ওকে খুন করার চেষ্টা হলো। লেন ম্যাসন? কিন্তু ধারণাটার পক্ষে নিজেও ভোট দিতে রাজি নয় জন। সম্ভবত এই লোকই আগেরবার চেষ্টা করেছিল, এখন নিশ্চই আরও একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে?

আততায়ী ফিরে আসতে পারে।

দৃশ্যত, নিজের কাজ শেষ করার তাড়া আছে লোকটার মধ্যে। আড়াল কিংবা অ্যাম্বুশ থেকে গুলি করেছে। নিশানাও নিখুঁত। স্রেফ সৌভাগ্যের কারণে দু'বারই বেঁচে গেছে ও। এতে ওর কোন কৃতিত্ব ছিল না। ক'বার ভাগ্য এভাবে বাঁচাবে ওকে?

লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে। দক্ষিণে কোথাও বজ্রপাত হলো। মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ক্রীকে বহমান পানির শব্দ শুনতে পাচ্ছে জন, প্রাণপ্রবাহ ফিরে পেয়েছে ওটা।

হোলস্টারে হাত বাড়াল ও, পরখ করল—পিস্তলটা জায়গামতই আছে। বেল্টে, মনে পড়ল ওর, মাত্র দুটো লূপ শূন্য।

ঘোড়াটার পাত্তাও নেই।

লাইন-কেবিন থেকে এ জায়গাটা বেশি দূরে নয়, বড়জোর মাইল খানেক বা দেড় মাইল হবে। টিলার ওপর থেকে গরু দেখার সময় ধারণা করেছিল আধ-মাইল, তারপর নিচে নেমে ওগুলোকে রাউন্ড-আপ করেছে, ক্রীকের কিনারা ধরে এগিয়েছে সমান জমির দিকে...সব মিলিয়ে আনুমানিক দেড় মাইল হবে। কিন্তু হেঁটে কেবিনে যাওয়ার মত অবস্থা নেই ওর, অথচ রাইফেল হাতে অপেক্ষায় থাকা আততায়ীর গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে খোলা জায়গায় পড়ে থাকতে হচ্ছে—নিদারুণ অসহায় অবস্থা। সবচেয়ে বড় কথা, এখনও আশপাশে থাকতে পারে লোকটা।

মরা কটনউডের দিকে এগোল ও। তারপর বাকল খণ্ড দুটো যোগাড় করল। একটা মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে পড়ল, অন্যটা গায়ের ওপর চাপিয়ে দিল। চুপচাপ পড়ে থাকল ও, একসময় নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাকল দুটো স্যাঁতস্যাঁতে মাটি আর বৃষ্টি থেকে রক্ষা করেছে ওকে, খোড়লঅলা গাছের মত। ঘুমানোর আগে একটা ভাবনাই মন জুড়ে থাকল ওর—গাছের বাকল নয়, বরং কফিনে শুয়ে আছে! ভাবনাটা উদয় হওয়া মাত্র, ঝট করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এতটাই দুর্বল বোধ করল যে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়েছিল বাকলের বিছানায় এবং মাথার দপদপে যন্ত্রণার পরও ঘুমিয়ে পড়েছে।

খুনী যদি ওর খোঁজে আসে, কিছুই করার নেই। কাছে এসে বাকল সরিয়ে স্রেফ কয়েকবার ট্রিগার টানবে লোকটা। ব্যস। অনায়াসে ফুটো করে দিতে পারবে ওর দেহ।

এগারো

অঘোরে ঘুমাচ্ছে জন ক্যালকিন। মাঝখানে একবার জেগেছে বটে, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশ ফেরার চেষ্টা করতে গিয়ে টের পেয়েছে বাকল দুটোর জোড়ার মুখে পানি চুইয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ছে, অগত্যা স্থির হয়ে শুয়ে থাকল ও।

শেষপর্যন্ত, দীর্ঘ রাতের পর একসময় দিনের আলো ফুটল। দিন হলো ঠিকই, কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ হয়নি। বৃষ্টিস্নাত সতেজ পরিবেশ চারপাশে। মাথার ভেতরে দপদপে ব্যথা হচ্ছে লাগাতার, টের পেল জন, শরীরের ডান পাশ প্রায় অবশ বোধ করছে; মাংসপেশীতে খিঁচুনির মত ব্যথা হচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ একই ভাবে পড়ে থাকল ও, গাছের বাকলের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার ছন্দময় শব্দ শুনছে; ক্রীকে বহমান পানির শব্দ স্পষ্ট কানে আসছে। কেউ কি বিশ্বাস করবে গতকাল শুকনো খটখটে ছিল ওটা?

লাইন-কেবিন···যেভাবেই হোক লাইন-কেবিনে পৌঁছতে হবে।

ওপরের বাকল খণ্ড ঠেলে সরিয়ে দিল জন, তারপর কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল। থকথকে কাদায় হাঁটু গেড়ে বসল। সাহস করে উঠে দাঁড়াল, ঘুরে উঠল মাথা, এবং পরমুহূর্তে গাছের গুঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ ওভাবেই পড়ে থাকল, পায়ের পেশীর খিঁচুনি অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছে। হাত বাড়িয়ে পিস্তল পরখ করল···জায়গামত আছে।

পানি···পানি না হলে চলছে না।

এবার ভিন্নপথ ধরল ও; চার হাত-পায়ে ভর করে ধীরে ধীরে এগোল ক্রীকের দিকে, প্রায় হামাগুড়ি দিচ্ছে; বিক্ষত পায়ে লাগাতার যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ

করল না। একসময় ক্রীকের তীরে পৌঁছল, গড়ান দিয়ে পানির কিনারে সরে এল, তৃষ্ণার্ত মুখ ডুবিয়ে দিল পানিতে। অনেক, অনেকক্ষণ ধরে পানি পান করল। তারপর উঠে বসতে হ্যাটটা দেখতে পেল। পানির কিনারে বেড়ে ওঠা মেস্কিট ঝোপের সঙ্গে আটকে আছে। ওটা তুলে নিল জন, ঝেড়ে জমে থাকা পানি নিংড়ে মাথায় চাপাল।

ক্রীকের পাড়ে উঠে এসে একটা গাছের গুঁড়ি চেপে ধরে দাঁড়াল ও, শরীরের ভারসাম্য ঠিক রেখে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল। আকাশে মেঘের আনাগোনা, কালো মেঘের দল যেন আরও নিচে নেমে এসেছে। ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে দেখাচ্ছে গাছ বা ঝোপঝাড়। সব কিছুতে বিষণ্নতার ছোঁয়া, লাগাতার বৃষ্টি যেন ক্লান্ত করে তুলেছে প্রকৃতিকে; কোথাও কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। এ ধরনের দুর্যোগে কোন প্রাণীই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরোবে না; সম্ভবত মানুষও বেরোবে না।

প্রচুর রক্ত হারিয়েছে, শরীরে নিদারুণ ক্লান্তি আর দুর্বলতা অনুভব করছে জন; কিন্তু তারপরও এখানে থাকার উপায় নেই। এখানে পড়ে থাকলে ফায়দা হবে না। ভাল হবে লাইন-কেবিনে যেতে পারলে, ওটাই সবচেয়ে কাছে। কাছে বটে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যোজন দূরে মনে হচ্ছে। বিপদের কথা, যেতে হলে বেশ কিছু পথ খোলা জায়গা পেরোতে হবে, দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ হবে ব্যাপারটা। আড়ালে থাকা যে-কোন লোক রাইফেলের এক গুলিতে ফেলে দিতে পারবে ওকে।

ঝুঁকে মাটি থেকে মরা একটা গাছের শাখা তুলে নিল জন, ছড়ির মত ব্যবহার করল। দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বুক ভরে নিল, তারপর খাটো পায়ে এগোল ক্রীকের কিনারার দিকে। পরিস্থিতির বাস্তবতা যেন এই প্রথম ধরা পড়ল ওর চোখে। ক্রীকের ঢালু পাড় টপকে উঠে যেতে হবে, একে তো খাড়া তারওপর বেশিরভাগ জায়গা পিছলা হয়ে আছে এখন।

কিনারা ধরে আনুমানিক পঞ্চাশ ফুটের মত এগোল ও, থেমে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। কোমরে লাগাতার ব্যথা হচ্ছে, ডান পা-টা প্রায় অবশ লাগছে; ব্যথা কমানোর জন্যে থামল, একইসঙ্গে সামনের এলাকা জরিপ করল।

হেঁটে ক্রীকের পাড় পেরোনোর কোন উপায় নেই। হামাগুড়ি দিতে হবে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোল জন। পাড়ের একেবারে কিনারে এসে হাতের লাঠির মাঝামাঝি ভর রেখে নিচু হলো, ধীর গতিতে এক পা চালাল···দুই পা। তৃতীয় পদক্ষেপ ফেলার পরপরই পিছলে গেল পা, হুড়মুড় করে কর্দমাক্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পায়ে টান পড়ায় ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল নতুন করে, অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করল ও। পড়ে থেকে ধীর গতিতে নিঃশ্বাস নিল, তারপর শোয়া অবস্থায় শরীর ঠেলে ওপরের দিকে তুলতে শুরু করল। একটু এগোলে পরমুহূর্তে পিছলে নেমে যাচ্ছে শরীর, কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে ফের চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল।

শেষপর্যন্ত, অনেক চেষ্টার পর ক্রীকের পাড়ে উঠে আসতে সক্ষম হলো ও। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ঝোপঝাড় পেরিয়ে খোলা জমিতে চলে এল। সমতল জমিতে ঘাসের গালিচা, তবে এ মুহূর্তে ভেজা। উপত্যকার ওপাশে নিচু পাহাড়সারি···পাহাড়ের পরেই লাইন-কেবিন।

শুকনো জায়গা, আগুনের উষ্ণতা, গরম খাবার···গরম কফি। বাস্তবতা আর নিখাদ প্রয়োজন এ মুহূর্তে কেবিনটাকে প্রায় স্বর্গতুল্য করে তুলেছে ওর কাছে।

কিছুক্ষণ একই জায়গায় পড়ে থাকল, ভেজা শরীরে কাদা লেপ্টে একাকার হয়ে গেছে। সচেতনতা প্রায় নেই বললে চলে, তারপরও স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তি সচেতন করে তুলেছে ওকে, চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল। এবারও, কিছুই চোখে পড়ল না। নেই কোন অশ্বারোহী, ঘোড়া বা গরু। সন্দেহ নেই বৃষ্টি এড়াতে এতক্ষণে ঘন ঝোপের নিরাপদ আড়ালে সরে গেছে ডোরাকাটা বলদটা, অন্তত তাই আশা করছে জন।

অক্ষত বাম পায়ে এক পদক্ষেপ এগোল ও, তারপর লাঠির সাহায্য নিয়ে ডান পা বাড়াল, তারপর আবার সুস্থ পা। ধীর গতির যন্ত্রণাদায়ক চলা। নড়াচড়ার ফলে শুধু ব্যথাই অনুভব করছে না, বরং ক্ষত থেকে রক্তও ঝরতে শুরু করেছে। মাথার দপদপে ব্যথাটা নেই এখন, তবে লাগাতার ভোঁতা আচ্ছন্ন অনুভূতি হচ্ছে, ভারী ভারী ঠেকছে; যার সঙ্গে ইতোমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ও।

দু'বার পড়ে গেল। প্রতিবার ওঠার সময় অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হলো। বেশ কয়েকবার থেমে বিশ্রাম নিতে হয়েছে, একইসঙ্গে নিজের মনোবলকে চাঙা করতে হয়েছে খোলা জায়গা পেরোনোর জন্যে। জন জানে, এগোতেই হবে ওকে।

পাহাড়ের কিনারে ট্রেইলে পৌঁছল ও। স্বস্তির ব্যাপার, ট্রেইলটা খাড়া নয়। ধীর গতিতে এগোল। দূর থেকে দেখতে পেল লাইন-কেবিনটা। করালে দুটো ঘোড়া চোখে পড়ল···কিন্তু একটাও গরু নেই। কেবিনের চিমনিতেও ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না।

কোথায় গেছে ফুয়েন্তেস?

মেস্কিট ঝোপের কাছাকাছি মোটামুটি সমতল একটা পাথর পড়ে আছে। ক্লান্ত দেহ পাথরের ওপর বিছিয়ে দিল জন, তারপর সতর্কতার সঙ্গে পা ছড়িয়ে দিল। এখান থেকে কেবিনটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওর যা কিছু প্রয়োজন, সবই রয়েছে ভেতরে, কিন্তু ওগুলো পাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে মরার ইচ্ছে নেই।

ফুয়েন্তেস থাকলে আগুন জ্বালাত নিশ্চই? হয়তো আগুন জ্বালায়নি সে, নাকি অন্য কেউ রয়েছে কেবিনে? যে-লোকটা দু'বার ওকে খুন করার চেষ্টা করেছে, সে-ই কেবিনে অপেক্ষায় নেই তো?

লোকটা হয়তো ধরে নিয়েছে মারা যায়নি জন, সুতরাং একটা ঘোড়া দরকার হবে ওর। সে ধরেই নেবে ঘোড়ার জন্যে এখানে আসবে ও। দৃশ্যত তাই ঘটেছে। অমানুষিক কষ্ট করার পর কেবিনের কাছাকাছি এসেছে ও। বিশ্রাম, খাবার এবং ঘোড়া–সবই দরকার ওর, নেবেও; কিন্তু খোলা জায়গা পেরিয়ে কেবিনে ঢুকতে গিয়ে শরীরে একগাদা বুলেট বেঁধানোর ইচ্ছে নেই।

দীর্ঘক্ষণ কেবিনের জানালার ওপর নজর রাখল জন। এতদূর থেকে চোখে পড়ার কথা নয়, কিন্তু আশায় থাকল যে ভেতরে নড়াচড়া দেখতে পাবে। কিন্তু কিছুই ধরা পড়ল না ওর চোখে।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল, তারপর ধীর গতিতে সরু পথ ধরে কেবিনের দিকে

এগোল। কাছাকাছি যেতে, পিস্তলের হ্যামার থেকে দড়ি খুলে ফেলল, কেবিনের দালানের সঙ্গে হাতের লাঠি ঠেস দিয়ে রেখে পিস্তল বের করে আনল হোলস্টার থেকে।

বাম হাতে, সন্তর্পণে দরজার হুড়কো তুলে ফেলল, বুটের টোকায় ঠেলা দিল দরজার পাল্লায়।

'জন!'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ও। স্টেবলে নজর দেয়নি! ভুলেই গিয়েছিল! শরীর ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের নলও ঘুরেছে, স্টেবলের দিকে স্থির হলো নিশানা, একইসঙ্গে হ্যামার পেছনে ঠেলে দিয়েছে।

স্রেফ ওর অনুশীলনই জীবন বাঁচাল মেয়েটার—লক্ষ্য কি জিনিস সেটা না দেখে গুলি করতে অভ্যস্ত নয় জন, আজীবন তাই করে এসেছে।

এমিলি ডুরেল!

শীতল কয়েক ফোঁটা ঘাম জমেছে কপালে। ধীর ভঙ্গিতে পিস্তল নিচু করল ও, আরও সন্তর্পণে হ্যামার টেনে আগের জায়গায় নিয়ে গেল। 'এখানে কি করছ তুমি?' প্রায় কর্কশ স্বরে জানতে চাইল ও, আরেকটু হলে মেয়েটাকে গুলি করে বসেছিল ভাবতেই ত্যক্ত বোধ করছে।

'তোমার ঘোড়াটা খুঁজে পেয়েছি,' দ্রুত জানাল মেয়েটি, মুখে গাম্ভীর্য নেমে এসেছে। 'স্যাডলটা দেখেই চেনা চেনা লাগল। ঘোড়াটার ছাপ অনুসরণ করে বেশিদূর যেতে পারিনি, বৃষ্টিতে সব চিহ্ন মুছে গেছে। বাধ্য হয়ে এখানে নিয়ে এসেছি ওটাকে। স্টেবল থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে পেলাম তোমাকে।'

এমিলি ডুরেলের সাহায্য নিয়ে কেবিনে ঢুকল জন, তারপর নিজের বাঙ্কে বিছিয়ে দিল ক্লান্ত বিধ্বস্ত দেহ। হোলস্টারে ফেরত পাঠাল পিস্তল।

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে মেয়েটা, আনমনে মাথা নাড়ল। 'কি হয়েছে তোমার, বলো তো?'

সব কিছু ব্যাখ্যা করতে সময় লাগবে, সুতরাং সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল জন: 'কেউ গুলি করেছে আমাকে। পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি,' মাথা ছুঁলো ও। 'বোধহয় গতকালের ঘটনা এটা।'

'আগুন জ্বালাচ্ছি,' ঘুরে ফায়ারপ্লেসের দিকে এগোল মেয়েটা। 'খাবার দরকার তোমার।'

'আগে আমার রাইফেলটা এনে দাও।'

'কি?'

'রাইফেলটা বোধহয় ঘোড়ার পিঠে রয়ে গেছে, দেখোনি তুমি? রাইফেল আর স্যাডল-ব্যাগ, দুটোই থাকার কথা। কেউ আমাকে খুন করতে চেয়েছিল, এমিলি, এ মুহূর্তে রাইফেলটা দরকার আমার।'

তর্ক করে সময় নষ্ট করল না এমিলি ডুরেল, স্টেবলে গিয়ে রাইফেল আর স্যাডল-ব্যাগ নিয়ে ফিরে এল। স্যাডল-ব্যাগে বাড়তি পঞ্চাশ রাউন্ড কার্তুজ রয়েছে।

নীরবে মেয়েটার কাজ দেখছে জন। চটপটে, স্বতঃস্ফূর্ত এবং দক্ষ। ধনী হতে

পারে, কিন্তু একটা বাথানে বড় হয়েছে, জানে কি করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে কফি তৈরি হয়ে গেল। পরমুহূর্তে জনকে নির্দেশ দিল ভেজা কাপড় খুলে ফেলার জন্যে।

'তাহলে কি পরব?' বিরক্তির সঙ্গে জানতে চাইল ও।

একটানে ফুয়েন্তেসের বিছানা থেকে চাদর তুলে নিল মেয়েটা। 'এটা গায়ে জড়াবে, যদি না খুব বেশি লজ্জা থাকে তোমার। আমি কিন্তু বিব্রত হব না।'

ভেজা শার্ট খোলা কি যে ঝামেলার, হাড়ে হাড়ে টের পেল জন। গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে কাপড়। বাধ্য হয়ে ওকে সাহায্য করল এমিলি।

'হুম,' সমালোচনার সুরে বলল এমিলি, মিটিমিটি হাসছে। 'তোমার কাঁধগুলো তো বেশ! কিভাবে এমন পেশী যোগালে?'

'কাজ করে। বেয়াড়া বলদের সঙ্গে লড়াই করেছি, কুঠার চালিয়েছি···'

সৌভাগ্যের বিষয়, ট্রাউজার সামান্য নামিয়ে ক্ষতটা দেখানোর সুযোগ হলো এমিলিকে। কোমরের কাছে রক্তে ভেজা ট্রাউজার ভারী হয়ে আছে। বুলেটের ক্ষতটা বদখৎ, কোমরের হাড়ের ঠিক ওপরে কুৎসিত চেহারার বড়সড় কালশিরে দাগ, এক খাবলা মাংস তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট–একটা আঙুল ঢুকে যাবে মাংসল গর্তে।

'তুমি বরং চলে যাও,' এমিলি যখন ক্ষতের পরিচর্যা করছে, পরামর্শ দিল জন। 'মেজর নিশ্চই চিন্তা করবে।'

'অনেক আগেই আমার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করা বন্ধ করে দিয়েছেন বাবা। যে-কোন পুরুষের মতই ঘোড়ায় রাইড করতে দক্ষ আমি, গুলি চালাতে পারি নির্ভুল নিশানায়। আমার বয়স যখন ষোলো, সেই থেকে আমার সঙ্গে তর্ক করা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।'

মেয়েটা এখানে থাকুক, চায় না জন, পছন্দও করতে পারছে না ব্যাপারটা। লোকজন কথা বলবে, গুজবও রটাবে। এমিলি ডুরেলকে যতটা চিনেছে, জন মোটামুটি নিশ্চিত যে এসবে পাত্তা দেবে না এই মেয়ে, ও বারণ করলেও শুনবে না। মেয়েটা জেদী, যে-কোন ব্যাপারে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আর মতামত রয়েছে ওর।

গায়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকল জন। এদিকে ঘরে যা ছিল, তাই দিয়ে খাবার তৈরি করছে এমিলি। কাজের ফাঁকে পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করল ওরা।

'এমন কাউকে আমি চিনি না যে গুলি করতে পারে আমাকে,' বলল জন। 'যদি না ওই লোকই রাসলার হয়ে থাকে। নিশ্চই আমাকে ওর ট্রেইলে দেখতে পেয়েছে সে।'

'সম্ভবত,' একমত হলো এমিলি, তবে খুব একটা নিশ্চিত মনে হলো না ওকে।

'তোমার কি ধারণা, বেন্টন আর উইলসনই গরু চুরির জন্যে দায়ী?'

খানিক দ্বিধার পর মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'জানি না আমি। বাবারও কোন ধারণা নেই এ ব্যাপারে। আমাদেরও কিছু গরু খোয়া যাচ্ছে, কিন্তু তোমাদের মত এত বেশি নয়। মি. বেন্টন বলেছে তার নাকি কমবয়েসী অনেক গরু খোয়া গেছে। এ ব্যাপারটার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।' ঘুরে জনের দিকে ফিরল

ও। 'তোমার ব্যাপারে লোকজন ফিসফাস করছে ইদানীং, জন। ভাবলাম তোমাকে জানানো উচিত। বক্স সোশ্যালে তেইশ ডলার খরচায় ডিনার কেনার সামর্থ্য কোন কাউহ্যান্ডের থাকার কথা নয়।'

শ্রাগ করল জন। 'ওয়েলস ফার্গোর শটগান-গার্ড হিসেবে কাজ করেছি আমি। যথেষ্ট কামাই, তাই না? কিছুদিন নিউ মেক্সিকোতে মাইনিংও করেছি। ইচ্ছে থাকলেই টাকা জমানো যায়।'

'বেশিরভাগ কাউহ্যান্ড টাকা খরচ করে ফেলে।'

'হয়তো। তবে ওদের মত নিয়মিত পান করার অভ্যেস নেই আমার।'

'বাকি জীবনও কি এভাবে কাটিয়ে দেবে? স্রেফ চষে বেড়াবে পুরো দেশ?'

ক্ষীণ হেসে মাথা নাড়ল জন। 'উঁহুঁ, কোন একদিন থিতু হব। হয়তো, তবে খুব একটা নিশ্চিত নই। আমার ছোট ভাই, জেফ সবসময় বলে কোথাও স্থির হওয়া ধাতে নেই আমার। ঘুরে বেড়ানোর নেশা নাকি কখনও কাটাতে পারব না।' ক্ষণিকের জন্যে থামল ও। 'জেফকে পছন্দ হবে তোমার। পড়ুয়া ছেলে। কিছুদিন আগে ইউরোপে ঘুরে এসেছে। প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করে ও। ইউরোপ থেকে উন্নত জাতের গরু আমদানি করার চিন্তা করছে। ওর পরিকল্পনা যদি বাস্তবে রূপ পায়, তাহলে লংহর্নের দিন অচিরে শেষ হয়ে যাবে। বুনো অঞ্চলে হয়তো ভালই কাটবে ওদের, কিন্তু খুব বেশি হাঁটে ওরা, এক জায়গায় কখনও স্থির থাকে না, তাছাড়া ওগুলোর গায়ে মাংসও কম।'

এমিলি ডুরেলের উপস্থিতি এবং মৃদু আলাপ, উপভোগ করছে জন; অজান্তে ঢুলতে শুরু করল একসময়। প্রচুর রক্ত হারিয়ে দুর্বল বোধ করছে; ক্রীকের পাড় থেকে কেবিন পর্যন্ত আসতে যথেষ্ট ধকল গেছে। জন জানতেই পারল না কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

যখন জাগল ও, একেবারে নীরব হয়ে আছে কেবিন; ফায়ারপ্লেস থেকে কোমল উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো ঘরে। দেখল ফুয়েন্তেসের বাঙ্কে অঘোরে ঘুমাচ্ছে মেয়েটা।

পাশে কারও নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেল ও। এক কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলে তাকাল, ফুয়েন্তেসকে দেখতে পেল দরজায়। সবক'টা দাঁত বের করে হাসল মেক্সিকান, ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ থাকার নির্দেশ দিল ওকে। মেঝেয় বিছানো কম্বল চোখে পড়ল জনের, বুঝল ওখানেই ঘুমিয়েছে ফুয়েন্তেস।

বেরিয়ে গেল সে। ভেতর থেকে শব্দ শুনে জন বুঝতে পারল হাত-মুখ ধুচ্ছে মেক্সিকান। একটু পরে ভেতরে প্রবেশ করল ফুয়েন্তেস। স্প্যানিশ স্পারের রিনিঝিনি শব্দ বাদ দিলে বলা যায় প্রায় নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। কফি তৈরি করল, আগুন নেড়েচেড়ে উস্কে দিল এবং কিছু কাঠ যোগ করল ফায়ারপ্লেসে।

সন্তর্পণে উঠে বসল জন। রাইফেলটা ওর পাশে রেখেছে এমিলি, সিক্সশূটারও। দরজার খিড়কি লাগায়নি মেয়েটি, তারমানে ভাবেনি ঘুমিয়ে পড়বে।

আচমকা জেগে উঠল এমিলি। হকচকিয়ে তাকাল ফুয়েন্তেসের দিকে, মেক্সিকান নিচু হয়ে বো করতে হেসে উঠল। 'নিশ্চই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? ইশ্‌শ্‌, লজ্জা লাগছে আমার! এই সুযোগে যে-কেউ চলে আসতে পারত।'

'ক্লান্ত ছিলে তুমি, সেনোরিটা। ঘুমিয়েছ, তাতে ভালই হয়েছে। কিন্তু তোমার বাবা নিশ্চই দুশ্চিন্তা করছে!'

'হ্যাঁ। এই প্রথম একটা রাত বাড়ির বাইরে কাটালাম।' সতেজ, প্রফুল্ল দেখাচ্ছে এমিলিকে। মিনিট কয়েকের মধ্যে হাত-মুখ ধুয়ে, আঙুল চালিয়ে চুল ঠিক করে নিল, তারপর ফুয়েন্তেসকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিল উনুন থেকে।

'বাটলারের সঙ্গে কথা বলতে গেছিলাম,' ব্যাখ্যা করল ফুয়েন্তেস। 'ওকে যখন জানালাম যে তোমার খোঁজ নেই, দারুণ খেপে গেল। অবশ্য দুশ্চিন্তাও করছিল। চারপাশে তোমার খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছি আমি, কিন্তু বৃষ্টিতে সব ট্র্যাক মুছে গেছে।'

খাওয়ার পর বিদায় নিল এমিলি।

গতরাতের জ্বর আর নেই এখন, কিছুটা হলেও সুস্থ বোধ করছে জন, যদিও দুর্বলতা বা ক্লান্তি ছেড়ে যায়নি ওকে। কেবিনে দু'জন মানুষ অকাতরে ঘুমিয়ে ছিল অথচ একজন লোক ওকে খুন করতে চাইছে–চিন্তাটা মাথায় আসতে শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে। এও ঠিক, ফুয়েন্তেসের আসা পর্যন্ত এমিলির পক্ষে জেগে থাকাও সম্ভব ছিল না।

পরদিন দুপুরে এল জো বাটলার। 'সুস্থ হয়ে ওঠো,' কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বলল সে। 'তোমাকে দরকার হবে আমাদের। পশ্চিমের রেঞ্জ রেকি করবে তুমি, এদিকে বেন্টনরা বলছে ওদিকে রাউন্ড-আপ করতে দেবে না আমাদের।'

'তিন-চার দিন সময় দাও, ঠিক খাড়া হয়ে যাব।'

'এরচেয়ে বেশি সময় দিতেও আপত্তি নেই আমার। সত্যিই অসুস্থ দেখাচ্ছে তোমাকে।' আচমকা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল সে। 'দু'বারই এখান থেকে দক্ষিণ-পুবে গিয়ে গুলি খেয়েছ তুমি, তাই না?' জন নড করতে, মাথা থেকে হ্যাট খুলে অবিন্যস্ত চুলে আঙুল চালাল, চিন্তিত। 'কি জানো, নিশ্চিত প্রমাণ না থাকলেও স্রেফ মন থেকে অনেক সত্য অনুমান করা যায়। মনে হয় না বেন্টন বা উইলসন দায়ী···রায়ান হতে পারে। লেন ম্যাসন কিন্তু ধারে-কাছে ছিল না, এখান থেকে উত্তরে গিয়েছিল। বেন স্যাডলারও কাছাকাছি ছিল না।'

ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, কুঁচকে গেছে ভুরু। 'খোলা জায়গায় তোমাকে গুলি করলে, আততায়ীর পরিচয় বের করতে পারবে না কেউ–এটা নিশ্চই ভেবেছে সে। কিন্তু একটু ভেবে দেখো, চেনা-জানা সব ক'জনই ব্যস্ত ছিল–কোথাও না কোথাও কাজ ছিল ওদের। যার যেখানে থাকার কথা, সে যদি সেখানে থাকে–যাচাই করে দেখার পর দেখবে তালিকাটা ছোট হয়ে গেছে। বি-ডব্লুর বেশিরভাগ হ্যান্ডের কথা জানি আমি, মেজরের লোকদেরও চিনি। মেজর বা আমাদের লোকজন কোথায় ছিল, তাও নিশ্চিত বলতে পারব।'

'বার্ট হার্লে কোথায় ছিল?' জানতে চাইল জন।

'হার্লে? উঁহুঁ, কাউকে গুলি করার কারণ নেই ওর। কেন করবে? যাক্‌গে, বাড়ি আর আমাদের র‍্যাঞ্চ ছাড়া কোথাও যায় না ও। তুমি যখন গুলি খেয়েছ, বাড়িতে ছিল হার্লে এবং জায়গাটা অনেক দূরে।'

'বেন্টনের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কেমন–বন্ধুত্বের? কোন বিশেষ কারণে নয়,

এমনিতে জানতে চাইছি।'

'বেন্টনের সঙ্গে হার্লের সম্পর্ক, তাও বন্ধুত্বের? মাথা খারাপ! কিছুদিন আগে একটা ঘোড়া নিয়ে তর্ক বেধেছিল ওদের, কিন্তু ব্যাপারটা বেশিদূর এগোয়নি স্রেফ হার্লের কারণে। ঝামেলা এড়ানোর জন্যেই মুখ বুজে থেকেছে ও। সাধারণত কারও সাতে-পাঁচে থাকতে চায় না সে, নিজের কাজ করে যায়।'

একটা বিষয় আরও চিন্তিত করে তুলেছে জনকে। ওকে হামলা করার পেছনে সম্ভাব্য একটা কারণই যৌক্তিক মনে হচ্ছেঃ অচেনা গরুচোর ছাড়া অন্য কারোরই ওকে অ্যাম্বুশ করার কথা নয়। ওই লোকটা বা লোকগুলো বেসিনে অপরিচিত–এ সম্ভাবনাও ক্রমশ জোরাল হচ্ছে মনে। পাহাড়ী এই এলাকার কোথাও হয়তো থাকে সে বা তারা, সবার অগোচরে অল্প অল্প করে গরু সরিয়ে নিচ্ছে গোপন কোন জায়গায়। অস্থায়ী করালটাই তার প্রমাণ।

ফুয়েন্তেস আর বাটলার চলে যেতে শুয়ে পড়ল জন। বিশ্রামই এখন ওর জন্যে বড় ঔষধ। তবে সময়টা ভেবে কাটানো যেতে পারে।

খোলা দরজা পথে দিনের আলো চোখে পড়ছে। কেবিনের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে কিছু মৌমাছি। দূরে, কাছাকাছি কোথাও গান গাইছে একটা মকিংবার্ড।

চারদিক বড় নিশ্চুপ, শান্ত। চিন্তা করার জন্যে সময়টা দারুণ। পরিস্থিতি আর সমস্যাগুলো, একটা একটা করে ভাবতে শুরু করল ও।

জেফ প্রায়ই বলেঃ প্রথমে সমস্যাটা চিহ্নিত করতে হবে। সমস্যা সঠিক ধরতে পারলে বেশিরভাগ সময় সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেকটার সমাধান হয়ে যায়।

কেউ খুন করতে চাইছে ওকে।

কে? কেন?

বারো

চিন্তা করে আসলে কোন লাভ নেই। হলোও না। কেউ ওকে খুন করতে চাইছে–শুধু এটাই জানে। ভাবতে ভাবতে তন্দ্রালু হয়ে পড়ল জন, ঘুমে ভারী হয়ে এসেছে চোখের পাতা; তারপর আচমকা পূর্ণ সজাগ এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

একা ও। আহত এবং বিছানায় অসহায় অবস্থায় আছে। অথচ, খুব সম্ভব, ধারে-কাছে কোথাও আছে আততায়ী–ওর খোঁজ করছে!

চিন্তাটা ঘুম তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

সম্ভবত ওকে মৃত ভেবেছে লোকটা, কিংবা ধরে নিয়েছে আহত হয়ে এখনও পড়ে আছে ক্রীকের ধারে–এতক্ষণ তাই ভাবছিল জন। এবার উল্টো চিন্তা খেলে গেল মাথায়। যদি ভুল হয়ে থাকে ওর? যদি ইতোমধ্যে কেবিনের কাছাকাছি চলে

এসে থাকে খুনী, হয়তো নিরাপদ কোন আড়ালে অপেক্ষায় আছে নিশ্চিত একটা শট নেয়ার জন্যে?

ধরা যাক, ফুয়েন্তেস, বাটলার কিংবা কার্টিসকে চলে যেতে দেখেছে সে? কিংবা তারও আগে এমিলি ডুরেলকেও চলে যেতে দেখেছে? তাহলে নিশ্চই সে জানে কেবিনে এখন একা আছে জন?

সে যেটা জানে না তা হচ্ছে, রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়লেও কিংবা একটা ঘোড়ায় রাইড করতে অক্ষম হলেও, এখনও গুলি করতে সক্ষম ও।

শত্রুকে খাটো করে দেখার পরিণাম কখনোই ভাল হয় না। ঠিক যতটা প্রাপ্য, ততটাই কৃতিত্ব দেয়া উচিত শত্রুকে, কিংবা কখনও কখনও বেশিই দেয়া উচিত।

প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। লোকটা কি ওর ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে? ধরা যাক–আরেকটা চিন্তা খেলে গেল জনের মাথায়–আদৌ কেবিনের একেবারে কাছাকাছি আসার কোন পরিকল্পনা নেই তার, উঁচু টিলার ধারে-কাছে অপেক্ষায় আছে যে একসময় কেবিন থেকে বেরোবে ও, এবং তখন নিশ্চিত হয়ে একটা গুলি করবে শুধু? যদিও, অসুস্থ অবস্থায় ওর বাইরে বেরোনোর কথা নয়, সুতরাং টার্গেট হিসেবে ওকে পাবেও না। যদি না···কোন কারণে বেরোতে বাধ্য হয় জন।

আগুন!

ঘর, স্রেফ বোকার মত অবাস্তব কল্পনা করছে, মনে মনে নিজেকে গাল দিল জন। সন্দেহ নেই, যে-ই ওকে গুলি করে থাকুক, চুরি করা গরু নিয়ে বহু মাইল দূরে চলে গেছে। ওকে আহত করেছে লোকটা, অসহায় ভাবে বিছানায় পড়ে থাকতে বাধ্য করেছে, অন্তত কিছুদিনের জন্যে তাকে অনুসরণ করার কোন সুযোগ নেই ওর। এতেই সন্তুষ্ট হওয়ার কথা তার। ওকে সাধারণ পাঞ্চারদের মত ভীত মানুষ মনে করে থাকলে লোকটা ধরে নেবে ভবিষ্যতে আর তার পিছু নেবে না জন।

ঘুমের লেশমাত্র নেই চোখে। পূর্ণ সজাগ ও এখন, এবং সন্ত্রস্ত। সমস্যা হচ্ছে, দ্রুত নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই, কারও সঙ্গে লড়াই করার মত শারীরিক সামর্থ্য নেই। কষ্টেসৃষ্টে বড়জোর কেবিন থেকে বেরোতে পারবে, ঝোপে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু ঝোপঝাড়ের লড়াই কেমন, ভাল করে জানা আছে ওর। যে-কোন অবস্থায়, যে-কোন পরিস্থিতিতে নড়তে সক্ষম হতে হবে; ক্ষিপ্র না হলে যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যু ছোবল মারবে। সতর্কও থাকতে হবে, অথচ কিছুটা হলেও অসচেতনতা কাজ করছে ওর মধ্যে। চিন্তা করতে পারছে বটে, কিন্তু সময়মত, দ্রুততার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে? কিংবা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সক্রিয় হতে পারবে?

খোলা দরজা দিয়ে হালকা বাতাস প্রবেশ করছে কেবিনে। কেবিনের দু'পাশে দুটো জানালা, কিন্তু দরজা একটাই। জানালাগুলো মানুষের কাঁধ সমান উচ্চতায় বসানো। ইচ্ছে করলে জানালা গলে বেরিয়ে যেতে পারবে। তবে সহজ হবে না কাজটা। তাছাড়া মিনিট খানেকের জন্যে অসহায় অবস্থায় থাকতে হবে। আরও একটা অসুবিধে রয়েছে–নড়াচড়া করলে হয়তো সারতে শুরু করা ক্ষতের মুখ খুলে যাবে, এবং নির্ঘাত রক্তক্ষরণ শুরু হবে আবার।

এক জানালার লাগোয়া দেয়ালের সঙ্গে বাঙ্কে শুয়ে আছে ও, স্বভাবতই বাইরে

থেকে অন্য জানালা দিয়ে চোখে পড়বে ওকে, কিংবা দরজা পথে দেখা যাবে।

চারপাশে সুনসান নীরবতা। সামান্যতম শব্দ শোনার আশায় কান খাড়া করল জন, কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। এতক্ষণ একটা হাত পড়ে ছিল উইনচেস্টারের ওপর, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে হাতে রাখল। এমন অস্ত্র দরকার যাতে অনায়াসে, দ্রুত এবং যে-কোন দিকে লক্ষ্য স্থির করতে পারে। রাইফেলের চেয়ে পিস্তলই এখন বেশি কার্যকরী হবে।

ধীরে ধীরে সময় গড়িয়ে যাচ্ছে···কিছুই ঘটল না।

বাইরে যে-ই থাকুক, যদি সত্যিই থেকে থাকে, হয়তো অপেক্ষায় আছে যে আগে জনই নড়াচড়া করবে।

সুতরাং নড়াচড়া না করাই উচিত হবে।

পুরো ব্যাপারটাই বোধহয় নিতান্ত বোকামি। বাড়িতে একা কোন মেয়ের মতই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে ও। কেউ ওকে খুন করতে আসবে–এর সপক্ষে যৌক্তিক কোন কারণ নেই আসলে, স্রেফ ওর কল্পনা ছাড়া। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অসহায় অবস্থায় আছে ও; এবং পরিস্থিতিটা পছন্দ করতে পারছে না।

কোন শব্দ নেই, কোন নড়াচড়া ধরা পড়ল না ওর চোখে।

ঘোড়াটা করালে রয়েছে। কোন শব্দ যদি হয়, স্বাভাবিক যে ওটাই করবে; কিন্তু কোন শব্দই শুনতে পাচ্ছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে তন্দ্রালু হয়ে পড়ল ও। সন্ত্রস্ততা, আশঙ্কা বা উদ্বেগ, সব ছাড়িয়ে ঢুলতে শুরু করল। শরীর দুর্বল থাকলে তাই হয় সচরাচর।

আচমকা সজাগ হয়ে উঠল ও। নিশ্চিত যে কোন শব্দে ঘুম টুটে গেছে। একেবারে ক্ষীণ শব্দ, এমনও হতে পারে যে ওর মস্তিষ্ক ভুল করেছে। পিস্তল হাতে কনুইয়ে ভর দিয়ে পাশ ফিরল ও, খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল; উপত্যকার এক চিলতে জায়গা, করালের একটা অংশ আর দূরে পাহাড়ের ঝাপসা অবয়ব চোখে পড়ল।

আসলে কি কোন শব্দ শুনতে পেয়েছে? সিঁড়িতে কারও পায়ের আওয়াজ? উঁহুঁ, সিঁড়িতে কেউ পা রাখলে শব্দটা অন্যরকম হত···নাকি ট্রাফের সঙ্গে সামান্য গুঁতো লেগেছে ঘোড়াটার? কিংবা অন্য কোন শব্দ?

উঁহুঁ, এর কোনটাই নয়। ছোট্ট একটা শব্দ–ধাতব শব্দ। যে-কোন কিছু হতে পারে। কয়লায় বসানো কফিপট তুলে নেওয়ার সময় এ ধরনের শব্দ হতে পারে, কিংবা হাতলের সঙ্গে অন্য কিছুর সংঘর্ষ·· যাই হোক, সেটা অস্বাভাবিক।

স্থির ভাবে বাঙ্কে শুয়ে থাকল ও, দৃষ্টি সিলিঙের দিকে। কেউ ওকে খুন করতে চাইছে···সমস্যাটা রয়ে গেছে এখনও। আততায়ীর পরিচয় যদি জানতে পারত, কারণটাও স্পষ্ট হয়ে যেত তাহলে, এমনকি পরবর্তী আক্রমণ কিভাবে হতে পারে সে-সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা করতে পারত। একজনই···নাকি একাধিক লোক?

ভেতরে ভেতরে রীতিমত অস্থির বোধ করছে। জানে ওর আশঙ্কায় কোন ভুল নেই। কেউ নিশ্চই কেবিনের বাইরে, ধারে-কাছে আছে।

শব্দটা···আসলে কিসের? এ ধরনের শব্দ কিভাবে হতে পারে, ভেবে বের করার চেষ্টা করল। পরিচিত কোন শব্দ···অথচ ধরতে পারছে না। আবার শুনতে

পেলেও হয়তো কাজ হত, কিন্তু আর হয়নি।

ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করার প্রয়াস পেল জন, সামান্য শব্দই তো!

কিন্তু তারপরও স্বস্তি বোধ করতে পারছে না। আড়ষ্ট হয়ে আছে শরীরের সব পেশী, স্নায়ুগুলো টানটান।

কোথাও নিশ্চই গড়বড় আছে···কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে!

মনের ওপর জোর খাটিয়ে স্থির ভাবে শুয়ে থাকল ও, নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করল যে অযথাই আশঙ্কা করছে। দরজা দিয়ে বাইরের অনেকটা জায়গা চোখে পড়ল–সব শান্ত, নিশ্চুপ; এমনকি ঘোড়াটাকেও দেখা যাচ্ছে এখন–স্টলে দেয়া খড়ের সদ্ব্যবহার করছে নিশ্চিন্তে। এ মুহূর্তে যা দরকার ওর···বিশ্রাম, স্রেফ বিশ্রাম দরকার। শারীরিক এবং মানসিক বিশ্রাম। শান্ত, সুস্থির হতে হবে ওকে, অকারণ দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলতে হবে।

দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুলো ও।

মুহূর্ত খানেক একেবারে স্থির হয়ে পড়ে থাকল। সময়ও যেন স্থির হয়ে গেছে। তারপর সহসাই ব্যাপারটা নজরে পড়ল। পাশ ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের দিকে চলে গেছে দৃষ্টি, দুটো লগের সংযোগস্থলে তৈরি চেরা দিয়ে কেবিনের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া পিস্তলের একটা নল দেখতে পেল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, যেন পিস্তলটার অবস্থানের তাৎপর্য মাথায় ঢোকেনি; পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠে বসল বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল বিক্ষত উরুতে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। গ্রাহ্য করার সময়ও নেই। গড়ান দিয়ে মেঝেয় পতিত হলো ও, এসময় কান ফাটানো শব্দে গর্জে উঠল পিস্তলটা। গানপাউডারের ধোঁয়ায় ভরে গেল কেবিন, লগের শরীর থেকে উপড়ে আসা কাঠ আর পোড়া উলের কটু গন্ধও মিশে রয়েছে সঙ্গে। ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে জন, সমস্ত ব্যথা ভুলে ছুট দিয়েছে দরজার দিকে, হাতে পিস্তল।

দৌড়ানোর মধ্যেই টের পেল ক্ষতের মুখ খুলে গেছে এবং রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে, ডান উরু ভিজে গেছে। দরজার কাছে এসে থামল ও, পাল্লার হাতল চেপে ধরল বাম হাতে, ডান হাতে পিস্তল; জানে আততায়ী আশা করছে খোলা দরজা পথে ছুটে বেরিয়ে যাবে ও, তাহলে গুলি করার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে।

কিছুই ঘটল না।

বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল ও। শেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাছাকাছি থাকা একটা চেয়ারে ক্লান্ত দেহ বিছিয়ে দিল, বাঙ্কের দিকে চলে গেল দৃষ্টি। মেঝেয় এক টুকরো শুকনো কাদা চোখে পড়ল। লগের চেরায় লাগানো ছিল কাদাটুকু, সেটাই ছুরি বা কাঠি দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছে আততায়ী, তারপর পিস্তলের নল ঠেসে দিয়েছে ওই চেরায়। মাটিতে কাদা পড়ার কিংবা ছুরি দিয়ে ওটা ঠেলে দেয়ার শব্দটাই ধাতব মনে হয়েছিল ওর কাছে।

দারুণ ধূর্ততার পরিচয় দিয়েছে লোকটা। জায়গা এবং সময়ও নির্বাচন করেছে সঠিক। আর এক মুহূর্ত দেরি হলে ঠিক মাথায় বিঁধত গুলিটা। তি ায় এখন জন ক্যালকিনের লাশ পড়ে থাকত।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, জানালার কাছে এসে বাইরে উঁকি দিল, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।

যে-ই ওকে খুন করতে চেয়েছে, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় এ কেবিনে এসেছে সে। জানত ঠিক কোথায় বাঙ্কের অবস্থান, কিংবা বালিশে মাথা রাখলে ঠিক কোথায় থাকবে জনের মাথা। এমনকি দেয়ালের ঠিক কোথায় প্লাস্টার খসাতে হবে, উদ্দিষ্ট জায়গাটাও চেনা ছিল তার।

সে যে-ই হোক, খুন করতে চেয়েছিল ওকে। রাসলারকে অনুসরণ করতে উৎসাহী কোন কাউহ্যান্ডকে নয়, বরং জন ক্যালকিনকে খুন করতে চেয়েছে, নির্দিষ্ট একজন মানুষকে।

হতে পারে লোকটা বি-ডব্লুর কেউ। খুব জোরাল না হলেও একটা মোটিভ রয়েছে ওদের। জন না থাকলে দুর্বল হয়ে পড়বে বিল লিপম্যানের আউটফিট, ঠিক উল্টোটা ঘটবে বেঁচে থাকলে–ওকে হুমকি মনে করছে তারা।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দেয়ালের কাছে সরে এল ও, বাইরে তাকাল···কেউ নেই। এখন থেকে অনেক সতর্ক থাকতে হবে ওকে।

অধৈর্য ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাল ও। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। কেবিনটা স্রেফ একটা ফাঁদ। যতক্ষণ এখানে থাকছে, আততায়ী আবারও চেষ্টা চালাবে। কিন্তু কিভাবে বেরোবে? বাইরে লোকটা অপেক্ষায় নেই সেটা নিশ্চিত হবে কি করে? লোকটা যে সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে, জন একরকম নিশ্চিত।

ওর বর্তমান অবস্থায় দ্রুত নড়াচড়া করা সম্ভব হবে না। প্রথমে করালে যেতে হবে, ঘোড়ায় স্যাডল-ব্রিডল পরাতে হবে, করাল-বার নামিয়ে স্যাডলে চাপবে, তারপর বেরিয়ে যেতে পারবে কেবিনের সীমানার বাইরে। এই কাজগুলো করার সময়, পুরোটা সময় আদর্শ টার্গেট হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে হবে। দূর থেকে স্রেফ একটা বুলেট পাঠিয়ে দেবে লোকটা। ব্যস, খেল খতম!

ফায়ারপ্লেসের পাশে কিছু কাঠ জমিয়ে রেখেছে ফুয়েন্তেস। ছোটখাট একটা কাঠের চেলা তুলে নিয়ে দেয়ালের কাছে ফিরে এল জন, লগের চেরার ঠিক বিপরীতে রাখল ওটাকে। তারপর সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল, কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করছে। আপাতত।

ক্লান্তি লাগছে ওর। পরিশ্রান্ত দেহে চিৎ হয়ে পড়ে থাকল। প্রায় সারাটা জীবন একাকী কেটেছে ওর, কিন্তু এ মুহূর্তে কেউ কাছে থাকলে দারুণ খুশি হত। কেউ···যে-কেউ। ওর ঘুমিয়ে থাকার সময় সজাগ থাকবে সে, সেটা যদি মিনিট কয়েকের জন্যেও হয়, আফসোস থাকবে না।

কান খাড়া করল ও, কিন্তু পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ, করালে ঘোড়ার নড়াচড়ার হালকা শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। অজান্তে চোখ বন্ধ হয়ে গেল ওর···

তারপর আচমকা চোখ মেলে তাকাল।

ঘুমালে স্রেফ খুন হয়ে যাবে!

গড়ান দিয়ে উঠে বসল জন। বিছানা ছেড়ে উনুনের কাছে চলে গেল। কফিপট থেকে পেয়ালায় কফি ঢালতে গিয়ে ছলকে পড়ল পানীয়। জিনিসটা

অবশ্য অনেক আগে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, চুলোয় কাঠ যোগ করা হয়নি বলে আগুন নিভে গেছে। তেতো কফিতে চুমুক দিল ও, এমন এক জিনিস যা জীবনে কখনও পছন্দ হয়নি। এবার হাঁটু গেড়ে আগুনের সামনে বসে পড়ল ও, কাঠি দিয়ে কয়লা নেড়ে নিভন্ত আগুন উস্কে দিল।

কেউ কি বন্ধু হয়ে আসতে পারে না?

মনোযোগ দিয়ে বাইরের শব্দ শুনল জন, মনে মনে প্রত্যাশা করছে কোন রাইডারের খুরের শব্দ শুনতে পাবে; কিন্তু নিরাশ হলো। খাবার তৈরি করে নিতে হবে। তাহলে জেগে থাকতে পারবে, ব্যস্ত থাকবে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দুর্বল বোধ করল, হাতগুলো রীতিমত কাঁপছে। কাবার্ডে টিনের থালা, ছুরি আর চামচ খুঁজে পেল ও।

ঢেকে রাখা একটা কেতলিতে কিছু সুপ আবিষ্কার করল, মনে পড়ল এমিলি ডুরেল তৈরি করেছিল জিনিসটা। কেতলি নিয়ে আগুনের কাছে ফিরে এল ও, আগুনের আঁচে বসিয়ে গরম করার সময় সামান্য নাড়ল। জানালা দিয়ে তাকাল, সতর্ক যাতে বাইরে থেকে ওর মাথা কারও চোখে না পড়ে।

সত্যি কথা বলতে গেলে, এ মুহূর্তে বিশ্রামই বেশি দরকার ওর, কিন্তু বিশ্রাম নেওয়ার অর্থ মানেই নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করে নেওয়া। স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা বা সামর্থ্য থাকলে বাইরে চলে যেত, আততায়ী লোকটাকে খুঁজে বের করত–শিকার হয়ে যেত শিকারী। কিন্তু বিপর্যস্ত, ক্লান্ত দেহে একে তো ক্ষিপ্রতা নেই, তারওপর নড়াচড়া আড়ষ্ট এবং খুবই ধীর গতির। দুর্বলতা আর ক্লান্তির পরও আরেক দুর্ভোগ হচ্ছে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা।

আচমকা খুরের শব্দ শুনতে পেল। কেউ একজন আসছে। পিস্তল হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল ও, সতর্ক। কিছুক্ষণ পর খোলা জায়গায় দেখতে পেল রাইডারকে।

জুডিথ লিপম্যান।

একেবারে দরজার কাছে এসে স্যাডল ছাড়ল মেয়েটা। ঘোড়ার লাগাম বাঁধার ঝামেলায় গেল না, লাগাম মাটিতে লুটাচ্ছে। ওর হাতে পিস্তল দেখে থমকে দাঁড়াল। 'কি হয়েছে?'

'কেউ আমাকে গুলি করেছে। একটু আগে। দেয়ালের একটা চেরা দিয়ে বাইরে থেকে গুলি করেছে।' দেয়ালে চেরাটা মেয়েটিকে দেখাল জন।

ভুরু কুঁচকে গেল জুডিথের। 'লোকটাকে দেখেছ?'

'না। কিন্তু আমার ধারণা ওই একই লোক গতকাল অ্যাম্বুশ করেছিল। কি জানো, আগেও একবার চেষ্টা করেছিল এবং ভবিষ্যতেও করবে। তোমার বরং এখানে না থাকাই ভাল।'

'বাটলার বলল তুমি নাকি আহত হয়েছ। যাকগে, আমার মনে হয় বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া উচিত তোমার।'

'ওই বিছানায়?'

'দেয়ালের চেরাটা বন্ধ করে দিয়েছ, তাই না? তাহলে ওটা দিয়ে আর গুলি করতে পারবে না কেউ। বিশ্রাম দরকার তোমার।'

'তুমি কি দয়া করে ঘণ্টাখানেক থাকতে পারবে? ঠিকই বলেছ, সত্যিই বিশ্রাম দরকার আমার। তুমি যদি কিছুক্ষণ থাকো, তাহলে ঘুমানোর চেষ্টা করব।'

'থাকব। যাও, বিছানায় যাও।'

ঘুরে কেবিনের বাইরে চলে গেল জুডিথ, ঘোড়াটাকে করালে নিয়ে যাবে বোধহয়। দানাপানি দেবে। বিছানার কিনারে বসে মেয়েটিকে চলে যেতে দেখল জন। ছিপছিপে দেহ ওর, শীর্ণকায় বলা যাবে না, চলাফেরার মধ্যে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তা রয়েছে; হয়তো অহঙ্কারই বলা যাবে এটাকে। জন মনে মনে ভাবছে মেয়েটিকে রায়ান বেন্টন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। যত যাই হোক, এটা ওর ব্যাপার নয়। নিজের পরিচয় ভুলে যায়নি, বিল লিপম্যানের র‍্যাঞ্চে সামান্য একজন কাউহ্যান্ড ও।

ঘোড়ার যত্ন নিয়ে কেবিনে ফিরে এল জুডিথ। ভেতরে এসে সরু চোখে তাকাল ওর দিকে। 'শুয়ে পড়ছ না কেন? আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।'

বাঙ্কে শরীর এলিয়ে দিল জন, সামান্য হলেও স্বস্তি বোধ করছে। অনুভব করল ধীরে ধীরে উদ্বেগ ছেড়ে যাচ্ছে ওকে, শিথিল হয়ে আসছে পেশীগুলো। ক্লান্তি আর দুর্বলতার কাছে আত্মসমর্পণ করল। শেষ যেটা মনে রইল, দেখেছে দরজার কাছে একটা চেয়ারে বসে বাইরের বিষণ্ন বিকেলের দিকে তাকিয়ে আছে জুডিথ লিপম্যান।

নীরব, আবছা অন্ধকারাচ্ছন্ন কেবিনে চোখ মেলে তাকাল জন। চোখ খোলার আগেই মৃদু স্বরের আলাপ কানে এল। একাধিক কণ্ঠ। তাকিয়ে দেখল ফুয়েন্তেস আর স্কট রাউন্ডি কথা বলছে। জুডিথ লিপম্যানকে কোথাও দেখতে পেল না।

'ঘুমাও,' ওর নড়াচড়া টের পেয়ে সহাস্যে নির্দেশ দিল মেক্সিকান। 'বেশ তো ঘুমাচ্ছিলে, জেগেছ কেন?'

'জুডিথ কোথায়?'

'আমরা আসার পর বাথানে ফিরে গেছে। আসলে, স্কট আসার পর। ওর পর আমি এসেছি। ঘুমাতে পারোও বটে! আমি আসার পর প্রায় দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।'

কিছুক্ষণ একই ভাবে শুয়ে থাকল জন, তারপর উঠে বসল। 'খিদে পেয়েছে তোমাদের? স্টু আছে···স্বাদটা দারুণ···কিছু টরটিয়াও আছে। টরটিয়া কেমন লাগে তোমার?'

'দারুণ! বহুদিন জিনিসটা পেটে পড়েনি। শেষবার মেক্সিকোয় খেয়েছিলাম।'

'ছোহ্! আমার কাছে ফালতু জিনিস মনে হয়,' বলল স্কট। 'আমি পছন্দ করি গরম গরম বিস্কুট!'

ফায়ারপ্লেসের দিকে একটা আঙুল তুলল ফুয়েন্তেস। 'ওই যে, জিনিসপত্র রাখা আছে। পারলে তৈরি করো।'

দাঁত বের করে হাসল স্কট। 'উঁহুঁ, টরটিয়াই খাব।' জনের দিকে ফিরল তরুণ কাউহ্যান্ড। 'জুডিথের কাছে শুনলাম গুলি খেয়েছ তুমি?'

দেয়ালে ঠেসে ধরা কাঠটা দেখিয়ে ব্যাখ্যা করল জন। নীরবে শুনে গেল ফুয়েন্তেস, কোন মন্তব্য করল না।

'তোমার সঙ্গে রাইড করব না আমি!' তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিল স্কট। 'বলা যায় না, ওই ব্যাটা হয়তো ভুল করে আমাকেই গুলি করে বসতে পারে।'

'গরু পেলে?'

'আজ ষোলোটা পেয়েছি। বেশিরভাগই বয়স্ক। অবশ্য দু'বছর বয়সী একটা বাছুর পেয়েছি, একেবারে ব্রিন্ডলের মত দেখতে।'

'ওটাকে দেখেছ নাকি?'

'ধারে-কাছে আছে। ক্রীকের পাড়ে ট্র্যাক দেখেছি। দিনের বেলায় ঝোপঝাড়ে থাকে ওটা, কিন্তু রাতের বেলায় পেটের জ্বালা মেটাতে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসে।'

বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করল ওরা। ঘোড়া, গরু আর র‍্যাঞ্চের অবস্থা সম্পর্কে শুরু হলেও আলাপের বিষয়বস্তু ক্রমশ মহিলা, তাস এবং ল্যাসো ছোঁড়ার ধরন থেকে পরিচিত রাইডার, বেয়াড়া গরু বা বলদের বিষয়ে চলে গেল। একসময় ঘুমিয়ে পড়ল জন, ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখল–মুখহীন একটা ক্লীব জীব ক্রমাগত তাড়া করছে ওকে, খুন করতে চাইছে–ভয়ঙ্কর এই ধাওয়ার কোন শেষ নেই।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল ওর, ঘেমে ভিজে গেছে পুরো শরীর। তাকিয়ে দেখল স্কট আর ফুয়েন্তেস, দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ফায়ারপ্লেসের আগুনে আলোকিত পুরো কেবিন, খোলা দরজা পথে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ভেতরে।

করালের কোণে নড়াচড়া করছে একটা ঘোড়া, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছিল জন, ঠিক তখুনি অসঙ্গতিটা ধরতে পারল–*ঘোড়া নয় ওটা!* যেন এক বালতি ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে শরীরে–শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র।

ঘুরে পাশ ফিরছিল, তখনই খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। ঘূর্ণন থামল না, বরং আরও ত্বরান্বিত করল ও। গড়ান দিয়ে মেঝেয় পড়তে দিল শরীর। একই দিনে দ্বিতীয়বারের মত ওকে লক্ষ্য করে ছুটে এল একটা বুলেট, এইমাত্র যেখানে ছিল ও–ঠিক বালিশে বিঁধল!

ঝটিতি সক্রিয় হলো ফুয়েন্তেস, হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। এদিকে গড়ান দিয়ে দেয়ালের দিকে সরে গেছে স্কট, হাতড়ে বেড়াল রাইফেলের জন্যে। মেঝেয় সটান পড়ে রয়েছে জন, অনুভব করল প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে উরুতে। তাছাড়া হঠাৎ করে পড়ে যাওয়ায় কনুই ছড়ে গেছে। তীব্র ইচ্ছে হলো খিস্তি করে গায়ের ঝাল ঝাড়বে, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। পরিস্থিতি এমন যে সামান্য একটা শব্দও বাইরের লোকটিকে ওদের অবস্থান জানিয়ে দিতে পারে, তাহলে আন্দাজের ওপর গুলি করবে লোকটা।

টুঁ শব্দও করছে না কেউ। একটু পরই বাইরে খুরের শব্দ শোনা গেল, ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। মিনিট কয়েকের মধ্যে মিলিয়ে গেল শব্দটা।

'তোমার জায়গায় হলে,' গম্ভীর সুরে বলল স্কট। 'ওই গরুচোরের পেছনে লাগতে যেতাম না আমি!'

'এটাই চাইছে ওরা,' বলল ফুয়েন্তেস। 'শুধু জনই নয়, হয়তো সবাইকে নিরস্ত্র করতে চাইছে, তুমিও এর বাইরে নও।'

দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে লণ্ঠন ধরাল মেক্সিকান, তারপর চিমনি ঠিক

করল। রোল করা কম্বলটা দেখাল জন, যেটাকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করছিল। ছোট্ট কিন্তু পরিষ্কার একটা গর্ত ওটায়, যদিও আশপাশে উলের বিচ্যুতিও ঘটেছে।

'উঁহুঁ, আমি হাল ছেড়ে দেই সেটা চায়নি সে,' নিজের মতামত জানাল ও। 'বরং চায় আমার লাশ পড়ুক!'

তেরো

ঢালের ওপর থেকে সাদাসিধে র‍্যাঞ্চহাউসটাকে অক্টোবরের উষ্ণ রোদে ঝলসাতে দেখতে পেল জন ক্যালকিন। ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করল ওর ঘোড়া। ফুয়েন্তেস আর স্কট রয়েছে সঙ্গে। লাইন-কেবিন থেকে র‍্যাঞ্চহাউস যথেষ্ট দূরে, নিরাপত্তার কথা ভেবে জনকে পুরো পথ একা আসতে দিতে ইচ্ছুক ছিল না দু'জনের কেউ। বাঙ্কহাউসে যখন পৌঁছল ওরা, ততক্ষণে সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে জন।

পোর্চে এসে দাঁড়াল জুডিথ। 'কি হয়েছে?'

স্কট এগিয়ে গেল ওর দিকে, এদিকে জনকে নিয়ে বাঙ্কহাউসে ঢুকে পড়েছে ফুয়েন্তেস। 'এখানেই ভাল থাকবে তুমি, জন,' মৃদু স্বরে বলল মেক্সিকান। 'জো ছাড়াও কার্টিস আছে। লাইন-কেবিনের চেয়ে ঢের নিরাপদ বোধ করবে।'

'যথেষ্ট ভাল আছি,' তর্ক করল জন। 'জ্বর নেই। শুধু ক্লান্তি লাগছে, এই যা। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিলে সেটাও চলে যাবে। দু'দিন পর কাজ শুরু করতে পারব।'

'তাহলে থাকছ তুমি?' খানিকটা বিস্ময়ের সুরে জানতে চাইল ফুয়েন্তেস। 'আমি তো ভেবেছিলাম…'

'হ্যাঁ। কেউ অ্যাম্বুশ করেছিল আমাকে। ওই লোকটাকে খুঁজে বের করব, দেখতে চাই সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গুলি করার সাহস ওর হয় কিনা। চলে গেলে ওর পরিচয় কখনোই জানতে পারব না।'

দু'দিন পূর্ণ বিশ্রাম নিল ও। তৃতীয়দিন বাইরে এসে হাঁটাহাঁটি করল কিছুক্ষণ, খাওয়ার সময় নিজেই ডাইনিংরুমে চলে গেল। কেউ ওর জন্যে খাবার নিয়ে আসবে, ধারণাটা পছন্দ করতে পারছে না আর। বিছানায় পড়ে থাকতে বিরক্তি লাগছে, স্যাডলে চড়ে খোলা প্রেয়ারিতে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে অদম্য হয়ে উঠেছে। তবে বিশ্রাম নেওয়ার ফাঁকে চিন্তা-ভাবনা করেছে ও, বেশ কিছু ধারণা মাথায় এসেছে।

র‍্যাঞ্চহাউসে জুডিথ ছাড়া আর কেউ নেই। ডাইনিংরুমের টেবিলে গিয়ে বসল ও। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ওকে দেখে বিস্মিত হলো মেয়েটা। 'আরে, নিজেই চলে এসেছ! আমি তো ভাবছিলাম তোমাকে দেখতে যাব এখুনি।'

'আসতে অসুবিধে হয়নি আমার।'

কফিপট আর দুটো কাপ দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল জুডিথ, সম্ভবত খাবার নিয়ে আসবে। বাইরে কারও সাড়া পেল জন। হোলস্টারে সিক্সশূটারের ফিতা খুলে ফেলল। ভাবছে হয়তো বিল লিপম্যান হতে পারে, কিন্তু ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক নয়। কারও উদ্দেশে যখন কয়েকবার গুলি করা হয়, স্বভাবতই অল্পতে শঙ্কিত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে সে। জনের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে এখন।

দরজায় উঁকি দিল বিল লিপম্যান। 'কে, জুডিথ নাকি?'

'না, আমি ক্যালকিন।'

একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে, চেয়ার হাতড়াচ্ছে। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জন, স্টিরাপ-আয়রন মালিকের হাত চেপে ধরল, তারপর পাশের চেয়ারে এনে বসাল তাকে।

'ক্যালকিন? তুমিই কি বিপদে পড়েছিলে?'

'আমাকে গুলি করেছিল কিনা, এটাই জানতে চাইছ তো?'

'কে? কাজটা কার? বেন্টনদের কেউ?'

রান্নাঘরের দরজায় দেখা গেল জুডিথকে। বাবার ওপর থেকে জনের মুখে চলে গেল ওর দৃষ্টি, কিন্তু প্রশ্নটা করল লিপম্যানের উদ্দেশে। 'কফি চাই তোমার?'

'হ্যাঁ।'

দ্বিধা করল জুডিথ। 'জন গুলি খেয়েছে। এখনও সেরে উঠেনি।'

'আহত হয়েছ? এতক্ষণ বলোনি! তুমি ঠিক আছ তো, বয়? রাইড করতে পারবে?'

'দু-একদিনের মধ্যে কাজ করতে পারব,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল জন। বিল লিপম্যানের কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে রীতিমত বিরক্তি অনুভব করছে, কিন্তু জিনিসটা কি ধরতে পারছে না। না চাইলেও তিক্ত অতীত এসে ভিড় করছে দু'জনের মাঝখানে, সেটাও অস্বস্তি আর বিরক্তির কারণ হতে পারে। অল্পতে ত্যক্ত হয়ে উঠছে ও'।

কফি পান করার ফাঁকে র‍্যাঞ্চের খুঁটিনাটি নিয়ে আলাপ করল ওরা। ইতোমধ্যে টেবিলে খাবার পরিবেশন করেছে জুডিথ। 'আশা করছি এ ঘটনার পর আমাদের ছেড়ে চলে যাবে না তুমি, সান। জুডিথ আর আমি···তুমি থেকে গেলেই খুশি হব আমরা।'

'রাউন্ড-আপ শেষ হলে চলে যাব বোধহয়।'

'শুনলাম বক্স সোশ্যালে কোন্ এক মেয়ের ডিনার কিনেছ তুমি? বেশ কিছু খরচ হয়েছে তোমার,' সামান্য থামল সে। 'মেয়েটা কে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমিও ওর পরিচয় জানি না। পুরো নাম বলেনি। ওকে কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়েছি।'

ভুরু কোঁচকাল লিপম্যান, আঙুল দিয়ে টেবিলে তাল ঠুকছে। 'বুঝতে পারছি না। এখানে একে অন্যকে চেনে সবাই,' মেয়ের দিকে ফিরল সে। 'তাই না, হানি?'

'মেয়েটা কে বা কোত্থেকে এসেছে, ধারণা নেই কারও,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায়

জানাল জুডিথ। 'মেয়েটা অবশ্য···মোটামুটি সুন্দরী।'

একটু পর পাশের কামরায় চলে গেল বিল লিপম্যান।

কফির মগে মাঝে মধ্যে চুমুক দিচ্ছে জন, তারপরও ঢুলতে শুরু করেছে। মনে মনে ভাবছে অ্যাম্বুশের কথা। দেয়ালের পলেস্তারা সরিয়ে যে-ই গুলি করুক, জানত ঠিক কোন্ জায়গার পলেস্তারা সরাতে হবে। যদিও এতে আসলে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ লাইন-কেবিনগুলো যে-কোন ক্রুই ব্যবহার করে, এমনকি অন্য আউটফিটের কাউহ্যান্ড হলেও রাত কাটায়। দৃশ্যত, আশপাশে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে প্রতিটি কাউবয় চেনে লাইন-কেবিনটা।

'রাউন্ড-আপ কেমন চলছে?' জুডিথকে প্রশ্ন করল ও।

'ভাল···প্রায় চারশো গরু জড়ো করেছি আমরা।'

'রায়ান এরমধ্যে এসেছে নাকি?'

মুখ আরক্ত হলো মেয়েটার, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল ঠোঁটজোড়া। রুক্ষ স্বরে জবাব দিল: 'তোমার ব্যাপার নয় এটা!'

'ঠিকই বলেছ,' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জন। 'এমনিতে জানতে চেয়েছি। মনে হয় না এ নিয়ে কথা বলব আর।'

'তাই কোরো!' কিছুটা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল জুডিথ।

সন্দেহ নেই ঠিকই বলেছে জুডিথ, জনের প্রশ্নে যুগপৎ বিব্রত এবং ত্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন করার অধিকার নেই ওর, কিন্তু মনে মনে এও ভাবছে রায়ান বেন্টনের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কের ব্যাপারে কতটা জানে বিল লিপম্যান।

পরের দুটো দিন বিশ্রাম আর ঘুমানোর মধ্যে কাটল জনের। মুখে রুচি ফিরে এসেছে, হাঁটাহাঁটি করতে ক্লান্তি লাগছে না। তৃতীয়দিন ওর জন্যে ঘোড়া সাজিয়ে দিল স্কট, স্যাডলে চড়তে সাহায্য করল ওকে; একা কাজটা করতে দ্বিধা করছে জন, আশঙ্কা করছে যে ক্ষতের মুখ খুলে যাবে। র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে জড়ো করা গরুর পালের কাছে চলে এল।

বার্ট হার্লে রয়েছে এখানে। একটা রাইফেল শোভা পাচ্ছে হাতে। রাইফেলটা ভাল, নিয়মিত যত্ন নেয়া হয়।

'ভালই তো,' গরুর পাল নিরীখ করে মন্তব্য করল জন।

'ড্রাইভ করার জন্যে যথেষ্ট হয়েছে বোধহয়,' সংক্ষেপে বলল সে।

দল থেকে কেটে পড়ার ধান্ধা করছে বিশাল একটা গাভী, ওটাকে নিরস্ত করতে এগিয়ে গেল হার্লে। এখানকার ঘাস মন্দ নয়, পর্যাপ্তও; পানির কাছাকাছি রয়েছে সব গরু, ছড়িয়ে পড়ার নমুনা দেখা গেল না। পালের উল্টোদিকে আরেক রাইডারকে দেখতে পেল জন, ধারণা করল স্কট রাউন্ডি হবে লোকটা।

পুরো এক সপ্তাহ পর ফের স্যাডলে চাপতে পেরে স্বস্তি বোধ করছে জন, রীতিমত উপভোগ করছে। তাছাড়া নিজের ডান মাসট্যাঙে চেপেছে। বার্ট হার্লের মধ্যে গল্প করার অনাগ্রহ দেখে সরে এল ও। পালের ওপর নজর বুলানোর ফাঁকে পাহাড়ের দিকে চলে গেল। তবে স্বাভাবিক সতর্কতা বিস্মৃত হয়নি।

র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে ঘোড়া ছোটাবে, তখনই জো বাটলারকে দেখতে পেল।

পাহাড়ের পশ্চিম ঢাল ধরে নেমে আসছে সে, সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের কয়েকটা গরু। ঘোড়ার লাগাম টেনে অপেক্ষায় থাকল জন, গরুগুলো কাছাকাছি আসতে ওগুলোকে করালে ঢোকাল, মূল দলের সঙ্গে জড়ো করল। দু-একটা ছাড়া সবই স্পার ব্র্যান্ডের।

সামনে এসে ঘোড়া থামাল জো, মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে ভুরু মুছল হাতের চেটো দিয়ে। ঠাণ্ডা বাতাস সত্ত্বেও ঘামছে সে। 'কেমন বোধ করছ?' জানতে চাইল স্টিরাপ-আয়রন র‍্যামরড।

'ভালই। আরেক দিন বিশ্রাম পেলে ভাল হত।'

'নিশ্চই···তবে ছোটখাট কাজে লাগাতে পারব তোমাকে,' স্মিত হাসল সে। 'পশ্চিমে কাজ করার ইচ্ছে এখনও আছে তোমার?'

'যে-কোন সময়,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল জন, মন টানে না এমন কিছুতে সম্মতি দিতে অনভ্যস্ত।

'বেশ···কিন্তু সতর্ক থেকো।'

র‍্যাঞ্চে ফিরে নিজেই স্যাডল খসাল ও। অফুরন্ত সময় পেলে সবাই যা করে, বাঙ্কহাউসে এসে খানিকটা চিন্তা-ভাবনা করার বিলাসিতা দিল নিজেকে।

কেউ খুন করতে চাইছে ওকে···কেন?

প্রশ্নটার জবাব পাওয়া গেল না।

আরও একটা দিন শুয়ে-বসে কেটে গেল। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে জন, কেন কাজে যোগ দেয়নি। পরদিন সকালে কালো কেশর আর লেজঅলা বে ঘোড়ায় স্যাডল পরাল। ঘোড়াটা ছোটখাট। তবে ছোট ঘোড়ার সুবিধেও রয়েছে–রাউন্ড-আপের সময় ল্যাসো ছুঁড়তে সুবিধে হয়।

লাইন-কেবিনে এসে কাউকে পেল না ও, তবে ফুয়েন্তেসের একটা নোট পেল। কয়লার ওপর এক টুকরো কাঠ দিয়ে চাপা দেওয়া, নোটে লেখা:

ব্রিভলকে ধারে-কাছে দেখা গেছে, সতর্ক থেকো।

বেশ, সতর্কই থাকবে। বেয়াড়া ওই বলদের সঙ্গে খুনসুটি করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, যদি না এড়িয়ে যেতে পারে।

প্রায় সারা দিন অগভীর কয়েকটা অ্যারোয়োয় কাজ করল ও, আটটা গরু রাউন্ড-আপ করল; মেসার কিনারে আরও কয়েকটাকে পেয়ে সব গরু খেদিয়ে মূল বাথানের দিকে এগোল।

দুপুরের দিকে লাইন-কেবিনে পৌঁছল ও। ঘোড়া বদল করার জন্যে থামল। সবে তখন রেঞ্জ থেকে ফিরেছে ফুয়েন্তেস। একটা স্টিল-ডাস্টে স্যাডল চাপাল জন, আগে কখনও চড়েনি ওটায়; তারপর কেবিনে ঢুকল কফি গেলার জন্যে।

শুরু থেকে চুপচাপ রয়েছে ফুয়েন্তেস, হঠাৎ নীরবতা ভাঙল। 'সেদিন আমাদের রেঞ্জে ঘোরাঘুরি করছিল বেন্টন। তিনবার দেখেছি ওকে। ইচ্ছে করে দেখা দেয়নি, চেষ্টা করছিল যাতে কারও চোখে না পড়ে।'

'একা?'

'সি।'

ব্যাপারটা ভেবে দেখার মত বিষয় বটে, কারণ আশপাশের তৃণভূমিতে বি-ডব্লুর গরু সুচ-খোঁজা করলেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। রাউন্ড-আপের সময় বেন্টনদের কিছু গরু পেয়েছে ওরা, সেগুলোকে খেদিয়ে দিয়েছে বি-ডব্লুর সীমানার দিকে।

ধাঁধা জিনিসটা পছন্দ করে না জন। গরু সামলাতে ভাড়া করা হয়েছে ওকে, তাই করার ইচ্ছে। কিন্তু এও ঠিক, আশপাশে কি হচ্ছে না জেনে অচেনা আততায়ীর বুলেটে বিদ্ধ হয়ে মরার ইচ্ছেও নেই। ফিল বেন্টন একজন চরমপন্থী মানুষ; চলার পথে যাই পড়বে স্রেফ মাড়িয়ে যায় সে; উইলসনকেও এরচেয়ে শ্রেয়তর বলা যাবে না। রায়ান বেন্টন মূর্তিমান এক আপদ, নিজের ওজন জানে না অথচ প্রমাণ করার জন্যে মুখিয়ে থাকে সর্বক্ষণ। নিজের সমস্যা নিজেই মোকাবিলা করতে সক্ষম মেজর, অন্তত তাই ধারণা জনের। অথচ বিল লিপম্যান···একজন অন্ধ লোক কিই-বা করতে পারবে?

বিশ্বস্ত কিছু কাউহ্যান্ড আছে বুড়োর। জো বাটলার ম্যান হিসেবে প্রথম সারির।

'অস্থির হয়ো না,' পরামর্শ দিল মেক্সিকান। 'ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

শ্রাগ করল জন। 'তাতে কি? তোমার ওপর সব কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেব?'

'ওই ঘোড়াটার ব্যাপারে সতর্ক থেকো,' বাইরে বেরোনোর পর জনকে সতর্ক করল সে। 'ভুলেও ওটার পিঠে চড়ার সময় দড়ি ব্যবহার কোরো না। খুব চালু ঘোড়া, সম্ভবত ওটার চেয়ে দ্রুতগতির ঘোড়া নেই আমাদের। কাটিং হর্স হিসেবে ভাল, কিন্তু দড়ি ব্যবহার করতে গেলে বিপদ হতে পারে।'

আলাদা হয়ে দক্ষিণ-পুবে এগোল জন, যেখানে প্রথম ওকে অ্যাম্বুশ করেছিল লোকটা। হয়তো নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা আর খামখেয়ালিপনাই প্রকাশ পায় এতে, কিন্তু নগদ লাভের ব্যাপারটাও কম নয়। প্রথম কয়েক মিনিটে ছয়টা গরু খুঁজে পেল ও, ঝোপঝাড় থেকে ওগুলোকে খেদিয়ে বের করে ফিরতি পথ ধরল। চলার পথে আরও কয়েকটা গরু খুঁজে পেয়ে, সবগুলোকে নিয়ে অপেক্ষাকৃত ঘেসো জমি ধরে র‍্যাঞ্চের দিকে এগোল।

ঘোড়ার ট্র্যাকের খোঁজে ট্রেইলে নজর রাখছে ও, মাঝে মধ্যে আশপাশের জমি জরিপ করছে। কোথাও কিছু চোখে পড়ল না। আচমকা বেশ কয়েকটা গরু আবিষ্কার করল, ওগুলোকে ট্রেইলে নিয়ে আসা মাত্র, কাছাকাছি ঝোপের ভেতরে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ শুনতে পেল। চমকে উঠল স্টিল-ডাস্ট, অস্থির ভঙ্গিতে এগোতে শুরু করল, অক্ষিপটে কয়েক পাক খেল ওটার দুই চোখ। সন্দেহ নেই ঝোপের ভেতরে ব্রিন্ডলের উপস্থিতি টের পেয়েছে ঘোড়াটা।

বলদটার সঙ্গে গোলমাল করার ইচ্ছে নেই জনের। সত্যি কথা বলতে কি, কিছুদিন আগে সম্ভবত ওটাই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে।

ব্রিন্ডলকে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে উদার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ও, তারপর স্টিল-ডাস্টের গতি বাড়িয়ে দিল। কিছুদূর এসে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল,

ঝোপের কিনারে দেখতে পেল ওটাকে, মাথা উঁচু করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ব্রিন্ডলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে জন। বুনো, বেপরোয়া এবং খুনে বলদ; কোন একদিন হয়তো ওটার হাতে মারা পড়বে কোন কাউহ্যান্ড, দুর্ভাগা লোকটা ও-ও হতে পারে। কিন্তু বুনো, ক্ষিপ্র, জেদী, সর্বক্ষণ লড়াকু মেজাজে থাকে, নিজের এলাকায় বহুদিন ধরে কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে; এরকম একটা প্রাণীকে দেখার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ রয়েছে, অন্তত জনের কাছে।

লংহর্ন যদি বুনো হয়ে পড়ে, এরচেয়ে ভয়ঙ্কর বা বিপজ্জনক প্রাণী আর হতে পারে না। কোন কিছুই পরোয়া করে না ওরা, এমনকি চলার পথে গ্রিজলীর মুখোমুখি হলেও লড়াই করবে; নিজের আধিপত্য ঠিকই প্রতিষ্ঠিত করবে।

জনের ধারণা এলাকার বেশিরভাগ মানুষই ব্রিন্ডলকে দড়ি পরাতে পারলে রোমাঞ্চিত হবে, কঠিন এক চ্যালেঞ্জে জয়ী হওয়ার আনন্দ পাবে। বুনো আনন্দ। কারণ যখনই ওটাকে দড়ি পরানো হবে, পরের অবস্থা হবে সাইক্লোনের সঙ্গে লড়াই করার মত; হয় জিতবে নয়তো নিজেই খুন হয়ে যাবে। কাউহ্যান্ড মাত্রই দড়ি পেলে মুক্ত এবং ছুটন্ত যে-কোন প্রাণীর ওপর ব্যবহার করবে–সেটা হতে পারে গরু, ঘোড়া, নেকড়ে, কয়োট, পাহাড়ী সিংহ কিংবা ভালুক। জন এমনও এক কাউহ্যান্ডের কথা জানে যে ল্যাসো ছুঁড়ে একটা ঈগল ধরেছিল।

কিন্তু ব্রিন্ডলের ব্যাপারে ওর দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে পরিষ্কার–ওটাকে দড়ি পরানোর কিংবা ওটার পিছু লাগার কোন ইচ্ছে নেই…যদি না ব্রিন্ডল নিজেই ঝামেলা করে।

যা ইচ্ছে করতে পারে ওটা।

উঁচু ঢালের চূড়ায় উঠে এসে রাশ টানল ও। উপত্যকায় চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল। ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, একটা বলদকে দড়ি পেঁচিয়ে শুইয়ে দিয়েছে।

ব্র্যান্ডিং করছে? উঁহুঁ, আগুন তো জ্বালায়নি!

ঢাল ধরে ধীর ভঙ্গিতে এগোল জন, উইনচেস্টারটা টেনে নিল স্ক্যাবার্ড থেকে।

বলদটা মরে গেছে। গলা কাটা হয়েছে ওটার, ঠিক এ মুহূর্তে ওটার পাছা থেকে এক চাক মাংস কাটছে লোকটা। বলদটাকে চেনে জন, সুস্থতার পর প্রথমদিন ওটাকে রাউন্ড-আপ করার চেষ্টা করেছিল। 'আমি কি তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারি,' নিরুত্তাপ স্বরে জানতে চাইল ও। 'নাকি মাত্র একজনের পার্টি এটা?'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, হোলস্টারে চলে গেছে হাত।

ফিল বেন্টন!

চোদ্দ

স্রেফ জায়গায় জমে গেল বি-ডব্লু মালিক; মুখ-কান লালচে হয়ে গেছে, তারপর তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খাওয়া মানুষের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। 'দেখো,' জড়সড় স্বরে বলল সে। 'তুমি যা ভাবছ, ব্যাপারটা তা নয়।'

'পিস্তল থেকে হাত সরাও!' শীতল সুরে নির্দেশ দিল জন। 'তারপর ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব আমরা।' অপেক্ষায় থাকল ও, সতর্ক। দেখল ধীর ভঙ্গিতে পিস্তল থেকে হাত সরিয়ে নিল সে, কোমরের পাশে স্থির হলো হাত দুটো। 'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের একটা বলদ জবাই করেছ তুমি, মি. বেন্টন,' সোজাসাপ্টা বলল ও। 'আমাদের রেঞ্জে, এবং আমাদেরই গরু। এরচেয়ে ছোট কারণেও লোকজনকে দড়িতে ঝুলতে দেখেছি আমি।'

কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে আবিষ্কার করার পরিণতি টের পাচ্ছে ফিল বেন্টন, সমস্ত দৃঢ়তা বা জেদী ভাব উধাও হয়ে গেল চেহারা থেকে। সতর্ক চাহনিতে জন ক্যালকিনকে মাপছে। 'ক্যালকিন, স্বীকার করছি গরুটাকে জবাই করা ঠিক হয়নি। কিন্তু সন্দেহ দূর করার জন্যে কাজটা করেছি। গরুটা তোমাদের ঠিকই, তবে ব্র্যান্ডটা আমার!'

'তোমার ব্র্যান্ড?' হতচকিত স্বরে জানতে চাইল ও। গরুটাকে আগের দিনও দেখেছে, কিন্তু খুঁটিয়ে ব্র্যান্ড দেখার গরজ অনুভব করেনি। যে-কোন কাউহ্যান্ড চলার পথে স্রেফ চোখ বুলায়, দরকার না পড়লে খুঁটিয়ে দেখে না। অন্য গরুর ভিড়ে মিশে ছিল এটা, যেভাবে হোক ওর চোখ এড়িয়ে গেছে। 'আমাদের গরু, অথচ গায়ে তোমার ব্র্যান্ড?' ফের জানতে চাইল ও।

'ক্যালকিন, এই ব্র্যান্ডটা দু-তিন বছরের পুরানো। বিশ্বাস করো আর নাই করো, রাসলার নই আমি। নিজের র‍্যাঞ্চে গরুর সংখ্যা বাড়াতে চাই, সত্যি, কিন্তু সৎ ভাবে, কারও গরু ছাপ্পড় মেরে বা চুরি করে নয়।' ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, জনের নির্বিকার মুখ দেখছে প্রত্যাশা নিয়ে। 'লিপম্যান হয়তো কথাটা বিশ্বাস করে না, কিংবা তোমরা, ওর লোকেরাও বোধহয় বিশ্বাস করো না। কিন্তু এটাই সত্যি। খিদে মেটানোর তাগিদে ছাড়া কারও গরুর মাংস ছুঁইনি আমি···বাড়ি থেকে দূরে থাকলে সবাই তাই করে।

'বহুদিন ধরে বলদটাকে দেখছি, কয়েক বছর আগে তোমাদের গরুর সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল। রেঞ্জে এটাই হয়। কোন বাছুর মা হারিয়ে ফেললে অন্য গরুর সঙ্গে মিশে যায়। আজকের আগে আমল দেইনি ব্যাপারটা, কিন্তু হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠি আমি।' বলদটার পাছা থেকে তুলে নেওয়া চামড়া দেখাল বেন্টন।

সে কি দেখাতে চাইছে জানে জন। একটা ব্র্যান্ডের ওপর যখন দ্বিতীয়বার

ব্র্যান্ড করা হয়, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু চামড়ার ভেতরের দিকে পুরানো ব্র্যান্ডের ছাপ ঠিকই রয়ে যায়। 'বেশ, বোঝা গেল নতুন ব্র্যান্ড বসানো হয়েছে,' স্বীকার করল ও। 'স্টিরাপ-আয়রনের ওপর তোমার মার্কা বসানো হয়েছে। ঘটনাটা তোমার বিরুদ্ধে যায়, তাই না? এবং দাঁড়িতে ঝোলানোর প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে নড করল সে। 'ক্যালকিন, শপথ করে বলতে পারব কাজটা আমার নয়; কিংবা আমার ছেলেদেরও নয়। স্বীকার করছি ইদানীং কঠিন কিছু লোক ভাড়া করেছি, কিন্তু দু'বছর আগেও যারা আমার কাউহ্যান্ড ছিল–এখনও রয়েছে–সবাই সৎ ওরা।' ফের থামল সে, তারপর খেই ধরল: 'আমার ব্র্যান্ডঅলা একটা গরু জবাই করে কেন ব্র্যান্ড পরখ করব? ক্যালকিন, এখানে অবশ্যই কোন ঘাপলা আছে। জানি না সেটা কি কিংবা কোথায়, কিন্তু ইচ্ছে করে দ্বিতীয়বার ছাপ্পড় মারছে কেউ। তোমাদের গরুতে আমার মার্কা ব্যবহার করছে, আমার গরুতে তোমাদের মার্কা বসাচ্ছে। এর মানে বুঝছ?'

ফিল বেন্টনকে যতই অপছন্দ করুক, লোকটা সে যতই কঠিন, চাঁছাছোলা স্বভাবের বা বেপরোয়া হোক না কেন, এ মুহূর্তে তাকে বিশ্বাস করতে আপত্তি নেই জনের। যুক্তি আছে তার কথায়। 'কেউ ঝামেলা পাকাতে চাইছে···বরং বলা উচিত ঝামেলা উস্কে দিতে চাইছে,' শেষে মন্তব্য করল ও। 'হয়তো আমাদের মধ্যে একটা লড়াই বাধাতে চাইছে।'

'আমিও তাই ভেবেছি।'

'লড়াই শেষে মালিকহীন হয়ে পড়বে যে-র‍্যাঞ্চগুলো, সবক'টার মালিক হওয়ার বুদ্ধি এঁটেছে? বিশাল রেঞ্জ, অসংখ্য গরু···লোভনীয়! লোকটা বোধহয় এও ভাবছে সেজন্যে পর্যাপ্ত সময় পড়ে আছে ওর হাতে।'

'হয়তো···কিন্তু কে?'

অস্বাভাবিক হলেও, তৎক্ষণাৎ জেনিফারের কথা মনে পড়ল জনের। রহস্য বা ধাঁধা পছন্দ নয় ওর, অন্তত সেটার সঙ্গে যখন নিজের পেশা বা জীবন জড়িয়ে থাকে। এ মুহূর্তে দু'দু'টি ধাঁধা সমাধান করার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে ওদের হাতে।

দুটো ধাঁধার সমাধান কি একই উপায়ে হবে?

জেনিফার আসলে কে? ওর বাড়ি কোথায়, সঙ্গে কে থাকে?

পুরো এলাকার কথা চিন্তা করলে, বিশাল জায়গার তুলনায় এখানে আউটফিটের সংখ্যা নিতান্ত কম। সে-হিসেবে মনে হতে পারে লোকজন হয়তো পরস্পরকে জানে না। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, র‍্যাঞ্চ-সংস্কৃতি এমন এক জিনিস যে ব্যপ্তি কম হলেও লোকজন পরস্পরকে চেনে, জানে···আচার-অনুষ্ঠান যত কমই হোক, সবাই খোঁজখবর রাখে, অন্তত রাখার চেষ্টা করে। আগন্তুক মাত্রই অন্যের চোখে পড়ে, কৌতূহল মিটে যাওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না কেউ; যে পরিবেশ বা জায়গার সঙ্গে খাপ খায় সে, সেটা না জানা পর্যন্ত কৌতূহলের পরিমাণ বাড়তেই থাকে।

অথচ জেনিফার সম্পর্কে কেউই কিছু জানে না।

এতে দুটো জিনিস পরিষ্কার: হয় মেয়েটা এ তল্লাটে নতুন এসেছে, নয়তো অচেনা কোন জায়গায় থাকে।

ওর সঙ্গে আর কে থাকে?

সন্দেহাতীত ভাবে এসবের বাইরে আছে মেজর ডুরেল। চাওয়া-পাওয়ার সমন্বয় ঘটেছে তার জীবনে, নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট; বেসিনে সবচেয়ে মর্যাদাবান মানুষ–নিজের কাছে এবং অন্যদের চোখেও।

'সময় পেলে ভেবো এ নিয়ে,' শেষে বলল জন। 'কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, বেন্টন। সবাইকে জানানোর সময় হয়নি। কোন কিছু জানতে পারলে জানিয়ো আমাকে।' সামান্য দ্বিধার পর অ্যাম্বুশের ঘটনা খুলে বলল ও।

'কিন্তু তোমাকে গুলি করবে কেন?' ফিল বেন্টনের বিহ্বল প্রশ্ন।

'আমাদের কেউ কেউ ভাবছিল এটা তোমার আউটফিটের কাজ। আশপাশে অনেকেই শুনেছে অস্ত্রে আমার হাত চালু, হয়তো তোমার ক্রুরা ভেবেছে আমাকে সরিয়ে দিতে পারলেই মঙ্গল।'

'না···সন্দেহ আছে আমার।' মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল সে, চোখে চোখ রাখল। 'ক্যালকিন, তোমাকে ভয় পায় না আমার ক্রুরা। আসলে কাউকেই ভয় পায় না। প্রয়োজন হলে ঠিকই তোমাকে চেপে ধরবে ওরা, যদি নির্দেশ দেয়া হয়। আমার কোন ক্রু গুলি করেনি তোমাকে।'

'বেশ। যার যার ঘর সামলে রাখব আমরা। দেখে যাব শেষপর্যন্ত কি হয়। আমাদের মধ্যে যদি লড়াই না বাধে, তাহলে হয়তো ভিন্ন কিছু করতে বাধ্য হবে পেছনের লোকটা।'

'রাউন্ড-আপের এ সময়টাই বেশি বিপজ্জনক। কারণ একে অন্যের রেঞ্জে যাব আমরা, গরুর খোঁজ করব। সামান্য ভুল বোঝাবুঝি বা সন্দেহ থেকে রক্তারক্তি হয়ে যেতে পারে।'

একটা হাত তুলে প্রতিশ্রুতি দিল বেন্টন। 'বেশ, তাই করব আমি।'

স্যাডলে চড়ে ট্রেইল ধরে এগোল সে।

চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জন, মনে মনে হিসেব কষছে। ফিল বেন্টন মানুষ হিসেবে যাই হোক, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয়নি। স্যাডল ছেড়ে বলদটার কাছে চলে এল ও, ছুরি বের করে কয়েক চাক মাংস কেটে ঘোড়ায় চড়ে কেবিনের দিকে এগোল।

জো বাটলারের সঙ্গে কথা বলা দরকার। সৌভাগ্যের বিষয়, স্টিরাপ-আয়রনের কোন ক্রুই ঝামেলাবাজ নয়। স্বভাবতই, বি-ডব্লুর সঙ্গে ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা কম।

নতুন করাল তৈরি করা হয়েছে কয়েক মাইল দূরে। পুরো পথ এ নিয়ে ভাবল জন, কিন্তু কোন সমাধানে পৌঁছতে পারল না।

*

জো বাটলার, কার্টিস, ফুয়েন্তেস আর স্কট বেশ খাটছে। ঝোপে ঘেরা একটা জায়গা পরিষ্কার করে, বেড়া দিয়ে অস্থায়ী করাল তৈরি করেছে। গরুগুলোকে প্রথমে এখানে জড়ো করবে, তারপর রাউন্ড-আপ শেষে বাথানে নিয়ে যাবে।

কাজটা বিরক্তিকর, কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। চাহিদার সঙ্গে ইচ্ছে-অনিচ্ছের সমন্বয় ঘটে না সবসময়। আশপাশে বেশ কিছু জায়গা আছে যেখানে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারবে গরুগুলো, এখনও ওসব জায়গা আবিষ্কার করতে পারেনি বটে, কিন্তু ক'দিন থাকলে ঠিকই খোঁজ পেয়ে যাবে; সুযোগটা গরুগুলোকে দিতে নারাজ ওরা, কিংবা প্রাকৃতিক একটা করালে আটকা পড়েছে, এটাও উপলব্ধি করতে দিতে চায় না।

বিকেলে বেশ কিছু গরু নিয়ে এল ফুয়েন্তেস, সবাই মিলে ওগুলোকে করালে ঢোকাল ওরা। গেটের বার তুলে দিয়ে মেক্সিকানের পাশে এসে দাঁড়াল জন, ফিল বেন্টনের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা সংক্ষেপে জানাল।

'কাউকে কিছু বোলো না,' শেষে বলল ও। 'লাইন-কেবিনে যাওয়ার সময় বলদটা দেখতে পাবে। বেন্টনের মত আমারও ধারণা, একটা ঘাপলা আছে কোথাও।'

রোল করা সিগারেট ঝকঝকে দাঁতের ফাঁকে আটকাল ফুয়েন্তেস, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শেষে প্রায় বিভ্রান্ত স্বরে বলল: 'সতর্ক থেকো, অ্যামিগো, খুব সাবধান! আমার মন বলছে শিগ্‌গিরই একটা কিছু ঘটবে। গরুচোরের দল নিশ্চই তোমার আবিষ্কারের খবর পেয়ে যাবে। তোমাকে খুন করার চেষ্টা করবে ওরা।'

'কয়েকবারই চেষ্টা করেছে।'

লাইন-কেবিনে ফিরে এল ওরা। ঘোড়ার যত্ন করে, গোসল সেরে কেবিনে ঢুকল। জিনিসপত্র গুছিয়ে গায়ে শার্ট চাপিয়েছে জন, এ সময় দূরাগত খুরের শব্দ কানে এল। একটু পর ঢালের ওপর অশ্বারোহীকে দেখতে পেল, দ্রুত ছুটে আসছে ঘোড়াটা।

এমিলি ডুরেল।

উইনচেস্টার হাতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ফুয়েন্তেস। উঠানে পৌঁছে রাশ টানল মেয়েটা, পলকের জন্যে তাকাল মেক্সিকানের দিকে। 'তোমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছ! কি হয়েছে?'

'কিছু না,' বলল জন। 'স্রেফ সতর্কতার খাতিরে সরে পড়ছি।'

'বাবা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়,' সরাসরি জনের দিকে তাকাল মেয়েটি। 'তোমাকে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছে।'

'দুঃখিত। ডিনারে যাওয়ার মত কাপড়চোপড় নেই আমার সঙ্গে।'

'যা আছে, এতেই চলবে,' ফুয়েন্তেসের দিকে ফিরল এমিলি। 'দুঃখিত, টনি। বাবা শুধু জনের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে···ব্যাপারটা জরুরী এবং গোপনীয়।'

শ্রাগ করল মেক্সিকান। 'বেশ তো, যাক ও। এমনিতে বাইরে থাকার কথা ছিল আমাদের। তুমি বরং রাতে রেখে দিয়ো ওকে। কাল থেকে কাজ করছে বটে, কিন্তু এখনও দুর্বল ও।'

'দুর্বল?' খেঁকিয়ে উঠল জন। 'যে-কোন সময়ে তোমাকে ধরে আছাড় দিতে পারব!'

সবক'টা দাঁত কেলিয়ে হাসল ফুয়েন্তেস। 'হয়তো, অ্যামিগো। রাতটা কেমন,

খেয়াল করেছ, লং ড্রাইভের জন্যে উপযুক্ত, কিন্তু তোমার জন্যে মোটেও সুবিধের নয়, তাই না?'

জন ঠিকই বুঝতে পারল কি বলতে চাইছে মেক্সিকান, যুক্তিও আছে তার কথায়। কিন্তু ও একাই নয়। 'আজ রাতের বাতাস তোমার জন্যেও সুবিধের হবে না বোধহয়,' স্মিত হেসে জবাব দিল ও। 'তোমাকে একা রেখে যেতে সত্যিই ভয় পাচ্ছি। ভূতেরা যদি পেয়ে বসে?'

'আমাকে?' বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল সে।

'হ্যাঁ। ওরা হয়তো ভাবতে পারে 'আমি যতটা জানি, তুমিও ঠিক ততটাই জানো।'

'তোমরা কি দয়া করে চুপ করবে?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল এমিলি। 'বাচ্চাদের মত কথা বলছ!'

'আমার কি দোষ!' ভালমানুষের মত বলল ফুয়েন্তেস। 'বাঁদরামি ছাড়া কখনও কথা বলতে জানে নাকি ও? অর্থহীন কথা বলে সবসময়।'

সৌভাগ্যক্রমে, লাইন-কেবিনে নিজের একটা পরিষ্কার শার্ট পেল জন। দ্রুত শার্টটা গায়ে চাপাল। মাত্রই গোসল সেরে মাথা আঁচড়েছে, সুতরাং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিল ওরা।

দ্রুত র‍্যাঞ্চে ফিরতে চাইছে এমিলি ডুরেল। দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল, ব্যাপারটা উপভোগ করছে জন, একইসঙ্গে স্বস্তিও বোধ করছে; কারণ ছুটন্ত কোন অশ্বারোহীকে গুলিবিদ্ধ করা কঠিন বৈকি।

মনে মনে কি আশা করেছিল জানা নেই ওর, কিন্তু যা দেখতে পেল–তেমন কিছুও প্রত্যাশা করেনি জন। মেজরের বাড়িটা বিশাল, সুদৃশ্য সাদা রঙের বাড়ি; বিশাল কলাম এবং দীর্ঘ ব্যালকনি ঘিরে রেখেছে সামনের দিকটা। ঘোরানো পোর্চে কিছু চেয়ার আর একটা টেবিল রয়েছে। ছয়টা সিঁড়ি ভেঙে পোর্চে উঠতে হয়।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল ও। 'সত্যিই কি আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে তোমার বাবা? বাঙ্কহাউসে অপেক্ষায় থাকতে বলেনি তো?'

'না!' প্রায় আহত স্বরে বলল এমিলি।

ভেতরে ঢুকল ওরা। সুপরিসর করিডর ধরে এগিয়ে ডানদিকে একটা কামরার দরজায় নক্ করল এমিলি। ভেতর থেকে গম্ভীর স্বরে সম্মতি জানাল কেউ। পাল্লা ঠেলে উষ্ণ ঘরে পা রাখল মেয়েটা। ওপাশে জানালার লাগোয়া আরামদায়ক চেয়ারে বসে আছে মেজর ডুরেল। জনকে দেখে উঠে দাঁড়াল, চোখ থেকে চশমা খুলে হাতে নিল।

'এসো, এসো, সান! দুঃখিত, মিলিকে দিয়ে খবর পাঠাতে হলো। ও অবশ্য এমনিতে বেরোচ্ছিল, ভাবলাম অন্য কাউকে পাঠানোর কি দরকার।'

'মাই প্লেজার, স্যার।'

নিজের ওপর মেজরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুভব করছে জন। তার চাহনিতে বিস্ময় আর সমীহ। 'ড্রিঙ্ক চলবে? হুইস্কি বা কফি?' উল্টোদিকের একটা চেয়ার দেখিয়ে জানতে চাইল সার্কেল-ডি মালিক।

'শেরি, স্যার। ওটাই পছন্দ আমার···যদি না মেডিয়্যারা থাকে।'

ফের পলকের জন্যে জনকে ছুঁয়ে গেল তার অভিভূত দৃষ্টি, তারপর বুড়ো এক চাইনিজের দিকে তাকাল। সবে ভেতরে ঢুকেছে লোকটা। 'ফঙ, আমার জন্যে ব্র্যান্ডি আর এই ভদ্রলোকের জন্যে মেডিয়্যারা নিয়ে এসো,' ফের জনের দিকে ফিরল সে। 'নির্দিষ্ট কোন ফ্লেভার চাও?'

'বৃষ্টির পানির হলে ভাল হয়।'

পাইপ থেকে ছাই ঝাড়ল মেজর ডুরেল, চিন্তিত ভঙ্গিতে মুছল। মোটা ভুরুর নিচ দিয়ে সমীহের চোখে বারকয়েক দেখল ওকে, প্রতিবারই ক্ষণিকের জন্যে। আনমনে পাইপে তামাক পুরছে। 'তোমাকে ঠিক মেলাতে পারছি না, ইয়াংম্যান।'

'তাই?'

'আমার এক প্রতিবেশীর হয়ে পাঞ্চিং করছ, অথচ তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি ঠিক মেলে না ব্যাপারটা। পিস্তলে চালু হাত বলেই সুনাম বেশি তোমার। কিন্তু তোমার আচরণ বা কথাবার্তা একজন শিক্ষিত এবং নিপাট ভদ্রলোকের।'

স্মিত হাসল জন। 'স্যার, আচরণ তো কাপড়ের মত, যখন যার পরনে তার হয়ে যায়। কাপড় যেমন কেনা যায়, তেমনি ভদ্রতাও আয়ত্ত করা সম্ভব।'

'হ্যাঁ, তাই তো! কিন্তু তারপরও নিজস্ব বা ব্যক্তিগত ধরন থাকেই, তাই না? আচরণ দেখে বোঝা সম্ভব সেটা আয়ত্ত করা নাকি একেবারে মজ্জাগত।'

'গরুর দেশে গরু সামলানোর বিদ্যেই আসল। কেউ ঘোড়ায় চড়তে বা দড়ি চালাতে দক্ষ কিনা, এটাই বিবেচ্য বিষয়, ভদ্রলোক কিনা সেটা কখনোই বড় ব্যাপার নয়। আর এখন তো সব ধরনের লোকই পশ্চিমে আসছে।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে পাইপ ধরাল মেজর ডুরেল। 'শুনলাম তোমাকে গুলি করেছে কেউ?'

'শুধু গুলিই করেনি। গুলিটা লক্ষ্যভেদও করেছে।'

'কিন্তু জানো না কে করেছে কাজটা?'

'এখন পর্যন্ত জানি না, স্যার।'

'ক্যালকিন, কিছু চালু লোক দরকার আমার। এমন লোক যারা পিস্তলে দক্ষ। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে শিগ্‌গিরই লড়াই বাধবে···কারণটা জানি না, কিংবা কখন কিভাবে বাধবে, কে শুরু করবে তাও জানি না, কিন্তু গোলাগুলি শুরু হলে জয়ী পক্ষে থাকতে চাই।' পাইপে জোরেসোরে টান দিল সে। 'তাছাড়া, বরাবরই জয়ী হতে অভ্যস্ত আমি।'

'এসব থেকে কি পাবে, স্যার?'

'শান্তি···নিরাপত্তা। অন্তত কিছু সময়ের জন্যে।'

'তুমি যদি যোদ্ধা হিসেবে আমাকে ভাড়া করতে চাও, তাহলে বলব সময় নষ্ট করার দরকার নেই। আমি স্রেফ একজন কাউহ্যান্ড।'

'এজন্যেই কি লিপম্যান ভাড়া করেছে তোমাকে?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল মেজর, বিরক্তি চেপে রাখার চেষ্টাই করল না।

'ঠেকায় পড়ে আমাকে নিয়েছে ওরা। রাউন্ড-আপের জন্যে লোক দরকার ছিল ওদের। ওরা তখন জানত না যে পিস্তলও চালাতে পারি আমি।' একটু থামল

জন, তারপর মূল প্রসঙ্গে ফিরে গেল। 'আমার মনে হয়, অযথাই শক্তি বাড়ানোর চিন্তা করছ তোমরা, এতে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে উঠছে। একে অন্যকে সন্দেহ করছ, অবিশ্বাস করছ। সত্যি কথা হচ্ছে, এমন কোন ব্যাপার নেই যা তুমি, বেন্টন, উইলসন বা লিপম্যান মিলে সমাধান করতে পারবে না। তোমরা যদি লড়াই করো, স্রেফ অন্য একজনের উপকার করা হবে, তার কূটচালই সার্থক হবে।'

একেবারে নীরব হয়ে গেল মেজর। নিবিষ্ট মনে ধূমপান করল কিছুক্ষণ, জনের কথাগুলো মনে মনে উল্টে-পাল্টে দেখছে। শেষে মৃদু স্বরে জানতে চাইল: 'কে সে? কে আছে এর পেছনে?'

'জানি না, স্যার।'

'আমাদের তিনজন ছাড়া কে হতে পারে? এখানে তো আর কোন আউটফিট নেই।'

মেডিয়্যারাটা দারুণ। গ্লাস নামিয়ে রেখে খেই ধরল জন, যদিও নিজেও কথাগুলো ঠিকমত বিশ্বাস করে না। 'বাইরের কেউ হতে পারে না? আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে সে, অথচ একে অন্যকে সন্দেহ করছ তোমরা।' হাত চালিয়ে চারপাশে ইঙ্গিত করল ও। 'প্রায় কয়েক লক্ষ একর জমি, মেজর, চাট্টিখানি কথা নয়।' তারপর আচমকা প্রসঙ্গ বদল করল। 'তোমার রাউন্ড-আপ কেমন চলছে?'

ঝটিতি ওর দিকে তাকাল মেজর। 'মন্দ নয়···তোমাদের?'

'ভাল। কমবয়েসী গরু পাচ্ছ কেমন?'

খটাস করে হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখল সে। 'আসলে কি বলতে চাচ্ছ তুমি, সান? আমার গরু সম্পর্কে কতটা জানো?'

'প্রায় কিছুই না, কিন্তু আমার ধারণা অন্যদের মত তোমারও গরু খোয়া যাচ্ছে এবং তিন বা এরচেয়ে কমবয়েসী গরু তেমন পাচ্ছ না রাউন্ড-আপে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। 'ঠিক বলেছ! তুমি কিভাবে জানলে?'

'কারণ আমাদেরও একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। বেন্টন বা উইলসনও এই দুর্ভাগ্যের শিকার। কমবয়সী গরু পাচ্ছি না কেউ।'

গ্লাস তুলে চুমুক দিল মেজর ডুরেল, গ্লাসের কিনারার ওপর দিয়ে তাকাল জনের দিকে, চাহনিতে বিতৃষ্ণা আর অসন্তোষ। গ্লাস নামিয়ে রেখে হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছল সে। 'নিকুচি করি! ভাল ভাবে বেঁচে থাকাও যন্ত্রণা!' চারপাশে ইঙ্গিত করল সার্কেল-ডি মালিক। 'ভালই আছি আমি, এবং ভাল ভাবে বেঁচে থাকতে পছন্দ করি। কিন্তু সেজন্যে টাকা খরচ হয়। প্রচুর টাকা! রেঞ্জে মুক্ত বা ব্র্যান্ডহীন প্রতিটা গরু দরকার আমার, বিশ্বাস করো, ইয়াংম্যান। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বলিনি, কিন্তু তুমি একজন ভদ্রলোক, স্যার। তোমার কাজ বা পেশা যাই হোক, তুমি ভদ্রলোক, এটাই হচ্ছে সারকথা। কাউকে কিছু বলবে না, এ বিশ্বাস আছে আমার।' থামল সে, তারপর অধৈর্য স্বরে খেই ধরল: 'ব্রীডিং স্টকের পুরোটা চাই আমার! অনেক দেনা সার্কেল-ডির, কেউই জানে না। লোকজন মনে করে মেজর ধনী, টাকাপয়সার অভাব নেই। আসল কথা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত রেঞ্জে ওই গরুগুলো আছে, সত্যিই ধনী আমি। কিন্তু রেঞ্জ খালি হয়ে গেলে ফকির

হয়ে যাব। এতটুকু মিথ্যে নয় কথাটা। আমার কথাগুলো যদি কাউকে বলো, গানফাইটার আর যাই হও, তোমাকে মিথ্যুক বলব আমি!'

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, মেজর। কিন্তু তোমার মেয়ে কি জানে এসব?'

'মাথা খারাপ! মেয়েরা ব্যবসার ব্যাপারে মাথা খাটাতে জানে নাকি? না খাটানো উচিত ওদের? মেয়েদের আছে সৌন্দর্য, মাধুর্য, চেহারা বা আচরণের সৌষ্ঠব এবং সপ্রতিভ উপস্থিতি; এসব কারণে ওদের ভালবাসি আমরা, ওদের জন্যে পরিশ্রম করি। কপর্দকশূন্য লোকও নিজের স্ত্রীর মধ্যে এসব গুণ পাওয়ার আশা করে। ...না, সান, এসবের কিছুই জানে না এমিলি, জানা উচিতও হবে না।'

'কিন্তু তোমার যদি কিছু হয়ে যায়? কিভাবে এসব সামলাবে ও?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়ল মেজর ডুরেল, বোঝাই যাচ্ছে এ ব্যাপারে আমল দিতে নারাজ। 'কিছুই ঘটবে না,' আচমকা উঠে দাঁড়াল সে। 'বেন্টন এবং লিপম্যানও কমবয়েসী গরু খোয়াচ্ছে, তাই তো বললে? ব্যাপারটা তাহলে সহজ-সরল থাকল না আর, যদি না...' থেমে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল। 'যদি না দু'জনের কেউ জড়িত থাকে, নিজেকে পরিষ্কার রাখার জন্যেই নিরপরাধ থাকার ভান করবে। বয়, এখন পর্যন্ত যা ভেবেছি আমরা, অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে সেটাই সত্যি—গত কয়েক বছর ধরে খুব সতর্কতার সঙ্গে গরু চুরি করছে কেউ, এতটা সন্তর্পণে কাজ করছে যে কারও চোখে পড়া দূরে থাক, সন্দেহও করিনি আমরা।'

গরু চুরি নয়, বরং মেয়েদের ব্যাপারে মেজর ডুরেলের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাবছে জন। মা-র কথা ভাবছে। ওর মার সঙ্গে মেজরের পরিচয় হওয়া উচিত ছিল। জেসিকা ক্যালকিন প্রায় ছয় ফুট লম্বা, দীর্ঘদেহী দোহারা গড়নের মহিলা। আকর্ষণীয়া বা সুন্দরী বলা যায় কিনা এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে জনের, বড়জোর সুশ্রী বলা যাবে।

বাবা দৃঢ়চেতা মানুষ, কিন্তু তারপরও ওদের বাথানটা মা-ই চালিয়ে এসেছে। যে-কোন অভিজ্ঞ ক্যাটলম্যানের মতই গরুর বাছবিচার করতে সক্ষম জেসিকা ক্যালকিন। এমন এক মহিলা বলিষ্ঠ পুরুষের পাশে মানায় যাকে; বাবা যদিও দৃঢ়চেতা মানুষ, তারপরও র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে মা-র কর্তৃত্বই বেশি।

মেজর ডুরেলের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলল ও, রাত এগারোটার পর আলাদা হলো দু'জন। 'ইয়াংম্যান, যদি কিছু জানতে পারো,' বিদায়ের সময় বলল সে। 'যত জলদি সম্ভব আমাকে জানিয়ো। রাসলিং থামাতে যদি অস্ত্র তুলে নিতে হয়, তোমার পাশে দাঁড়াতেও আপত্তি নেই আমার।'

'রাসলিং থামানো উচিত হবে না, স্যার।'

'থামানো উচিত হবে না! কেন?'

'কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে আমাদের। জানা দরকার চুরি করা গরু কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা, কিংবা কি করছে। আমার বিশ্বাস আশপাশে কোথাও রেখেছে, গোপন কোন জায়গায়, হয়তো রেঞ্জ থেকে কিছুটা দূরে। এখন যদি আচমকা সক্রিয় হয়ে উঠি আমরা, তাহলে পাল নিয়ে মেক্সিকো চলে যাবে ওরা।

তখন কিন্তু রাসলিঙের কিনারা করা যাবে না।

'বেন্টনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। আপাতত ধৈর্য ধরার পক্ষপাতী আমরা। কোন দরকার হলে, লাইন-কেবিনে পাবে আমাকে। আমি যদি না থাকি, ফুয়েন্তেস থাকবে, ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো।'

'মেক্সিকান লোকটা?'

'স্টিরাপ-আয়রনের ক্রুদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ হ্যান্ড ফুয়েন্তেস, এবং সৎ।'

'চিনি ওকে। ইচ্ছে হলে যে-কোন সময়ে আমার হয়ে কাজ করতে পারে সে।'

সকালে নাস্তার টেবিলে মেজরকে পেল না জন, তবে এমিলি ডুরেল সঙ্গ দিল ওকে। সতেজ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে মেয়েটিকে; নীল-সাদা গিংহ্যামের ড্রেস আর গলায় নীল স্কার্ফে দারুণ সপ্রতিভ মনে হচ্ছে ওর উপস্থিতি। 'বাবার সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ করেছ বোধহয়,' মন্তব্যের সুরে বলল এমিলি। 'নিশ্চই আমাকে নিয়েও কথা হয়েছে?'

'গরু আর ব্যবসা নিয়ে আলাপ করেছি আমরা, তোমার ব্যাপারে তেমন কথা হয়নি।'

'তারমানে···মেয়েরা গরু ব্যবসার কিছু বোঝে না—এ নিয়ে কিচ্ছু বলেননি? যাহ্, বিশ্বাস করি না! বাবা সবসময়ই এ ব্যাপারে কথা বলতে পছন্দ করেন। মানুষটা তিনি মজার, আন্তরিক, কিন্তু এসব বিষয়ে সবসময়ই খামখেয়ালী। অথচ সত্যি কথা হচ্ছে, এই র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে ওঁর চেয়ে আমার জ্ঞানই বেশি, এমন অনেক কিছু জানি আমি যা ওঁর জানা নেই···সেই বারো বছর বয়স থেকে। মা-ই আমাকে খেয়াল রাখতে শিখিয়েছেন।'

স্মিত হাসল জন। 'মেজর কি সেটা জানে?'

'মাথা খারাপ! এসব জানলে বাবা খুব হতাশ হবেন। গরু বা ঘোড়ার ব্যাপারে বাবার জ্ঞান আছে, ব্যবসাটাও ভাল বোঝেন, তারমানে টাকা রোজগার করতে জানেন তিনি···কিন্তু খরচ করতেও জানেন। বরং বলা উচিত খরচার ব্যাপারেই বেশি উদার। এখন যা পরিস্থিতি, গরুগুলো খোয়া না গেলে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এত খারাপ হত না।'

'খুব বেশি?'

'অর্ধেকেরও বেশি কমবয়েসী গরু খোয়া গেছে···ছয় বছর বা ওরকম বয়সী গরুর বেশিরভাগই নেই রেঞ্জে।'

অর্ধেকেরও বেশি? বি-ডব্লু আর স্টিরাপ-আয়রনের প্রায় সমস্ত কমবয়েসী গরু খোয়া গেছে। *এটা কি কোন সূত্র?* সত্যি কথা বলতে কি, মেজরের স্টকের অবস্থা বি-ডব্লু বা স্টিরাপ-আয়রনের চেয়ে শ্রেয়তর। কিছু উন্নত জাতের ষাঁড় নিয়ে এসেছিল সে, সঙ্করায়নের ফলে জন্ম নেওয়া বেশিরভাগ গরু কমবয়েসী, উন্নত ···তের; *তাহলে কেন অর্ধেকে সন্তুষ্ট হলো রাসলাররা?*

চিন্তার একটা বিষয় বটে, কিন্তু ফেরার পথে ব্যাপারটা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবল না জন। মেজরের রেঞ্জ পাড়ি দিচ্ছে ও, প্রথম কয়েক মাইল বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি ধরে এগোল; জায়গাটা এমন যে দেখা না দিয়ে ওর দুই মাইলের মধ্যে কারও পক্ষে

আসা সম্ভব নয়। প্রেয়ারির শেষ দিকে কিছু স্টিরাপ-আয়রনের গরু চোখে পড়ল, নিজেদের সীমানার দিকে ওগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে চলল জন। ঢেউ খেলানো পাহাড় সারির কাছাকাছি আসতে ঢিলেঢালা এবং আয়েশী ভাবটা উধাও হয়ে গেল, মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠল ও।

এ ধরনের পাহাড় সতর্ক লোককেও ভাঁওতায় ফেলে দেয়, কারণ যে-কোন বিচারে পাহাড় হচ্ছে লুকানোর সবচেয়ে আদর্শ জায়গা। এমন অনেক জায়গা থাকে আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হতে পারে কারও পক্ষে লুকানো সম্ভব নয়, কিন্তু আদপে ওখানে লুকিয়ে থাকা বেশ সহজ। ঢালু জমি ধরে চড়াইয়ের দিকে যাচ্ছে ও, দলছুট একটা বলদকে ট্রেইলে ফিরিয়ে আনার জন্যে খানিক সরে যেতে হয়েছে–তখনই ট্র্যাকগুলো চোখে পড়ল–একেবারে তাজা, স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে, দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে গেছে একটা ঘোড়া।

বামে চলে গেছে ট্র্যাক। খুঁটিয়ে পাহাড়ের আনাচে-কানাচে দৃষ্টি চালাল জন, কিন্তু বিপজ্জনক কিছু দেখতে পেল না। এদিকে বলদটাকে খেদিয়ে নিয়ে চলেছে স্টিল-ডাস্ট, বলা যায় নিজের ইচ্ছেয় চলছে।

সামনে ড্র। সব গরুকে সেদিকে তাড়া করল জন, ঘোড়া ঘুরিয়ে একপাশে চলে এল, তারপর এক ছুটে পেরিয়ে গেল ড্রটা। কিনারায় উঠে আসা মাত্র, কানের পাশ দিয়ে সুর তুলে চলে গেল তপ্ত সীসা। চমকে সামনের ঢালের দিকে তাকাল ও, ধুপধাপ শব্দ কানে এল; খসখসে শব্দে ছেঁচড়ে স্যাডলে চাপল কেউ, তারপর তুমুল গতিতে ছুটে চলে গেল একটা ঘোড়া।

গ্রে ঘোড়াটা ছুটতে ভালবাসে, পারেও বটে। ঢাল ধরে মাত্র ড্রর কিনারায় উঠে এসেছে, জন কোন নির্দেশ না দিলেও ছুটতে শুরু করেছে ওটা। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বের করল ও, ছুটতে থাকা অবয়বে নিশানা করল, তারপর ট্রিগার টেনে দিল।

মিস্ করল ও।

এত দূর থেকে ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারকে লাগানো চাট্টিখানি কথা নয়, মিস্ না করলেই বরং বিস্ময়ের ব্যাপার হত সেটা। আচমকা গতি বাড়াল লোকটা, তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল!

প্রায় দু'শো গজ দূরে, ঢালের সীমানা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে রাইডার। দ্রুত ঢালের কিনারে পৌঁছল জন, সরু একটা পথ দেখতে পেল, নিচের উপত্যকায় সিডার এবং উইলোর ঝাড়ের ফাঁকে চলে গেছে পথটা; ক্ষণিকের জন্যে অপসৃয়মান একটা ঘোড়া আর রাইডারকে দেখতে পেল, পরক্ষণে আড়ালে পড়ে গেল লোকটা।

উপত্যকায় নেমে এল ওর ঘোড়া। সামান্য দ্বিধার পর মত পাল্টে ফেলল জন, ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। সামনে প্রায় আধ-মাইল জায়গা জুড়ে সিডার আর উইলোর পাশাপাশি ঘন ঝোপঝাড় রয়েছে, পেছনে এবড়োখেবড়ো ন্যাড়া পাহাড়ের সারি। বাতাসে ধুলোর হালকা উৎকট গন্ধ, এছাড়া আর কোন আভাস নেই যে একটু আগে সরু পথ ধরে চলে গেছে একজন লোক। লোকটা হয়তো সত্যিই চলে গেছে, কিংবা কোথাও ঘাপটি মেরেও থাকতে পারে; সুযোগ পেলে

নিকেশ করে ফেলবে ওকে। এই প্রথম লোকটার এত কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়েছে ওর···

শুকনো খটখটে মাটি, ট্র্যাক পড়ার সম্ভাবনা কম হলেও এক জায়গায় খুরের ছাপ চোখে পড়ল। সেদিকে এগোল জন, কিছুক্ষণের মধ্যে আরও ট্র্যাক খুঁজে পেল। বনের গভীরে প্রবেশ করল ও, প্রিকলি পিয়ার এবং মেস্কিটের ঝোপ এড়িয়ে চলতে শুরু করল।

মেস্কিটের ভাঙা একটা ডাল দেখতে পেল, আরেক জায়গায় সরে যাওয়া শাখা চোখে পড়ল–পাতাগুলো সবে আগের অবস্থানে ফিরে এসেছে। সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে ও, ডানে-বামে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরও নিষ্ফল প্রচেষ্টাই সার হলো শুধু।

লোকটা যে-ই হোক, আবারও নিশ্চিন্তে পালিয়ে যেতে পেরেছে। অবচেতন মন বলছে, ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে ওর। ক'বার মিস্ হবে? যদিও খুব বেশি সুযোগ পায়নি লোকটা, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ভাগ্যই ওর চামড়া বাঁচিয়েছে। এই সৌভাগ্য বেশিদিন থাকার কথা নয়। বরং পরিস্থিতি আর ঘটনাপ্রবাহ ক্রমে ওর বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।

নিচু একটা অ্যারোয়োয় এসে গরুর দিকে মনোযোগ দিল জন। গুচ্ছাকারে জন্মানো ঝোপের কিনারে সরে এসেছে গরুগুলো, ক্রমশ সমান জমিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে এখন। আরও একবার, সব গরু জড়ো করে রওনা দিল ও, চলার পথে দুটো বলদ পেয়ে গেল।

লাইন-কেবিনে পৌঁছে দেখল, ইতোমধ্যে বেরিয়ে গেছে টনি ফুয়েন্তেস, তবে স্কট রাউন্ডি রয়েছে। সামনে কফির কাপ রেখে টেবিলে বসেছে সে, বেশ আয়েশী ভঙ্গিতে পান করছে, অন্তত রাউন্ডির আচরণে তাই মনে হলো; কিন্তু জনের দৃঢ়বিশ্বাস খুব বেশিক্ষণ হয়নি এসেছে সে।

মুখ তুলে ওকে দেখল সে, দৃষ্টিতে চাপা অস্বস্তি। হাতের কাপ নামিয়ে রেখে ম্লান স্বরে স্বাগত জানাল: 'হাউডি! ভাবছিলাম কোথায় গেছ তুমি।'

পনেরো

একটা কাপ তুলে নিয়ে কফি ভরল জন। উনুনের কাছে খানিকটা কাদা চোখে পড়ল ওর, এখনও নরম। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, প্রতিটি স্নায়ু সজাগ, মনে মনে হিসেব কষছে।

কাদা? আশপাশে কাদা থাকার কথা নয়, তাহলে কোত্থেকে এল? দরজা পথে আঙিনার ওঅটর ট্রাফের দিকে তাকাল ও। ট্রাফ ভরে পানি উপচে পড়েনি, চারপাশের মাটিও শুকনো খটখটে।

নীরবে কফিতে চুমুক দিল জন; কাপের কিনারার ওপর দিয়ে তাকাল স্কট রাউন্ডির বুটের দিকে।

কাদা লেগে আছে তরুণের বুটে!

চেয়ারে বসার সময় ফের দরজা পথে বাইরের দিকে তাকাল ও। করালের একেবারে শেষে ঘোড়া রেখেছে রাউন্ডি। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। তারমানে, রাউন্ডি চায়নি কাদায় মাখামাখি ঘোড়াটাকে দেখে ফেলুক কেউ, সেজন্যেই করালের একেবারে দূরের কোণে পিকেট করেছে? *কোথায় গিয়েছিল সে?*

'কেমন পেলে?'

'কি?' বিস্মিত দেখাল রাউন্ডিকে, স্পষ্টত অন্য কোন বিষয়ে চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন। 'ওহ্, রাউন্ড-আপের কথা জানতে চাইছ! ভাল বলা যাবে না। কয়েকটা পেয়েছি, কিন্তু সবক'টাই আস্ত বাঁদর। পাত্তাই পেলাম না ওদের কাছে। প্যাঁদানি খেতে খেতে ওরাও চালাক হয়ে গেছে, রাইডার দেখলেই কেটে পড়ার ধান্ধা করে।' ক্ষণিকের জন্যে থামল সে, জনের তোবড়ানো হ্যাটটা দেখল। 'হ্যাটটা খুইয়েছ দেখছি! তুমি বরং নতুন একটা কিনে নাও।'

'কেনার জন্যে কত দূরে যেতে হবে কে জানে! স্যান এন্টোন ছাড়া আশপাশে কোন শহর আছে বলে শুনিনি।'

ঝট করে ওর দিকে ফিরল রাউন্ডি। 'স্যান এন্টোন? ওদিকে যাবে কেন? উত্তরে যেতে পারো···দূরত্বও কম।'

অনেকক্ষণ নীরবে কেটে গেল, যার যার নিজস্ব চিন্তায় ব্যস্ত দু'জন। রাউন্ডির কাপড় ধুলোমলিন, কেবল বুটজোড়া বাদে। *কাজ করছিল সে, কিংবা রাইড করছিল···কিন্তু কোথায় হতে পারে জায়গাটা যেখানে কাদা আছে?* 'স্কট,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল জন। 'আমার তো মনে হয় একটু অন্য ভাবে চিন্তা করার সময় হয়েছে, বি-ডব্লুর ব্যাপারে এখন থেকে মাথা ঘামাব না আমরা।'

'মানে?' চকিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল রাউন্ডি, কঠিন চাহনি।

'ওদেরও গরু খোয়া যাচ্ছে। এসবের পেছনে অন্য কেউ থাকতে পারে। লোকটা চাইছে বেসিনের আউটফিটগুলো কামড়াকামড়ি শুরু করে দিক, যাতে শেষে সে নিজেই লাভবান হতে পারে।'

'দূর, বিশ্বাস করি না!' স্পষ্ট উপহাসের সুরে বলল সে। 'তাহলে গানফাইটার ভাড়া করছে কেন ওরা? বেন্টনকে তো চেনো না, ওর মত লোক যেখানে থাকে, সেখানে কখনোই শান্তি আসতে পারে না। প্রতিবেশীদের ওপর জবরদস্তি আর জুলুম করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং চুরি করতেও সিদ্ধহস্ত সে। ওর ছেলে আরও বড় হারামী···'

'কিন্তু স্রেফ সন্দেহ আর অপছন্দ করো বলে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না তুমি। ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নাও।'

'কদিন হলো এসেছ? কিছুই জানো না তুমি! কিছুদিন থাকো, তাহলে বুঝবে, দেখবে। আচ্ছা, দক্ষিণে কাজ করেছ?'

'তেমন নয়···আসলে পুবেই গেছি বেশি।'

'পশ্চিমে তোমাকে দরকার, জো বলেছে। বি-ডব্লুর পাল থেকে গরু আলাদা

করতে হবে। পিস্তলটা যদি সত্যিই ভাল চালাতে পারো, ওখানে তোমাকে দরকার হবে আমাদের।'

'উঁহুঁ, গোলাগুলির দরকার হবে না।'

ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরল রাউন্ডি, চোখে সতর্ক চাহনি। 'ওই ফুলটন লোকটা, ওর মধ্যে বিষ আছে! একেবারে নীচ চরিত্রের লোক। আর লেন ম্যাসন···আমি তো শুনেছি ও নাকি পিস্তলে তোমার মুখোমুখি হতে চাইছে।'

রাউন্ডি বোধহয় উস্কে দিতে চাইছে ওকে, সুতরাং স্রেফ হেসেই ব্যাপারটা উড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস পেল জন। 'ম্যাসনের ব্যাপারে ধারণা নেই আমার, তবে ফুলটন সম্পর্কে জানি। টাফ লোক, বেপরোয়া এবং বিপজ্জনক। কোন কিছু বাকি রাখতে পছন্দ করে না। লড়াই যদি বাধে, শেষ দেখে ছাড়বে ও–সেটা হাতাহাতি আর পিস্তলেই হোক।'

'ভয় পেয়েছ?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল রাউন্ডি।

'না, স্কট, ভয় পাইনি। বরং সতর্ক থাকছি। মাথা গরম করে লড়াই করতে রাজি নই আমি। কি জানো, কারও বিরুদ্ধে অস্ত্র তুললে সুনির্দিষ্ট কারণে তোলা উচিত, লড়াইয়ের কারণও যৌক্তিক হওয়া উচিত। লোক দেখানোর জন্যে বা সুনাম কামানোর জন্যে অস্ত্র ধরা আসলে বোকামি এবং ঝুঁকিপূর্ণ–কারণ তাতে নিজেরও মরণ হতে পারে।'

'তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছ!'

'ভুল বুঝেছ। নিশ্চিত না জেনে অস্ত্র ধরব না আমি। কাউকে খুন করতে গেলে আগে নিশ্চিত হব সত্যিই খুন করা উচিত লোকটাকে। কেউ যখন অস্ত্র তুলে নেয়, সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও তার হাতে উঠে আসে; বিপজ্জনক একটা হাতিয়ারের মালিক হয়ে যায় সে, সুতরাং এ অবস্থায় লোকটার মাথা ঠাণ্ডা আর লক্ষ্য ঠিক থাকা উচিত।'

'পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না।'

'কারও মুখোমুখি হলে ভাবা উচিত ওই লোকটারও পরিবার থাকতে পারে, একটা বাড়ি থাকতে পারে; একই ভাবে তার নিজস্ব কিছু স্বপ্ন, উচ্চাশা বা প্রত্যাশাও থাকতে পারে। মাথা গরম করে কারও প্রাণ হরণ করা উচিত নয়, সে-অধিকারও নেই কারও।'

উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল রাউন্ডি। বুটের কাদা প্রায় শুকিয়ে গেছে।

কাছাকাছি কোথাও বুটে কাদা লাগিয়েছে সে, ভাবছে জন, *কিন্তু কোথায়?* ধারে-কাছে বেশ কিছু ওঅটরহোল রয়েছে···ফুয়েন্তেস কয়েকটা ঝর্নাও দেখিয়েছে ওকে; সবই পুব দিকে বহু দূরে অবস্থিত। কাছাকাছি অবশ্য একটা ক্রীক রয়েছে।

'ব্রিন্ডলকে দেখেছ?' হঠাৎ জানতে চাইল ও।

'ব্রিন্ডলকে? নাহ্। দেখা না হলেই মঙ্গল।'

'তাহলে ক্রীকের ধারে-কাছেও যেয়ো না,' নিরুত্তাপ স্বরে পরামর্শ দিল জন। 'শেষবার ক্রীকের ধারে দেখেছি ওটাকে।'

'কোন্ ক্রীক?' আগ্রহ এবং বিরক্তি, দুটোই প্রকাশ পেল রাউন্ডির স্বরে। 'তোমাকে কে বলল ক্রীকের ধারে গেছি আমি?' সন্দিগ্ধ চোখে ওকে দেখছে

কাউবয়, নাক-মুখ লালচে হয়ে গেছে।

'কেউ বলেনি, স্কট। আমি বলেছি যে ক্রীকের কাছে দেখা গেছে ব্রিন্ডলকে। আমাদের কেউ ওটার সঙ্গে লাগতে গিয়ে হাত-পা ভেঙে ফেলুক, তা নিশ্চই চায় না জো বাটলার।'

দরজার দিকে এগোল সে। 'আমি বরং ফিরে যাই,' বলেও বেরিয়ে গেল না, মনে হলো আরও কিছু বলবে, কিন্তু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। 'ওই মেয়েটার কথা মনে আছে, যার ডিনার-বক্স কিনেছিলে সোশ্যালে?' শেষে জানতে চাইল রাউন্ডি। 'খাতির করে ফেলেছ নাকি ওর সঙ্গে?'

'জেনির কথা বলছ? না। সোশ্যালে ওকে দেখে মনে হলো কাউকে চেনে না, কারও সঙ্গে পরিচয় নেই, তাই ওর বক্সটা কিনেছি। ব্যস, অন্য কিছু নেই এর মধ্যে।'

'সেজন্যে যথেষ্ট খরচ করেছ,' অভিযোগের পাশাপাশি চাপা অসন্তোষ প্রকাশ পেল। 'কোত্থেকে এত টাকা পেয়েছ?'

'জমিয়েছি। আমি মিতব্যয়ী মানুষ। সামান্য এক ডলারও ভেবে-চিন্তে খরচ করি।'

'কিন্তু ওর সঙ্গে খাতির জমানোর চেষ্টা কম করোনি! শেষে মেয়েটাকে ঝামেলায় ফেলেছ, আমার অন্তত তাই বিশ্বাস।'

'মনে হয় না। যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে, ইচ্ছে করে করিনি।'

যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ যেন নেই রাউন্ডির। 'কিছু বলেছে জেনি, কোথায় থাকে ও?'

'নাহ্।'

স্কট রাউন্ডির মুখ দেখেই বোঝা গেল কথাটা বিশ্বাস করেনি। জন একরকম নিশ্চিত যে জেনির ব্যাপারে নিজস্ব ভাবনা বা পরিকল্পনা রয়েছে তরুণ কাউবয়ের। এমিলি ডুরেল ওর ধরাছোঁয়ার বাইরে, চায়না বেনের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। জুডিথ লিপম্যানের ভুবনে শুধু রায়ান বেন্টনের উপস্থিতি, অন্য কারও অস্তিত্ব নেই সেখানে। তরুণ যে-কোন কাউবয় স্বপ্ন দেখবে, তাতে দোষের কিছু নেই; সেই স্বপ্ন খাপছাড়া বা মাত্রাতিরিক্ত না হলেই হলো। স্কট রাউন্ডির স্বপ্নের সঙ্গে খাপ খায় জেনিফারের মত মেয়ে। ওকে যদি অপছন্দ করে থাকে রাউন্ডি, আনমনে ভাবল জন, দৃশ্যত সেটা জেনির কারণে।

'জেনি চায়নি ওর ঠিকানা জেনে যাক কেউ, সম্ভবত সেজন্যেই বলেনি আমাকে,' খানিকটা নিস্পৃহ সুরে ব্যাখ্যা করল ও। 'আমার ধারণা কাউকে নিজের সম্পর্কে জানতে দিতে অনিচ্ছুক ও। হয়তো যৌক্তিক কারণও রয়েছে।'

'তারমানে···তুমি বলতে চাইছ মেয়েটার ব্যাপারে কোন গোলমাল আছে?' স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, কঠিন চাহনি, স্পষ্ট বোঝা গেল তর্কটা এগিয়ে নিতে ইচ্ছুক।

'উঁহুঁ, স্কট, এমন কিছু বলছি না। হাসি-খুশি চটপটে মেয়ে ও, কিন্তু কোন একটা ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিল সেদিন। ও আমাকে বলেছে সোশ্যালে আসার কথা কাউকে জানায়নি, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে যেতে হবে ওকে।'

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে গেল রাউন্ডি, ইতস্তত করছে এখনও। বোঝা যাচ্ছে জনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। স্যাডলে চাপার সময় অযথা দেরি করল, ঘাড় ফিরিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ানো জনের দিকে তাকাল। ক্ষীণ নড করল, তারপর বিড়বিড় করে আপনমনে বলল কি যেন। ধীর গতিতে ঢালের দিকে এগোল স্কট রাউন্ডির ঘোড়া, মিনিট খানেক পর হারিয়ে গেল ঢালের ওপাশে।

করালে চলে এল জন। রাউন্ডির ঘোড়া যেখানে বাঁধা ছিল, কয়েক টুকরো কাদামাটি দেখতে পেল সেখানে, খুর থেকে খসে পড়েছে। অনেক দূর থেকে এলে কাদা মাটি থাকার কথা নয়, অন্তত ভেজা থাকবে না। তারমানে কাছাকাছি কোন জায়গায় কাদা মাড়িয়েছে ঘোড়াটা।

কোথায়?

রান্নার জন্যে আগুন জ্বালাল ও, টের পেল ফিরে এসেছে টনি ফুয়েন্তেস। ঘোড়ার পিঠ থেকে গিয়ার খোলার সময় রাউন্ডির ঘোড়ার ছাপ চোখে পড়ল তার, সেকেন্ড কয়েক দূর থেকে খুঁটিয়ে দেখল, তারপর কেবিনের দরজায় এসে দাঁড়ানো জনের উদ্দেশে তাকাল।

'স্কট। কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল বোধহয়, তবে কিছু বলেনি। জো-র সঙ্গে দেখা হয়েছে ওর। জো আমাদের ফিরে যেতে বলেছে। পশ্চিমে ক্যাপরকের ধারে-কাছে রাউন্ড-আপ করার ইচ্ছে ওর। আশঙ্কা করছে ওখানে ঝামেলা হতে পারে।' ক্ষণিকের জন্যে থেমে ফুয়েন্তেসের নির্বিকার মুখ দেখল ও। 'ঝামেলা হবে বলে তো মনে হয় না। বেন্টন নিশ্চই ওর ক্রুদের সামলে রাখবে।'

'কিন্তু রায়ান বেন্টনের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।'

একেবারে খাঁটি সত্য। রায়ান বেন্টনকে নিয়ে ভেবেছে জন, যদিও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। সারাক্ষণই নিজেকে জাহির করার জন্যে উসখুস করে ছেলেটা, জোড়া পিস্তলে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে চায়। কেবল বিশালদেহী মানুষ এ ধরনের জঘন্য সুবিধা নেয়, শারীরিক শক্তিকে নিজের বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে, অন্যদের ত্যক্ত করে, খুঁচিয়ে বিকৃত আনন্দ পায়। কিন্তু রায়ান বেন্টন ছোটখাট মানুষ, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় শারীরিক গড়ন উস্কে দিচ্ছে না, বরং সহজাত প্রবৃত্তি তাড়া করছে তাকে–বিষাক্ত কি যেন আছে তার মধ্যে, একইসঙ্গে যেটা বিপজ্জনক এবং ক্ষতিকর।

প্রসঙ্গ বদলাল ফুয়েন্তেস। 'কিছু গুঁড়ো কৃমি দেখলাম আজ। আমার মনে হয় সব গরুকে পরীক্ষা করা উচিত।'

'স্কট এদিকে কাজ করতে চাইছে।'

ঝট করে ফিরে তাকাল মেক্সিকান। 'কারণটা বলেছে? ওর তো এখানে কাজ করার কথা নয়!'

'না, তবে আন্দাজ করতে পারব। জেনিফার। বক্স সোশ্যালে ওই একাকী মেয়েটার কথা মনে আছে? সম্ভবত ওর কারণে এদিকে কাজ করতে চাইছে।'

সবক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মেক্সিকানের। 'আমি তো এতে দোষের কিছু দেখছি না! বয়সে তরুণ সে, আর মেয়েটাও সুন্দরী।'

সত্যি, কিন্তু তারপরও উদ্বেগ বোধ করছে জন। কারণটা জানা নেই। স্কট

রাউন্ডি হাসি-খুশি, আমোদপ্রিয় তরুণ। এদিকে জেনিফার ওর দুঃসাহসের জন্যে শঙ্কা বোধ করছিল সেদিন। পরিচিত বা স্বজনদের অজান্তে বক্স সোশ্যালে চলে এসেছিল মেয়েটা, এর মানে কি ওর বাড়িতে এমন কেউ আছে যে চায়নি সোশ্যালে আসুক জেনি?

'মা? বাবা? নাকি অন্য কেউ? নাকি অন্য কোন কারণ আছে এর পেছনে?

হোক না বিশাল এলাকা, কিন্তু বহুদিন ধরে অন্যদের থেকে একেবারে নিভৃতে এবং অপরিচিত থাকবে, এটা নিতান্তই অস্বাভাবিক। সুতরাং···হয়তো খুব বেশিদিন হয়নি এদিকে এসেছে ওরা। এমন জায়গায় বসতি করেছে যেখানে সচরাচর যায় না কেউ। এলাকাটাই এমন, এক বসতি থেকে সবচেয়ে কাছের বসতির দূরত্ব অনেক। কিন্তু জেনির আচরণ বা কথাবার্তায় মনে হয়নি এলাকায় নতুন, বরং রাসলিং আর বেসিনের বিভিন্ন আউটফিট সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা ছিল ওর।

অচেনা জায়গায় থাকলেও, লোকজন চলার মধ্যে থাকে বলে যোগাযোগ হতে বাধ্য। জেনিফারের পরনের পোশাকের কথা ভাবল জন। হাল-ফ্যাশনের নয় বটে, বরং সাধারণ এবং পরিচ্ছন্ন ইস্ত্রি করা, পুরানো কিন্তু জীর্ণ নয়।

দৃশ্যত, মেয়েটা অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়নি···*ওর নিজস্ব কারণে? নাকি অন্য কারও ভয়ে, যে চায় না বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাক ও?*

'টনি, এখান থেকে কোথাও যাব না আমি।'

শ্রাগ করল মেক্সিকান। 'কিন্তু আমাদেরকে দরকার হবে জো-র। বেন্টনদের সঙ্গে ঝামেলার আশঙ্কা করছে ও, তুমি নিজেই বলেছ।'

'এমন কিছু ঘটবে না।'

'আমার তো মনে হয় সতর্ক থাকতে অসুবিধে নেই। আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো, বেন্টন কিছুই বলবে না আমাদের?'

'আমি অন্তত তাই মনে করি। কিন্তু যীশুর কীরে, আমার ধারণা ভুলও হতে পারে।'

তাজা দুটো ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। যাওয়ার ইচ্ছে অবশ্য ছিল না জনের, কিন্তু এখানে থাকতেও ভাল লাগছে না, রীতিমত একঘেয়ে লাগছে। ওর ইচ্ছে আরও দক্ষিণ-পুবে রাইড করবে। এডওয়ার্ডস প্লেটো এলাকায় অসংখ্য ক্যানিয়ন রয়েছে, যার একেকটায় কয়েকশো গরু লুকিয়ে থাকতে পারে।

আচমকা চিন্তাটা এল মাথায়। এ পর্যন্ত ঠিক কত গরু খোয়া গেছে? মেক্সিকানকে জিজ্ঞেস করল তৎক্ষণাৎ।

'পাঁচশো···দ্বিগুণও হতে পারে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, একইসঙ্গে তিনটা বাথানের গরু সরাচ্ছে লোকটা এবং কাজটা করছে অন্তত তিন বছর ধরে। যেহেতু ওর চুরি ধরা পড়েনি এতদিন, খোয়া যাওয়া গরুর সংখ্যাও আন্দাজ করতে পারিনি আমরা।'

'ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে নিশ্চই দুশ্চিন্তা করতে হচ্ছে তাকে?'

'হয়তো আদপে চিন্তা করতে হয় না তাকে, অ্যামিগো। এমনও হতে পারে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে খাতির করে ফেলেছে ব্যাটা।'

'অথবা এমন জায়গা সে বেছে নিয়েছে যেখানে খুঁজে দেখবে না ইন্ডিয়ানরা।'

মাথা নাড়ল ফুয়েন্তেস। 'অ্যাপাচীদের বেলায় এ কথা খাটে না। নরকের দুয়ারেও উঁকি দেয় ওরা, অ্যামিগো। কিওয়া বা কোমাঞ্চিদের ক্ষেত্রেও তাই।'

র‍্যাঞ্চে যখন পৌঁছল ওরা, চারদিক তখন একেবারে নীরব হয়ে আছে। সঙ্গে আনা গরু করালে ঢোকানোর জন্যে এগিয়ে গেল।

বাঙ্কহাউসে জো বাটলারের দেখা পেল ওরা। ওদেরকে দেখে বিস্মিত হলো সে। 'আরে, দু'জনেই দেখছি এসে পড়েছ! কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

'তুমি কি স্কটের কাছে খবর পাঠাওনি আমাদের ফিরে আসার জন্যে? ও বলল সব গরু নাকি পশ্চিমে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছ?'

'তাই নাকি? পরিকল্পনাটা অবশ্য ওরকমই ছিল। কিন্তু স্কট বা কাউকে তো তোমাদের কাছে পাঠাইনি! ভাবছিলাম সপ্তাহের শেষে...'

পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল জন আর ফুয়েন্তেস।

'স্কট বলল আমাদের নাকি দরকার হবে তোমার,' বলল মেক্সিকান। 'নিশ্চই তোমার কথা বুঝতে ভুল করেছে ও।'

টিম কার্টিস এসে পড়ল এসময়। 'ব্রিন্ডলকে দেখেছ নাকি?' জানতে চাইল সে আগ্রহ ভরে।

'ওদিকেই আছে। ওটাকে ধরতে চাইলে যেতে পারো। সঙ্গে কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে ব্যাটার। কিন্তু ব্রিন্ডল কেমন, জানোই তো, বন্ধুগুলোও ওর মতই নচ্ছার।'

ত্যক্ত মনে দরজার দিকে এগোল জন। *স্কটের উদ্দেশ্যটা কি ছিল?* বাইরে থেকে শুনতে পেল এ নিয়ে বাটলারের সঙ্গে আলাপ করছে ফুয়েন্তেস, কিন্তু মনোযোগ দিল না ও। *ব্যাপারটা কি? ইচ্ছে করে ভুল তথ্য দিয়েছে স্কট, যাতে নিশ্চিন্তে লাইন-কেবিনের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে পারে?* অথচ আরও কয়েকদিন ওদিকে রাউন্ড-আপ করার ইচ্ছে ছিল জনের।

ঠিক আছে, তাই হোক, আনমনে ভাবল ও। পুব আর দক্ষিণেই তল্লাশি চালাবে। খোয়া যাওয়া গরুর ব্যাপারে সন্দেহ ধুকপুক করছিল মনে, সেটা যাচাই করার ইচ্ছে কয়েকদিন কিংবা কয়েক সপ্তাহের জন্যে মুলতবি রাখতে হবে।

পোর্চে ওর পাশে এসে দাঁড়াল টিম কার্টিস, সিগারেট রোল করছে অভ্যস্ত হাতে। 'হয়েছে কি, বলো তো?'

খুলে বলল জন।

'কিন্তু মিলছে না, এমন কিছু করার কথা নয় স্কটের,' চিন্তিত স্বরে বলল বুড়ো। 'ছেলেটা ভাল। হ্যান্ড হিসেবেও দক্ষ। পরিশ্রমী। হয়তো মেয়েটার ব্যাপারে তোমার ধারণাই সত্যি, সোশ্যালের পর থেকে ওকে নিয়ে কথা বলতে শুনেছি স্কটকে।' এবার সবক'টা দাঁত বের করে হাসল সে। 'তাগড়া ষাঁড়ের কথা কি বলা যায়, কখন কোথায় যাবে বা কি থাকবে ওদের মনে?

'যাকগে, কয়েকদিন ভাল খাবার জুটবে তোমার,' সিগারেট ধরিয়ে হালকা চালে বলল কার্টিস। 'মন খারাপ থাকলে রান্নার দিকে বেশি মনোযোগ দেয় জুডিথ।' জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। 'রায়ান বেন্টন এসেছিল সেদিন, জুডিথের সঙ্গে কথা বলেছে কিছুক্ষণ। তারপর থেকে মেয়েটার মন খারাপ

হয়ে আছে।'

'স্যান এন্টোন এখান থেকে কতদূর?' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল জন।

'এখান থেকে স্যান এন্টোনে কখনও যাইনি আমি, হয়তো একশো মাইল হবে। বেশিও হতে পারে,' সন্দিহান সুরে বলল সে, তারপর জনের দিকে ফিরল 'চলে যাবে নাকি? হেল্, ম্যান, তোমাকে দরকার আমাদের!'

'ভাবছি একবার ঘুরে আসব ওখানে।' হাঁটু গেড়ে বসল জন, এক টুকরো পাথর তুলে মাটিতে ক্যাপরকের কাঠামো আঁকল। ওর ধারণা জায়গাটা এখান থেকে পশ্চিমে।

বড় শহরের মধ্যে স্যান এন্টোনিয়োই কাছাকাছি, কিন্তু তারপরও বেশ দূরে···কয়েকদিন রাইড করতে হবে। মাঝামাঝি জায়গাটা বুনো, রুক্ষ এবং বন্ধুর এলাকা। ঢেউ খেলানো নিচু পাহাড়ের সারিতে রয়েছে অসংখ্য ঝর্না, কারও যদি পানির উৎসের সঠিক অবস্থান জানা নাও থাকে, খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। কমবয়েসী গরুর পাল ওই পথে চালান করা এককথায় দুঃসাধ্য–অসম্ভব বলা চলে। কেউ যদি চেষ্টা করে, ড্রাইভ শেষে হয়তো দেখা যাবে পালের অর্ধেক গরু খোয়া গেছে।

চুরি করা গরু যেখানেই থাকুক, স্যান এন্টোনিয়ো আর এখানকার মাঝামাঝি কোন গোপন জায়গায় রয়েছে–কিওয়া এলাকায়। জন বাজি ধরে বলতে পারবে জায়গাটা বিশ মাইলের বেশি দূরে হবে না। পর্যাপ্ত পানি দরকার হবে রাসলারদের, কারণ কমবয়েসী গরুর পানির চাহিদা তুলনামূলক বেশি, বাছুরগুলোর দেখ-ভাল করার জন্যে কাউহ্যান্ড প্রয়োজন হবে···যদি না অফুরন্ত পানির যোগান আর বিশাল কোন তৃণভূমি থেকে থাকে।

ক্যাপরকের কাঠামো, স্যান এন্টোনিয়োর অবস্থান···নিজের হাতে আঁকা অদ্ভুত ম্যাপটা দেখল জন, কিন্তু যথেষ্ট মনে হলো না। বেশ কয়েকটা শূন্য জায়গা রয়েছে যেগুলো ভরাট করতে হবে। এলাকাটা ভাল করে চেনে এমন কারও সঙ্গে কথা বলতে হবে, যার কৌতূহল কম এবং পাল্টা প্রশ্ন করবে না। এমন কাউকে যদি পাওয়া যায় যে ওর আসল উদ্দেশ্য ধরতে না পেরে তথ্যগুলো দিয়ে দেবে, তাহলে তো দারুণ হয়।

উঠে দাঁড়াল ও। গানবেল্ট ঠিকঠাক করে বাঙ্কহাউসের দিকে ফিরল, শুনতে পেল কেউ ডাকছে ওকে।

'তোমাকে ডাকছে,' বলল টিম কার্টিস।

র‍্যাঞ্চহাউসের সিঁড়িতে জুডিথ লিপম্যানকে দেখতে পেয়ে মেয়েটির দিকে এগোল জন, আর কার্টিস গেল বাঙ্কহাউসের দিকে।

ক্লান্ত, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে জুডিথকে। চোখ জোড়া অস্বাভাবিক হলেও অন্য যে-কোন সময়ের চেয়ে উজ্জ্বল, হাতের আঙুল মৃদু কাঁপছে। 'ক্যালকিন,' আড়ষ্ট স্বরে বলল মেয়েটি। 'তুমি কি পাঁচশো ডলার রোজগার করতে চাও?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ও, বিস্ময় চেপে রেখেছে।

'পাঁচশো ডলারই আছে আমার কাছে, নইলে হয়তো বেশি দিতাম,' পুনরাবৃত্তি করল মেয়েটি। 'তাও তোমার এক বছরের কামাইয়ের চেয়ে ঢের বেশি।

বেন্টনদের হয়ে খুনোখুনি করলেও এত টাকা রোজগার করতে পারবে না।'

'ঠিকই বলেছ, প্রচুর টাকা,' একমত হলো জন। 'কিন্তু সেজন্যে কি করতে হবে?'

তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, রক্তশূন্য ফ্যাকাসে ঠোঁট কাঁপছে। সেটা রাগে নাকি ঘৃণায়, ঠিক বুঝতে পারল না জন। এ মুহূর্তে মেয়েটিকে মোটেই সুন্দর বা আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না।

'একজন মানুষ খুন করবে তুমি!' ষড়যন্ত্র নয়, ঘোষণা এবং নির্দেশের সুরে বলল জুডিথ লিপম্যান। 'রায়ান বেন্টনকে!'

ষোলো

বেকুব বনে গেছে জন ক্যালকিন, স্থির দাঁড়িয়ে থাকল একই জায়গায়। জুডিথ লিপম্যানকে সম্পূর্ণ অচেনা মনে হচ্ছে। মুখ-চোয়ালের পেশী শক্ত হয়ে গেছে, চাহনিতে কাঠিন্য, এতটা যে কোন মহিলা দূরে থাক, পুরুষদের মধ্যেও এত কঠিন অভিব্যক্তি খুব কমই দেখেছে ও–সবই ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ।

'খুন করো ওকে। বিনিময়ে তোমাকে পাঁচশো ডলার দেব আমি।'

'ভুল বুঝেছ আমাকে, ম্যা'ম। পিস্তল ভাড়া খাটাই না আমি।'

'কিন্তু তুমি তো একজন বন্দুকবাজ, নাকি? সবাই তাই জানি আমরা। আগেও মানুষ খুন করেছ!' শুধু প্রতিবাদই নয়, অসন্তোষও প্রকাশ পেল মেয়েটির কথায়।

'নিজের সম্পত্তি রক্ষা কিংবা আত্মরক্ষার জন্যে পিস্তল ব্যবহার করেছি আমি। কখনও পিস্তল ভাড়া দেইনি, দেবও না। ভুল লোক বাছাই করেছ তুমি, ম্যা'ম। যাক্‌গে,' কিছুটা কোমল স্বরে খেই ধরল ও। 'এখন হয়তো মাথা গরম বলে ওকে খুন করতে চাইছ। আমার ধারণা তুমি আসলে চাও না মারা যাক সে। এমনকি, ঠাণ্ডা মাথায় কাউকেই খুন করার ইচ্ছে নেই তোমার।'

'হ্যাঁ, তাই তো, কাউকেই খুন করতে চাই না!' অধৈর্য শোনাল জুডিথের কণ্ঠ। রাগে নাকি হতাশায় চোখে পানি চলে এসেছে, বলা মুশকিল। 'ঠিক এখানে, মেঝের ওপর ওর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পেলে শান্তি পেতাম! ওর মুখে লাথি মারতাম!'

'আমি সত্যিই দুঃখিত, ম্যা'ম।'

'তুমি আসলে কাপুরুষ! ভয়ে পেয়েছ রায়ান বেন্টনকে। ঠিকই বলেছে ও, এই আউটফিটের প্রতিটা লোক ভয় পায় ওকে, ওর মুখোমুখি দাঁড়ানোর মুরোদ নেই কারও!'

'আমার তা মনে হয় না, ম্যা'ম। রায়ান বেন্টনের সঙ্গে লাগার মত ব্যক্তিগত কারণ নেই আমাদের। কেউই ওকে তেমন পছন্দ করে না, কিন্তু সেজন্যে কাউকে

খুনও করা যায় না।'

'আস্ত ভীতু তুমি!' চরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করল মেয়েটি। 'সবাই ভীতুর ডিম, কাপুরুষ!'

'আমাকে ক্ষমা করতে হবে, ম্যা'ম,' পিছিয়ে এল জন। 'আমি খুনী নই।'

নিচু স্বরে খিস্তি করল মেয়েটি, ওর উদ্দেশে; তারপর ছুটে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বাঙ্কহাউসের দরজায় ফুয়েন্তেসের দেখা পেল জন। 'ব্যাপার কি?' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল মেক্সিকান।

বলল ও।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল সে, চিন্তিত, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে শ্রাগ করল। 'আমার ধারণা শুনবে? রায়ান বেন্টন নিশ্চই নিজের অনীহার কথা বলে দিয়েছে ওকে, কিংবা এটাও বলে থাকতে পারে এমিলি ডুরেলকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে।'

'কাকে বিয়ে করবে?' ঝট করে ফুয়েন্তেসের দিকে ফিরল জন।

'বহুদিন ধরে মেজরের মেয়েকে পটানোর তালে আছে রায়ান। বাড়ি যাচ্ছে, ওকে নিয়ে ঘুরতে বেরোচ্ছে···সবাই জানে এসব। আমার ধারণা জুডিথও জেনেছে এবং এ নিয়ে রায়ানের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে।'

নীরবে এতক্ষণ শুনছিল জো বাটলার। 'ঠিকই ধাক্কাটা সামলে নেবে ও,' দুশ্চিন্তাহীন স্বরে মন্তব্য করল সে।

'মনে হয় না,' বলল জন, তারপর মিনিট খানেক পর যোগ করল: 'জুডিথের এখনকার যা অনুভূতি, কাউকে যদি পটাতে না পারে তো শেষে নিজেই রায়ান বেন্টনকে খুন করার চেষ্টা চালাবে।'

ডাফল-ব্যাগ থেকে একটা শার্ট বের করল জন। ব্রাশ-পপিঙের সময় প্রিকলি পিয়ারের কাঁটার খোঁচায় ছিঁড়ে গেছে এক জায়গায়, সেলাই করা দরকার। বেশিরভাগ কাউহ্যান্ড সঙ্গে সুঁই-সুতো রাখে। এটা বাকস্কিনের শার্ট, তাই সরু র-হাইড দিয়ে সেলাই করতে হবে।

কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে ওর কাজ দেখল বাটলার। 'হেল!' শেষে সবিস্ময়ে বলে উঠল। 'এমন ভাবে হাত চালাচ্ছ যেন তুমি সত্যিকারের দর্জি!'

'আমি? মা-র কাছ থেকে শিখেছি। মা-র হাতের কাজ দেখলে কি বলবে?'

চিন্তিত দৃষ্টিতে ওকে দেখছে স্টিরাপ-আয়রন ফোরম্যান। 'আসলে কোত্থেকে এসেছ তুমি, ক্যালকিন? কখনও কিছু বলোনি আমাদের।'

এ প্রশ্নটা পশ্চিমে সচরাচর করা হয় না কাউকে, সুতরাং উপযুক্ত জবাবই দিল জন: 'হ্যাঁ, বলিনি।'

রক্ত ছলকে উঠল বাটলারের মুখে, ভুল বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ।

'দক্ষিণে···কলোরাডো থেকে,' বলল জন।

'দারুণ জায়গা,' বেরিয়ে যাওয়ার সময় মন্তব্য করল সে।

বাঙ্কে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ফুয়েন্তেস। উঠে বসে পায়ে বুট গলাল। 'ব্যাপারটা ভাল লাগছে না আমার, মন কু গাইছে। ঝড়ের আগে মসিহর্নের অবস্থা

যেমন হয়, নিজেকে তাই মনে হচ্ছে আমার।'

পলকের জন্যে তাকে দেখল জন, তারপর ফর্ক দিয়ে র-হাইডের সুতো কেটে শেষ মাথায় গিঁট দিল। 'আমারও,' একমত হলো ও।

জানালা দিয়ে ইয়ার্ডে টিম কার্টিসকে দেখতে পেল। ল্যাসো চালিয়ে তাজা একটা ঘোড়া ধরল সে।

'কোথায় যাচ্ছে বুড়ো?' জানতে চাইল জন।

'ওই ব্যাটাও ঝড়ের আঁচ পেয়েছে বোধহয়। সময় থাকতে তাই তৈরি হয়ে নিচ্ছে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কার্টিসকে ডাকল জুডিথ। 'ভুলে গেছিলাম একটা কথা। হার্লেকে বিশ্রাম দিতে তোমাদের একজনকে যেতে হবে। বাড়ি ফিরে যাবে ও।'

ফুয়েন্তেস উঠতে যেতে বাধা দিল জন। 'আমি যাচ্ছি।'

বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে পোর্চে এসে দাঁড়াল ও। 'দড়িটা যখন হাতেই আছে, আমার জন্যেও একটা মাছ ধরে ফেলো,' হালকা সুরে বুড়ো কাউহ্যান্ডকে বলল। 'ওই ধূসর গেল্ডিংটা বোধহয় মন্দ হবে না। হার্লেকে ছুটি দিতে যাব।'

'তুমি তো এইমাত্র এলে!' প্রতিবাদ করল সে।

'আগে এসে বসে আছে কে? বাঙ্কহাউসের বাতাস ভাল লাগছে না। কেবিন-ফিভারে ভুগছি আমি।'

ল্যাসো ছুঁড়ে গ্রে-টাকে ধরল কার্টিস। দড়ির ফাঁস এঁটে বসতে চুপচাপ হয়ে গেল ঘোড়াটা। স্বাস্থ্য ভাল ওটার, তেজী; আগে দেখলেও কখনও চড়েনি জন। স্যাডল সাজিয়ে পেটি টাইট করার সময় খেয়াল করল দড়ির কয়েল সাজাচ্ছে কার্টিস, কিন্তু আড়চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'জো-র কাছে শুনলাম তোমার সঙ্গে নাকি তর্ক হয়েছে জুডিথের, ও নাকি চায় রায়ান বেন্টনকে খুন করো তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'কত দেবে বলেছে?'

'পাঁচশো।'

'আরিব্বাপস্! সত্যিই বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর!'

'এতটাই যে নিজেই কাজটা সেরে ফেলতে পারে,' চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জন, কাউকে দেখতে না পেয়ে খেই ধরল: 'ভাবছি ওর বাবা এসব জানে কিনা।'

দড়ি গুটিয়ে ফেলেছে কার্টিস। 'কোন কিছুই অজানা থাকে না বুড়োর। হয়তো এটাও কানে চলে গেছে।'

*

বার্ট হার্লেকে গরুর পালের কাছাকাছি পেল জন। ওরই অপেক্ষায় ছিল সে। 'দেরি করেছ,' স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করল ভাড়াটে পাঞ্চার।

'জুডিথ জানাতে দেরি করেছে। ও বলার পর আর দেরি করিনি,' লোকটার বলার ভঙ্গি পছন্দ না হলেও চেপে গেল জন।

ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে গেল হার্লে। স্টিরাপ-আয়রন র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে নয়,

দক্ষিণে যাচ্ছে সে, সম্ভবত নিজের বাথানে, আন্দাজ করল জন। পালের চারপাশে কয়েক চক্কর দিল ও, দলছুট হতে চাইছে এমন কয়েকটা গরুকে খেদিয়ে দিল ভেতরের দিকে। ভরপেট খেয়েছে ওরা, তেষ্টা মিটেছে, বিশ্রাম নেওয়ার তোড়জোড় করছে এখন; যদিও সবে সন্ধে হয়েছে। এখন পর্যন্ত শান্ত আছে গরুগুলো, জায়গাটা পছন্দ হয়েছে ওদের। সাধারণত সকালের দিকে ভাল ঘাসের খোঁজে দল থেকে সরে পড়ে ওরা, তখনই বাড়তি লোকের দরকার হয়।

চক্কর মারার ফাঁকে অস্থির গরু সনাক্ত করার প্রয়াস পেল জন। ঝামেলাবাজ গরুও আছে দলে। বেশ কিছু মুখিয়ে থাকে ছোটার জন্যে, উসিলা পেলেই হলো, হয় ছুটবে নয়তো দলছুট হয়ে পড়বে। বেয়াড়া এসব গরুকে চিনে নিতে পারলে সুবিধে।

পাল পাহারা দেয়ার ফাঁকে ভাবনা-চিন্তা করার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। আছে স্বপ্ন দেখারও ফুরসত। আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়েছে সূর্য, এখনও অন্ধকার গ্রাস করেনি প্রকৃতিকে। দু'একটা তারা জ্বলে উঠেছে, পরে উঠবে এমন হাজারো তারার প্রতিনিধিত্ব করছে। পরে হয়তো অস্থির হয়ে উঠতে পারে গরুগুলো, কিন্তু এখন, সন্ধের উন্মেষে–একেবারে শান্ত হয়ে আছে, দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে কিংবা কোন কোনটা ইতোমধ্যে শুয়েও পড়েছে। এখানে জন্ম নেওয়া কয়েকটা বাছুর লাফ-ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে।

ঘুরে ঘোড়াটাকে পাহাড়ের দিকে চালনা করল জন। ঢালের ওপর থেকে পুরো দলের ওপর নজর রাখতে পারবে। পাহাড়ের ঢালে উঠে এসে স্যাডলে শরীর বিছিয়ে দিল ও, এক পা স্টিরাপ থেকে তুলে স্যাডল-হর্নের সঙ্গে পেঁচিয়ে নিল, মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে হিসেব-নিকেশ শুরু করল।

এমিলি ডুরেলের কথাই মনে পড়ল প্রথমে···দারুণ এক মেয়ে! সুন্দরী, বনেদী; একটু হয়তো জেদী আর খেয়ালী, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী এবং মর্যাদা সচেতন মেয়ে; ভণিতা বা লোক দেখানো ব্যাপার নেই ওর মধ্যে। যেটা করবে, মন থেকে করবে। প্রথম পরিচয়ের ঘটনা মনে পড়তে অজান্তে স্মিত হাসল জন। একেবারে বাচ্চা মেয়ের মত আচরণ করেছে সেদিন এমিলি, অথচ বিপদের সময় ওর শুশ্রূষা করতে দ্বিধা করেনি। আপাত দৃষ্টিতে যা অসম্ভব, স্বনামধন্য এক ব্যাঞ্চারের মেয়ে হয়ে লাইন-কেবিনে রাত কাটানো–তাই করেছে মেয়েটা।

খানিক আড়ষ্টতা ছাড়া ক্ষতটা কোন সমস্যা করছে না। বেল্ট পরার ধরন বাধ্য হয়ে বদলে নিতে হয়েছে ওকে। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে বটে, কিন্তু এরইমধ্যে নতুন চামড়া গজিয়েছে ক্ষতের চারপাশে, মারামারি না করলে কিংবা কুস্তি না নড়লে ক্ষতের মুখ খুলবে না। সমস্যা অন্য–অল্পতে ক্লান্তি বোধ করছে, হারানো শক্তি ফিরে পাওয়া পর্যন্ত এটা চলতেই থাকবে।

এমিলি ডুরেল থেকে চায়না বেনের দিকে চলে গেল ওর ভাবনা···একসঙ্গে নেচেছে ওরা, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও পৃথিবী সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছিল।

জেনিফারের কথা মনে পড়ল। মেয়েটা সম্পর্কে রোমান্টিক কোন ভাবনা নেই জনের মনে, কিন্তু মেয়েটির পরিচয়, বাড়ি সম্পর্কে যে-রহস্য সৃষ্টি হয়েছে সেটা

উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ওকে। বাড়ি ফেরার জন্যে তাড়া বোধ করছিল জেনি, তারমানে কড়া শাসনে থাকতে হয় ওকে--বাবা নাকি স্বামীর শাসনে? স্বামী আছে, স্পষ্ট অস্বীকার করেছে মেয়েটা।

অন্ধকার পুরো জাঁকিয়ে বসেছে–এসময়ে এল টিম কার্টিস। 'র‍্যাঞ্চে গিয়ে কফি গিলে এসো,' পরামর্শ দিল সে। 'দীর্ঘ রাত পড়ে আছে সামনে।'

'বেশ তো,' বললেও স্যাডল ছাড়ল না জন। 'এখান থেকে দক্ষিণের এলাকা পরিচিত তোমার?'

'একেবারে পরিচিত তা বলা যাবে না। স্যান এন্টোনে গেছি কয়েকবার, তবে কখনও একা যাওয়ার সাহস হয়নি। প্রতিবারই অন্তত চার-পাঁচজন ছিলাম। লিপম্যানের কাছে শুনেছি ওদিকে নাকি অ্যাপাচীরা রেইড করছে ইদানীং।'

'কোন সেটলার নেই?'

মাথা নাড়ল বুড়ো। 'ভবঘুরে টাইপের কিছু জার্মান আছে, ফ্রেডেরিক্সবার্গের ধারে-কাছে ঘোরাফেরার মধ্যে থাকে ওরা। গুটিকয়েক গরু পালে। মাঝে মধ্যে ড্রাইভও চালান দেয়।'

'স্কট ফিরেছে?'

'না, লাইন কেবিনে আছে বোধহয়,' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল সে। 'সত্যিই ফুলটন আর অন্যদের মুখোমুখি হতে হবে?'

'উঁহুঁ, কোন ঝামেলাই হবে না।'

হাতের হ্যাট উল্টে দেখল টিম কার্টিস, তারপর ত্যক্ত মনে মাথায় চাপাল। জন খেয়াল করেছে চিন্তিত থাকলে এ কাজটা করে বুড়ো। 'যাই ঘটুক,' শেষে বলল সে। 'আমি আছি এবং সময়মত তৈরিও থাকব।'

'বেন্টনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তারপরও সতর্ক থাকাই মঙ্গল। লেন ম্যাসনকে গোনার মধ্যে রাখতে হবে, ওর ব্যাপারে আগাম কিছুই বলা যাবে না। অল্পতে ধৈর্য হারায়, ওর ধারণা অন্যদের চেয়ে যথেষ্ট টাফ সে। বেন্টন যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক, সত্যিই যদি অতটা হয়ে থাকে, তাহলে ম্যাসনকে অন্য কোথাও রেখে আসবে।'

'আমারও তাই ধারণা,' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল বুড়ো। 'যাও, কফি খেয়ে এসো।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে র‍্যাঞ্চের দিকে এগোল জন।

পুরো র‍্যাঞ্চহাউস নীরব হয়ে আছে। বাঙ্কহাউস আর র‍্যাঞ্চহাউসের দুটো কামরা আলোকিত। করালে এল জন, তাজা একটা ঘোড়া ধরে ওটার পিঠে স্যাডল স্থানান্তর করল, রেইলে ঘোড়া বেঁধে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোল।

পুরানো একটা খবরের কাগজ পড়ছে বাটলার। ফুয়েন্তেস ঘুমাচ্ছে।

'স্কট ফিরেছে?' জানতে চাইল জন।

'বোধহয় লাইন কেবিনে। গরুর কি অবস্থা?'

'শান্তই আছে। টিম আছে ওখানে।'

দেয়ালে ঝোলানো পরিত্যক্ত স্যাডল-ব্যাগে বাড়তি বুলেট রাখা। চাহিদামত নির্দিষ্ট ক্যালিবারের কিছু কার্তুজ সংগ্রহ করে গানবেল্টের শূন্য জায়গা ভরে নিল জন। খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে ওর দিকে ফিরল বাটলার, চোখ থেকে চশমা

সরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। 'বি-ডব্লু রেঞ্জে ঝামেলা হবে নাকি?'

'বেন্টনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। বি-ডব্লু রেঞ্জে তল্লাশি চালাতে দিতে আপত্তি করেনি সে, তারপরও বোধহয় সতর্ক থাকা উচিত। ব্যাপারটাকে যদি হালকা ভাবে নিই আমরা, হয়তো চড়াও হয়ে বসবে ওরা। বি-ডব্লুর বাঙ্কহাউসে বেয়াড়া লোকের অভাব নেই, এদের কেউ কেউ এতটাই বেপরোয়া যে স্বয়ং ফিল বেন্টনকেও সওয়াল-জবাব দিয়ে চলে না। যে-কোন কিছু ঘটতে পারে···বিশেষ করে লেন ম্যাসন যদি উপস্থিত থাকে ওখানে। আছাড়া, রায়ান বেন্টনও উচ্ছৃঙ্খল রাইডারদের উস্কানি দিতে পছন্দ করে।'

'তিন-চারদিনের বেশি লাগার কথা নয়।'

'জো, বহুদ্দিন ধরে এদিকে আছ তুমি,' প্রসঙ্গ বদলাল জন। 'এখান থেকে দক্ষিণ-পুবে কি আছে, বলতে পারবে?'

'স্যান এন্টোনিয়ো,' স্মিত হেসে জবাব দিল সে। 'কিন্তু বেশ দূরে শহরটা···একশো মাইলের কম নয়।'

'কিওয়া এলাকার কথা জানতে চেয়েছি আমি।'

'কিওয়া এলাকায় কি আছে, এই তো? উত্তর হলো: যা ওখানে বর্তমান। কিওয়া, কোমাঞ্চি, এমনকি বেশ কিছু অ্যাপাচীও থাকে। জায়গাটা রেইডিং ট্রেইল হিসেবে কুখ্যাত, সুদূর মেক্সিকো বা প্যানহ্যান্ডল থেকে এসে রেইড চালায় ওরা। প্যানহ্যান্ডলের কোথাও গোপন হাইড-আউট আছে কোমাঞ্চিদের। অবশ্য শোনা কথা এসব।'

'কাছাকাছি কি আছে?'

'আমার জানা মতে তেমন কিছুই নেই। কয়েকটা ওঅটর হোল আছে, সারা বছর পানি থাকে ওগুলোয়। কিন্তু কিওয়াদের ভয়ে ওদিকে যায় না কেউ।'

মিনিট কয়েক ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল জন, জেনিকে নিয়ে ভাবছে···*আসলে কোত্থেকে এসেছে মেয়েটা? কোথায়ই বা গেল?* লেসি ক্রীক পেরিয়ে ইন্ডিয়ান এলাকার দিকে গেছে মেয়েটা, অথচ ওই ক্রীকের কাছাকাছি গোপন করালটা খুঁজে পেয়েছে ও।

র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল ও।

কয়লার লণ্ঠন ম্লান আলো বিতরণ করছে ঘরে। সাপারের আয়োজন প্রায় সম্পন্ন। নীল-কালো চেকের ক্লথ বিছানো টেবিলে। কফিপট আর কাপ নিয়ে বসল জন। সাইডবোর্ডে কিছু ডুনাট রাখা। কয়েকটা তুলে নিয়ে পেটে চালান করে শরীর এলিয়ে বসল, টেবিল-ক্লথের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না ওটা। কল্পনায় এখান থেকে দক্ষিণ-পুবের এলাকা দেখতে পাচ্ছে–এডওয়ার্ডস প্লেটোর দিকে–অসংখ্য ক্যানিয়ন আর খানাখন্দে ভরা জায়গা, এক ডজন আর্মি লুকিয়ে থাকার মত বিস্তর জায়গা রয়েছে ওদিকে। বুনো অঞ্চল, কিন্তু তাতে কি? পর্যাপ্ত পানির যোগান থাকলে···তাছাড়া কিওয়াদের ভয়ে ওদিকে যায় না কেউ···নিরাপদে গরু লুকিয়ে রাখা যাবে।

রাসলারদের সঙ্গে জেনির সম্পর্ক নেই তো? চিন্তাটা অস্বস্তি ধরিয়ে দিল জনের মনে, কিন্তু সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। *ওকে খুন করার চেষ্টা করছে*

কে? পরিচিত কেউ? নাকি একেবারে অজ্ঞাত কোন শত্রু?

সম্ভাব্য আততায়ী হতে পারে, চেনা-জানা সবগুলো মুখ একে একে ভেসে উঠল মানসপটে; কিন্তু লাভ হলো না।

পাশের কামরায় ক্ষীণ নড়াচড়া কানে এল, একটু পর দরজায় কারও ছায়া পড়ল। বিল লিপম্যান।

'জো?' প্রশ্নবোধক সুর।

'আমি ক্যালকিন। কফি খেতে এসেছি। পালের কাছে টিম আছে এখন।'

'আহ্, ক্যালকিন!' কাছে চলে এল সে, হাতড়ে টেবিলের কোণা খুঁজে পেল, তারপর একটা চেয়ারে বসে পড়ল। 'শুনলাম কি নাকি ঝামেলায় পড়েছ?'

'এমন কিছু নয় যেটা নিজে সামলাতে পারব না,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল জন, যতটা আত্মবিশ্বাস অনুভব করে তারচেয়েও বেশি প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'গুলি করে পালিয়েছে লোকটা, তবে প্রতিবার পালাতে পারবে না।'

'কিন্তু উল্টোটা ভাবছ না কেন? প্রতিবারই মিস্ করবে না সে।'

'যদি তাই হয়, জেফ এবং জো ঠিক চলে আসবে। আর ওসমানরা তো আছেই।'

'ওসমান!? ওদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কি?'

'টেনেসির ওসমান পরিবারের মেয়ে আমার মা।'

'তাই? জানতামই না! অবশ্য আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল আমার। উঁহুঁ,' হঠাৎ চিন্তিত মনে হলো স্টিরাপ-আয়রন মালিককে, টেবিলে আঙুল ঠুকে ড্রাম বাজাচ্ছে। 'বলতে চাইছ দরকার হলে পুরো আউটফিট চলে আসবে?'

'এমনিতে যার যার সমস্যা নিজেরাই সামাল দেয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু শত্রুর সংখ্যা অতিরিক্ত হলে কিংবা আমাদের কেউ ড্রাই-গাল্‌শ হয়ে গেলে তখন অন্যরা এসে পড়ে। যে-ই আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে, বুঝতে পারেনি পরিণতিতে কি হতে পারে। অবশ্য তার জানা থাকার কথাও নয়। আমাকে খুন করলে, অন্তত সাত-আটজন ওসমান আর ক্যালকিন চলে আসবে। খুঁজে বের করবে দোষী লোকটাকে।'

'যদি খুঁজে পায় লোকটাকে। প্রমাণ থাকতে হবে তো, নাকি?'

ডুনাটগুলো সুস্বাদু, কফিও দারুণ। তর্ক করার ইচ্ছে হলো না, বরং খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিল জন। খাওয়া শেষে, খেয়াল করল ঝিম মেরে টেবিলে বসে আছে বিল লিপম্যান। সম্ভবত আরও কিছু বলতে ইচ্ছুক।

'জুডিথের সঙ্গে কথা হয় তোমার?'

'মাঝে মধ্যে।'

'মেয়েটা হাসি-খুশি···এখন কি কারণে যেন হতাশ হয়ে পড়েছে, আমাকেও বলছে না। বলবেও না বোধহয়।' মুখ তুলে জনের দিকে তাকাল সে। 'তোমাদের মধ্যে কিছু ঘটেনি তো?'

'না, স্যার।'

'মেয়েটা ভাল, আমার মেয়ে বলে বলছি না। ক্যালকিন, ওর মত দক্ষ রাঁধুনী সারা তল্লাটে নেই কেউ। যার সঙ্গে বিয়ে হবে ওর, সুখী হবে লোকটা।'

অস্বস্তি বোধ করছে জন। বিল লিপম্যান নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বলছে কথাগুলো, যেটা পছন্দ হচ্ছে না ওর। শেষ ডুনাটটা তুলে নিয়ে কামড় বসাল ও, কফিতে চুমুক দিল। 'টিম অপেক্ষা করছে। বেচারাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা ঠিক হবে না। আমি বরং যাই।'

'বেশ,' কিছুটা বিরক্তি আর হতাশার সুরে বলল সে। 'কিন্তু ভেবে দেখো ব্যাপারটা।'

উঠে দাঁড়িয়ে কফিতে শেষ চুমুক দিল জন, তারপর দরজার দিকে এগোল। বাইরে পোর্চে এসে দাঁড়াল, বাঙ্কহাউসের দিকে এগোনোর সময় রান্নাঘর থেকে জুডিথ লিপম্যানের ক্রোধে তপ্ত কণ্ঠ কানে এল, কাল যেমন দেখেছিল–মেজাজ বোধহয় সেরকমই আছে এখনও।

'বাবা! কি করতে চাইছ তুমি? ওই চালচুলোহীন কাউহ্যান্ডের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইছ আমাকে?' ক্ষোভ আর ঘৃণা প্রকাশ পেল মেয়েটির কণ্ঠে।

'ওরকম কিছু নয়। আমি ভাবলাম···'

'ভাবাভাবির দরকার নেই। বিয়ের সময় হলে আমি নিজেই বর পছন্দ করে নেব। সত্যি কথা বলতে কি, পছন্দ করাই আছে। তুমিও জেনে নিতে পারো।'

'কি বললে? পছন্দ আছে?'

'রায়ান বেন্টনকে বিয়ে করব আমি।'

'রায়ান বেন্টন!?' চড়া হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠ। 'আমার তো ধারণা, ওর বাবা চাইছে সে ডুরেলের মেয়েকে বিয়ে করুক।'

শীতল, প্রায় কুৎসিত শোনাল জুডিথের কণ্ঠ। 'ওরকম কিছু হবে না, বাবা! বিশ্বাস করো, হতে দেব না আমি! রায়ান যাতে আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়, সেটাই করব!'

'রায়ান বেন্টন?' চিন্তিত শোনাল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠ। 'জুডিথ, এ ব্যাপারটা তো মাথায় আসেনি আমার। রায়ান বেন্টন···হ্যাঁ, সব কিছু তাহলে দারুণ হয়!'

*

টিম কার্টিসকে বিদায় করে পালের চারপাশে চক্কর মারল জন। বেশিরভাগ গরু শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, হয়তো মাঝরাতের দিকে উঠে শরীরের আড়মোড়া ভাঙবে।

বাপ-মেয়ের কথাগুলো নিয়ে ভাবছে জন। এমন নয় যে স্পষ্ট কিছু বলেছে বা বুঝিয়েছে কেউ, কিন্তু বলার ভঙ্গিটা বড় অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক লেগেছে ওর কাছে···

স্পষ্টত জুডিথকে শেষ কথা বলে দিয়েছে রায়ান বেন্টন, এবং সে-কারণেই তাকে খুন করতে চেয়েছিল জুডিথ। এখন অবশ্য মত পাল্টে রায়ানকেই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে

তাহলে ওই কথাগুলোর মানে কি?

রাতে গরুর পাল পাহারা দেয়া ঝক্কিহীন ব্যাপার, বরং চিন্তা-ভাবনার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। সারাদিনের ব্যস্ততায় যে-সুযোগ মেলে না, তাই পাওয়া যায় রাতে। চারপাশ সুনসান নীরব, বিশ্রামরত গরুগুলোর সঙ্গও স্বস্তিকর। রেকি করার সময় অবচেতন মন আর সহজাত প্রবৃত্তিকে সচেতন করে তুললেই হলো,

অস্বাভাবিক কোন কিছু ঘটলে ধরা পড়বে চোখে–এই ফুরসতে ভাবনার কাজটা দিব্যি চালিয়ে নেয়া সম্ভব।

সন্দেহাতীত ভাবে প্রচণ্ড খেপে গিয়েছিল জুডিথ লিপম্যান, এতটাই যে জনের মাধ্যমে খুন করতে চেয়েছিল রায়ান বেন্টনকে। অথচ এখন তাকেই বিয়ে করবে বলে পণ করেছে।

আসল মতলব লুকাতে চাইছে না তো? নাকি···চিন্তাটা আসা মাত্র শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল জন ক্যালকিনের সারা দেহে···পথের কাঁটা সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছে জুডিথ? নইলে কেন ওকে বিয়ে করতে বাধ্য হবে রায়ান বেন্টন?

পথের কাঁটা একজনই···এমিলি ডুরেল।

সতেরো

নিজের ঘোড়ার স্যাডলে চেপে সবার দিকে ফিরল জো বাটলার। টিম কার্টিস, টনি ফুয়েন্তেস আর জন ক্যালকিন, তিনজনেই স্যাডলে চেপে বসেছে। প্রস্তুত। এখনও সকাল হয়নি, আকাশে সবে ভোরের আভা ফুটতে শুরু করেছে।

'যতটা সম্ভব ঝামেলা এড়িয়ে কাজ করব আমরা,' পরামর্শের সুরে বলল র‍্যামরড। 'স্টিরাপ-আয়রন বা স্পার ব্র্যান্ডের গরু যা পাবে, খেদিয়ে পালে ঢোকাবে। রাউন্ড-আপ শেষ করে এখানে নিয়ে আসব। বি-ডব্লুর গরুর ব্যাপারে আগ্রহ না দেখানোই মঙ্গল। ম্যাসন বোধহয় ধারে-কাছে থাকবে। ক্যালকিনের ধারণা, আমাদেরকে বাধা দেবে না ওরা। তাই যেন হয়। তবে সাবধানের মার নেই। পরস্পরের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা কোরো, খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ো না। পরপর তিনটা গুলির শব্দ শুনতে পেলে যেখানেই থাকবে, দ্রুত চলে আসবে।'

'কোথায় আসব?'

'মনে আছে, ক্যালকিনের সঙ্গে প্রথম কোথায় দেখা হয়েছিল আমাদের? ওখানে আসবে। যদি সমস্যায় পড়ো, প্রয়োজনে লুকিয়ে পড়বে। হয়তো লড়াই করেই বেরিয়ে আসতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে পরিণত মানুষ, জানো কোন্ পরিস্থিতিতে কি করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, ঝামেলা করে কোন লাভ হবে না; দ্বিতীয়ত, আমাদের লোকবল বা শক্তি কম।'

থামল সে। 'এমন নয় যে লড়তে জানি না আমরা কিংবা ভয় পাচ্ছি। লড়তে ঠিকই জানি। আমি জেব স্টুয়ার্টের পাশাপাশি লড়েছি। ফুয়েন্তেস আজন্ম লড়ুয়ে। আর টিম কার্টিস সিক্সথ ক্যাভালরিতে ছিল। প্রয়োজন হলে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ব আমরা।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে কার্টিসের দিকে তাকাল জন। 'সিক্সথ ক্যাভালরিতে ছিলে

তুমি? ওরিন্ ওসমানকে চেনো, টেনেসির ছেলে?'

হেসে উঠল সে, নিচু স্বরে শিস বাজাল। 'আহ্, দেখার মত শূটিং ওর!'

'ও আমার কাজিন।'

'আগে বলবে তো! তুমি ওরিনের ভাই? কিন্তু আমি তো ভেবেছি ক্যালকিন নামটা আইরিশ।'

'ঠিকই ধরেছ, আমার বাবা আইরিশ।'

নীরবে যাত্রা করল ওরা। কেউই কথা বলছে না। বি-ডব্লু রেঞ্জে প্রবেশ করেছে, ক্যাপরকের ওপাশে কয়েক মাইল বুনো এলাকায় তল্লাশি চালানোর ইচ্ছে। জানে যে-কোন জায়গায় থাকতে পারে বেন্টনের ক্রুরা, আশা করছে নিজেরা ওদের চোখে ধরা পড়ার আগেই বি-ডব্লু ক্রুদের দেখতে পাবে।

ছোট ছোট ঘাস জন্মেছে তৃণভূমিতে, ছড়ানো-ছিটানো মেস্কিট রয়েছে। কিছু গরু চোখে পড়ল ওদের, বেশিরভাগই বি-ডব্লুর।

নিচু জমি থেকে চড়াইয়ে ওঠার সময় দূরে তিনজন রাইডারকে দেখতে পেল। ট্যাপ ফুলটন, লেন ম্যাসন এবং রায়ান বেন্টন। তিন ঝামেলাবাজ একত্র হয়েছে!

'সহজ ভাবে রাইড করো,' সতর্ক করল বাটলার। 'কপালে জানি কি আছে আজ! ওই মাথাগরম ছোঁড়ার মর্জি বোঝা কঠিন।'

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল ওরা, অপেক্ষায় থেকে তিনজনকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিল। কিছুটা পাশে সরে গেছে জন, ফুয়েন্তেসও তাই করেছে।

রায়ান নেতৃত্ব দিচ্ছে। 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'রাউন্ড-আপ করছি,' জানাল বাটলার। 'স্পার বা স্টিরাপ-আয়রনের গরু খুঁজছি আমরা। যে-কোন জায়গায় পেলেই হলো।'

'আগেও বলা হয়েছে বি-ডব্লু রেঞ্জে তোমাদের গরু নেই! এবার মানে মানে কেটে পড়ো।'

'কয়েক সপ্তাহ আগে,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'স্টিরাপ আর স্পারের কিছু গরু এদিকে দেখেছি আমি। ওই গরুগুলো চাই আমাদের।'

জনের দিকে ফিরল তরুণ, দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ। 'তুমি বোধহয় ক্যালকিন, তাই না? তোমার কথা শুনেছি।' ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল সে। 'হ্যাঁ, সোশ্যালে দেখেছি তোমাকে, অচেনা মেয়েটার বক্স কিনেছিলে!'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'তুমিও কিনতে চেয়েছিলে, ম্যাসনের হয়ে।'

'বেশ। এবার কেটে পড়ো, নয়তো আমরাই খেদিয়ে দেব তোমাদের!'

'তোমার জায়গায় থাকলে,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'আমি কিন্তু এত জলদি সিদ্ধান্ত নিতাম না, আগে ফিল বেন্টনের সঙ্গে কথা বলে নিতাম। রাউন্ড-আপের ব্যাপারে ফিল বেন্টনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, বি-ডব্লু রেঞ্জে তল্লাশি চালাতে দিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেনি সে।'

'ভাগো!' তারপর যেন জনের কথার মর্মার্থ ধরতে পারল সে। 'বাবার সঙ্গে কথা বলেছ? কখন, কবে?'

'কয়েকদিন আগে, এখান থেকে পুবে। মোটামুটি বোঝাপড়া হয়েছে

আমাদের, বলা যায় বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ। আমার মনে হয়নি বেসিনে কোন অশান্তি চায় সে।'

কর্কশ, মেজাজী সুরে নাক গলাল লেন ম্যাসন। 'হেল্, রাই, আমার ওপর ছেড়ে দাও ওদের ভার! ব্যাটাকে জনমের শিক্ষা দিয়ে দেব! কিসের এত কথা? আমার তো মনে হয় ঠিকই বলেছ, সবক'টাকে খেদিয়ে বিদায় করা উচিত রেঞ্জ থেকে।'

শান্ত স্বরে জবাব দিল বাটলার। 'ঝামেলা করার কোন মানে হয় না, দরকারও নেই। স্পার বা স্টিরাপের গরু নিয়ে যেতে এসেছি আমরা। তোমরা যেমন আমাদের জমি থেকে বি-ডব্লুর গরু নিয়ে আসবে।'

'আর এতে যদি আপত্তি থাকে তো যার দখলে যা আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব আমরা,' যোগ করল টিম কার্টিস। 'তোমাদের রেঞ্জে আমাদের সব গরু তোমাদের হয়ে যাবে এবং আমাদের রেঞ্জে থাকা তোমাদের গরু স্টিরাপের হবে। সহজ হিসাব।'

'মাথা খারাপ!' তপ্ত স্বরে প্রতিবাদ করল রায়ান। 'কিভাবে জানব আসলে বি-ডব্লুর ক'টা গরু আছে তোমাদের রেঞ্জে?'

'আমরা যেভাবে জানব তোমরা আমাদের ক'টা গরু পেয়েছ,' জবাব দিল কার্টিস।

একপাশে সরে যাচ্ছে ম্যাসন। অশুভ চাহনি লোকটার চোখে, নিজেকে প্রমাণ করার বাতিক তাড়া করছে ওকে। 'ওদের চলে যেতে বলো, রাই,' গম্ভীর স্বরে পরামর্শ দিল সে। 'প্রয়োজনে বাধ্য করব ওদের!'

অনিশ্চয়তায় ভুগছে রায়ান। জনের সঙ্গে ওর বাবার কথা হয়েছে, ব্যাপারটা দ্বিধা আর অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে ওকে। যতই অধৈর্য, উদ্ধত বা ঝামেলাবাজ হোক না কেন, বাপের তোপের মুখে পড়ার কোন ইচ্ছে তার নেই।

শেষপর্যন্ত কি ঘটত, বলা মুশকিল। কোমরের কাছে চলে গেছে জনের হাত, শিথিল ভঙ্গিতে পড়ে আছে হোলস্টারের ওপর। ম্যাসন এবং রায়ানের দিকে নিবদ্ধ ওর মনোযোগ, শরীর টান টান হয়ে গেছে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে শো-ডাউন হলে সবার আগে ফুলটনের উদ্দেশে প্রথম গুলি ছুঁড়বে, কারণ সে-ই বেশি বিপজ্জনক। এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি বন্দুকবাজ, কিন্তু প্রথম বুলেটটা সেই ছুঁড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেন্টন বা ম্যাসন প্রথম শুরু করলেও তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে মিস্ করবে।

'দাঁড়াও! ওই যে, বেন্টন আসছে!' ফুলটনের সতর্ক কণ্ঠে বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতিতে ছেদ পড়ল, পেশীতে ঢিল পড়ল ওদের।

রায়ানের ওপর থেকে চোখ সরায়নি জন, খুরের শব্দ কানে আসছে···একাধিক ঘোড়া।

দু'জন রাইডার সহ পৌঁছে গেল ফিল বেন্টন।

'বাবা? এই লোকটা বলছে তোমার সঙ্গে নাকি কথা হয়েছে ওর, যাতে আমাদের রেঞ্জ থেকে গরু রাউন্ড-আপ করবে ওরা?'

জনের দিকে তাকাল বেন্টন। 'আর কি বলেছ ওকে?'

'আর কিছুই বলিনি।'

ঘোড়ার রাশ টানল বি-ডব্লু মালিক। 'নিশ্চিন্তে গরু জড়ো করো,' জনের উদ্দেশে বলল সে। 'কিন্তু আমার গরুকে উত্যক্ত কোরো না, তাহলে ভূতের ভয় ঢুকে যাবে ওদের মনে। শেষে ঘোড়া বা রাইডারের ছায়া দেখলেও ছুটতে শুরু করবে।'

'ধন্যবাদ,' আন্তরিক স্বরে বলল জন, আলতো স্পার দাবাল। তিন ঝামেলাবাজকে পাশ কাটিয়ে এগোল ওর ঘোড়া।

'অন্য কোন দিন!' জন পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, নিচু স্বরে হুমকি দিল রায়ান বেন্টন।

'যে-কোন দিন, যে-কোন সময়!' একই সুরে জবাব দিল ও।

*

বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ক্রমশ। এগিয়ে চলেছে ওরা, ট্রেইলের ধারে-কাছে স্টিরাপ-আয়রন ব্র্যান্ডের কয়েকটা গরু খুঁজে পেয়েছে; এবার মেস্কিট ঝোপে তল্লাশি শুরু করল।

ছড়িয়ে পড়ল ওরা, সতর্কতার সঙ্গে কয়েক বর্গমাইল বুনো পাহাড়ী এলাকায় কাজ করছে। বি-ডব্লুর অনেক গরু দেখেছে, কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই সাঁইত্রিশটা স্পার আর নয়টা স্টিরাপ-আয়রন মার্কা গরু খুঁজে পেল। সব গরু একটা ক্যানিয়নে জড়ো করার পর স্যাডল ছেড়ে আগুন জ্বালাল। দারুণ ঠাণ্ডা পড়ছে তখন, টেক্সাসের ভয়াবহ উত্তরে হাওয়া বইছে।

তিনটা দিন ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা আর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কাজ করতে হলো। কলার তুলে, মুখে ব্যান্ডানা পেঁচিয়ে ঠাণ্ডা ঠেকানোর প্রয়াস পেয়েছে, কেবল জো বাটলার বাদে। ওর হ্যাটে চিবুকের স্ট্র্যাপ নেই। ব্যান্ডানা দিয়ে স্ট্র্যাপের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে যাতে বাতাসের ঝাপটায় হ্যাট উড়ে না যায়।

ক্যানিয়নে প্রচুর মেস্কিট ঝোপ রয়েছে, আগুন জ্বালাতে তাই কোন সমস্যা হচ্ছে না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় প্রায় সারা রাতই জ্বলছে ক্যাম্পের আগুন।

তৃতীয়দিন, ফুলটন সহ ফিল বেন্টন হাজির হলো সেখানে। গরুর পালে নজর চালাল। 'পাল যাচাই করে দেখব আমি,' বলল সে।

আগুনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে হাত গরম করছে জন। 'বেশ তো,' মৃদু স্বরে সম্মতি জানাল। পালে বি-ডব্লু বা অন্য আউটফিটের কোন গরু নেই। ফিল বেন্টন নিজে যাচাই করলে ক্ষতি নয় বরং লাভই হবে–সন্দেহ দূর হয়ে যাবে তার।

বেশি সময় নিল না সে। কয়েকবার পালের ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করল, চক্কর মারল, তারপর আগুনের কাছে ফিরে এল।

'শুধু কফি,' আহ্বান করল জন। 'দুঃখিত, খাবারের ঘাটতি আছে আমাদের।'

'কিছু খাবার পাঠিয়ে দেব তোমাদের জন্যে?' প্রস্তাব দিল বেন্টন।

'উঁহুঁ, আপাতত চলে যাবে। সকালে সব গরু র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাব আমরা।'

'ভালই তো পেয়েছ,' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল বি-ডব্লু মালিক। 'কমবয়েসী কোন গরু নেই।'

'না,' আগুনের কাছাকাছি ঝুঁকে বসল জন। 'বেন্টন, কয়েকদিনের ছুটি নিচ্ছি

আমি, ভাবছি চারপাশে···এখান থেকে দক্ষিণ-পুবের এলাকা ঘুরে-ফিরে দেখব।'

'চুল হারাবে হয়তো। বছরখানেক আগে আমার এক ক্রু দলছুট গরু খুঁজতে গিয়েছিল ওদিকে। ও ফিরে না এলেও রক্তাক্ত স্যাডল নিয়ে ফিরে এসেছিল ঘোড়াটা। এর পরপরই বৃষ্টি হয়েছিল, তাই ওর ট্রেইল খুঁজে পাইনি আমরা।'

'কিছু গানম্যান আছে তোমার, বেন্টন, এরা সবাই কম বেশি বিপজ্জনক। ম্যাসনের কথা না বললেই নয়, ওকে সামলে রাখার জন্যে কাউকে দরকার, নইলে ঠিক ঘাপলা বাধাবে।'

'রাই সামলে রাখবে ওকে।'

কফিতে চুমুক দিল জন। প্রত্যাশা নিয়ে ওর দিকে তাকাল বেন্টন, আশা করছে আরও কিছু বলবে জন, কিন্তু নিরাশ হলো সে।

'এ নিয়ে চিন্তা কোরো না, ক্যালকিন। ম্যাসন ছেলেটা খারাপ না, একটু মাথা গরম, এই যা।'

কফির তলানিটুকু মাটিতে ফেলে উঠে দাঁড়াল ও। 'হতে পারে। কেউ যখন একটা অস্ত্র ঝোলায়, নিজের আচরণের জন্যে সম্পূর্ণ সে-ই দায়ী থাকে। আমি তোমাকে যেটা বোঝাতে চাই, ম্যাসন যা করবে নিজের দায়িত্বে করবে, বেন্টনরা যেন এতে না জড়ায়।'

'আমার হয়ে রাইড করে ও।'

'তাহলে লাগাম পরাও ওর হাতে,' কিছুটা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল জন। 'তুমি যদি সেদিন না আসতে, অন্তত একজন খুন হয়ে যেত। হয়তো কয়েকজন। তোমার একটা ছেলে আছে, বেন্টন, মানুষ মাত্রই নিজের রক্ত নিয়ে মর্যাদা বোধ করে।'

'নিজের ওজন বুঝে চলতে শিখেছে ও, ঝামেলা সামাল দিতেও জানে,' সরাসরি জনের চোখে তাকাল সে, স্থির চাহনিতে চ্যালেঞ্জ। 'ওর সঙ্গে লাগতে যেয়ো না, ক্যালকিন। তোমাকে স্রেফ ছিঁড়ে ফেলবে ও। আকারে ছোট হতে পারে, কিন্তু দারুণ ক্ষিপ্র আর শক্তিশালী রায়ান।'

'বেশ তো।'

স্যাডলে চাপল সে, ঘুরে তাকাল হঠাৎ, কিছু বলতে গিয়েও মত বদলে ফেলল। তারপর আলতো স্পার দাবাল।

কঠিন, বাস্তববাদী মানুষ। দুর্বলতা বলে কিছু নেই। কিন্তু নিঃসঙ্গ। এমন একজন মানুষ যে বিশ্বাস করে পৃথিবী তার চারপাশে একটা দেয়াল তৈরি করেছে, নিরন্তর চেষ্টা করছে সে ওটা ভাঙার জন্যে, অথচ ঘুণাক্ষরেও উপলব্ধি করতে পারেনি দেয়ালটা আসলে তার নিজেরই তৈরি।

সকালে সমস্ত গরু খেদিয়ে রওনা হলো ওরা। সব মিলিয়ে প্রায় দু'শো, বেশিরভাগ স্পার ব্র্যান্ডের।

উঁচু এলাকায় যখন পৌঁছল ওরা, তখন এমন ঠাণ্ডা পড়ছে যে মনে হলো তুষারপাত হচ্ছে। দূর থেকে মেঝের মত সমান দেখাচ্ছে সামনের জমি, কিন্তু জন জানে তা নয়, কারণ ছোট ছোট কিছু অগভীর ক্যানিয়ন রয়েছে, কয়েকটায় গরু থাকাও বিচিত্র নয়।

'জন, ফুয়েন্তেসকে সঙ্গে নিয়ে ক্যানিয়নে ঢুঁ মারবে তুমি,' বোকা নয় বাটলার,

নিস্পৃহ স্বরে বিচক্ষণতার পরিচয় দিল স্টিরাপ-আয়রন র‍্যামরড। 'নিচু এলাকার দিকে নিয়ে যাবে গরুগুলোকে। যদি অন্য কোন পথ খুঁজে পাও, তাহলে এদিকে এসো। টিম আর আমি কাছাকাছি থাকব। বলা যায় না, কেউ যদি স্ট্যাম্পিড করার চেষ্টা করে···পালের কাছাকাছি থাকাই ভাল।'

এ ব্যাপারটা বিবেচনা করেনি জন, কিন্তু জানে রায়ান বেন্টন বা লেন ম্যাসনের পক্ষে এরকম কিছু অসম্ভব নয়। স্রেফ ওদের খাটুনি বাড়িয়ে বিকৃত আনন্দ পাওয়ার জন্যেও স্ট্যাম্পিড করতে পারে।

পাহাড়ী এলাকার দিকে এগোল ওরা, কাছাকাছি ক্যানিয়ন পেরোনোর পর দেখল সামনের জমি দু'ভাগ হয়ে গেছে। আগে থেকে সতর্ক হওয়ার বা বোঝার উপায় নেই। দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাচ্ছিল, হঠাৎ মাটিতে গভীর ফাটল দেখতে পেল—কয়েকশো গজ চওড়া খাদ মুখ হাঁ করে আছে। তলায় সবুজ ঘাস, মেস্কিট ঝোপ ছাড়াও কয়েকটা কটনউড রয়েছে। আর আছে বেশ কিছু গরু।

কিনারা ধরে এগোল ওরা, নিচে নামার পথ খুঁজছে। এক জায়গায় ঢালু একটা পথ পেল যেটা ধরে ওঠা-নামা করে গরুরা। ঢাল ধরে নিচে, গরুর কাছাকাছি চলে এল ওরা।

কয়েকটা পাথরে বিচিত্র আঁকাজোঁকা চোখে পড়ল। খুঁটিয়ে দেখার ইচ্ছে আপাতত স্থগিত রেখে গরুর দিকে এগোল জন। কিন্তু ফুয়েন্তেসের উৎসাহ অল্পতে থামবার নয়, স্থির দৃষ্টিতে লেখাগুলো দেখল কয়েক মুহূর্ত, তারপর চট করে ফিরল জনের দিকে। 'বহু পুরানো···প্রায় প্রাচীন বলা যায়!' বিড়বিড় করল মেক্সিকান।

'পড়তে পারছ?'

শ্রাগ করল সে। 'কিছুটা। আমার দাদী কোমাঞ্চি ছিল। এগুলো অবশ্য কোমাঞ্চিদের লেখা নয়। আরও পুরানো···বহু আগের।'

স্টিরাপ-আয়রন মার্কা একটা বাছুর দেখে ওটাকে খেদিয়ে নিয়ে এগোল ফুয়েন্তেস। কিন্তু যেতে নারাজ ওটা। তীক্ষ্ণ, ধারাল শিং দেখেও গ্রাহ্য করল না জন, সরাসরি এগোল ওটার দিকে। এড়ানোর অনেক চেষ্টা করল বাছুরটা, শিং দিয়ে আঘাত করল, কিন্তু হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো কিছুক্ষণের মধ্যে, বুঝে গেছে নাছোড়বান্দা রাইডারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না। শেষে শান্ত হয়ে দাঁড়াল ওটা, লেজ নাড়ছে বিরক্তিকর শব্দে।

ক্যানিয়নের আরও গভীরে ঢুকল ওরা। তিন মাইল দূরে, ওপাশের প্রবেশমুখে পৌঁছল যখন, ততক্ষণে প্রায় ত্রিশটা গরু জোগাড় করেছে। বেশিরভাগই হৃষ্টপুষ্ট, বিশালদেহী।

মেস্কিটে ঘেরা সমতল জমিতে বেরিয়ে এল ওরা। এখানেও কিছু গরু রয়েছে। ফুয়েন্তেসকে পালের দায়িত্বে রেখে এখানকার গরুগুলোর ব্র্যান্ড পরখ করার জন্যে এগোল জন। বি-ডব্লুই বেশি, কিছু অবশ্য সার্কেল-ডি। চার বছর বয়সী একটা বাছুরকে খেদিয়ে পালের দিকে নিয়ে চলল জন, ঘোড়াটা সাহায্য করছে ওকে। গরু খেদানোর কাজে ঘোড়াটা বেশ দক্ষ, এ পর্যন্ত অনেক গরু খেদিয়েছে; স্রেফ স্যাডলে বসে থাকছে ও, ঘোড়াটাই যা করার করছে।

এ পর্যন্ত ভালই এগিয়েছে ওরা। স্রেফ ঝোঁকের বশে ক্যানিয়নে তল্লাশি করতে এসে প্রায় ত্রিশটা গরু পেয়েছে। তারপরও নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারছে না জন, কি একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। কার্টিস আর বাটলারের কাছ থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে আছে ওরা এখন, অথচ একসঙ্গে থাকা উচিত মনে করছে।

আরও কয়েকটা গরুকে খেদিয়ে পালে ঢুকিয়ে দিল জন, তারপর একসঙ্গে এগোল। 'এখান থেকে উঠব কিভাবে, জানা আছে তোমার?' জানতে চাইল ও।

দীর্ঘ সমতল মেসার দিকে ইঙ্গিত করল ফুয়েন্তেস। 'সাদা পাথরটা দেখেছ? ওটার পেছন দিক দিয়ে সহজ একটা পথ আছে।'

গরুর পালকে এগোতে বাধ্য করল ওরা। কিছুদূর এগিয়ে পালের দায়িত্বে ফুয়েন্তেসকে রেখে সরে এল জন, এদিক-ওদিক ঢুঁ মারল, তৃণভূমিতে চরতে থাকা গরুর ব্র্যান্ড পরখ করছে। স্টিরাপ-আয়রন বা স্পারের গরু নেই। হঠাৎ, মেস্কিট ঝোপের পেছনে ছোট্ট একটা আগুনের কুণ্ড দেখতে পেল। ক্ষীণ ধোঁয়া বেরোচ্ছে এখনও, কিছু কয়লায় সোনালী আভা জ্বলছে।

কাছাকাছি কিছু দাগ চোখে পড়ল, দু'এক জায়গায় ঘাস সহ মাটি উপড়ে এসেছে। চিহ্নগুলো অতি পরিচিত–একটা বলদকে ব্র্যান্ডিং করেছে কেউ। ব্র্যান্ডিং-আয়রনের ছ্যাঁকা দেওয়ার আগে গরুর পাছা থেকে চামড়া তুলেছে, বের হওয়া রক্ত পড়ে আছে।

চোখের কোণে কি যেন ধরা পড়ল ওর, সেদিকে ফিরল জন–মেস্কিট ঝোপের পাশে মাটিতে বিচিত্র চিহ্ন দেখতে পেল, খুঁটিয়ে দেখার পর নিশ্চিত হলো একটা রাইফেল রাখা হয়েছিল এখানে, বাট-প্লেটের দুই প্রঙের দাগ পড়েছে মাটিতে; আর মেস্কিটের শাখার ওপর রাখা হয়েছিল রাইফেলের ব্যারেল, শাখাটা নুয়ে আছে এখনও।

বেশি দূরে যায়নি ফুয়েন্তেস, তাকে ডাকতে দুলকি চালে ছুটে এল। আগুনের কুণ্ড, গরুর রক্ত, খুরের দাগ এবং রাইফেলের চিহ্ন, সবই দেখাল জন।

'সম্ভব হলে এই গরুটাকে খুঁজে বের করতে চাই আমি, টনি। বেশিক্ষণ হয়নি ব্র্যান্ড করা হয়েছে। সম্ভবত আমাদের সাড়া পেয়ে চলে গেছে লোকটা। আর···এই লোকের ক্যাম্প আগেও খুঁজে পেয়েছি আমরা।'

নড করল সে। গরুর পাল এক জায়গায় আটকে রেখে আশপাশে প্রতিটি গরু পরখ করল সদ্য মারা ব্র্যান্ডের খোঁজে, কিন্তু এমন কিছু চোখে পড়ল না। মিনিট বিশ পর দু'জনে একত্র হলো আগের জায়গায়। মাথা থেকে সমব্রেরো খুলল মেক্সিকান, সুইট-বেন্ডে লেগে থাকা ঘাম খসাল হ্যাট ঝেড়ে। 'সেয়ানা লোক, দারুণ সেয়ানা! গরুটাকে সরিয়ে দিয়েছে···হয়তো কয়েক মাইল দূরে খেদিয়ে দিয়েছে।'

মানতেই হবে দারুণ ধূর্ত লোক। কতক্ষণ আগের ঘটনা এটা? খুব বেশি হলে ত্রিশ মিনিট। ক্যানিয়নের ওপর ওদের সাড়া পেয়েই কেটে পড়েছে, গরুটাকেও নিয়ে গেছে সঙ্গে। চায়নি অন্য কেউ ব্র্যান্ডটা দেখে ফেলুক। *রাসলার নাকি কোন কাউহ্যান্ড? একটা মেভেরিকের গায়ে ছাপ্পড় মেরেছে?* কাটা চামড়া আর অন্যান্য আলামত দেখে জনের মনে হয়েছে, পূর্ণ বয়স্ক ছিল বলদটা।

গরুর পাল নিয়ে ফের যাত্রা করল ওরা।

হয়তো কোন কাউহ্যান্ড বা রাসলারদের কেউ, যে-লোক অদ্ভুত একটা রাইফেল বয়ে বেড়ায়। রহস্যটা উদ্ঘাটন করার ইচ্ছে তীব্র হয়ে উঠেছে জনের, লোকটাকে অনুসরণ করতে চাইছে। কিন্তু কার্টিস আর বাটলার মেসার ওপর পালের দায়িত্বে রয়েছে, তাছাড়া ত্রিশটা গরুকেও নিয়ে যেতে হবে মেসার ওপর। একা পারবে না ফুয়েন্তেস্। ঢালু পথ ধরে এগোনোর সময় দলছুট হয়ে পড়বে গরুগুলো। তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পালের সঙ্গে এগোল ও। মনে মনে ভাবছে প্রংঅলা এ ধরনের রাইফেল কারও হাতে দেখেছে কিনা।

বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে মানুষ, যার রুচিতে যেটা ধরে। এ ধরনের প্রংঅলা অন্তত চার-পাঁচটা রাইফেল দেখেছে ও, কাঁধ বা বগলের সঙ্গে ঠেকিয়ে কিংবা মাটিতে রেখে নিশানা স্থির করার জন্যে ব্যবহার করে কেউ কেউ, রিকয়েলের ধাক্কা কম লাগে তাতে। শার্পসের একটা মডেল ওভাবেই চালাতে হয়, একটা ব্যালার্ডও ওরকম। কিছু জেমস ব্রাউন কেন্টাকি রাইফেলও এই ধাঁচের।

'প্রংঅলা রাইফেল ব্যবহার করে এমন কাউকে চেনো নাকি?' মেক্সিকানকে জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা নাড়ল সে। 'মনে পড়ছে না, অ্যামিগো। এ ধরনের রাইফেল দেখেছি, কিন্তু এদিকে কারও হাতে চোখে পড়েনি।'

মোড় ঘুরে মেসার ঢালে সবে পা রেখেছে ওরা, এ সময় গুলির শব্দ শুনতে পেল।

বিকালের নিস্তরঙ্গ বাতাসে তীক্ষ্ণ আর পরিষ্কার শোনা গেল আওয়াজটা। একটাই শট, পরমুহূর্তে পাথুরে দেয়ালে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হলো।

ঘোড়া দাবড়ে রিমের দিকে ছুটল জন। কিনারার কাছে আসতে দেখতে পেল মূল পাল কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে আসতে ডানে ফিরল ও, এক ঝলকের জন্যে দূরে একটা ঘোড়াকে হারিয়ে যেতে দেখতে পেল। লেজে যেন আগুন ধরেছে ওটার, তুমুল গতিতে ছুটে যাচ্ছে।

রিমের কিনারে গুলি করল কেউ। জন দেখল মাটিতে পড়ে আছে জো বাটলার, উবু হয়ে গুলি করছে ছুটন্ত লোকটাকে। নাক-মুখ খিঁচে উঠে বসার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কাছাকাছি উপত্যকা থেকে রাইফেল হাতে ছুটে এল টিম কার্টিস।

বাটলারের কাছে চলে গেল জন, স্যাডল ছাড়ল।

মুখ তুলে তাকাল স্টিরাপ-আয়রন ফোরম্যান। 'লেন ম্যাসন! নিকুচি করি ওর! আমি কি গানম্যান নাকি যে ওর সঙ্গে কুলিয়ে উঠব?'

আঠারো

'টিম, হয়েছে কি?'

জনের দিকে ফিরল বুড়ো কাউহ্যান্ড, যুগপৎ রাগ আর লজ্জায় লাল হয়ে গেছে মুখ। 'নিকুচি করি ব্যাটার! উপত্যকার ওপাশে গিয়েছিলাম আমি, স্রেফ কয়েক মিনিটের জন্যে। কিন্তু হারামজাদা নিশ্চই কাছাকাছি ছিল, সবই দেখেছে!' মাথা নাড়ল সে। 'আমি চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। ওর ঘোড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম, ভাবলাম তুমি বা ফুয়েন্তেস ফিরে এসেছ। পরমুহূর্তে গুলির শব্দ হলো। গুলি করার আগে ওর কথাও শুনতে পেয়েছি, ও বলছিল: "অন্যরা হয়তো বোকা হতে পারে, কিন্তু আমি নই। আমি ওদের দেখিয়ে দেব।" তারপরই গুলি করেছে কয়োটটা।'

'সত্যিই কি ম্যাসন ছিল লোকটা?'

'ওর কণ্ঠ পরিষ্কার শুনেছি। গুলি করেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে ব্যাটা। দূর থেকে ওর পিঠ দেখতে পেয়েছি, সাদা-মুখো একটা সোরেলে চেপেছিল ম্যাসন। শেষবার ওই ঘোড়ায় দেখেছি ওকে, তাই না?'

ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে ফুয়েন্তেস, বাটলারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে বেশ দক্ষ সে—লক্ষ্য করল জন।

'টিম, একটা ওয়্যাগন দরকার। তুমি যাবে ওটা নিয়ে আসতে?'

'নিশ্চই,' বলে ঘোড়ার দিকে এগোল কার্টিস, কয়েক গজ এগিয়েও থমকে দাঁড়াল। 'নিকুচি করি! ওকে ছেড়ে গেলাম কিভাবে? আমার তো কোন কাজই ছিল না। ওহ্, আমি কি···'

'ভুলে যাও, টিম। বাটলার অভিজ্ঞ মানুষ; এখানকার বস্। পাহারা দেয়ার জন্যে কাউকে প্রয়োজন ছিল না ওর।'

'ওই বেজন্মাকে খুন করব আমি!' ক্রোধে তপ্ত কণ্ঠে শপথ করল বুড়ো কাউহ্যান্ড।

'ওর সঙ্গে লাগতে যেয়ো না, টিম। যথেষ্ট ফাস্ট ম্যাসন···এতটাই ফাস্ট যে এটাই ওর কাল হয়ে দাঁড়াবে। ওর মত লোক দেখেছি আমি, যাদের ক্ষেত্রে প্রথম শটই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। দশবারের মধ্যে ন'বারই ওর প্রথম বুলেট টার্গেটের পায়ের সামনে ধুলো ওড়াবে। যদি ওর মুখোমুখি হও কখনও, মনে রেখো, ও যাতে দ্বিতীয় গুলি করার সুযোগ না পায়—শুধু এটা নিশ্চিত করতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে।'

'গোল্লায় যাক ব্যাটা!'

'কি জানো, সময়ই ওকে উচিত সাজা দেবে, টিম। ওর মত লোক বেশিদিন

বাঁচে না। তো, ওয়্যাগনের ব্যাপারে কি ভাবছ?'

টিম কার্টিস চলে যাওয়ার পর, প্রেয়ারির কাছাকাছি এক জায়গায় বাটলারকে নিয়ে এল ওরা। মেসার শরীর থেকে বেরোনো চোখা পাথরের চাঙড়ের সঙ্গে ক্যানভাস ঝুলিয়ে আড়াল তৈরি করেছে, বাতাস আসবে না তাহলে। কম্বল দিয়ে বাটলারের শরীর ঢেকে দিল, তারপর ওয়্যাগন আসার অপেক্ষায় থাকল।

'ওই ম্যাসন ছেলেটা!' বিরক্তির সঙ্গে বলল ফুয়েন্তেস। 'কিছু ভাল মানুষ খুন হবে ওর হাতে, তারপর একদিন ও নিজেই খুন হয়ে যাবে।'

'জো তাদের মধ্যে পড়ুক, সেটা যাতে না হয় চলো সেই ব্যবস্থা করি,' বলল জন, দিগন্তে সেঁটে আছে দৃষ্টি।

ম্যাসনকে চিনতে যদি ভুল না হয়ে থাকে ওর, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় র‍্যাঞ্চে ফিরে গিয়ে কৃতকর্মের কথা সগর্বে সবাইকে বলবে ম্যাসন। বড়াই করবে জো বাটলারকে শো-ডাউনে খুন করেছে···*বলুক না! জো ঠিকই সামলে উঠবে বেঁচে থাকা চাই ওর, বাঁচতেই হবে।* কিন্তু বাথান এখান থেকে বহু দূর–দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে ওয়্যাগনে। তিক্ত হতাশায় খিস্তি আওড়াল জন।

বেন্টন যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করবে ম্যাসনকে। কিন্তু আরেকটা সম্ভাবনা আছে–বি-ডব্লুর কিছু লোকের কাজই হচ্ছে জঞ্জাল পরিষ্কার করা, প্রতিপক্ষ সামলে নেয়ার বা পাল্টা হামলা করার আগেই কাজ শেষ করে ফেলতে চাইবে। নিজে ওয়্যাগনের জন্যে না গিয়ে এজন্যেই বাটলার আর ফুয়েন্তেসের সঙ্গে থেকে গেছে ও।

এভাবে চোরাগোপ্তা হামলা চালাল কেন ম্যাসন, কারও নির্দেশে? নাকি নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে? ম্যাসনের সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই জো বাটলারের, ব্যক্তিগত ভাবে বাটলারকে খুন করেও লাভ হবে না তার। স্রেফ রেঞ্জ ওঅর উস্কে দেয়ার মত পরিস্থিতি তৈরি করেছে, সলতেয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, স্টিরাপ-আয়রন এখন শোধ নিতে গেলেই শুরু হয়ে যাবে লড়াই···

ঘোড়ার কাছে এসে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল জন, অস্ত্র হাতের কাছে রাখাই মঙ্গল। চকিত দৃষ্টিতে ওকে দেখল ফুয়েন্তেস, কিছু বলল না। দরকারও নেই অবশ্য। নিকট ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে, জনের মত সেও জানে। সম্ভবত টিম কার্টিসও জানে।

ডালপালা যোগাড় করে আগুন জ্বালাল ও, কিনারার ওপর দিয়ে নিচের ক্যানিয়নের দিকে তাকাচ্ছে মাঝে মধ্যে। ভাবছে বাটলারকে ওখানে সরিয়ে নিতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত···এই মেসা একেবারে উন্মুক্ত, কাভার নেই···কিংবা ঠাণ্ডার মধ্যে আশ্রয় নেয়ার মত জায়গাও নেই।

চোখ মেলে চারপাশে তাকাল জো বাটলার। উঠে বসার চেষ্টা করল।

'শুয়ে থাকো, জো, ওঠার দরকার নেই,' নির্দেশ দিল ফুয়েন্তেস। 'আঘাতটা খারাপ।'

'সুস্থ হব তো?'

'আলবৎ! স্রেফ যেভাবে বলছি, কাজ করে যাও। ধৈর্য ধরো। ওয়্যাগন আনার জন্যে বাথানে গেছে টিম, ওর ফিরে আসতে সময় লাগবে। তবে নিরাপদ একটা

জায়গায় তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাব আমরা–ক্যানিয়নের তলায়।'

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ফোরম্যান। 'ভাবছ ওরা আসবে?' জনকে নিরুত্তর দেখে আড়ষ্ট কাঁধ ঝাঁকাল সে, মুখ বিকৃত হয়ে গেছে ব্যথায়। 'নিকুচি করি হারামজাদার, সামান্য সুযোগও দেয়নি আমাকে! হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল, বলল অন্যদের যেহেতু সাহস নেই তো ও-ই করবে কাজটা। তারপর পিস্তল বের করেই গুলি করেছে নচ্ছারটা। এর কোন মানে হয়? কি বুঝছ, জন, হঠাৎ এভাবে খেপে গেল কেন ওরা?' কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এল ফোরম্যানের, দুর্বল বোধ হওয়ায় চোখ বুজল। মিনিট কয়েক পর চোখ মেলে তাকাল। 'পানি দাও! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে!'

বাটলারকে পানি খাওয়াল ফুয়েন্তেস। তেষ্টা মিটতে চোখ বুজল ফোরম্যান, মুহূর্ত কয়েক পর ফের চোখ খুলল। 'ঠিক আছে, যা করার তাড়াতাড়ি করো। এ জায়গাটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

ক্যানিয়নে পানি, জ্বালানি কাঠ এবং আশ্রয়–সবই মিলবে। তাছাড়া আগুন জ্বেলে বাটলারের জন্যে কিছুটা হলেও উষ্ণতার ব্যবস্থা করা যাবে। এখানে খোলা মেসায় আগুন জ্বালিয়ে রাখা যেমন কঠিন, তেমনি বিপজ্জনকও।

বাটলারের ঘোড়া এনে দু'জনে ধরাধরি করে তাকে স্যাডলে তুলল ওরা। ঘোড়সওয়ার হিসেবে ফোরম্যানের দক্ষতা প্রশ্নাতীত, তবে এই মুহূর্তে আহত অবস্থায়ও নিজের দক্ষতা প্রমাণ করল সে। দু'হাতে ঘোড়ার শরীর আঁকড়ে ধরে স্যাডলের সঙ্গে লেপ্টে থাকল। এদিকে ক্লিফের লাগোয়া ঢালু পথ ধরে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ওরা।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জো বাটলারের মুখ, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে ঠোঁটজোড়া। বিন্দুমাত্র শব্দ করছে না সে, নীরবে হজম করছে সমস্ত যন্ত্রণা। পাথরের সঙ্গে খুরের সংঘর্ষের হালকা শব্দ আর স্যাডলের খসখস আওয়াজ ছাড়া কোন শব্দ নেই। ফুয়েন্তেস আগে আগে চলছে, বাটলারের ঠিক পাশেই রয়েছে জন।

নিচে কটনউডের কাছাকাছি পৌঁছে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। সকালের আগে বাকবোর্ড বা ওয়্যাগন পৌঁছবে না, একরকম নিশ্চিত। উইলোর ডাল আর পাতা সহযোগে একটা দায়সারা গোছের স্ট্রেচার তৈরি করল, তারওপর স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেট বিছিয়ে দিল–আপাতত এটাই হবে বাটলারের বিছানা। সব ঘোড়া পিকেট করে আগুন জ্বালানোর জন্যে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করল এরপর।

একেবারে নীরব হয়ে গেছে বাটলার, মাঝে মধ্যে মনে হলো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, কখনও মনে হলো অজ্ঞান হয়ে গেছে, ঠিক বোঝা গেল না। তবে ঘুমের ঘোরে প্রচুর প্রলাপ বকল, মেরি নামের এক মেয়েকে ডাকল। অন্যমনস্ক থাকতেও কখনও নামটা শোনেনি কেউ বাটলারের মুখে।

'চারপাশে চক্কর দিয়ে আসি,' বলল জন। 'তুমি বরং বিশ্রাম নাও।'

'সি।'

ফুয়েন্তেস ঘুমিয়ে পড়ল, এই ফাঁকে পাহারার দায়িত্ব নিল জন, মাঝে মধ্যে পানি তুলে দিচ্ছে বাটলারের মুখে, ভেজা ব্যান্ডানা দিয়ে কপালে স্পঞ্জিং করল

কিংবা ঠোঁট মুছে দিল।

জো বাটলারের মত একজন ভালমানুষ মাথাগরম কোন তরুণের খামখেয়ালি ইচ্ছের বলি হয়ে যাবে, এটা কোন ভাবেই কাম্য হতে পারে না। মনে মনে টিম কার্টিসের যাত্রাপথের কথা ভাবল জন, আন্দাজ করার চেষ্টা করল কতটা পথ পাড়ি দেবে, ঠিক কখন পৌঁছবে র‍্যাঞ্চে আর ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগবে।

নিচু জায়গায় আগুন জ্বালিয়েছে ওরা, পাশে কিছু পাথরও রয়েছে; নতুন করে না জ্বালিয়ে কয়লা থেকে উৎপন্ন তাপ যথেষ্ট উষ্ণ মনে হচ্ছে। জো বাটলার জেগে থাকলে তাপটুকুর বাড়তি সুবিধে নিতে পারত।

মাঝরাতে ফুয়েন্তেসকে জাগাল ও। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকাল মেক্স।

'তিনটার সময় জাগিয়ে দিয়ো আমাকে।'

'বুয়েনো,' সায় জানাল সে। 'কি মনে হয় তোমার, অ্যামিগো, আসবে ওরা?'

শ্রাগ করল ও। 'জানি না। তবে ওরা আসবে ধরে নেয়াই মঙ্গল। ওভাবে যদি চিন্তা করি, তাহলে তৈরি থাকতে পারব আমরা।'

মিনিট কয়েক বেডরোলে শুয়ে জেগে থাকল জন, কান খাড়া। ঘুমিয়ে পড়ার আগে শব্দ শুনে টের পেল কাছাকাছি কোন ক্রীকে ব্যাঙের সভা বসেছে আর কটনউডে একটা প্যাঁচা ডাকছে···

*

কাঁধে একটা হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙল ওর। 'সব কিছু শান্ত। জো ঘুমাচ্ছে,' নিচু স্বরে ওকে জানাল ফুয়েন্তেস।

উঠে বসল জন। বুট ঝেড়ে নিশ্চিন্ত হলো মাকড়সা, গিরগিটি বা সাপ নেই ভেতরে। বুট পরে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল ইতোমধ্যে শুয়ে পড়েছে মেক্সিকান। জো বাটলারের কাছে চলে গেল ও। মাথা এক পাশে কাত করে ঘুমাচ্ছে ফোরম্যান, সশব্দে শ্বাস ফেলছে। শুকনো ঠোঁট ফেটে গেছে।

আগুনে কয়েকটা ডাল যোগ করল ও। তারপর অপেক্ষাকৃত অন্ধকারে, বিশাল এক কটনউডের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসল। অফুরন্ত সময় আছে হাতে, সুতরাং পরিস্থিতি বিচার করার সুযোগ ছাড়ল না।

বেন্টন বা লিপম্যান, কেউই চুরি করছে না। মেজরের ব্যাপারেও মোটামুটি নিঃসন্দেহ ও···*উইলসন?* লোকটাকে বিশ্বাস করে না জন, পছন্দও হয়নি, যদিও রাসলার হিসেবে তাকে সন্দেহ করার মত কারণ নয় এগুলো।

একেবারে অপরিচিত কেউ? যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে জেনির?

কি করা উচিত?

প্রথমে, জেনির আবাসস্থল খুঁজে বের করতে হবে। মেয়েটাকে পেলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। রাসলারদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে কিনা সেটাও বোঝা যাবে।

দ্বিতীয়ত, এডওয়ার্ডস প্লেটো এলাকাটা ঘুরে দেখা উচিত।

মাঝে মধ্যে উঠে দাঁড়াল ও, পায়চারি করল, কান পেতে অস্বাভাবিক শব্দ শোনার প্রয়াস পেল। ঘোড়ার কণ্ঠ শুনে থমকে দাঁড়াল একবার, পরস্পরের সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলছে ওগুলো। এছাড়া রাতটা একেবারেই নীরব, শান্ত আর

অন্ধকারাচ্ছন্ন।

এমিলি ডুরেলকে মনে পড়ল, চায়না বেনও ঠাঁই পেল ওর ভাবনায়। এরকম অসাধারণ সুন্দরী দুটো মেয়ে একই এলাকায় বিরল। টেক্সাসে অবশ্য এটা নিতান্ত সাধারণ ঘটনা, সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েরাও অনাকাঙ্ক্ষিত জায়গায় বাস করে।

আগুনের কাছে এসে ফের ডাল যোগ করল ও, তারপর ক্যাম্পের কিনারে অন্ধকারে ফিরে এল। ভুলেও আগুনের দিকে তাকাচ্ছে না। বাতাসে কেঁপে উঠল গাছের পাতা, পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো দুটো ডালের, দূরে উইলো ঝাড়ের নিচে পড়ল কি যেন, স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে পড়ে ভোঁতা শব্দ হলো।

অস্বস্তি ভরে শোনার চেষ্টা করল জন। আচমকা অবস্থান পরিবর্তন করল, এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ইচ্ছে নেই রাতটা শান্ত বটে, কিন্তু পরিবেশ পছন্দ হচ্ছে না ওর। খুব বেশি শান্ত···থমকে গেছে, যেন অশুভ কিছু ঘটার অপেক্ষায় আছে।

অদৃশ্য সেই স্নাইপারের কথা মনে পড়ল, কয়েকবারই ওকে খুন করার চেষ্টা করেছে লোকটা। এখন যদি আসে সে, মোক্ষম সময়ে–যখন আহত একজন মানুষের শুশ্রূষা আর গরুর পাল নিয়ে আটকা পড়েছে ও?

আচমকা দূরাগত খুরের শব্দ কানে এল ওর···বহু দূরে। খুরের ছন্দময় শব্দ ড্রাম বাজাচ্ছে যেন···নিস্তব্ধ রাত্রিতে ছুটছে একটা ঘোড়া।

এত রাতে কে আসছে?

অন্ধকারে সরে এসে চাপা স্বরে ফুয়েন্তেসকে ডাকল ও। 'টনি?'

সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেল মেক্সিকান। ম্লান আলো পড়েছে মুখে, চট করে চোখ মেলে তাকাল।

'এক রাইডার···এদিকেই আসছে।'

দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল মেক্সিকান, অন্ধকারে মিশে গেল। রাইফেলের ব্যারেলে ম্লান আলো ঝিকিয়ে উঠতে দেখতে পেল জন। ক্ষিপ্র, নিঃশব্দে চলাফেরা করে ফুয়েন্তেস, ঠিক যেন একটা চিতা।

মেস্কিট সারির ফাঁকে দেখা গেল রাইডারকে। ঘন ঝোপের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে আসছে সে, বারবার গতিপথ পরিবর্তন করছে, আবছা আলোয় দেখতে না পেলেও শব্দ শুনে ঘোড়ার অবস্থান পরিবর্তন ঠিকই টের পাচ্ছে জন। ধীর স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে লোকটা। নিশ্চিত, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি। সাধারণ কোন রাইডার নয়, লোকটা জানে কোথায় আসতে হবে। এখানেই আসছে সে।

কাছে চলে এল ঘোড়াটা, গতি কমে গেছে। অন্ধকারে শোনা গেল একটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠ: 'জন?'

'চলে এসো!' সাড়া দিল জন, দারুণ চমকে গেছে।

রাইডার আর কেউ নয়–*এমিলি ডুরেল!*

উনিশ

বিহ্বল দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে আছে এমিলি ডুরেল। 'কিন্তু···আমি তো শুনেছি তুমি গুলি খেয়েছ!'

'উঁহু, আমি নই। জো আহত হয়েছে। ম্যাসন গুলি করেছে ওকে।'

'কোথায় ও?' জন নামতে সাহায্য করার আগেই অনায়াস দক্ষতায় স্যাডল ছাড়ল এমিলি, হাতে স্যাডল-ব্যাগ। জো বাটলারকে দেখতে পেয়ে দ্রুত এগোল। কাছে গিয়ে, পাশে বসে শার্ট সরিয়ে ক্ষতটা দেখল।

'গরম পানি আর···আরও আলো লাগবে।'

'পানি গরম করার মত পাত্র নেই আমাদের কাছে,' জানাল জন।

কিঞ্চিৎ অসন্তোষ নিয়ে ওকে দেখল এমিলি। 'টিনির কাছে টিনের ক্যান্টিন আছে। আগুনের ওপর ধরো ওটা, যে-কোন পাত্রের চেয়ে দ্রুত গরম হয়ে যাবে। আর এভাবে তাকিয়ো না আমার দিকে! আগেও বুলেটের ক্ষতের শুশ্রূষা করেছি আমি। বোধহয় ভুলে গেছ একটা আর্মি ক্যাম্পে বড় হয়েছি আমি?'

'জানতাম না,' স্মিত হেসে বলল জন।

ক্যান্টিন থেকে স্ট্রিপিং খুলে কয়েকটা ফর্কের সাহায্যে ওটাকে আগুনের ওপর বসিয়ে দিল ফুয়েন্তেস। ডালপালা যোগ করে আগুন আরও উস্কে দিল জন।

'কিভাবে এখানে এসেছ তুমি?' জানতে চাইল ও।

'ঘোড়ায় করে, গাধা! একটা রিগ নিয়ে আসছে ওরা, কিন্তু আমি জানি ওটা আনতে সময় লাগবে। তাই আগেই চলে এসেছি, ভাবলাম আমার পক্ষে যদ্দূর সম্ভব করার চেষ্টা করি।'

মুখের পাশাপাশি হাত চালাচ্ছে মেয়েটা। ক্ষতটা সাধ্যমত পরিষ্কার করার পর অ্যান্টিসেপ্টিকের প্রলেপ লাগিয়ে শেষে কাপড় দিয়ে পট্টি বাঁধল।

খানিকটা বিস্ময় মাখানো সমীহের সঙ্গে এমিলির কাজ দেখছে জন। আগে এসে ভুল করেনি মেজর-কন্যা, বরং নিজের সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করেছে, কারণ ক্ষতের ব্যাপারে ওর বা ফুয়েন্তেসের চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে মেয়েটা।

তবে, সত্যি কথা হচ্ছে, কয়েকশো মাইলের মধ্যে যেখানে কোন হাসপাতাল নেই, জখমের চিকিৎসায় তাই ডাক্তার বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভূমিকা নগণ্য; পর্যাপ্ত বিশ্রাম আর মনের জোর–এ দুটোই হচ্ছে মূল জিনিস, বিশেষ করে শেষটি। বেশ কিছু লোককে ভয়াবহ আঘাত থেকে স্রেফ মনের জোর এবং অফুরন্ত প্রাণশক্তির কারণে বেঁচে উঠতে দেখেছে জন।

এমিলির ঘোড়ার যত্ন নিচ্ছে ফুয়েন্তেস, দূর থেকে ঘোড়াটাকে দেখল জন। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে ওটা, সামর্থ্যের শেষ বিন্দু উজাড় করে দিয়েছে। দৃষ্টি

সরিয়ে আগুনের ওপর ঝুঁকে থাকা মেজর-কন্যাকে দেখল, সবিস্ময়ে মাথা নাড়ল। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি মেয়েটা, এখানে পৌঁছতে সর্বোচ্চ গতিতে ছুটে এসেছে।

পরে এ নিয়ে জানতে চাইল জন।

'দু'বার ঘোড়া বদলেছি,' উত্তরে জানাল এমিলি। 'স্টিরাপ-আয়রনে একবার, অন্যবার একটা ইন্ডিয়ান ক্যাম্পে।'

ঘাড়ের পেছনে খাড়া হয়ে গেল জনের সমস্ত চুল। 'ইন্ডিয়ান ক্যাম্পে? কোথায়?'

'বিশ মাইল পুবে। একদল কিওয়া ক্যাম্প করেছিল।'

'কিওয়ারা তোমাকে ঘোড়া দিয়েছে!?'

'কেন নয়? ঘোড়া দরকার ছিল আমার। তো, সরাসরি ওদের ক্যাম্পে ঢুকে পড়লাম, বললাম একজন মানুষ গুরুতর আহত হয়েছে, তাকে শুশ্রূষা করার জন্যে ব্যাগে ঔষধ নিয়ে যাচ্ছি আমি। দ্রুত পৌঁছতে হলে একটা ঘোড়া চাই। কোন প্রশ্ন করেনি ওরা, ঝটপট এই ঘোড়াটায় স্যাডল সাজিয়ে দিয়েছে আমাকে।'

'সাহস আছে তোমার, ম্যা'ম! যা দেখালে!'

'কি করতে পারতাম? ঘোড়া দরকার ছিল আমার, আর ওদের কাছে অনেক ছিল। সুতরাং ওদের কাছে যাওয়াই ঠিক মনে হলো।'

'ওদের সঙ্গে মহিলা ছিল?'

'না। ওঅর পার্টির সদস্য ছিল ওরা।' জনের দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটা। 'সম্ভবত ওদেরকে চমকে দিয়েছিলাম, কোন প্রশ্ন না করেই ঘোড়া দিয়ে দিল আমাকে···হয়তো ডাক্তারী ব্যাগটা দেখে।'

'উঁহুঁ, তোমার সাহস আর দৃঢ়তার কারণে বেঁচে গেছ। সাহসী শত্রুকে সমীহ করে ওরা।' ফুয়েন্তেসের দিকে তাকাল জন, কিন্তু মন্তব্য না করে শ্রাগ করল সে। ভাবখানা যেন: এমন বেপরোয়া মেয়েকে কে ঘাঁটাতে যাবে?

দু'জনেই স্বস্তি বোধ করছে ওরা। কেউই বুলেটের ক্ষতের শুশ্রূষা সঠিক জানে না, যদিও ফুয়েন্তেসের অভিজ্ঞতা জনের চেয়ে বেশি। এ ধরনের ক্ষতের চিকিৎসার জন্যে সঙ্গে কিছু নেই ওদের, ইন্ডিয়ানরা ব্যবহার করে এমন গাছগাছড়াও চোখে পড়েনি।

কিছুক্ষণ বাদে, বাটলার ঘুমিয়ে পড়ার পর, অন্ধকারে জনের পাশে এসে দাঁড়াল এমিলি। দূর আকাশে ক্ষীণ আভা ফুটতে শুরু করেছে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, দেখল খাঁজকাটা পাহাড়ের চূড়াগুলো ফ্যাকাসে আকাশের বিপরীতে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

'আমি ভেবেছি তুমি আহত হয়েছ,' স্বস্তির সুরে বলল মেয়েটা। 'দারুণ ভয় পেয়েছিলাম।'

'তুমি আসায় সত্যি খুশি হয়েছি। কিন্তু তারপরও বলতে বাধ্য হচ্ছি, এখানে আসা উচিত হয়নি তোমার। ভাগ্যের জোরে ইন্ডিয়ানদের পেছনে ফেলে আসতে পেরেছ। ওরা যদি তোমার কথা বিশ্বাস না করত, তাহলে গল্পটা অন্যরকম হত। যাকগে, দক্ষিণ দিক থেকে এখানে এসেছ তুমি, অথচ আমরা এসেছি ক্রীক পেরিয়ে। অন্য কোন ট্রেইল আছে নাকি?'

'তোমাদের লাইন-কেবিনের করাল থেকে ঘোড়া বদল করে আড়াআড়ি এগোলাম, কিন্তু ক্রীক পেরিয়ে ট্রেইল হারিয়ে ফেললাম। নিজেও জানতে পারিনি ইন্ডিয়ান এলাকায় চলে গেছি। একেবারে কাছাকাছি এসে, ক্লিফটা দেখে বুঝলাম গন্তব্যে পৌঁছেছি। আসলে ক্রীকের এদিকে কখনও আসিনি আমি।'

'খবরটা কার কাছ থেকে শুনেছ?'

'আমাদের এক পাঞ্চার, টম ব্লেকের কাছ থেকে। খবরটা বোধহয় পুরো বেসিনে ছড়িয়ে পড়েছে,' থেমে গেল মেয়েটি, পায়ের ভর বদল করল। ম্লান আলোয় ওর মুখে স্মিত কিন্তু বিব্রত হাসি দেখতে পেল জন। 'ভুলটা অবশ্য আমি করেছি, টম বলেছিল স্টিরাপের এক ক্রু গুরুতর আহত হয়েছে···আর আমি ধরে নিলাম তুমি,' সামান্য দ্বিধার পর ব্যাখ্যা করল এমিলি। 'কারণ স্টিরাপের কারও প্রতি যদি বিদ্বেষ থাকে ম্যাসনের, সে-লোক তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।'

বিশদ জানাল জন। 'তুমি আছ যখন, এ সুযোগে মেসায় উঠে গরু জড়ো করব আমি আর ফুয়েন্তেস,' শেষে বলল ও। 'আশা করি ছড়িয়ে পড়েনি ওগুলো।'

'কি হবে এখন?'

প্রশ্নটা নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখল জন। জো বাটলার গুলি খাওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকবার ভেবেছে, কিন্তু কোন জবাব খুঁজে পায়নি। কেবল সময়ই এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবে। 'বলতে পারছি না,' শেষে উত্তর দিল ও।

হয়তো রেঞ্জ ওঅর শুরু হবে। বিক্ষিপ্ত গানফাইটের মাধ্যমে শুরু হলেও চোরাগোপ্তা হামলায় রূপ নেবে; কোন লোকই নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারবে না—এমনকি পাসিং থ্রু রাইডাররাও, কারণ অচেনা যে-কেউ গুলিবিদ্ধ হতে পারে; মার্কসম্যানের কাছে যেহেতু নিজের লোক নয় সে, সুতরাং বিপক্ষের লোক।

নতুন একটা ভাবনা খেলে গেল জন ক্যালকিনের মাথায়। 'তোমাদের সাপ্লাই পয়েন্ট কোথায়?'

'স্যান এন্টোনিয়ো,' জবাব দিল মেয়েটা। 'তিন আউটফিট একসঙ্গে যাই আমরা। সব মিলিয়ে আট-দশটা ওয়্যাগন হয়ে যায়, ড্রাইভার ছাড়াও দু'তিনজন করে রাইডার থাকে। কখনও কখনও ফোর্ট কঞ্চো থেকে আসা সৈন্যদের সঙ্গে দেখা হয়। নিরাপত্তার খাতিরে আমাদের সঙ্গে স্যান এন্টোনিয়ো পর্যন্ত যায় ওরা।'

'কিন্তু যখন স্যান এন্টোনে যাও না?'

'কাছাকাছি একটা স্টেজ স্টেশন আছে, কিছু সাপ্লাই পাওয়া যায় ওখানে। জায়গাটার নাম বেন ফিকলিন'স। ফোর্ট থেকে চার মাইল এদিকে। নদীর এপাড়ে আরও একটা জায়গা আছে, ওভার-দ্য-রিভার। ওখানেও সাপ্লাই পাওয়া যায়। সেলুন, স্টোর আর কয়েকটা বাড়ি আছে। শুধু পুরুষরাই যায় ওসব বাড়িতে। পাঞ্চারদের কাছে শুনেছি জায়গাটা নাকি খারাপ, কঠিন সব মানুষ থাকে ওখানে।'

এখান থেকে দক্ষিণে যদি থাকে কেউ, হতে পারে জেনির স্বজনরা, তারা যে-ই হোক, নিশ্চই ওই দুটো জায়গা থেকে সাপ্লাই সংগ্রহ করে। সম্ভব—যদিও প্রায় অস্বাভাবিক—কিওয়া আর অ্যাপাচীদের এলাকা পাড়ি দিয়ে স্যান এন্টোনিয়ো যায় না ওরা। বেন ফিকলিন'স টাউন বা ওভার-দ্য-রিভারে যাওয়াও একইসঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ এবং কষ্টকর।

ওখানেই ঢুঁ মারবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জন।

দিনের আলো পুরোপুরি ফুটে উঠতে ক্যাম্প ছেড়ে উঁচু এলাকার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল জন আর ফুয়েন্তেস। কয়েকটা গরু ইতোমধ্যে ক্রীকে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করে ফেলেছে, অন্যগুলোও জেনে যাবে শিগ্‌গিরই। বেশ বড়সড় জায়গা নিয়ে বৃত্তাকারে তল্লাশি চালাল ওরা, তারপর সব গরু জড়ো করতে শুরু করল। বেশিরভাগ গরু অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, ওগুলোকে খেদিয়ে নিতে তেমন সমস্যা হচ্ছে না, তাছাড়া পানির দিকে যাচ্ছে ওরা। ত্যাঁদোড় দু'একটা দলছুট হওয়ার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু সফল হলো না ওদের তৎপরতার কারণে। মেসা থেকে ধীরে ধীরে ক্রীকের কাছাকাছি একত্রিত হলো সব গরু।

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে প্রায়। জনের পাশে রাইড করছে ফুয়েন্তেস, এক পা দিয়ে পমেল আঁকড়ে ধরে সিগারেট রোল করছে। সমব্রেরো পেছনে ঠেলে দিয়ে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। 'মেয়েটা তোমাকে পছন্দ করে।'

'কে?'

বিতৃষ্ণা দেখা গেল মেক্সিকানের মুখে। 'এমিলি ডুরেল···সেনোরিটা।'

'মনে হয় না, আমার অন্তত সন্দেহ আছে।'

'বাজি রেখে বলতে পারি। রোমান্স সম্পর্কে যদি জানতে চাও, জিজ্ঞেস করো আমাকে। ওসব আম্মার কাছে ডাল-ভাত। অন্তত ডজন খানেক প্রেম করেছি।'

'ডজন খানেক?'

'নিশ্চই। মেয়ে মাত্রই ভালবাসার পাত্র। তবে একটা কথা না বলেই নয়, বুঝি না কেন গোবেচারা পুরুষের অপেক্ষায় থাকে ওরা। অদ্ভুত এক বিকার!'

'তোমার জন্যে মায়া হচ্ছে। মনে বড় দুঃখ পেয়েছ?'

'নিশ্চই। আমরা মেক্সিকানরা দুর্ভোগ বা কষ্ট পেতে পছন্দ করি, এ নিয়েই বেঁচে থাকি। একজন মেক্সিকান যখন দুঃখ পায়, তখনই সবচেয়ে সুখী থাকে সে। ভাঙা হৃদয় নিয়ে থাকাই উত্তম, অ্যামিগো···ভাঙা হৃদয়ে গান গাওয়া ভাল, মেয়েটাকে জয় করে তার বোঝা ঘাড়ে নেওয়ার চেয়ে ঢের ভাল। মাত্র একটা মেয়েকে ভালবাসব–এটা কখনোই ধাতে সয়নি আমার। অন্যদের তাহলে বঞ্চিত করা হয় না, অ্যামিগো? অন্যরা আমার কাছে মনোযোগ, সময়, ভালবাসা আশা করে···'

'তারপর?'

'কেটে পড়ি আমি। কিন্তু ওই মেয়ে আমার অপেক্ষায় থাকে···কিছুদিনের জন্যে। তারপর অন্য একজন আসে ওর জীবনে। ওই লোকটা বোকা। মেয়েটার সঙ্গে থাকে সে, ওই মেয়ের কোন আকর্ষণই বাকি থাকে না, পানসে হয়ে যায়। মেয়েমানুষের মধ্যে রহস্যই যদি না থাকল, তাহলে আর থাকে কি?

'অথচ ওই মেয়ে···সবসময়ই মনে রাখবে আমাকে। আমি ওর কল্পনার নায়ক নই, সেটা বোঝার আগেই যে কেটে পড়েছি! সাধারণ একজন মানুষ হয়েও ওর কাছে আজীবন নায়ক হয়ে থাকব, তাই না?'

স্মিত হাসল জন। কিছু বলল না।

'আমরা তো স্রেফ সাধারণ মানুষ, দেবতা নই। কিন্তু যে-কোন মানুষই

দেবতা বা নায়ক হতে পারে, যদি প্রেমিকার কাছে বেশিদিন না থাকে। তাতে কি হয়? মেয়েটা বুঝে ফেলে, সে সাধারণ একজন মানুষ যে প্রতি সকালে ঘুম থেকে ওঠে, অন্যদের মতই একবারে এক পায়ে ট্রাউজার পরে। লোকটাকে ক্লান্ত বা শেভহীন অবস্থায় দেখে মেয়েটা, উদ্বেগ আর অস্থিরতায় ভুগতে দেখে, কিংবা মাতালও হতে দেখে। কিন্তু আমি? আহ্, অ্যামিগো! ওই মেয়ে আমাকে মনে রাখবেই! সবসময় শেভ করা, ঝকঝকে মুখ! সর্বক্ষণ ফিটফাট, সবচেয়ে সুন্দর তেজী ঘোড়ায় চাপে, গোঁফে তা দেয়।'

'বুঝলাম মেয়েটা মনে রাখছে তোমাকে। কিন্তু তুমি?'

'আমারও পাওনা হচ্ছে স্মৃতি। সুন্দর এক মেয়ের স্মৃতি, সাধারণ বা সস্তা মনে হওয়ার আগেই যাকে ছেড়ে এসেছি। আমার কাছে সে আজীবনই থাকবে তারুণ্যে ভরপুর, আকর্ষণীয়া, স্বতঃস্ফূর্ত এক নারী।'

'শীতের রাতে স্মৃতি কি উষ্ণতা দেবে তোমাকে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে যখন ঘরে ঢুকবে, গরম কফি এগিয়ে দেবে?'

'ঠিক বলেছ, অ্যামিগো! এজন্যেই ভুগছি আমি। দারুণ ভুগছি। কিন্তু হৃদয়ের কথা যদি বলি, তাহলে বলতেই হবে আমার হৃদয় বা স্বপ্ন সবসময় উজ্জ্বল, টাটকা! আর মেয়েদের হৃদয়ও রাঙিয়েছি একই ভাবে!'

'ফিকলিনের আশপাশে কোন হৃদয় রাঙিয়েছ নাকি?'

সন্দিগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকাল মেক্সিকান, ঝকঝকে সাদা দাঁত এখন আর দেখা যাচ্ছে না। 'বেন ফিকলিন'স? কখনও ওখানে ছিলে নাকি?'

'না···জায়গাটা সম্পর্কে কৌতূহল হচ্ছে, তাছাড়া ওভার-দ্য-রিভার সম্পর্কেও আগ্রহী আমি।'

'ওভার-দ্য-রিভার জায়গাটা ভাল না। দুনিয়ার সব বদ লোকে ভরা। এখন অবশ্য ভিন্ন নাম ওটার–স্যান অ্যাঞ্জেলা। ডি'উইটের বোন, এক নানের নামে রাখা হয়েছে।'

'ভাবছি একবার যাব ওদিকে। দুটো জায়গাই ঘুরে আসব। ওখানে কারা থাকে, কারা আসে-যায় কিংবা চারপাশে কি ঘটছে–জানা থাকলে কাজে আসবে।'

'ফোর্ট থেকে সৈন্যরা আসে, আর আছে কিছু ড্রিফটার।'

পালের সঙ্গে বি-ডব্লুর দুটো গরু ভিড়ে যেতে চাইছিল, ওগুলোকে খেদিয়ে সরিয়ে দিল ওরা, তারপর ক্যাম্পের দিকে নিয়ে চলল গরুর পাল। দূর থেকে বাকবোর্ড চোখে পড়ল, হার্নেস থেকে খুলে ফেলা হয়েছে ঘোড়া। আগুনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বিস্কুট চিবাচ্ছে টিম কার্টিস। কাছাকাছি, এমিলির সঙ্গে গল্প করছে জুডিথ লিপম্যান।

পলকের জন্যে তীক্ষ্ণ, অপছন্দের চাহনিতে জনকে দেখল জুডিথ, তারপর প্রায় অগ্রাহ্য করল। অবস্থা দেখে শ্রাগ করল কার্টিস।

'র‍্যাঞ্চে গরু জড়ো হলো কেমন?'

'মোটামুটি। তোমরা সবাই ফিরে আসার পর ব্র্যান্ডিঙের কাজ শুরু করব।'

'কিন্তু এত লোক কোথায়?' মৃদু আপত্তি করল জন। 'জো অন্তত কয়েকদিনের জন্যে সুস্থ হবে না, বাকি রইলাম কেবল আমি, তুমি, ফুয়েন্তেস আর স্কট।'

চোখের কোণ দিয়ে জনের দিকে তাকাল কার্টিস। 'তুমি কি শোনোনি? স্কট এখনও ফিরে আসেনি।' ক্ষণিকের জন্যে থামল সে। 'লাইন-শ্যাকে গিয়েছিলাম, ইচ্ছে ছিল ওর জড়ো করা গরু নিয়ে আসব র‍্যাঞ্চে। কিন্তু ওখানে পাইনি ওকে, ফায়ারপ্লেসটা ছিল একেবারে ঠাণ্ডা···কয়েকদিন আগুন জ্বালানো হয়নি। ঘোড়াকেও দানাপানি দেয়া হয়নি।' সক্ষোভে মাটিতে বুট দাপাল সে। 'খোঁজাখুঁজি করতে ট্রেইল পেয়ে গেলাম, গ্রুলায় রাইড করছিল ও। দক্ষিণে প্রায় সাত-আট মাইল পর্যন্ত অনুসরণ করেছি, আমার কাছে মনে হয়েছে কোথায় গেছে জানত ও।' থেমে নিচু স্বরে খিস্তি করল সে। 'ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, ক্যালকিন! আমার তো মনে হয় বাটলারের মত ওকে আক্রমণ করেছে কেউ। বেচারা স্কট বোধহয় মারাই পড়েছে!'

বিশ

সকালে যখন র‍্যাঞ্চে পৌঁছল ওরা, খটখটে মাটির ওপর তাপদগ্ধ দিনের সূচনা হয়েছে। জো বাটলারের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে সে, তাছাড়া বাকবোর্ডে দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রা কোন উপকারে আসেনি। কিন্তু দৃঢ় মনোবল থাকে যাদের, সহজে মরে না তারা।

যার যার কাজ ভাগ করে নিয়েছে ওরা, দৃশ্যত কোন ফোরম্যানের দরকার পড়ছে না। উপত্যকায় রাখা গরুর পাল বড় হচ্ছে দিনে দিনে। একজনের পক্ষে সব গরু সামলে রাখা দুঃসাধ্য বৈকি। যদিও কুয়াশাসিক্ত ঘাস আর পানির চাহিদা কম হওয়ায় সকালের দিকে দলছুট হয় না গরুগুলো, তাই নজর রাখার তেমন দরকারও পড়ে না।

রাতেও ফিরে আসেনি স্কট রাউন্ডি। ওর শূন্য বাঙ্কের দিকে দৃষ্টি চলে গেলেও মন্তব্য করল না কেউ। সহকর্মীর শূন্য বাঙ্ক দেখার অভিজ্ঞতা সবারই আছে, কখনও কখনও শূন্য স্যাড়ল নিয়ে ফিরে আসে ঘোড়া। কখনও হয়তো তাও ফেরে না।

ওদের জীবনটা কঠিন, অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগে ভরা। হাতে যখন প্রচুর কাজ, কারও জন্যে শোক করার সুযোগ নেই। তবুও একজন লোক কম, টেবিলে একজন অনুপস্থিত, সকালে একটা ঘোড়ায় স্যাডল পরাতে হয় না—এসব ঠিকই উপলব্ধি করছে সবাই।

করালে যখন ঢুকল জন, দেখল ল্যারিয়েট গুটাতে শুরু করেছে টিম কার্টিস। সাদা একটা বাকস্কিনে স্যাডল চাপিয়ে বেরিয়ে এল ও।

'তুমি কি মনে করো জেনির খোঁজে বেরিয়েছিল স্কট?' পেছন থেকে জানতে চাইল বুড়ো কাউহ্যান্ড।

পমেল আঁকড়ে ধরে স্যাডলে চাপবে জন, প্রশ্নটা নিয়ে ভাবল কয়েক সেকেন্ড। 'ঠিক জানি না, টিম, হয়তো ওর জানা ছিল জেনি কোথায় থাকে, কিংবা শিকারে গিয়েও থাকতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা, যা আশা করেছে তারচেয়ে বেশিই আবিষ্কার করেছে স্কট।'

'বোকা ছেলে!' বিরক্তির সঙ্গে মন্তব্য করল সে।

'এ বয়সে বোধহয় সবাই খানিকটা বোকামি করে। ...লাইন-কেবিনে দেখা হওয়ার সময় ওর বুটে টাটকা কাদা দেখেছি। ঘোড়ার খুর থেকেও কাদা পড়েছে করালে। সব কিছু মিলিয়ে সন্দেহ হয় আমার।'

কিছুক্ষণ ভাবল বুড়ো। 'রেঞ্জে অনেক জায়গাই আছে যেখানে কাদা লাগতে পারে...লেসি ক্রীক, অক্স-বো ক্রীক...কিংবা পুবে কোথাও গিয়েছিল। কলোরাডো অবশ্য আরও অনেক পুবে।'

'কলোরাডো?'

নড করল সে। 'এখানেও কলোরাডো নদী আছে একটা।'

'আমার ধারণা, চুরি করা গরু দক্ষিণ-পুবে নিয়ে গেছে রাসলাররা। হয়তো কিছু আঁচ করতে পেরেছিল স্কট।'

শ্রাগ করল বুড়ো কাউহ্যান্ড। 'কি জানি, জেনিকে খুঁজতে গিয়েও বিপদে পড়তে পারে!'

'বাট-প্লেটে প্রং আছে এমন রাইফেল ব্যবহার করে কেউ, জানো তুমি?'

খানিক ভেবে মাথা নাড়ল টিম কার্টিস। 'ওই ধরনের একটা শার্পসে প্রং দেখেছিলাম, কিছু কেন্টাকি রাইফেলেও প্রং থাকে। হ্যাঁ, তাই তো!' স্যাডলে চেপে বসল সে। 'বাটলারকে রিগে তোলার সময় চিহ্নগুলো আমারও চোখে পড়েছে।'

'টিম, এই রাসলারকে ধরতেই হবে। কমবয়েসী কিছু গরু এমন জায়গায় রাখব যাতে সহজে চুরি করতে পারে সে, তারপর ওকে অনুসরণ করব আমরা।'

সন্দিহান দেখাল কার্টিসকে। 'কিন্তু লোকবল কোথায়? মাত্র তিনজন মানুষ। যদি লড়াই নাও বাধে, তারপরও অন্তত ছয়জন লোকের কাজ পড়ে আছে হাতে।'

'জুডিথ সাহায্য করতে পারবে। পিচ ইন্ করার সময় হাত লাগাতে পারবে ও। তারপরও অবশ্য লোক দরকার আমাদের।'

বাটলারকে র‍্যাঞ্চহাউসে সরিয়ে নেয়া হয়েছে, অন্যদের অনুপস্থিতিতে জুডিথ ওর যত্ন নিতে পারবে তাহলে।

উইনচেস্টারে দুটো কার্তুজ ভরে স্ক্যাবার্ডে রাখল জন। স্যাডল-ব্যাগ ঝুলিয়ে রাখল পমেলের সঙ্গে। বলা যায় ঘোরাফেরা করছে ওরা, প্রত্যেকেই জানে হাতে কাজ আছে, কিন্তু অপেক্ষায় আছে শেষপর্যন্ত কি ঘটে। বি-ডব্লুর ভূমিকা নিয়ে শঙ্কিত ওরা।

সাদা বাকস্কিনে চড়ে গরুর পালের কাছে চলে এল জন। দূর থেকে একটা হাত তুলল ফুয়েন্তেস, ঘুরে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে চলে গেল নাস্তা করার জন্যে। একজন রাইডারের জন্যে অনেক পরু, তবে নতুন জায়গায় তাজা ঘাস পেয়ে আপাতত ব্যস্ত আছে এরা। চারপাশে কিছুক্ষণ চক্কর মারল ও, দু'একটা গরু সরে পড়ার তালে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, সেগুলোকে খেদিয়ে পালে ঢুকিয়ে

দিল।

তারপর উঁচু একটা জায়গায় উঠে এল, নজর রাখতে সুবিধে হবে।

পশ্চিমে, বেশ দূরে, ক্যাপরকের কাঠামো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে···আরও দূরে, নীলিমার সঙ্গে মিশে যাওয়া পর্বতশ্রেণী একেবারে ছোট এবং ছবির মত দেখাচ্ছে, অথচ ক্যাপরক থেকে অন্তত কয়েক হাজার ফুট বেশি উঁচু।

পর্বতশ্রেণী এখান থেকে অন্তত বিশ মাইল দূরে।

লেসি ক্রীকের অবস্থানে সরু সবুজ একটা রেখা বিদ্যমান। ঢেউ খেলানো জমি নেমে গেছে অনেক দূর। পুবে, অনেক দূরে, আরও একটা রেখা···ফোর্ট কঞ্চো বোধহয়। এলাকাটা একেবারে অপরিচিত ওর, না জানা জিনিসের অবস্থান সম্পর্কে আন্দাজ করতে হচ্ছে···বিপজ্জনক ব্যাপার।

বার্ট হার্লের এতক্ষণে আসার কথা। কিন্তু লোকটার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

ওর সঙ্গে যোগ দিয়েছে টিম কার্টিস। 'লিপম্যান বলেছে শিগ্‌গিরই ব্র্যান্ডিং শুরু করা উচিত। গরুগুলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই ড্রাইভে নিয়ে যেতে হবে।'

'বেশ তো,' দক্ষিণের আকাশের বুকে কাঁধ উঁচিয়ে থাকা পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল জন। 'ওটা কি?'

'ফ্ল্যাট টপ।'

'হার্লের ওখানে গেছ কখনও?'

'না। সত্যি কথা বলতে কি, কাউকে কখনও দাওয়াত দেয়নি বার্ট। একা থাকতে পছন্দ করে ও। মানুষটা সে মন্দ নয়, কিন্তু মেজাজ অদ্ভুত, লোকজনের সঙ্গে মেশে না তেমন। অবশ্য ওর বাথান কোথায় তাও ঠিক জানি না আমি। এ এলাকায় লোকজন বসতি করেছে বড়জোর চার কি পাঁচ বছর হলো। কি জানো, এলাকাটা কারোই ভাল চেনা নেই।

'মার্সি নামে এক লোক প্রথম এসেছিল। আমি অবশ্য জানি না ঠিক কোথায় বসতি করেছিল সে, সম্ভবত এখান থেকে উত্তরে। লোকজন ক্রমশ পশ্চিমে সরে আসছে, নতুন বসতি করার চেষ্টা করছে। এদের অনেকেই ইন্ডিয়ানদের হাতে খুন হয়েছে। কেউ কেউ শুরুর দু'এক বছর মন্দা যাওয়ার পর আরও পশ্চিমে এগিয়ে গেছে।' থেমে দিগন্তে দৃষ্টি চালাল সে, খুঁটিয়ে দেখল অনেকক্ষণ। 'স্পার সহ বেসিনে ছয়টা র‍্যাঞ্চ—সার্কেল-ডি, বি-ডব্লু, স্টিরাপ-আয়রন, বার্ট হার্লের বসতি এবং দক্ষিণ-পুবে মেক্সিকান এক আউটফিট। লোকটার নাম লোপেয। ছয় আউটফিটের মধ্যে সে-ই সবার আগে এসেছে এখানে। ওর ক্রুদের সঙ্গে তেমন দেখা-সাক্ষাৎ হয় না আমাদের। যা শুনি, লোকটা ভালই।'

দুটো গরু সরে পড়েছে পাল থেকে, ওগুলোকে খেদিয়ে পালে ঢোকানোর জন্যে চলে গেল কার্টিস।

তিনজনের পক্ষে এত গরু ব্র্যান্ডিং করা কঠিন হবে, এমনকি জুডিথ সাহায্য করলেও। সময়সাপেক্ষ কাজ। কখনও কোন কাজে অনীহা নেই জনের, অথচ আয়াস আর সময়ের কথা ভেবে কিছুটা হলেও অনীহা বোধ করছে ও।

মাঝ সাকলে দেখা মিলল বার্ট হার্লের। সে আসার পর র‍্যাঞ্চের দিকে যাত্রা

করল জন। ফুয়েন্তেসকে পেয়ে গেল মাঝপথে, লাইন কেবিনে যাচ্ছে সে।

'অ্যামিগো? লাল চেকের শার্ট পরা অবস্থায় গুলি খেয়েছ তুমি, তাই না?'

'তাতে কি?'

'শার্টটা কি সঙ্গে আছে?'

'না, ধুয়ে বালিশের তলায় রেখেছিলাম। কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'কয়েকবার শার্টটা দেখেছি তোমার বাঙ্কে, বালিশের নিচে···কিন্তু এখন নেই ওটা।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে মেক্সিকানের দিকে তাকাল জন, ভাবছে ফুয়েন্তেস আসলে কি বলতে চাইছে, তারপর আচমকা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। 'ভাবছ স্কট আমার শার্টটা নিয়েছে?'

'দেখো···' নীল রঙের মলিন একটা শার্ট মেলে ধরল সে, স্কট রাউন্ডির ওটা। 'জেনিকে পটাতেই তো গেছে ও, তাই না? তোমার শার্ট পেয়ে ভেবেছে একবার পরলে কিছু মনে করবে না তুমি, তাই নিজেরটা বদলে পরিষ্কার ঝকঝকে শার্ট পরেছে।'

টিম কার্টিস শুনছে ওদের আলাপ। 'কি মনে হয়, লাল-সাদা চেক শার্টের কারণে তোমার সঙ্গে স্কটকে গুলিয়ে ফেলেছে আততায়ী?' জনের উদ্দেশে প্রশ্নটা করল সে।

'ঠিক জানি না। সেদিন কাণ্ড-জ্ঞান হারিয়ে ছুটছিলাম, কোন্ ঘোড়ায় রাইড করেছি সেটাও মনে নেই। সম্ভবত একটা গ্রেতে চেপেছিলাম। স্কট যদি আমার শার্ট পরে, আর গ্রুলায় চাপে···তাতে পার্থক্য কমই, তাই না?'

তখন পর্যন্ত এটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল ওরা।

পরদিন সকাল থেকে ব্র্যান্ডিং শুরু হলো। ল্যারিয়েট হাতে ফুয়েন্তেস সেরা, সুতরাং কার্টিস আর জনই থাকল গরুকে শুইয়ে ছাপ্পড় মারার দায়িত্বে। তিনজন বলে ধীর গতিতে কাজ এগোচ্ছে, তবে স্বস্তির ব্যাপার এ পর্যন্ত একবারও টার্গেট মিস্ করেনি মেক্সিকান। সারাদিন ধরে কাজ এগিয়ে চলল। দারুণ গরম পড়ছে, তারওপর রয়েছে ধুলোর অত্যাচার। বেশিরভাগ গরু বয়স্ক, বিশাল এবং বেপরোয়া স্বভাবের।

'রাইডার আসছে!' দুপুরের দিকে হঠাৎ অন্যদের সতর্ক করল টনি ফুয়েন্তেস।

ঘুরে তাকাল কার্টিস, ট্রেইলের দিকে চলে গেছে দৃষ্টি। ঘোড়ার কাছে গিয়ে স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার তুলে নিল। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে জন। ব্র্যান্ডিং চলুক আর নাই চলুক, ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছে ওর, এবং অবচেতন মন বলছে শিগ্‌গিরই ঝামেলা হবে।

ফিল বেন্টন। ফুলটনকে দেখা গেল না, তবে স্যাডলার আর বেনিং রয়েছে।

একেবারে কাছে এসে ঘোড়া থামাল বি-ডব্লু মালিক, সরাসরি জনের দিকে তাকাল। 'তোমাদের সঙ্গে একজন লোক রাখতে চাই আমি।'

'বেশ তো।'

'স্যাডলারকে রেখে যাচ্ছি।'

'মাথা খারাপ! বন্দুকবাজ নয়, গরু চেনে এমন কাউকে পাঠাও।'

'যাকে ইচ্ছে রেখে যাব আমি!' কর্কশ, অধৈর্য স্বরে বলল বেন্টন।

রোদ আর ধুলোর অত্যাচারে ক্লান্ত এবং অধৈর্য হয়ে পড়েছে ওরা। এইমাত্র পাঁচ বছর বয়সী একটা মেভেরিককে ব্র্যান্ড করেছে, বেয়াড়া গরুটা চরম অসহযোগিতা করেছে ওদের সঙ্গে। সবিনয়ে তর্ক করার কিংবা কাউকে বোঝানোর মূডে নেই জন বা অন্য কেউ।

'বেন্টন, কেউ যদি এখানে থাকেই, সে যেন ক্যাটলম্যান হয়। তাতেই মঙ্গল হবে সবার। প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে হাতও লাগাতে পারবে সে। অযথা নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের। পালের সব গরু স্পার বা স্টিরাপ-আয়রনের, আমার কথায় বিশ্বাস না হলে নিজেই পরখ করে দেখতে পারো। তুমি নিজে যদি না থাকতে পারো, এমন কাউকে পাঠাও যে গরু বা ব্র্যান্ডিং সম্পর্কে জানে এবং বোঝে।'

'তোমার ধারণা আমি জানি না ওসব?' উস্কানির স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করল বেন "নাকল্‌স" স্যাডলার।

'এসব হচ্ছে গরু, তাস বা বোতল নয়!' শীতল সুরে উত্তর দিল জন।

পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল স্যাডলারের ঠোঁট, জনের মনে হলো খেপে গিয়ে ওকে মাড়িয়ে যাওয়ার জন্যে ঘোড়া ছোটাবে লোকটা, কিন্তু হাত তুলে তাকে বাধা দিল ফিল বেন্টন। 'তুমি কি ঝামেলার ফিকির করছ, ক্যালকিন?' শীতল হয়ে এল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠ।

'এমনিতে ঝামেলার শেষ নেই,' সংক্ষেপে বলল ও, প্রায় অধৈর্য বোধ করছে। 'জো বাটলারকে গুলি করেছে ম্যাসন, তুমি কি জানো না? স্রেফ ঝামেলা এড়ানোর জন্যেই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করিনি আমরা, আশা করেছি তুমিই ম্যাসনকে সামলে রাখবে বা উচিত সাজা দেবে। আমরা চাই না আরও দুর্ঘটনা ঘটুক। তুমি যদি নিজে না থাকতে পারো, এমন কাউকে পাঠিয়ো যে শুধুই ক্যাটলম্যান, কোন গানম্যান নয়।'

লাফিয়ে স্যাডল ছাড়ল স্যাডলার, গানবেল্ট খুলে ফেলল কোমর থেকে। 'গানম্যান যাতে না হয়, তাই তো বলেছ? বেশ, আমার অস্ত্র রেখে দিয়েছি। এবার কি করবে?'

কার্টিসের দিকে তাকাল জন। হাতে উইনচেস্টার শোভা পাচ্ছে বুড়োর, বেন্টন আর বেনিংকে কাভার করবে—চোখের ইশারায় নিশ্চিন্ত করল ওকে। ঘুরে বেন স্যাডলারের মুখোমুখি হলো ও। 'বেশ তো, এসো,' গানবেল্ট খুলে ফুয়েন্তের হাতে ধরিয়ে দেয়ার সময় নিচু স্বরে জানিয়ে দিল বন্দুকবাজকে। 'আগে ব্র্যান্ডিঙের কিছু সবক দিয়ে দেব!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল স্যাডলার।

স্যাডলারকে শুধু শুধু নাকল্‌স বলা হয় না। হাতাহাতি বা মুষ্টিযুদ্ধে দারুণ দক্ষ। বাঙ্কহাউসের আলোচনায় জন শুনেছে বহু লোককে পিটিয়ে ছাতু বানিয়েছে সে। কতটা সত্যি জানার উপায় একটাই—প্রমাণ করা। এখনই।

জন মাত্র ঘুরেছে, এসময় প্রথম ঘুসি চালাল সে। আচমকা আক্রমণ, প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গেছে প্রতিপক্ষকে—স্যাডলার ভেবেছিল প্রথম চোটে কাজ

অর্ধেক খতম করে ফেলবে। কিন্তু বুটের সঙ্গে একটা নুড়িপাথরের সংঘর্ষের শব্দে সতর্ক হয়ে গেছে জন, বুঝল ছুটে আসছে দানব। চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়েই হাত চালাল। ডান দিকে রয়েছে স্যাডলার, ডান হাতে ঘুসি চালিয়েছে ওর মুখ লক্ষ্য করে, জনের বাড়ানো হাত মুঠিটাকে থামিয়ে দিল আংশিক ভাবে। পরমুহূর্তে অন্য হাত চালাল জন, স্যাডলারের বিশাল বুকের ছাতিতে তালু ঠেকিয়ে পেছন দিকে ঠেলে দিল। টলমল পায়ে পিছু হটল স্যাডলার, অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল।

সবে যখন নিজেকে সামলে নিয়েছে গানম্যান, ঘুরে মুখোমুখি হলো জন, বাম হাতে জবর ঘুসি চালাল স্যাডলারের মুখে। মাথা নিচু করে একটা ঘুসি এড়িয়ে ডান হাতে জোরাল ঘুসি বসিয়ে দিল প্রতিদ্বন্দ্বীর পেটে।

হুঁক্ করে পেটের সমস্ত বাতাস মুখ দিয়ে বের করে দিল নাকল্স স্যাডলার, খাবি খেল বাতাসের অভাবে। এই ফাঁকে এক পা পিছিয়ে এল জন, ফুয়েন্তেসের কাছাকাছি, হাত বাড়ালে স্যাডল হর্নের সঙ্গে ঝুলন্ত হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিতে পারবে।

'তুমি বরং ওকে বাড়ি নিয়ে যাও,' বেন্টনকে পরামর্শ দিল জন। 'ফাইটের কিচ্ছু জানে না ও!'

নিজেকে সামলে নিয়েছে স্যাডলার। উন্মত্ত আক্রোশ নিয়ে ছুটে এল এবার। তার কাজটা আরও সহজ করে দিল জন, এক পা ঘেড়ে গানম্যানের থুতনিতে বিরাশি শিক্কার ঘুসি বসিয়ে দিল। ঘুসির চোটে চোখে সর্ষে ফুল দেখল লোকটা, হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল মাটিতে, সেকেন্ড খানেক পর মুখ থুবড়ে পড়ল।

'আর···ওকে নতুন একটা নামও দিয়ো,' বলল জন। 'এখন থেকে ওয়াইড-ওপেন স্যাডলার ডেকো, নাকল্স নামটা মানায় না ওকে।'

রাগে আড়ষ্ট হয়ে গেছে বেন্টনের মুখ, জ্বলছে নীল চোখ। জনের একবার মনে হলো স্যাডল ছেড়ে নিজেই নেমে আসবে সে, লড়বে ওর সঙ্গে। অধীন ক্রুকে মার খেতে দেখে আত্মসম্মানে লেগেছে, অহঙ্কার এবং অপমান বোধশূন্য করে তুলেছে তাকে। অন্য যাই হোক, জনের ধারণা ফিল বেন্টন একজন লড়াকু লোক···শুনেছে পিস্তলে অধীন যে-কোন গানম্যানের চেয়েও দক্ষ সে।

'ঠিক আছে, একজন ক্যাটলম্যানই পাঠাব,' নির্লিপ্ত স্বরে শেষে বলল সে।

'যে-ই আসুক, স্বাগত জানাব আমরা। আরেকটা ব্যাপার···লেন ম্যাসন কি এখনও তোমার হয়ে কাজ করছে?'

'না। ওই ঘটনা নিজ থেকে ঘটিয়েছে সে, এমন কিছু করার নির্দেশ আমি দেইনি। ও যদি এখনও তল্লাটে থেকে থাকে বা ঘুরে বেড়ায়···সব কিছুর দায়িত্ব ওর।'

গানবেল্ট নিয়ে কোমরে জড়াল জন।

এদিকে যাত্রা করতে উদ্যত বি-ডব্লু মালিক, অপেক্ষা করছে স্যাডলারের জন্যে। এখনও স্যাডলে চড়েনি ভূপতিত বন্দুকবাজ।

'বেন্টন?' পেছন থেকে ডাকল জন।

ঘুরে তাকাল সে, রাগে এখনও কুৎসিত দেখাচ্ছে চোখ জোড়া।

'বেন্টন, পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ হাত ফস্কে যেতে দিয়ো না। এমন কিছু কোরো

না যাতে শেষে আমাদের দু'জনকেই দুঃখ পেতে হয়। আগে যা বলেছি, এখনও তাই বিশ্বাস করি আমি। কেউ আমাদের সবার গরু চুরি করছে, সে চাইছে বাথানগুলোর মধ্যে লড়াই বেধে যাক। একটা পিস্তলের ট্রিগার টানতে বুদ্ধি লাগে না, কিন্তু সব কিছু যদি ভালয় ভালয় শেষ হয়, হয়তো দেখা যাবে সময়মত নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাইনি বলেই সম্ভব হয়েছে। মাথা গরম লোক কখনও নিজের উপকার করতে পারে না।'

উত্তর দিল না সে, ঘোড়া ঘুরিয়ে এগোল ফিরতি পথে। বেন্টন বুদ্ধিমান মানুষ, যতই খেপে যাক, কথাগুলো মনে রাখবে, জানে জন।

ওরা চলে যাওয়ার পর জনের দিকে এগিয়ে এল টিম কার্টিস, বিস্ময়ে মাথা নাড়ছে। 'তুমি যে হাতাহাতিতেও ওস্তাদ, তা তো জানতাম না! শেষ যে-মারটা দিলে স্যাডলারকে, আমি তো ভেবেছি ব্যাটা শেষ হয়ে গেল কিনা!'

'এসো, অনেক কাজ পড়ে আছে।'

ফিল বেন্টন প্রতিশ্রুতি দিলেও কেউই এল না। পরের তিনদিন কোন বিরতি ছাড়া কাজ করল ওরা। কঠিন, শ্রমসাপেক্ষ, একঘেয়ে কাজ; কিন্তু কোন কাজই আরামদায়ক নয়। কাজটা শেষ করার তাড়া অনুভব করছে সবাই। ব্র্যান্ড করা গরু কাছের এক উপত্যকায় সরিয়ে নিয়েছে, বার্ট হার্লে নজর রাখছে।

সকালে নাস্তার আগেই বেরিয়ে পড়ে ওরা, আর রাত করে ব্যাঞ্চে ফিরে আসে সাপার করার জন্যে। অযথা সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। এতটাই ক্লান্ত থাকে যে তাস খেলা কিংবা এমনকি কথা বলারও ইচ্ছে হয় না। যেসব গরু জড়ো করেছে, বেশিরভাগ বয়স্ক এবং ব্র্যান্ডহীন, বহুদিন ধরে খোলা রেঞ্জে ঘোরাফেরা করতে করতে প্রায় বুনো হয়ে পড়েছে।

একদিন বিরতি নিল ওরা···দিনটা রোববার···স্রেফ ঘোরাফেরা করে কাটানোর ইচ্ছে সবার। জনের ক্ষেত্রে, ঘোরাঘুরির পেছনে নির্দিষ্ট একটা কারণ আছে অবশ্য।

'চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে আসছি,' জুড়িথকে বলল ও।

নির্লিপ্ত চাহনিতে ওকে দেখল মেয়েটা। রায়ান বেন্টনকে খুন করতে অস্বীকার করার পর থেকে প্রায় কথাই বলছে না ওর সঙ্গে, কোন প্রশ্ন করলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছে।

টেবিলে ফুয়েন্তেস আর কার্টিসও রয়েছে। 'হাতে বেশ কাজ, জানি আমি,' দু'জনকে বলল ও। 'মনে হয় না সকালের আগে ফিরতে পারব।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'স্কটকে খুঁজব।'

একে লোক কম, তায় গরুগুলোকে কয়েকদিনের জন্যে আটকে রেখে তাজা হওয়ার সুযোগ দিতে হবে; এদিকে স্কট রাউন্ডির উধাও হওয়ার রহস্য কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে, রীতিমত উদ্বিগ্ন বোধ করছে। স্কট যদি মারা গিয়ে থাকে, সম্ভবত তাই ঘটেছে, তাহলে এক কথা, কিন্তু যদি আহত হয়ে থাকে? এমনও হতে পারে কোথাও আটকা পড়েছে সে, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

স্কট রাউন্ডি ওর আত্মীয় নয়, কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধুও নয়; স্রেফ একই ব্র্যান্ডের

হয়ে রাইড করেছে দু'জন। অন্যদের মত একই অনুভূতি ওর, স্কটের প্রতি বিশেষ কোন দায়িত্ব না থাকলেও সহকর্মী হিসেবে তার উধাও হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ বা কৌতূহল হতেই পারে।

সূর্য যখন মাথার ওপর, ডানে চেপে র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল জন। রীজের চূড়ায় উঠে হ্যাট নামিয়ে কপাল ঢেকে দিল, ছায়া পড়ল চোখের ওপর, সামনের জমি খুঁটিয়ে দেখে নিল।

স্কট যাওয়ার পর বৃষ্টি হয়েছিল, স্বভাবতই সব ট্র্যাক মুছে যাওয়ার কথা। একটা গ্রুলায় রাইড করছিল সে, জনের লাল-সাদা চেক শার্ট পরনে ছিল। সম্ভবত জেনির খোঁজে বেরিয়েছিল, এখান থেকে দক্ষিণ-পুবে কোথাও গিয়েছিল···অন্তত তাই ধারণা জনের।

দক্ষিণ এবং পুবে, দু'দিকেই ইন্ডিয়ান এলাকা–কিওয়া, কোমাঞ্চি আর লিপানদের একচ্ছত্র আধিপত্য।

র‍্যাঞ্চের সাপ্লাই ওয়্যাগনগুলো যাতায়াত করে এস্কর্ট সহ, অথচ একা বিপজ্জনক এই এলাকার উদ্দেশে যাত্রা করেছে ও!

একুশ

এমন এক এলাকায় পাড়ি জমিয়েছে জন ক্যালকিন, যেন অসীম দূরত্বের পথে পা বাড়িয়েছে–দূরে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে দিগন্ত, যেখানে পাহাড়ের চূড়া আকাশ ছোঁয়ার দুঃসাহস দেখায়। অনিশ্চিত এমন যাত্রায় বহুবার বেরিয়েছে বলেই জানে এর কোন শেষ নেই, পথ কখনও ফুরোয় না, দিগন্তের পরিধি কেবল বাড়তেই থাকে–রহস্যময় অনিশ্চয়তার পথে।

সবুজ তৃণভূমি এবং ছোট ছোট পাহাড়ের লাগোয়া উপত্যকায় রয়েছে অ্যান্টিলোপ আর মোষের বিশাল পাল। এরা যখন ছুটে যায়, পালটাকে দেখে মনে হয় কালো বহতা সাগর।

ডান ঘোড়াটা কান খাড়া করে ছুটছে, বোধহয় ওর মতই ভবঘুরে আর কৌতূহলী স্বভাবের; সবসময় নতুন ট্রেইলে ছুটতে চাইছে, চেনা গণ্ডির বাইরে কি রয়েছে জানতে ইচ্ছুক, নতুন চড়াই-উৎরাই পাড়ি দেয়ার নেশা রয়েছে ওটার রক্তে।

নির্দিষ্ট ট্রেইল অনুসরণ করছে না জন, যেহেতু জানে বৃষ্টি হয়েছে বলে ছাপ থাকবে না। স্রেফ অবচেতন মনের তাগিদ আর ঘোড়ার সহজাত প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করছে। বুনো মাসট্যাঙ ছিল ঘোড়াটা, হাউন্ডের মত ট্রেইল খুঁজে বের করতে দক্ষ এবং নেকড়ের মত চটপটে ওটা।

দক্ষিণ-পুবে কোথাও সরিয়ে নেয়া হয়েছে চুরি করা গরু, প্রথমে জায়গাটা

খুঁজে বের করতে চাইছে ও। কাজটা সহজ হবে না, কারণ কয়েকদিন আগের বৃষ্টিতে সব ট্র্যাক মুছে গেছে। তবে একটুও হতাশ নয় জন, জানে বৃষ্টিতে ট্র্যাক মুছে গেলেও গরুর বিষ্ঠা মুছে যায়নি, ওগুলো থাকতে বাধ্য।

তাছাড়া, প্রকৃতির নির্দিষ্ট কিছু ধরন আছে, এবং যে-কোন রাইড বা ড্রাইভের ক্ষেত্রেও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, চলার সময় সামনের জমিন দেখার জন্যে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে মানুষ, কিন্তু এক পাল গরু কখনোই তা করবে না। গরু মোষের মতই সবচেয়ে সহজ পথটা খুঁজে নেয়, যে-কোন সার্ভেয়ারের মতই এ কাজে দক্ষ এরা।

গরুর পাল পাহাড়ের কিনারা ঘুরে, নিচু জায়গা বা দ্রু ধরে এগোবে। সুতরাং, একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অবশ্যই অনুসরণ করতে পারবে জন, অন্তত তাই ধারণা ওর। মুশকিলের ব্যাপার হচ্ছে, ইন্ডিয়ানরাও এভাবে যাতায়াত করে–যদি না গন্তব্যের কাছাকাছি থাকে। অবশ্য মাঝে মধ্যে চারপাশের এলাকা জরিপ করার জন্যে পাহাড় বা রীজের চূড়ায়ও ওঠে ওরা।

এলাকাটা আসলে মরীচিকার মত, গন্তব্য বা নির্দিষ্ট কিছু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু কখনও কখনও মরীচিকা ছাড়িয়েও দিগন্তে গন্তব্যের সন্ধান পায় মানুষ; মানুষের চরিত্রের উদ্ঘাটনও তেমন। কেউ যদি মরীচিকার মায়া সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়, এই ভেল্কিবাজির মধ্যেও কিছু না কিছু আবিষ্কার করতে পারে। ইন্ডিয়ানরা এ ব্যাপারে সবচেয়ে দক্ষ।

দক্ষিণ-পুবে লোপেয পর্বতমালা। চলার সময় ওটাকে নির্দেশক হিসেবে কাজে লাগাল জন, পাহাড়শ্রেণীর প্রায় সমান্তরালে এগোচ্ছে। মাইল কয়েক এগিয়ে লেসি ক্রীকের পাড়ে পৌঁছে, পেকান গাছের নিচে ঘোড়া থামিয়ে কান পাতল। এখানেই জেনিকে ছেড়ে গিয়েছিল সোশ্যালের রাতে।

গাছের পাতার খসখস শব্দ ছাড়া আর কোন অস্বাভাবিক শব্দ নেই। পানির কুলকুল ধ্বনি কানে আসছে, বৃষ্টি হওয়ার পর ক্রীকে পানির পরিমাণ বেড়ে গেছে, জেনিকে এগিয়ে দেয়ার দিন এত পানি ছিল না, মনে পড়ল ওর। পুব দিকে বাঁক নিয়ে ক্রীকের পাড় ধরে এগোল ও, মাঝে মধ্যে থেমে কান পেতে শুনছে কিংবা খুঁটিয়ে চারপাশ দেখে নিচ্ছে।

অ্যান্টিলোপ আর হরিণের পায়ের ছাপ রয়েছে, কিছু জ্যাভেলিনা* র চিহ্নও চোখে পড়ল। বুনো এসব শুয়োর এত উত্তর-পশ্চিমে আছে, ধারণা ছিল না ওর। হয়তো বহুদিন ধরে এদিকে আছে, যেহেতু এলাকাটা ওর কাছে সম্পূর্ণ নতুন।

কিছু গরুর ছাপও রয়েছে। আর রয়েছে বিশালকায় খুরের ছাপ–ইদানীংকার, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় ব্রিন্ডলের। ওটার ট্র্যাক আলাদা ভাবে চেনে জন।

ক্রীকের ওপারে কোথাও রাখা হয়েছে চুরি করা গরু, এ ব্যাপারে নিশ্চিত ও। বৃষ্টির কারণে ট্র্যাক মুছে গেলেও ক্রীকের কিনারে কাদামাটিতে খুরের ছাপ রয়ে যাওয়ার কথা। জেনিফারের খোঁজে সম্ভবত এদিকেই এসেছিল স্কট রাউন্ডি। আর

---

* জ্যাভেলিনা (Javelina) বুনো শুয়োর

সোশ্যালের রাতে লেসি ক্রীক পেরিয়ে বাড়ি ফিরেছে মেয়েটা···যদি না বাড়ি সম্পর্কে মিথ্যে বলে থাকে। সে-সম্ভাবনা আছে বটে, ক্রীকের ধারে মেয়েটাকে ছেড়ে গিয়েছিল জন, এখান যেদিক খুশি চলে পারত জেনি।

পশ্চিমে? হতে পারে···কিন্তু অস্বাভাবিক। পশ্চিমে কিছুদূর পর্যন্ত একেবারে বুনো জায়গা, পানির যোগানও অপ্রতুল। পরে তুলনামূলক রুক্ষ প্রান্তর, পেকোসের দিকে মাইলকে মাইল ছড়িয়ে গেছে···মরুভূমির মতই।

খুব সম্ভব পুবে বা দক্ষিণে গেছে মেয়েটা···কিন্তু ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতির ব্যাখ্যা কি? বার্ট হার্লের র‍্যাঞ্চটাই বা কোথায়?--আচমকা ভাবল জন।

ফিকলিন'স স্টেজ স্টেশন এখান থেকে অন্তত চল্লিশ মাইল দূরে। স্টিরাপ-আয়রন থেকে হার্লের বাথান দশ মাইলের বেশি হওয়ার কথা নয়, সুতরাং ক্রীকের ধারে-কাছে হবে বসতিটা। হয়তো কোন ড্র ধরে যাওয়াও যাবে সেখানে। তবে হার্লের বাথান খোঁজার ইচ্ছে নেই ওর।

হঠাৎ, পঞ্চাশ গজ দূরে ব্রিন্ডলকে দেখতে পেল জন। মাথা উঁচু করে রেখেছে ওটা, ওকেই দেখছে। বলদটা বিশাল, এতটাই যে উচ্চতায় জনের মাথা ছাড়িয়ে যাবে ওটার শিং। হৃষ্টপুষ্ট বেশ।

কিছুক্ষণ একই জায়গায় থেকে ব্রিন্ডলকে দেখল ওরা–জন আর ওর ঘোড়া। তারপর হালকা চালে বাতাসে হাত নাড়ল জন, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল। 'কুচ পরোয়া নেহি, বাছা,' বলল ও। 'কেউ তোকে শিকার করতে আসেনি।' খানিকটা ঘুরপথে ওটাকে পেরিয়ে গেল জন, সারাক্ষণ ওর ওপর সেঁটে থাকল বলদটার দৃষ্টি। কাছাকাছি হলো যখন, আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো ওটা, চিতার মত ব্যগ্রতার সঙ্গে দেখছে ওকে।

ক্রীক ধরে এগোল ও। পেকানের সারি পেরিয়ে মাঝে মধ্যে এদিক-ওদিক ঢুঁ মারছে, কিছু ওয়ালনাট আর ওক চোখে পড়েছে, মেস্কিট ঝোপ তো আছেই; যদিও পানির কিনারা থেকে বেশ দূরে জন্মেছে ওগুলো।

হঠাৎ, ব্রিন্ডলকে পেরিয়ে আসার আধ-মাইলের মধ্যে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল ও।

গরুর খুরের ছাপ চোখে পড়েছে। ক্রীক পেরিয়ে দক্ষিণে চলে গেছে বেশ কিছু গরু। কয়েকদিনের পুরানো ছাপ, তবে এরচেয়েও পুরানো অস্পষ্ট ট্র্যাক রয়েছে, বৃষ্টি আর সময়ের কারণে প্রায় মুছে যেতে বসেছে। এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল ডানটা, রাস্তায় একটা র‍্যাটলার দেখতে পেল জন। ট্রেইল পেরোচ্ছে ওটা। থেমে মাথা তুলল, সন্দিহান ভঙ্গিতে ফিরল ওর দিকে। পাঁচ ফুট দীর্ঘ ওটা, ঘেরে ওর বাহুর সমান তো হবেই।

'রাস্তা ছেড়ে সরে যা,' হালকা চালে সাপটার উদ্দেশে বলল জন। 'আমিও তোর পথ ছেড়ে দেব।' লাগাম ঢিলে করল, তারপর ক্রীক ধরে এগোল কিছুদূর। ঘোড়ার পায়ের গোড়ালি ছুঁয়েছে পানি। ঘুরপথে ট্রেইলে উঠে এল আবার, তারপর গরুর ট্র্যাক অনুসরণ করে মেস্কিট ঝোপ পেরিয়ে খোলা জায়গায় চলে এল।

সমতল জমি পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে মিশেছে। লোপেয পবর্তমালা এখনও দক্ষিণ-পুবে। কাছাকাছি আরও একটা পর্বতশৃঙ্গ চোখে পড়ল, সম্ভবত লোপেযের

চেয়েও উঁচু। কলোরাডোয় এই উচ্চতার পাহাড়কে স্রেফ টিলা বলে লোকজন, অথচ এদিকে এগুলোর নাম পর্বতমালা!

দক্ষিণের পর্বতশৃঙ্গ অন্তত পঁচিশ মাইল দূরে, মাঝখানে সবুজাভ একটা রেখা চোখে পড়ছে, হয়তো ক্রীকের পাড়ে সবুজ বনানী রয়েছে–বড়জোর পাঁচ কি ছয় মাইল দূরে হবে। সমস্যা হচ্ছে···একবার পাহাড়ী এলাকায় ঢুকে পড়লে সতর্ক যে-কোন লোকের চোখে ধরা পড়ে যাবে ও। এদিকে নিচু জমি রয়েছে, যদিও নিশ্চিন্তে এগোবার মত নিচু নয়।

ক্রীকের কিনারা ধরে নজর চালাল জন, নালহীন খুরের ছাপ চোখে পড়ল না। যে-ই গরু ড্রাইভ করে থাকুক, নিশ্চই ঘোড়ায় চেপেছে···যদি না ইন্ডিয়ান পনিতে চড়ে থাকে।

এটা একটা সম্ভাবনা বটে।

বাতাসে উড়ে উড়ে তো যেতে পারে না কেউ। অথচ নালঅলা ঘোড়ার ছাপ দূরে থাক, আদপে কোন ট্র্যাকই নেই এখানে। বিহ্বলতা কাটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল জন। ঘোড়ার ট্র্যাক নেই, কিন্তু গরুগুলো এমন ভাবে এগিয়েছে যেন সঙ্গে রাইডার ছিল। মানুষের তদারকিতে যখন এগোয় গরুর দল, একসঙ্গে দল বেঁধে এগোয়; কিন্তু যখন রাইডার থাকে না, নিজস্ব চাহিদা আর মর্জি মত এগোয়–একটার পেছনে এগোয় আরেকটা।

আচমকা ভিন্ন একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। ছয়টা বাথান, তাই শুনেছে জন, যদিও খামারের ব্যাপারে শোনেনি···*তাহলে চায়না বেন এল কোত্থেকে?*

বি-ডব্লুর কামার লোকটা, কার্ট বার্লো চায়নাকে নিয়ে এসেছিল সোশ্যালে···*মেয়েটা কি বেন্টন বা উইলসনের আত্মীয়?* কিন্তু অবচেতন মন থেকে জন জানে, এরকম কিছু নয়।

এমিলি ডুরেলকে মনে পড়ল। মেয়ে বটে একখানা! দেখতে শুধু সুন্দরীই নয়, স্বতঃস্ফূর্ত, আত্মবিশ্বাসী–স্থির সঙ্কল্পবদ্ধ, সাহসী। বিপদে ভড়কে যাওয়ার মত নয়, বরং বিহ্বল হতে জানে না মেয়েটা। কোয়ার্ট হাতে ওকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করেনি! ঘটনাটা মনে পড়তে হেসে উঠল ও, বিস্ময়ে কান খাড়া করল ঘোড়াটা।

গরুর ট্র্যাক দক্ষিণে এগিয়েছে। মাঝে মধ্যে দু'একটা খুরের ছাপ একেবারে স্পষ্ট। নির্দিষ্ট ট্রেইল অনুসরণ করছে ও এখন, যেখানে পুরানো একাধিক ড্রাইভের চিহ্ন বর্তমান–কয়েকবার গরু চালান দেয়া হয়েছে এ পথে; এবং প্রতিবারই দল বেঁধে এগিয়েছে গরুগুলো।

ছোট্ট একটা ব্লাফের কাছাকাছি এসে রাশ টানল জন। ব্লাফটা বড়জোর বিশ ফুট উঁচু হবে। ছায়ায় এসে ঘোড়া দাঁড় করাল, ভাবছে। সামনে যে-পথ, নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, শত্রু এলাকায় পা রাখতে যাচ্ছে। শুধু গরুচোর নয়, ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকেও বিপদের আশঙ্কা রয়েছে।

এখান থেকে দক্ষিণে, লোপেয পর্বতমালার কাছাকাছি মিডল কঞ্চো নদীর অবস্থান। তারপরই কুখ্যাত বিপজ্জনক এলাকার শুরু। এখানে এসে হয়তো চরম বোকামি করেছে। নিঃসন্দেহে মারা গেছে স্কট রাউন্ডি কিংবা তল্লাট ছেড়ে চলে গেছে। কঞ্চো এলাকায় তরুণের হাড়ের সঙ্গে নিজের কঙ্কাল যোগ করার কোন

যৌক্তিকতা নেই।

নিজ থেকে এগোল ডানটা। পঞ্চাশ গজ এগোতে প্রশস্ত একটা ড্রতে পৌঁছে গেল। কিছুদূর এগিয়ে, আরেক ড্রতে মিশে গেছে অগভীর নালা। দূর থেকে খোলা জায়গার মুখে ট্র্যাক চোখে পড়ল ওর।

দু'জন রাইডার…

বিহ্বল চোখে ট্রেইল জরিপ করল জন।

দ্বিতীয়জন কিছুটা পাশে আর পেছনে থেকেছে সর্বক্ষণ। গতরাতের ট্র্যাক, নিশ্চিত হয়ে গেছে ও, কারণ বালির ওপর দিয়ে ছোট ছোট পোকা আড়াআড়ি ভাবে ট্রেইল পেরিয়েছে; সরু কিন্তু স্পষ্ট দাগ রয়েছে ওগুলোর চলার, ঘোড়ার খুরের ছাপ বারবার ভেদ করেছে।

চারপাশে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি চালাল জন…কিছুই চোখে পড়ল না। আরও কিছু ট্র্যাক…প্রথম ঘোড়ার–দীর্ঘ পা ফেলেছে ওটা। *আততায়ী লোকটার ঘোড়া!* বেশ কয়েকবার ওকে খুন করতে চেয়েছিল লোকটা, নিজেকে লুকাতে পারলেও ঘোড়ার ট্র্যাক লুকাতে পারেনি, পরে ট্র্যাক দেখে মনে রেখেছে জন। বেশ কয়েক জায়গায় স্পষ্ট ছাপ পড়েছে, খুব বেশিদিন আগে নাল পরানো হয়নি ঘোড়াটার।

ধীর গতিতে রাইড করল ও, ডানটা প্রায় হাঁটছে এখন। তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ট্র্যাকের ওপর, বোঝার চেষ্টা করছে কি কারণে জিনিসটা বেখাপ্পা লাগছে। দুই ঘোড়সওয়ার পাশাপাশি এগোতে পারত, কিন্তু তা করেনি। দুটো ঘোড়াই নাল পরানো…হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল: *দ্বিতীয় ঘোড়াটাকে লীড করে নিয়ে গেছে!*

স্রেফ সন্দেহ হলেও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায়। দ্বিতীয় ঘোড়ার স্যাডল শূন্য কিনা সেটাও ট্র্যাক দেখে বোঝা সম্ভব, অন্তত জনের সমস্যা হবে না। সেজন্যে আরও স্পষ্ট ছাপ পেতে হবে। যা খুঁজছিল, ছোট একটা ড্রর কাছাকাছি স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে পেয়ে গেল…

নিঃশ্বাস আটকে এল ওর, ঝটিতি রাশ টেনে ধরল জন।

কোন সন্দেহ নেই…এগুলো এমিলি ডুরেলের ঘোড়ার ছাপ।

পশ্চিম এমন জায়গা যেখানে ট্র্যাক সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান সবার জন্যেই অপরিহার্য। পুবের লোক যেমন হস্তাক্ষর বা স্বাক্ষর চট করে ধরতে পারে, তেমনি এখানকার লোক–ভবঘুরে, র‍্যাঞ্চার, ইন্ডিয়ান বা ল-ম্যান…যে-ই হোক–মানুষ বা পশুর ট্র্যাক সম্পর্কে প্রত্যেকে কম-বেশি জানে। একটা ছাপ দেখার পর স্মৃতিতে জমা করে রাখে; ভবিষ্যতে কাজে দেয় এই জ্ঞান।

এমিলি ডুরেলের ঘোড়ার ট্র্যাক দেখেছে ও। ঘোড়াটা কিভাবে পা ফেলে, ট্রেইলে কি ধরনের ছাপ পড়ে–সবই জানা আছে ওর।

দ্বিতীয় ঘোড়ায় রাইড করছে এমিলি, নিশ্চিত জন, আর ঘোড়াটাকে লীড করছে রাসলার লোকটা।

ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে মেয়েটা, কৌতূহলের কারণে চলে এসেছিল এদিকে। সম্ভবত এভাবেই হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল লোকটার সঙ্গে কিংবা তার ট্র্যাক খুঁজে

পেয়েছিল এমিলি–অনুসরণ করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। কিভাবে কি হলো, এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই, আসল কথা হচ্ছেঃ বন্দী হয়েছে এমিলি ডুরেল।

তিন-চার বছর ধরে গরু চুরি করছে এই লোক, সম্ভবত বড়সড় কোন পরিকল্পনার অংশ গরুচুরির এই ব্যাপারটা। কিন্তু ধরা পড়ে গেছে সে, এমিলি ছাড়া পেলে তার সমস্ত পরিকল্পনাই ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

সুতরাং, এমিলি যাতে ছাড়া না পায়, সে-চেষ্টা করবে লোকটা। প্রয়োজনে খুনও করবে।

এতক্ষণে কাজটা সেরে ফেলেনি কেন? নাকি চায়নি লাশটা খুঁজে পাওয়া যাক খোলা রেঞ্জে? কোন মেয়েকে খুন করলে, তাও মেজরের মেয়ে, পুরো তল্লাটে সাড়া পড়ে যাবে। স্যাডলে চড়তে জানে, এমন প্রতিটি লোক বেরিয়ে পড়বে খুনীর খোঁজে।

বেসিনের সীমানা থেকে নিরাপদ দূরত্বে যাওয়ার পর খুন করবে মেয়েটিকে? কিছুটা হলেও যৌক্তিক মনে হচ্ছে সম্ভাবনাটা। তবে অন্য কোন পরিকল্পনাও থাকতে পারে লোকটার।

এখন আর সন্দেহ বা দ্বিধার অবকাশ নেই। গরুর ট্র্যাক বাদ দিয়ে এদের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। তদুপরি, বেঁচে থাকতে হবে এবং এমিলি ডুরেলকে উদ্ধার করতে হবে। কাজটা কঠিন হবে।

ট্র্যাকগুলো গতকাল বিকালের, সম্ভবত সন্ধের আগের। তারপর নিশ্চই ক্যাম্প করেছে···হয়তো শিগ্‌গিরই জায়গাটা আবিষ্কার করতে পারবে। এখনও ক্যাম্পে থাকতে পারে ওরা, তবে সে-সম্ভাবনা কম। গরু চোর মহাশয় যত দ্রুত সম্ভব গন্তব্যে পৌঁছতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক।

উইনচেস্টার তুলে হাতে নিল জন।

হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়াল ও। দুলকি চালে এগোল ডান, অগভীর ড্র ধরে এগোচ্ছে। সতর্ক জন, যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি।

হয়তো হঠাৎ ওদের ক্যাম্পে উপস্থিত হতে পারে। লেসি ক্রীক থেকে প্রায় সাত-আট মাইল দক্ষিণে চলে এসেছে ও, লাইন-কেবিন এখান থেকে আনুমানিক পনেরো মাইল দূরে।

ড্র ছেড়ে উঠে এসে একই গতিতে এগোল ও। কয়েকগজ দূরে আবারও এক অগভীর ড্রর শুরুতে আচমকা ঘোড়ার রাশ টানল। ট্রেইলের পাশে কয়েকটা পাথর দেখে একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল ও। চ্যাপ্টা একটা পাথরের ওপর আরেকটা রাখল, পাশে রাখল তৃতীয়টি–মোটামুটি দিক নির্দেশনার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল এতেই। ও সফল হোক বা না-হোক, নিশ্চই এমিলিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়বে মেজরের ক্রুরা, অদ্ভুত এই দিক নির্দেশনা পেলে সঠিক পথে যেতে সক্ষম হবে।

মেস্কিট ঝোপে পূর্ণ আরেকটা ড্রতে বিশাল কয়েকটা পেকানের গোড়ায় ছাই দেখতে পেল জন। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ নেই। অনেক আগেই ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে ওরা। খুঁটিয়ে জায়গাটা দেখল ও।

ছোট্ট করে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। ঘোড়াগুলো একটু দূরে বাঁধা ছিল।

দুটো গাছের মাঝখানে ঘাসের গালিচায় ঘুমিয়েছে এমিলি। ট্রেইলের দিকে, পনেরো কি বিশ ফুট দূরে ঘুমিয়েছে লোকটা, ঘোড়ার কাছাকাছি। বেডরোল যেখানে বিছিয়েছে এমিলি, গোড়ালির ছাপ আর স্পারের দাগ পড়েছে···চারপাশে শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। দারুণ সতর্ক ছিল লোকটা, শুকনো ডালপালা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছিল এমিলির শোয়ার জায়গার চারপাশে। মেয়েটা যদি রাতে পালাতে চেষ্টা করে, তাহলে শব্দ হবেই—নিশ্চিত আয়োজন।

দারুণ···দারুণ ধূর্ত লোক। কিন্তু এটা অনেক আগে থেকে জানা আছে ওর। লোকটা যে-ই হোক, পাহাড়ী মানুষ, বুনো অঞ্চলে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত এবং দক্ষ।

কফি তৈরি করেছিল সে, আগুনের কাছে কফির দানা পড়ে আছে। সকালে ঘাসের ডগা থেকে কুয়াশা বিদায় নেয়ার পর যাত্রা করেছে ওরা।

দেরি করে রওনা দিয়েছে, তবে তাতে বাড়তি কোন সুবিধে পাচ্ছে না জন, কারণ এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে দিনের আলো ফুরিয়ে গেছে প্রায়। এখনও এগোচ্ছে ও, পুরোপুরি অন্ধকার হওয়ার আগে যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে চাইছে।

থামার আগে আরও পাঁচ মাইল দক্ষিণে এগোতে সক্ষম হলো।

এলাকাটা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই ওর। বাঙ্কহাউসে সহকর্মীদের আলাপ থেকে যা জেনেছে, তাই সম্বল। এদের কেউ কেউ দু'একবার এসেছে এদিকে। এখন যেখানে আছে ও, ধারণা ভুল না হলে, কাছেই কিওয়া ক্রীক, সামনে মাইল কয়েক দূরে মিডল কঞ্চো পর্যন্ত বয়ে গেছে ক্রীকটা।

তাড়াহুড়ো করছে না লোকটা। প্রথমত, সে নিশ্চিত যে কেউ অনুসরণ করছে না; দ্বিতীয়ত, এলাকাটা নিজের বল্লে খুঁটিনাটি সবই চেনা, জানা তার। আর···জনের সন্দেহ, এখনও এমিলি ডুরেলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি লোকটা।

এমিলির মুখোমুখি হয়ে পড়ায় তার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বসেছে। তিন-চার বছর নিশ্চিন্তে রাসলিং চালিয়ে গেছে, চুরি করা গরু সরিয়ে নিয়ে গেছে গোপন কোন জায়গায়। বহুদিন রাউন্ড-আপ হয়নি বলে বেসিনের আউটফিটগুলো ঘাপলাটা ধরতেই পারেনি।

এখন, সাফল্যের একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে ঝোলার বেড়াল বেরিয়ে পড়ার উপক্রম। মহিলাদের খুন করার সাহস খুব কম লোকের থাকে। কি করবে ভাবছে সে, সমস্যাটার সহজ সমাধান হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

জন যখন থামল, আকাশে তারা ফুটতে শুরু করেছে। এক চিলতে খোলা জায়গা চোখে পড়তে স্যাডল ছেড়ে নামল ও, বিশাল কয়েকটা ওয়ালনাট আর ওক রয়েছে জায়গাটায়, আর রয়েছে বেশ কিছু ঝোপ। ঘোড়াটাকে দলাই-মলাই করে পানির কাছে নিয়ে এল, পানি খাইয়ে ঘাসের গালিচায় পিকেট করল। দুটো মরা গাছের ফাঁকে নিজের জন্যে বেডরোল বিছাল।

বেডরোলে বসে স্টিরাপ-আয়রন থেকে আনা বিস্কুট আর ঠাণ্ডা মাংস চিবাল, ঘোড়ার ঘাস টানার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। নেহাত কিছু করার নেই বলেই বিশ্রাম নেওয়া, নইলে থামার ইচ্ছে ছিল না ওর। এতক্ষণে হয়তো গন্তব্যে পৌঁছে গেছে

লোকটা···যদিও একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে ওর।

শেষদিকে গরুর ট্র্যাক চোখে পড়েনি।

এমিলি আর লোকটাকে অনুসরণ করতে গিয়ে গরুর কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। কোন এক জায়গায় ট্রেইল দুটো আলাদা হয়ে গেছে। এখন অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় ওটা।

পঞ্চো আর কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ল জন। এ ধরনের রাত কাটছে গত কয়েকদিন ধরে, ক্লান্ত বলেই ঘুম এল। সকালে ভোরের উন্মেষে ঘুম ভাঙল ওর, তরতাজা সতেজ লাগল নিজেকে–ছোটার জন্যে উন্মুখ।

ঘোড়াকে পানি খাইয়ে স্যাডল সাজাল, কফির অভাবটা খুব লাগছে। রওনা দিল যখন, সবে আলো ফুটতে শুরু করেছে পুব আকাশে। হাতে উইনচেস্টার ওর, পকেটে বাড়তি কার্তুজ।

চারপাশে ঘন সবুজ ঘাস, অপূর্ব লাগছে দেখতে। এমিলি আর ওই লোকটার ট্রেইল অস্পষ্ট হয়ে এসেছে এখন–মাঝে মধ্যে একটা কি দুটো ট্র্যাক চোখে পড়ছে, ভাঙা ছোট্ট ডাল কিংবা চটকানো ঘাস···

হঠাৎ করে ডানে বাঁক নিল ট্র্যাক, ক্রীক থেকে দূরে সরে গেল, প্রায় একশো গজের মত এগিয়ে বিশাল একটা অর্ধবৃত্ত এঁকে ফের ক্রীকের দিকে ফিরে এসেছে লোকটা।

কেন?

ঘোড়া দাঁড় করিয়ে পেছন ফিরে তাকাল জন।

ক্রীকের ধার ঘেঁষা পুরানো একটা ট্রেইল চোখে পড়ল, বহুদিন ধরে ব্যবহৃত; তাহলে হঠাৎ করে ওই ট্রেইল ছেড়ে সরে গেল কেন লোকটা? ফাঁদ, নাকি অন্য কোন ব্যাপার?

বাঁকের মুখে ফিরে এল ও, তারপর ট্রেইলের পাশে গাছপালা আর ঘাসের মধ্যে তল্লাশি চালাল, দেখার চেষ্টা করছে এখানে কি থাকতে পারে। কিছুই চোখে পড়ল না। ক্রীকের ধারে ফিরে এল ও, তারপর পুরানো ট্রেইল ধরে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। আচমকা, থমকে দাঁড়াল ডানটা।

স্কট রাউন্ডি পড়ে আছে ট্রেইলের পাশে। পিঠে গুলি করা হয়েছে তাকে। মেরুদণ্ডে বিঁধেছে বুলেট, পরে আরও একটা গুলি করা হয়েছে কাছ থেকে, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে।

একটা বুট পায়ে স্কটের···অন্যটা বোধহয় ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার সময় স্টিরাপে আটকে গিয়েছিল।

বেচারা স্কট! নিঃসঙ্গ এক তরুণ, অ্যাডভেঞ্চার আর রোমান্সের নেশায় এক মেয়েকে খুঁজতে এসে এখন মরে পড়ে আছে ট্রেইলের পাশে, ড্রাই-গাল্‌শ হয়ে!

রাউন্ডির শরীর যেভাবে পড়ে আছে, খটকা লাগল জনের। ট্র্যাকগুলো জরিপ করতে ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো।

গুলি খাওয়ার সময় ফিরে আসছিল সে!

যেখানে যাওয়ার উদ্দেশে বেরিয়েছিল, গন্তব্যে পৌঁছে ফিরে আসছিল। এমিলির সঙ্গের লোকটা জানত যে এখানে আছে রাউন্ডির লাশ, ঘুরপথে গেছে

যাতে লাশটা দেখতে না পায় এমিলি।

দৃশ্যত, সে-ই খুনী।

বাইশ

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে জন ক্যালকিন। আগে যাও-বা সন্দেহ ছিল, সবই চলে গেছে এখন। এমিলি ডুরেলের অপহরণকারী অজ্ঞাত ওই লোকই খুনী। নৃশংস একটা খুন করেছে সে, প্রয়োজনে আরও করবে। এমিলিকে এতদূর নিয়ে আসার কারণ আর কিছু নয়–দ্বিধা; সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে লোকটি। একজন মানুষ খুন করা এক কথা, আর মহিলা খুন করা আরেক কথা।

এলাকাটা বুনো, রাইফেল হাতে আড়াল নেওয়ার মত হাজারো জায়গা রয়েছে ট্রেইলের আশপাশে। চলার পথে খোলা জায়গা পেরিয়ে যেতে হবে ওকে, স্বভাবতই জীবনের ঝুঁকি থাকবে ওর। কিন্তু এমিলি ডুরেল সম্ভবত এরচেয়েও বেশি বিপদে আছে।

সামনে–শোনা কথার সত্যতা দেখতে পাচ্ছে জন–কিওয়া ক্রীক বয়ে গেছে মিডল কঞ্চো পর্যন্ত। একটা ফর্ক* আছে আরও সামনে, তিনটা ট্রেইল চলে গেছে তিনদিকে। যে-কোন দিকে যেতে পারে লোকটা। জনের ধারণা কেউ অনুসরণ করবে, এমন কিছু ভাববে না সে; গতকাল এই ক্রীক পেরিয়েছে, সম্ভবত এতক্ষণে গন্তব্যেও পৌঁছে গেছে···মেয়েটা হয় মারা গেছে কিংবা আপাতত নিরাপদ।

নিজেকে নিয়ে ভাবা উচিত ওর। এমিলিকে উদ্ধার করতে গিয়ে হয়তো দু'জনেই খুন হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে ফিরে গিয়ে মেজরকে খবর দিতে পারে, লোকবল নিয়ে ফিরে আসতে পারে আবার; কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

বীর বা নায়ক হওয়ার খায়েশ নেই ওর। অযথা বীরত্ব দেখাতেও অনিচ্ছুক। দেশটার বহু জায়গা পড়ে রয়েছে ঘুরে দেখার মত, ওসব দেখতে ইচ্ছুক ও, তারাজ্বলা আকাশের নিচে শুয়ে থাকবে, ক্রীকের কুলকুল ধ্বনি কিংবা ঝিরঝিরে বাতাসে পাতার মর্মরধ্বনি শুনে প্রশান্তি বোধ করবে, সকালে যখন জেগে উঠবে আগুনে পোড়া কাঠের বা বেকন ভাজার গন্ধে স্বস্তি বোধ করবে, বেঁচে থাকাকে মনে হবে এক ধরনের প্রশস্তি।

কিন্তু ভাগ্যে যাই থাকুক, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও এমিলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতেই হবে।

---

* ফর্ক (Fork) এক রাস্তা থেকে কয়েকটি রাস্তার বিভাজনের সন্ধিস্থল

কাউকে অনুসরণ করার সময়, লোকটি সম্পর্কে জানা থাকলে কাজটা সহজ হয়ে যায়, অথচ এই লোকটি সম্পর্কে কিছুই জানা নেই ওর।

সত্যিই কি জানা নেই? দারুণ সতর্ক, হিসেবী, বিচক্ষণ, ঠাণ্ডা মাথার লোক; কৌশলী এবং ধূর্ত। নিষ্ঠুর। অন্তত এক হাজার গরু চুরি করেছে, সংখ্যাটা দ্বিগুণও হতে পারে; তিন বছর ধরে কেউ তাকে দেখা দূরে থাক, এমনকি সন্দেহও করেনি। উপরন্তু বেসিনে র‍্যাঞ্চগুলোর মধ্যে সন্দেহ আর অবিশ্বাস তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে সে, বাইরের কোন লোক যে জড়িত ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি কেউ। নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করেছে, কিন্তু কেউই তাকে দেখতে পায়নি। সত্যিই কি বাইরের লোক? নাকি শুরু থেকেই এখানে আছে লোকটা, সেজন্যেই সন্দেহ করেনি কেউ?

চিন্তাটা চমকে দিল ওকে। *যদি তাই হয়···কে সে?*

উপরন্তু, জন আসার আগে কাউকে খুন করার ব্যাপারে ইচ্ছুক ছিল না সে, অবশ্য ধরা পড়ার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়নি কখনও; এমনকি কেউ সন্দেহও করেনি তাকে। স্রেফ সৌভাগ্যক্রমে রাসলিঙের বিভিন্ন আলামত চোখে পড়েছে জনের। শুধু সেজন্যেই ওর প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠেছে লোকটা? নইলে কেন বারবার মরিয়া হয়ে ওকে খুন করার চেষ্টা করেছে?

অন্য কোন কারণে বিদ্বেষ বোধ করছে? উঁহুঁ, অস্বাভাবিক হলেও সম্ভাব্য এমন কোন কারণ মনে করতে পারল না জন।

লাল-সাদা চেক শার্টের কারণে, সম্ভবত ভুলের খেসারত হিসেবে খুন হয়েছে স্কট রাউন্ডি। কিন্তু মিলছে না ব্যাপারটা। ফিল বেন্টন নিখোঁজ এক কাউহ্যান্ডের কথা বলেছিল ওকে, এদিকে গরু খুঁজতে এসে কখনও ফিরে যায়নি লোকটা। এ ঘটনার ব্যাখ্যা কি? জেনির সঙ্গে দেখা করতে এসে রাসলারের ডেরা আবিষ্কার করে ফেলেছিল স্কট?

দৃশ্যত, প্রয়োজন ছাড়া খুন করে না লোকটা। যখনই তার পরিকল্পনা বা কুকর্ম ফাঁস হয়ে যেতে বসেছে, তখনই খুন করেছে।

লোকটাকে ট্র্যাক করে এতদূর এসেছে ও। স্কটও চলে এসেছিল তার নিজস্ব এলাকায়, তারপর এমিলি ডুরেল এসেছে···

এমিলি বোধহয় হঠাৎ করেই উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু রাউন্ডির ব্যাপারটা? জেনিকে খুঁজতে এসেছিল সে, গন্তব্যেও পৌঁছেছিল···ফিরতি পথে খুন হলো কেন? *নিশ্চই জেনির সঙ্গে সম্পর্ক আছে খুনীর!*

একজন একজন করে সবার সম্ভাবনা বিচার করল জন। প্রথমে বিল লিপম্যানকে রাসলার ভেবেছিল, কারণ সে ধূর্ত, বিপজ্জনক এবং অতীতেও তাই ছিল। সে যে অন্ধ, মোটেও বিশ্বাস করে না জন। ভান করার কারণে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেশিক্ষণের জন্যে বাইরে থাকতে পারবে না সে, সেজন্যে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায় স্টিরাপ-আয়রন মালিককে।

রায়ান বেন্টন? ছোটখাট বুনো স্বভাবের যুবক, নিজেকে টাফ লোক হিসেবে প্রমাণ করতে ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ; কিন্তু ততটা ধূর্ত, কৌশলী বা সতর্ক নয় সে।

হয়তো ফিল বেন্টন কিংবা উইলসন হতে পারে।

হার্লে? রেঞ্জে আসে সে, কাজ শেষ করে আবার নিজের বাথানে ফিরে যায়। সবই মর্জি মাফিক। রাইফেলটা এমন ভাবে ব্যবহার করে যেন ওটা ওর শরীরের অংশ। লোকটাকে ঠাণ্ডা মাথার, সতর্ক এবং ধূর্ত মনে হয়েছে জনের কাছে। একটা নীর ছানাকে যত সহজে খুন করা যায়, প্রয়োজনে ওভাবে যে-কাউকে খুন করতে পারবে সে–নিশ্চিত জন।

ফুয়েন্তেস? বেশিরভাগ সময় ওর সঙ্গে ছিল মেক্সিকান। সুতরাং রাসলার বা খুনী হতে পারে না সে।

স্মৃতিতে অস্পষ্ট একটা চেহারা বারবার উঁকি দিচ্ছে, ঠিক মনে করতে পারছে না জন। লোকটাকে দেখেছে, চেনেও; অথচ এখন প্রায় বিস্মৃত হয়েছে। কোথাও নিশ্চই দেখা হয়েছিল, কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না।

বারবার স্মরণ করার চেষ্টা করেছে ও, কোনবারই সফল হতে পারেনি। অথচ মনের পর্দায় ঠিকই উঁকি দিচ্ছে ঝাপসা ছবিটা…সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার, অবচেতন মন বলছে ওর অতীতের সঙ্গে গভীর কোন সম্পর্ক আছে ওই মুখের।

মিনিট কয়েক আগে স্কট রাউন্ডির মৃতদেহ চোখে পড়েছে। নীরব হুমকি হয়ে ট্রেইলের ধারে পড়ে আছে লাশটা–কৌতূহল নিয়ে যে-ই সামনে এগোবে, হতভাগ্য স্টিরাপ-আয়রন ক্রুর মত একই পরিণতি বরণ করে নিতে হবে।

পরিস্থিতি পছন্দ হোক বা না-হোক, যেতেই হবে ওকে।

কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না ওর। এ ধরনের পরিস্থিতিতে খুনীই সমস্ত সুবিধে ভোগ করে। রাইফেল হাতে ওকে পেয়ে যাবে সে। আড়াল থেকে সময়মত ট্রিগার টিপে দিলেই হলো। ব্যস…স্কটের সঙ্গী হয়ে যাবে ও…যদি না ভাগ্য বাঁচায় ওকে।

কিন্তু নিজেকে ভাগ্যবান ভাবছে না জন।

এমিলি ডুরেল বিপদে রয়েছে, যাওয়া ছাড়া মেয়েটাকে উদ্ধার করার কোন উপায় নেই–এটাই হচ্ছে সারকথা।

আড়াল আছে, এমন প্রতিটি জায়গা চলার পথে কাভার হিসেবে ব্যবহার করছে জন, যখনই সম্ভব চলার ধরন বদলে ফেলছে। কিওয়া ক্রীকের সমান্তরালে এগোচ্ছে এখন। একবার, ঘন হিক্যারি আর পেকানের আড়ালে থেমে ঘোড়াকে পানি পান করার সুযোগ দিল, এ ফুরসতে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে।

ডান দিকে একটা অ্যারোয়ো ক্রীকের সঙ্গে মিশে গিয়ে মিডল কঞ্চো তৈরি করেছে। টেপি ড্র বলা হয় এটাকে–বলেছিল টিম কার্টিস। ড্র থেকে পাহাড়ের দিকে উঠে যাওয়া ঢালু পথটা সনাক্ত করল ও, ঘোড়ার কাছে গিয়ে স্যাডলে চাপল, তারপর কিওয়া ক্রীক আর টেপি ড্রর সংযোগস্থলের দিকে এগোল।

তীরে তরতাজা ঘোড়ার ট্র্যাক চোখে পড়ল, এগোতে গিয়েও দ্রুত রাশ টেনে ধরল জন। একশো গজও হবে না, একটা কেবিন আর লাগোয়া করাল দেখতে পেয়েছে। *ধোঁয়া উঠছে চিমনি দিয়ে!*

ঘোড়া ঘুরিয়ে হিক্যারি আর পেকানের আড়ালে চলে এল ও। কিছু বড়সড় মেস্কিট রয়েছে ওখানে। স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার বের করে হাতে তুলে নিল, স্যাডল ছেড়ে ঘোড়াকে পিকেট করল। ঝোপের মাঝখানে উঁচু টিলার মত জায়গা খুঁজে পেল, ওখান থেকে অনায়াসে কেবিনের ওপর নজর রাখা যাবে। অবশ্য

টিলায় ওঠার কাজটা মোটেও সহজ হবে না। জায়গাটা ছায়ায় ঘেরা, র‍্যাটলারের আড্ডাখানাও হতে পারে। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে ঝুঁকিটা নিতে মনস্থ করল জন, ক্রল করে এগোতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ লাগল উঠতে, চূড়ায় বিশাল এক কটনউডের নিচে আসার পর কেবিন আর আশপাশের এলাকার পুরো লে-আউট স্পষ্ট চোখে পড়ল।

কেবিনটা তেমন বড় নয়, তবে একেবারে ছোটও বলা যাবে না। দুটো পোল-করাল আর লীন-টো* শেড রয়েছে। ঝর্না থেকে পানি এসে পড়েছে ট্রাফে। পড়ন্ত পানি দেখতে পাচ্ছে ও–শব্দও কানে আসছে। করালে প্রায় ছয়টা ঘোড়া, কালো একটা ঘোড়া পরিচিত–এমিলি ডুরেলের। স্কট রাউন্ডির গ্রুলাটাও রয়েছে।

ঘোড়ার নড়াচড়া ছাড়া আর সবই শান্ত, নীরব।

চারধারে কোথাও কোন গরু নেই, ব্যাপারটা রীতিমত বিস্ময়কর লাগছে জনের কাছে। প্রচুর চিহ্ন রয়েছে, কিন্তু একটা গরুও চোখে পড়েনি।

দারুণ গরম পড়ছে। তীব্র রোদে ঝলসাচ্ছে পাহাড় সারি আর সবুজ উপত্যকা। চারপাশে যত জায়গা আছে, সম্ভবত এটাই সবচেয়ে শীতল স্থান–এখন যেখানে আছে ও, ক্রীকের তীরে বিশাল মেস্কিটের ছায়ায়। মাঝে মধ্যে হালকা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। কালো একটা বড়সড় মাছি নাকে-মুখের কাছে ভনভন করছে, কিন্তু তাড়াতেও পারছে না জন, পাছে নড়াচড়া যদি কারও চোখে পড়ে যায়। কেবিনে কে আছে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। এখানে ওপরে থাকলেও, দ্রুত নড়াচড়া যে-কারও চোখে পড়ে যেতে পারে।

দরজায় এসে দাঁড়াল এক মেয়ে, প্যান ভরা পানি বাইরে ছুঁড়ে মারল, তারপর কপালের ওপর হাত তুলে রোদ আড়াল করে তাকাল ক্রীকের দিকে। একটু পরই ঘরের ভেতরে চলে গেল মেয়েটি। জন নিশ্চিত মেয়েটা জেনিফার, যদিও মুখ দেখেনি, স্রেফ কয়েক মুহূর্তের জন্যে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি।

মেয়েটা যদি জেনি হয়ে থাকে, বক্স সোশ্যালে যাওয়ার জন্যে কিংবা সন্ত্রস্ত হওয়ার জন্যেও দোষ দেয়া যায় না ওকে। রাসলার লোকটা চাইবে না বাইরের কারও সঙ্গে মিশুক জেনি, এতে বিস্ময়ের কি আছে!

হঠাৎ, কেবিন থেকে আবার বেরিয়ে এল জেনি। এবার আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকল না। জেনিফারই।

করাল থেকে একটা ঘোড়া বের করে স্যাডলে চাপল মেয়েটা, তারপর গ্রুলা আর এমিলি ডুরেলের কালো ঘোড়ার লাগাম হাতে ট্রেইলের দিকে এগোল।

পেছনে সরে এল জন, ঢালু পথ ধরে দ্রুত নেমে এল। হ্যাকবেরির ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। 'জেনি?'

চমকে উঠল মেয়েটা, স্যাডলে প্রায় লাফিয়ে উঠল। ঝট করে তাকাল ওর দিকে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, বজ্রাহতের মত তাকিয়ে থাকল বিস্ফারিত চোখে। 'ত-তুমি এখানে কি করছ?'

---

* লীন-টো (Lean-to) যে-চালাঘরের ছাদ অন্য বাড়ি বা দেয়ালের সঙ্গে হেলানো থাকে

'কালো ওই ঘোড়া রাইড করছিল যে-মেয়েটা, ওর খোঁজে এসেছি।'

'মেয়ে?' প্রায় আতঙ্কিত স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল জেনি। 'কিন্তু এটা তো কোন মেয়ের ঘোড়া নয়!'

'ঘোড়াটা এমিলি ডুরেলের। বক্স সাপারে ওকে দেখেছ তুমি।'

'অসম্ভব! অবশ্য ঘোড়ার ব্র্যান্ডটা দেখিনি…'

'সার্কেল-ডি, ডুরেলদের ব্র্যান্ড। বাড়ি থেকে এই ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছে এমিলি।'

রক্তশূন্য হয়ে গেছে জেনির মুখ। 'ওহ্, খোদা!' আতঙ্ক ওর চোখে। 'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'অন্য ঘোড়াটা স্কট রাউন্ডির। সম্ভবত তোমার খোঁজে এখানে এসেছিল ও।'

'ওকে ফিরিয়ে দিয়েছি আমি। অনুরোধ করেছি আর কখনও যাতে না আসে।'

'শুনে চলে গেল ও?'

'আসলে,' দ্বিধা করল মেয়েটি। 'তর্ক করেছে ও। যেতে চাইছিল না। বলল ও নাকি অনেক খোঁজাখুঁজির পর এখানে আসতে পেরেছে। পুরো দিন রাইড করেছে এখানে আসতে। কিছুক্ষণ কথা বলতে চায়, ব্যস, অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। ওকে তাড়িয়ে দেয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। শেষে চলে যায় সে।'

'বেশিদূর যেতে পারেনি ও। স্রেফ কয়েক মাইল।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেনি। 'মানে? কি বলতে চাও?'

'গুলি করা হয়েছে ওকে। পেছন থেকে। ও স্যাডল থেকে পড়ে যাওয়ার পর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল খুনী, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পরের গুলিটা মাথায় করেছে। একই লোক এখন এমিলি ডুরেলকে বন্দী করেছে…জানি না এতক্ষণে ওকে খুন করে ফেলেছে কিনা।'

'আমি জানি না, কিছুই জানি না এসবের,' মিনতি মেয়েটির কণ্ঠে। 'সত্যি জানি না, বিশ্বাস করো! আমি জানি ও খারাপ কিন্তু…'

'কে সে, জেনি?'

তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে মুখ। 'ও আমার ভাই।'

'জেনি, তোমার ভাই কোথায়? এমিলি কোথায়?'

'জানি না। আমি বিশ্বাস করি না এমিলি ডুরেলকে ধরে এনেছে ও। আমি…' থেমে গেল মেয়েটা। 'হয়তো…কঞ্চোর ওপাড়ে পুরানো একটা অ্যাডোবি আছে, আমাকে কখনও ওখানে যেতে দেয়নি ও।'

'কেন?'

'কিওয়াদের সঙ্গে ওখানে দেখা করে ও…তাছাড়া অন্যদের সঙ্গেও দেখা করে। জানি না সঠিক।'

'ঘোড়াগুলোকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?'

'টেপি ড্রর কাছে। এগুলোকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে আমাকে বলেছে ও, ক্রীক পার করে যেন দক্ষিণ দিকে ছুটিয়ে দেই। কাল রাতে কাজটা করার কথা ছিল,

কিন্তু এত ক্লান্ত ছিলাম…'

'কোথায় এখন সে? তোমার ভাই আর এমিলি কোথায়?'

'দক্ষিণে কিছু গরু নিয়ে গেছে ও। গরু নিয়ে গেলে সেদিন আর ফিরে আসে না।'

'জেনি, আমার পরামর্শমত কাজ করলেই মঙ্গল হবে তোমার। ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যাও। এখানে আর ফিরে এসো না।'

'সম্ভব নয়, পারব না আমি! আমাকে শাসিয়েছে কখনও যদি পালানোর চেষ্টা করি, তাহলে খুন করবে,' তাকিয়ে আছে মেয়েটা। 'এমনিতে আমার সঙ্গে ভদ্র আচরণ করে ও, বাড়িতে থাকার সময় জোরেও কথা বলে না। ভালই কাটছিল। কিন্তু একদিন বাড়তি একটা পিস্তল আর রাইফেল নিয়ে ফিরে এল ও, জানি না কিভাবে পেয়েছে। পরে বোধহয় কিওয়াদের দিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে খুব ভয়ে ভয়ে আছি।'

'স্কট যখন এসেছিল, ধারে-কাছে ছিল ও?'

'ওহ্, না!' মুখভাব বদলে গেল মেয়েটার। 'আমি জানি না যে একটা খুনও করেছে ও। শুধু তোমার মুখেই শুনতে পেলাম।'

'খুন হয়েছে স্কট। আমার পরামর্শ শোনো, চলে যাও। এমিলি ডুরেলকে খুঁজে বের করব আমি।'

তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। 'তুমি কি ওকে ভালবাস?'

'ভালবাসি কিনা?' মাথা নাড়ল জন। 'এ ব্যাপারটা কখনও চিন্তা করিনি। হয়তো, হয়তো না। আমি শুধু জানি মেয়েটা ভয়ানক বিপদে আছে, যদি এখনও বেঁচে থাকে।'

'কোন মহিলাকে খুন করবে না ও। উঁহুঁ, খুন দূরে থাক, আমার ধারণা কোন মেয়ের গায়ে হাত তোলার স্পর্ধাও দেখাবে না। মেয়েদের বরং সমীহ করে ও, হয়তো ভয়ও পায়। মানে লেডিদের কথা বলছি। কিন্তু অন্যদের ব্যাপারে ঠিক উল্টো স্বভাবের, ওর বেশ অভিজ্ঞতা আছে বোধহয়।'

'কিভাবে জানলে?'

'ওই যে, ওভার-দ্য-রিভার জায়গাটায় নিয়মিত যায় ও।'

'ওর নাম কি, জেনি?'

মাথা ন্যাড়ল মেয়েটা। 'ওর কাছ থেকে দূরে থাকো…প্লীজ! ওর নাম জস ডরম্যান…আমার সৎভাই। সবাই ওকে টুইন বলে ডাকে।'

'টুইন? কেন?'

'এক যমজ ছিল ওর। স্ট্যান ডরম্যান। এক মহিলা নাকি খুন করেছে ওকে। একসঙ্গে গরু চুরি করছিল ওরা তখন।'

'মহিলা?'

'মহিলার গরু চুরি করছিল ওরা। পিছু নিয়ে ওদের কয়েকজনকে ধরে ফেলে মহিলা, তারপর সে নিজেই গুলি করেছে স্ট্যানকে।'

ওর মা-র হাতে, মনে পড়ল জনের।

'প্লীজ, জন, এখান থেকে চলে যাও! নইলে তোমাকে খুন করবে ও!

খুনোখুনি ওর কাছে নতুন নয়। ও নিজেই বলেছে: "একটা দিনের জন্যে বেঁচে আছি আমি। ক্যালকিনদের দেখিয়ে ছাড়ব। মাসুল ওদের দিতেই হবে।" '

বক্স সোশ্যালের ঘটনা মনে পড়ল জনের, জেনি দাবি করেছিল ওর পরিচয় বা ক্যালকিন র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে জানে। রহস্যটা পরিষ্কার হলো এবার। মরিয়া হয়ে ওকে খুন করার কারণও বোঝা যাচ্ছে।

ভাবনায় সুদূর অতীতে ফিরে গেল জন। রাসলিঙের হোতা ছিল বিল লিপম্যান, আরও চারজন ছিল সঙ্গে, তাই জানত ওরা: চারজন।

স্ট্যানলি খুন হয় ওর মা-র হাতে। লিপম্যান পালিয়ে যায়, রেড ডেজার্টে দু'জনকে মুক্তি দেয় ওরা, কিন্তু চতুর্থজনের কথা কেউই ভাবেনি।

টুইন ডরম্যান···

তেইশ

'স্কট ছেলেটা তো খারাপ ছিল না···ওহ্, কেন ওকে খুন করল টুইন?'

'হয়তো ভেবেছিল ওকে অনুসরণ করে এখানে পৌঁছেছে স্কট, কিংবা স্কটকে আমার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিল। আমার একটা শার্ট ছিল স্কটের পরনে।'

দারুণ ভয় পেয়েছে মেয়েটা···রীতিমত শঙ্কিত। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল, এত জোরে যে জনের মনে হলো রক্ত বেরিয়ে যাবে।

'কেটে পড়ো, জেনি। এখনই! মেজর ডুরেলের কাছে চলে যেয়ো, যা জানো সব খুলে বোলো ওকে···দেরি কোরো না, টুইন চলে এলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে ওর হাতে!'

'আমি জানি এমন কিছু করবে না ও।'

'ওর সম্পর্কে কিছুই জানো না তুমি। বলছি তোমার চলে যাওয়া উচিত, এবং অবশ্যই যাবে তুমি!' থামল জন, আচমকা কৌতূহলী হয়ে উঠল। 'কতদিন ধরে এখানে আছ তুমি, জেনি?'

'এই জায়গায়? ওহ্···পাঁচ মাস। ছয় মাসই বলা উচিত। বাবা মারা যাওয়ার পর ওর সঙ্গে এখানে এসেছি। ব্যবসার কাজে স্যান এন্টোনিয়ো গিয়েছিল ও। আমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, তাই···ওর দয়া যে আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে।

'প্রথম আসার পর জায়গাটা রীতিমত দারুণ লেগেছিল। তারপর একঘেয়ে লাগতে শুরু করল, আমাকে কখনও বাইরে যেতে দেয়নি টুইন···দক্ষিণে ছাড়া অন্য কোন দিকে রাইড করার অনুমতি দেয়নি। একদিন দক্ষিণে বেরিয়ে এক ড্রিফটারের দেখা পেলাম···উত্তরে কোথায় যেন কাজ করত সে। কথায় কথায় লোকটা জানাল এসময়ে যেতে মোটেও ইচ্ছে করছে না ওর, রক স্প্রিং

স্কুলহাউসে বক্স সোশ্যাল হবে, অথচ ঠিক তার আগেই চলে যেতে হচ্ছে ওকে।'

থামল মেয়েটা, দম নিয়ে খেই ধরল: 'লোকটা চলে যাওয়ার পর অনেক ভাবলাম। সাহস করতে পারছিলাম না। টুইন যখন এন্টোনিয়োয় গেল···জানাল কয়েকদিন লাগবে ফিরে আসতে, শুনে সোশ্যালে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি আমি।'

'তুমি যাওয়ায় সত্যি খুশি হয়েছি আমি। এবার জলদি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যাও। এমিলির যদি কিছু হয়···সত্যি কথাটা বলবে আমাকে, জেনি, সত্যিই জানো না কোথায় গেছে ও?'

'ঈশ্বরের দিব্যি! কিছুই জানি না···যাওয়ার আগে দেখেছি কিছু খাবার প্যাকেট করে নিয়ে গেছে টুইন। পুরানো ওই কেবিনে গেছে হয়তো।'

এগোল মেয়েটা, কিন্তু বাধা দিল জন। 'আর একটা কথা, জেনি। গরুগুলো কোথায় রাখে সে?'

দ্বিধা করল মেয়েটা, তারপর মাথা নাড়ল। 'না, বলব না তোমাকে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি জানতাম না যে ওগুলো চুরি করা গরু। টুইন প্রায়ই বলে শিগ্‌গিরই টেক্সাসের বড়সড় গরু ব্যবসায়ী হবে ও।'

'ধন্যবাদ, জেনি। এবার জলদি রওনা দাও! দেরি কোরো না।'

প্রথমে যা করা উচিত, এমিলি ডুরেল কেবিনে নেই—এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে ওকে, ভাবছে জন। ঘোড়া দুটোর লাগাম হাতে তুলে নিল ও, কিছুই বলছে না জেনি, স্রেফ তাকিয়ে আছে ওর দিকে, চোখে শূন্য দৃষ্টি।

দরজার কাছাকাছি চলে গেল জন, তারপর স্যাডল ছাড়ল। শূন্য কেবিন। বড়সড় কিচেন-কাম-লিভিংরুম, দুটো বেডরুম। পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। টুইনের বেডরুমে জামাকাপড় গুছিয়ে রাখা, বুটগুলো পালিশ করা। ক্লজিটে রেডিমেড এক জোড়া সুট রয়েছে, কিছু সাদা শার্ট আর তিনটা রাইফেল রয়েছে সঙ্গে। সবই ঝকঝকে।

বেরিয়ে এসে ডানে চড়ল জন, তারপর ঘোড়া দুটোকে নিয়ে করালের দিকে এগোল। স্যাডল নেই একটাও।

শেষে মিডল কঞ্চোর দিকে এগোল ও, ট্র্যাক খুঁজছে। কিছুটা হলেও অসতর্ক ছিল টুইন ডরম্যান, ঘরের কাছে বলেই বোধহয়; কারণ এদিকে কেউ আসেনি কখনও। জায়গাটা সচরাচর ব্যবহৃত ট্রেইল থেকে দূরে বলে ড্রিফটার বা পাসিং থ্রু রাইডাররাও আসে না। প্রচুর ট্র্যাক রয়েছে ধারে-কাছে, ঘোড়া ছুটিয়েই অনুসরণ করছে জন। আচমকা একটা ড্রতে এসে উপস্থিত হলো।

ড্রর তীরে, কিছু পেকান ও হ্যাকবেরির ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যাডোবিটা। কাছাকাছি পোল-করাল, অবস্থা দেখে মনে হলো খুব কমই ব্যবহার করা হয়। করালের চারপাশে ঘাস গজিয়েছে, ছাদ প্রায় ধসে পড়ছে। বাতাস আর বৃষ্টির অত্যাচারে জর্জরিত, জীর্ণ চেহারা বাইরের দেয়ালের। বহু পুরানো নিশ্চই।

একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বাড়িটা খুঁটিয়ে দেখল জন। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। হয়তো ধারে-কাছে আছে টুইন ডরম্যান, সঠিক বলা মুশকিল। এমনকি অ্যাডোবি দালানের ভেতরেও থাকতে পারে, কিংবা কঞ্চোর ওপাড়ে যে-

পাথর পড়ে আছে, ওগুলোর পেছনেও লুকিয়ে থাকতে পারে এই মুহূর্তে।

স্যাডল ছেড়ে নামার সময় রাইফেল হাতে তুলে নিল জন, ঘোড়া পিকেট করা ছাড়াই এগোল কেবিনের দিকে। হঠাৎ যদি ছোটার দরকার হয়–সেজন্যেই ঘোড়া পিকেট করেনি কিংবা লাগাম বাঁধেনি। স্রেফ সতর্কতা।

মগজ সক্রিয় ওর, ভাবছে···যেভাবে হোক কিওয়াদের সঙ্গে খাতির করেছে টুইন···*যদি কিওয়ারাই নজর রেখে থাকে এ মুহূর্তে?* এক দল হিংস্র রেনিগেড ইন্ডিয়ানের সঙ্গে লড়াই করার খায়েশ নেই ওর।

শেষে, সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দ্রুত বাড়ির দিকে এগোল ও। দরজাটা বন্ধ, বাইরে থেকে খিড়কি তুলে দেয়া।

'কেউ আছ?' নিচু স্বরে জানতে চাইল জন।

'জন?' এমিলির কাঁপা কণ্ঠ, এই প্রথম মেয়েটার কণ্ঠে ভয় বা শঙ্কা প্রকাশ পেল।

খিড়কি নামিয়ে দরজা খুলল ও।

একটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে এমিলিকে। চেয়ারের সামনের দুই পা মেঝে থেকে এমন ভাবে তুলে দেওয়া যাতে ও যদি চেয়ার সিধে করতে যায়, সঙ্গে সঙ্গে পেছনের ফায়ারপ্লেসে গিয়ে পড়বে। শরীর বাঁকিয়ে কসরৎ করে মুক্ত হতে পারবে হয়তো, কিন্তু নড়াচড়ার সময় খোলা চুলের ছোঁয়া পেয়ে যাবে আগুন।

দরজার ওপর চোখে রেখে দ্রুত এমিলিকে মুক্ত করল জন। উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ার উপক্রম হলো, টলমল পায়ে সামলে নিল মেয়েটা, অজান্তে খামছে ধরেছে জনের আস্তিন। বিড়বিড় করে দুঃখ প্রকাশ করল, কিন্তু চোখের চাহনিতে গভীর কৃতজ্ঞতা। সামলে নিয়ে সরে গেল ও, হাত আর বাহু ডলছে, দড়ির দাগ পড়েছে ফর্সা কব্জিতে।

'লোকটা বলেছে আমি যদি চিৎকার করি, তাহলে নাকি কিওয়ারা চলে আসবে,' বলল এমিলি। 'ঘোড়ার বিনিময়ে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে আমাকে নিয়ে রফা করবে ও, অবশ্য এও বলেছে এখনও পাকা সিদ্ধান্ত নেয়নি।'

'ওকে চেনো তুমি?'

'উঁহুঁ, আগে কখনও দেখিনি, অন্তত এই চেহারায়। হঠাৎ পেছনে উপস্থিত হয়েছিল ও, সতর্ক করল আমি যদি নড়ি, স্রেফ খুন করে ফেলবে। মনে হলো সত্যিই তাই করবে। এখানে আসতে আসতে মাঝ-সকাল হয়ে যায়। আমার চোখে কাপড় বেঁধে দিয়েছিল ও, চেয়ারের সঙ্গে বাঁধার আগে খোলেনি ওটা। তারপরই চলে গেছে ও।'

ঘরের কোণে এমিলির স্যাডলটা চোখে পড়ল জনের। 'এমিলি? দুঃখিত, স্যাডলটা তোমাকে নিয়ে যেতে হবে, এবং নিজেই ঘোড়ার পিঠে স্যাডল পরাবে। হাত দুটো মুক্ত রাখতে হবে আমার।'

'বেশ তো।'

দ্রুত বেরিয়ে এল ওরা। কোমরের পাশে রাইফেল ধরে আছে জন, যে-কোন মুহূর্তে যাতে গুলি করতে পারে।

কিছুই ঘটল না।

স্যাডলে চড়ল এমিলি। স্ক্যাবার্ডে ওর রাইফেল রেখে গেছে টুইন ডরম্যান; তবে সব কার্তুজ বের করে নিয়েছে। সৌভাগ্যের ব্যাপার, ওটা পয়েন্ট-ফোর ফোর ক্যালিবার। জনের দেয়া কার্তুজ রাইফেলে লোড করল এমিলি।

এই ফুরসতে চারপাশ দেখে নিল জন—তেমন কোন চিহ্নই নেই। দারুণ সতর্কতা অবলম্বন করেছে লোকটা। দু'একদিনের অভ্যাস নয়, বহুদিন এখানে থাকছে সে, স্বভাবতই সতর্ক না হলে অনেক চিহ্ন থাকার কথা। কিন্তু বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই। দারুণ ধূর্ত এবং সতর্ক মানুষ। টুইন ডরম্যান না হয়ে যদি অন্য কেউ থাকত এখানে, তাহলে হয়তো অনেক চিহ্ন চোখে পড়ত। কেবল একটা জিনিস···সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে···উনুনের হাপরের কাছে শুকনো কাদা পড়ে আছে, লাইন-কেবিনে স্কট রাউন্ডি যেমন ফেলে এসেছিল, ঠিক সেরকম।

অবশ্য, মিডল কঞ্চোর তীরে বিস্তর জায়গা আছে যেখানে এরকম কাদা থাকতে পারে, এবং সেই কাদা যে-কারও বুটে লাগতে পারে।

আগে এমিলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর অন্য কিছু করতে হবে, ভাবছে জন। নিরাপদ জায়গায় মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়ে গরু বা টুইন বেকারের খোঁজ করতে হবে। একই পথে ফিরে যাওয়াও চরম বোকামি আর ঝুঁকিপূর্ণ হবে। এটা ইন্ডিয়ান এলাকা, সামান্য ভুলে আচমকা মৃত্যু নেমে আসতে পারে। স্বয়ং জেনিও মত বদলে ফেলতে পারে, হয়তো ট্রেইলের আশপাশে ওর জন্যে অপেক্ষায় থাকবে উইনচেস্টার হাতে।

কাউকে বিশ্বাস না করাই স্বাস্থ্যকর। দুনিয়ার সব লোক, ও নিজেও, দুর্বল চিত্তের এবং মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে। ভাই বা বোন সম্পর্কে স্পর্শকাতর হয়ে পড়তে পারে যে-কেউ, এমনকি সেই ভাই বা বোন ভুল করছে জানার পরও। অহঙ্কার আর মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসও অন্ধ করে দেয় মানুষকে, তেমনি কাউকে অতিরিক্ত পীড়াপীড়িতেও বিশ্বাস করে না জন। জেনি চলে গেল কিনা, এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে।

ড্র ধরে এগোল ওরা—উত্তরে এগিয়েছে ওটা—পাহাড় পেরিয়ে উত্তরে চলতে থাকল। যতটা সম্ভব খোলা জায়গায় থাকার চেষ্টা করছে। ডানে লাইভ-ওক ক্রীক। কিনারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জন্মেছে বিভিন্ন গাছ আর ঝোপ। ক্রীক থেকে যতটা সম্ভব দূর দিয়ে রাইড করছে ওরা, জনের হাতের রাইফেল প্রস্তুত।

অস্ত্রে টুইন বেকারের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। জন নিজে তার সাক্ষী। প্রতিকূল অবস্থায়ও দারুণ শূটিং করেছে লোকটা। স্রেফ ভাগ্য আর দৈবাৎ কিছু ঘটনা বাঁচিয়েছে ওকে; এর কোনটাই ওর দক্ষতা বা বুদ্ধির কারণে নয়। এবার নিশ্চই মরিয়া হয়ে উঠবে সে, এবং যে-কোন কিছু করতে তৈরি থাকবে।

টানা উত্তরে এগোচ্ছে ওরা। ডুরেল র‍্যাঞ্চ পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। এমিলির ঘোড়াটা বিশ্রাম পেয়েছে। ওর ডানটা অবশ্য কিছুটা পরিশ্রান্ত, কিন্তু গ্রুলাটা সঙ্গে থাকায় ঘোড়া বদল করা যাবে প্রয়োজনে। সুতরাং নিশ্চিন্তে গতি বাড়াল জন, যতটা সম্ভব টুইন ডরম্যানের ডেরার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে চাইছে।

নীরব হয়ে আছে এমিলি। প্রচণ্ড মানসিক ধকল গেছে, স্বভাবতই ক্লান্ত এবং

বিপর্যস্ত, আবেগ তাড়া করছে ওকে। বাড়ি ফেরার তাগিদ অনুভব করছে, বিশ্রাম ছাড়া অন্য কিছু কামনা করছে না এখন···জন নিজেও তাই চাইছে।

স্বস্তির বিষয়, কোন ঝামেলা ছাড়াই ফিরে যাচ্ছে ওরা, সব কিছু বড় অনায়াসে ঘটে গেছে; অথচ এতটা সৌভাগ্য কখনও হয়নি জনের। হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

টুইন ডরম্যানের মুখোমুখি হয়ে পড়লে···অবশ্যম্ভাবী লড়াইটা জিততেই হবে; নইলে এমিলি ডুরেলের ভাগ্য আবারও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

আরও একটা ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ও। কিওয়াদের সঙ্গে আঁতাত আছে লোকটার, কিংবা হয়তো রেনিগেডদের সঙ্গে; যদি এদের চোখে পড়ে যায় ওরা, নির্ঘাত চাঁদির চামড়া তুলে ফেলবে।

মনটা খুঁতখুঁত করছে, কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। বরং আরও একটা ব্যাপারে ভাবছে জন: প্রথম যেদিন বেন্টন ও উইলসনকে দেখেছিল, সেদিন আরও একজন ছিল ওদের সঙ্গে; লোকটাকে পরিচিত ঠেকলেও কোথায় দেখেছে মনে করতে পারেনি।

এরপর, আর কখনও লোকটাকে চোখে পড়েনি। বক্স সোশ্যালেও যায়নি সে। পরে মনে পড়েছে জনের, ওর মা সহ যখন রাসলারদের তাড়া করেছিল, দূর থেকে পলকের জন্যে চতুর্থ রাসলারের মুখটা দেখেছিল। সম্ভবত ওই লোকই টুইন ডরম্যান।

সম্ভাবনা কম, তাতে লাভ-লোকসানও নেই। *যদি টুইন ডরম্যানই হয়ে থাকে, তাতে কি?*

দশ মাইল এগোনোর পর ট্রেইলের পাশে ওঅটরহোল দেখে থামল ওরা। পানির উৎসটা একেবারে ছোট, প্রাকৃতিক কিনা বোঝা মুশকিল, হয়তো শেষবার বৃষ্টির পর পানি জমেছে। কিন্তু ওদের কাজে আসছে, এটাই হচ্ছে আসল কথা। ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ার সুযোগ দিল, ইতোমধ্যে ডানের পিঠ থেকে গ্রুলায় স্যাডল স্থানান্তর করেছে জন। বলা যায় না, ছুটতেও হতে পারে ওদের, সুতরাং তাজা ঘোড়ায় চাপাই ভাল। ডান ঘোড়াটা, ওর মা সবসময়ই বলত: পড়ার আগ পর্যন্ত কখনও থামবে না।

'জন?' কাঁপা শোনাল এমিলির কণ্ঠ। 'কি মনে হয়, ও কি অনুসরণ করবে আমাদের?'

মিথ্যে বলার ইচ্ছে নেই, তাছাড়া মেয়েদের অভয় দেয়ার কাজ দেয়া হয়নি ওকে। বেশিরভাগ মেয়ে, পুরুষদের মতই ভয় আর আতঙ্ককে মোকাবিলা করতে পারে; সুতরাং সামনে কি ঘটতে যাচ্ছে, সেটা জেনে তৈরি থাকাই ভাল।

'আসা ছাড়া উপায় নেই ওর, এমিলি। কয়েক বছর ধরে গরু চুরি করছে সে, ধরা পড়লে দড়িতে ঝুলতে হবে। ও চাইবে না সাফল্যের এত কাছাকাছি এসে সব কিছু ভেস্তে যাক। সেজন্যেই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে ওর, খুন করতে হবে যাতে এসব প্রকাশ না পায়। যদিও খুব বেশি সময় নেই ওর হাতে। আশা করছি আমরা নিরাপদে পৌঁছার আগে ডেরায় ফিরে আসবে না সে, টের পাবে না সমূহ ভরাডুবি হতে যাচ্ছে।'

'জেনি কি বলবে ওকে?'

'জানি না। ও হয়তো পালাবে, সেই নির্দেশই দিয়ে এসেছি, কিন্তু মনে হয় না পালাবে। কোথাও যাওয়ার জায়গা না থাকলে, অনিশ্চয়তায় পড়ার চেয়ে জানাশোনা বিপদ ঘাড়ে নিতে অভ্যস্ত মানুষ। জেনির ধারণা টুইনকে জানে ও, বিশ্বাসও করে।'

মিনিট দশেক বিশ্রামের পর আবার যাত্রা করল ওরা। ঘোড়াগুলোকে হাঁটাচ্ছে এখন, শক্তি জিইয়ে রাখছে, প্রয়োজন হলে যাতে ছুটতে পারে।

সূর্যের দিকে তাকাল জন···সময় চলে যাচ্ছে। অন্ধকার হলে হয়তো কারও চোখে পড়বে না ওরা। যদিও এ নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

গরুগুলো কোথায়? দক্ষিণে কোথাও নিয়ে গেছে টুইন ডরম্যান। এ ধরনের ড্রাইভে গেলে, জেনির কথা অনুসারে, সারাদিনের জন্যে যায় সে। সাধারণত ঘণ্টায় দুই-তিন মাইল গতিতে এগোয় গরুর দল, সুতরাং ফেরার পথে অনেক দ্রুত আসতে পারবে টুইন। পনেরো মাইল দূরে বা তারচেয়ে কিছুটা কম দূরত্বে যায় সে, আন্দাজ করল জন।

সারাক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে ও, কিন্তু সবুজ তৃণভূমিতে জন্মে থাকা ঘাস, পড়ে থাকা মোষের হাড় ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। ইন্ডিয়ানদের পাত্তাও নেই।

ওর পাশে চলে এল এমিলি। 'জন? আসলে তুমি কে?'

প্রশ্নটা বিস্মিত করল ওকে। 'আমি? যা দেখছ। ড্রিফটিং কাউবয় বলতে পারো, কিংবা ভবঘুরে। এক র‍্যাঞ্চ থেকে আরেক র‍্যাঞ্চে চলে যাচ্ছি; যতদিন ভাল লাগে থাকছি, তারপর চলে যাচ্ছি অন্য কোথাও। মাঝে মধ্যে শটগান গার্ডের কাজ করেছি। বেঁচে থাকার জন্যে যখন যে-কাজ জোটে···'

'তোমার কি উচ্চাশা নেই? এভাবেই চলবে জীবন?'

'কি জানো, মাঝে মধ্যেই ভাবি নিজের একটা র‍্যাঞ্চ হবে আমার। তবে গরু নয়, ঘোড়ার বাথান করার ইচ্ছে।'

'বাবার বিশ্বাস তুমি একজন ভদ্রলোক।'

'হতে পারলে তো সুখী হতাম! তবে এ নিয়ে কখনও ভাবিনি।'

'বাবা বলেছে, দেখে যাই মনে হোক, উঁচু বংশের শিক্ষিত লোক তুমি। আর দশজন মানুষের চেয়ে তোমার পেছনটা উজ্জ্বল এবং আলাদা। গর্ব করে বলার মত পরিচয় আছে তোমার।'

'আমার মনে হয় না তার কোন গুরুত্ব আছে এখানে। কেউ যখন সকালে কাজ করতে বেরোয়, সবাই আশা করবে নিজের কাজ ভাল ভাবে করবে সে–ঠিকমত রাইড করবে, দড়ি চালাবে আর গরু সামলাবে। কোন কাউবয় বীথোভেন বা দান্তেকে চেনে কিনা, তা নিয়ে মোটেও পরোয়া করে না একটা লংহর্ন।'

'কিন্তু তুমি ঠিকই জানো ওঁরা কারা।'

'আমার এক ভাই দারুণ পড়ুয়া, বাবাও তাই। আমি হয়তো মা-র মত হয়েছি। গরু, ঘোড়া আর মানুষ চেনে মা। একজন জুয়াড়ী যেমন তাস চেনে, তেমনি মাও চেনে মানুষকে; অস্ত্রেও দারুণ মা-র হাত।'

এমিলি তাকিয়ে আছে ওর দিকে, চোখে পলক পড়ছে না।

'মাঝে মধ্যে গান গায় মা। সুরেলা কণ্ঠ বলা যাবে না, কিন্তু পুরানো স্কট, ইংরেজি আর আইরিশ বহু গান জানা আছে মা-র। টেনেসির পাহাড়ে থাকতে এসব শিখেছে। প্রচুর বইও আছে মা-র। পিলগ্রিম'স প্রগ্রেস ছাড়াও স্যার ওয়াল্টার স্কটের বই ছিল। ছোটবেলায় দোলনায় আমাকে ঘুম পাড়ানোর সময় ওল্ড ব্যাঙ্গাম এন্ড দ্য বোয়ার, বোল্ড রবিনহুড বা ব্রেনান অন দ্য মূর থেকে গান গেয়ে শোনাত। আর বাবা···তিন-চারটে ভাষায় কথা বলতে জানে। শেক্সপীয়র, মলিয়ের এবং রেসিনের কথা বলত। আমেরিকায় প্রথম ক্যালকিনের আসার গল্প করত, জলদস্যু বা ওরকম কিছু ছিলেন তিনি, সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছেন জাহাজে করে।'

ক্ষণিকের জন্যে থামল জন। 'সিংহ হৃদয়ের এক বুড়ো, যে-কোন বিচারে কঠিন মানুষ। এক হাতের পাঞ্জা ছিল না ওঁর, কব্জি হারানোর পর নিজেই একটা ক্লু বানিয়ে নিয়েছিলেন। ক্যানাডায় এসে গ্যাসপের পাহাড়ী এলাকায় বসতি করেছিলেন···এমন এক জায়গায় যেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়···ওখানেই বাকি জীবনটা কেটেছে ওঁর।'

'জন?' কিছু একটা দেখেছে এমিলি।

জনও দেখেছে। তিনজন রাইডার, সশস্ত্র। 'অস্থির হয়ো না,' মেয়েটিকে সতর্ক করল ও। 'ইন্ডিয়ান? মনে হয় না। তবে যাই হোক, রেডস্কিনদের সঙ্গে খাতির জমানোর কৌশল জানি। মাঝে মধ্যে আলাপ করতে পারলেই কাজ হয়ে যায়···কিংবা এক প্যাকেট তামাক হলেও চলে।'

'কিন্তু তোমাকে কখনও ধূমপান করতে দেখিনি!'

'খুব কম করি। তবে ইন্ডিয়ানরা জিনিসটা খুব পছন্দ করে। সেজন্যেই সঙ্গে তামাক রাখি, যদি কখনও কাজে লেগে যায়। পোকামাকড় কামড় দিলেও কাজে লাগে তামাকের রস।'

ধীর গতিতে এগোল ওরা।

'জন···ধূসর ঘোড়ায় চড়া লোকটা! ওর নাম টম ব্লেক, আমাদের ক্রু!' স্টিরাপে ভর করে উঁচু হলো এমিলি, হাত নাড়ছে।

সঙ্গে সঙ্গে ওদের দিকে ছুটে এল লোকগুলো। সব চেহারাই চেনা জনের, মেজর ডুরেল আর এমিলির সঙ্গে এরাও বক্স সোশ্যালে এসেছিল।

সব শুনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল টম ব্লেক। 'এই টুইন ডরম্যান লোকটাকে চেনো তুমি?'

'শুধু নামে চিনি, আর জেনির মুখে যা শুনেছি। কিন্তু আমার ধারণা, আগেও এদিকে টু মেরেছে সে, সম্ভবত নাম ভাঁড়িয়ে।'

সার্কেল-ডির দিকে ছুটল ওরা।

র‍্যাঞ্চহাউসের কাছাকাছি পৌঁছতে বেরিয়ে এল মেজর ডুরেল। এমিলিকে দেখে ছুটে এল। 'মিলি? তুই ঠিক আছিস তো?'

'হ্যাঁ, বাবা। সেজন্যে ওকে কৃতিত্ব দিতে হবে সব,' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল মেয়েটা, শুনতে শুনতে রাগে আড়ষ্ট হয়ে গেল মেজরের মুখ।

'পাকড়াও করব ব্যাটাকে!' সোজাসাপ্টা ঘোষণা দিল সে। 'টম, ছেলেদের একত্র হতে বলো। তিনদিনের রেশন দাও সবাইকে। ফুল মার্চিং অর্ডার! ওকে তো

ধরবই, প্রতিটা গরুও ছিনিয়ে আনব!' অন্য একজনের দিকে ফিরল সে। 'উইল, বেন্টনদের ওখানে চলে যাও। সব কিছু খুলে বলবে। কিছু লোক নিয়ে স্টিরাপে চলে যায় যেন। একসঙ্গে যাওয়াই ভাল।'

'স্টিরাপে যাচ্ছি আমি,' জানাল জন। 'মনে রেখো, ওই মেয়েটা যদি থাকে ওখানে···ও কারও কোন ক্ষতি করেনি। তবে যত দ্রুত সম্ভব রওনা দেওয়াই মঙ্গল, নইলে সরে পড়বে টুইন।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে স্টিরাপ-আয়রনের উদ্দেশে ছুটল জন, গ্রুলায় রাইড করছে, আর ডানটাকে লীড করছে।

র‍্যাঞ্চ-ইয়ার্ডে সবাইকে পেল ও। বিল লিপম্যান, জুডিথ, ফুয়েন্তেস, কার্টিস এবং হার্লে। ওদের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে খারাপ কিছু ঘটেছে।

'এক্কেবারে সময়মত এসেছ!' উত্তেজিত স্বরে বলল লিপম্যান। 'বেন্টনদের ধরতে যাচ্ছি আমরা! গতরাতে আমাদের পুরো পাল তাড়িয়ে দিয়েছে ওরা! চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেছে অন্তত এক হাজার গরু!'

'এমন কিছুই করেনি বেন্টন,' জটলার সামনে এসে সরাসরি বিল লিপম্যানের দিকে তাকাল ও। 'শেষ কবে টুইন ডরম্যানকে দেখেছ তুমি?'

গালে যেন চড় কষেছে জন, চরম বিস্ময় আর হতাশায় বেকুব বনে গেল স্টিরাপ-আয়রন মালিক। এক পা এগোল সে, বয়স্ক দেখাচ্ছে লোকটিকে, হাঁটার মধ্যে প্রাণ নেই, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। 'টুইন? টুইন ডরম্যান?' কাঁপা শোনাল কণ্ঠ। 'টুইন ডরম্যানের কথাই তো বলেছ, তাই না?'

'শেষ কবে ওকে দেখেছ তুমি, লিপম্যান?'

বার কয়েক মাথা নাড়ল সে, যেন বিস্ময় আর হতাশা কাটাতে চাইছে। 'বহু আগে···কয়েক বছর তো হবেই। আমি তো ভেবেছি···মারা গেছে ওরা, দু'জনেই।'

'একজন মারা গিয়েছিল মা-র হাতে, লিপম্যান। স্ট্যান ডরম্যান ছিল ওর নাম। কিন্তু অন্যজনের কথা বলছি আমি···নামটা বোধহয় জস, তবে সবাই ওকে টুইন বলেই জানে।'

'উচিত শিক্ষা দিতে হবে বেন্টনকে!' আচমকা প্রসঙ্গ বদলে ফেলল লিপম্যান। 'আমাদের গরুর পাল চুরি করেছে সে!'

'মনে হয় না আসল লোককে ধরতে যাচ্ছ তুমি। বেন্টন নয়, টুইন ডরম্যানই তোমার গরুর পাল চুরি করেছে। এতদিন ধরে সে-ই কমবয়েসী গরু সরিয়েছে সবার র‍্যাঞ্চ থেকে।'

'মিথ্যে বলছ!' প্রতিবাদ করল স্টিরাপ-আয়রন মালিক। 'টুইন মারা গেছে। দুই ভাই-ই মারা গেছে ওরা···জস আর স্ট্যান। দু'জনেই মারা পড়েছে।'

'আসলে কি নিয়ে আলাপ করছ তোমরা?' জানতে চাইল টিম কার্টিস, কৌতূহলে ফেটে পড়তে বাকি। 'টুইন ডরম্যান কে?'

'গরুচোর। গত কয়েক বছর ধরে তোমাদের রেঞ্জ থেকে গরু চুরি করছে এই লোক। প্রতিবার একটা-দুটো করে গরু সরিয়েছে সে, কারও চোখে ধরা পড়েনি। বেসিনের প্রতিটি আউটফিট থেকে কমবয়েসী গরু সরিয়েছে···আর স্কট রাউন্ডিকে

খুন করেছে ও।'

'কি বললে?'

'স্কট মারা গেছে···ড্রাই-গাল্‌শ করা হয়েছে ওকে, তারপর একেবারে কাছ থেকে মাথায় গুলি করেছে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। হয়তো আমার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিল ওকে, কারণ আমার একটা শার্ট তখন পরনে ছিল ওর। কিন্তু আমার ধারণা, সেজন্যে নয় বরং ডরম্যানের হাইড-আউট আবিষ্কার করে ফেলেছিল বলে মরতে হয়েছে স্কটকে।'

'আমি তো ভেবেছি ওই মেয়েটার···' বিড়বিড় করল কার্টিস।

'তাই ছিল ওর উদ্দেশ্য···জেনি টুইন ডরম্যানের সৎবোন। একসঙ্গে থাকে ওরা। জেনিকে পালিয়ে যেতে বলেছি-আমি, নইলে হয়তো টুইনের হাতে খুন হয়ে যাবে।'

'জস?' উদ্ভ্রান্তের মত স্বগতোক্তি করছে লিপম্যান। 'টুইন?'

র‍্যাঞ্চারের দিকে সরে গেল মনোযোগ, তারপর পরস্পরের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওরা। এদিকে কারও দিকে মনোযোগ নেই লিপম্যানের, আঙিনা বরাবর দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে।

স্কট রাউন্ডির পরিণতি এবং এমিলি ডুরেলের অপহরণের ঘটনা খুলে বলল জন। 'লোকজন নিয়ে গরু উদ্ধার করতে যাচ্ছে মেজর, টুইনকেও ধরবে। ও একজন বন্দুকবাজ,' শেষে বলল ও। 'জেনির কাছে শুনলাম বেশ কয়েকজন মানুষ মারা গেছে ওর হাতে, এবং আমাকেও খুন করতে চায় সে।' সবার ওপর ঘুরে গেল ওর দৃষ্টি। 'স্ট্যান ডরম্যানকে খুন করেছিল আমার মা, গরুচুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল ওরা।'

তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টিতে জনকে দেখল জুডিথ লিপম্যান। 'তোমাদের গরু?' অবজ্ঞা ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠে। 'মামুলি কোন স্যাডল ট্র্যাম্পের ক'টা গরু থাকতে পারে?'

বিরক্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল লিপম্যান, কোন কিছু না ভেবেই বলল: 'জুডিথ, বেসিনে ছয় আউটফিট মিলে যত গরু হবে, তারচেয়েও কয়েক গুণ বেশি গরু আছে ক্যালকিনদের। এত বড় বাড়ি আছে ওদের···মেজরের বাড়িটাও দিব্যি এঁটে যাবে ওদের লিভিংরুমে!'

পুরোপুরি সত্যি নয় কথাটা। সবাই তাকিয়ে আছে জনের দিকে, শুধু ফুয়েন্তেসের ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি খেলা করছে।

'বিশ্বাস করি না!' খেপা স্বরে বলল জুডিথ। কখনও জনকে পছন্দ হয়নি ওর, পছন্দ করার চেষ্টাও করেনি। জনের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। 'গুল্ মেরে তোমাদের কান ভারী করেছে ও!'

'আমাদের বরং রওনা দেয়া উচিত,' মনে করিয়ে দিল জন। 'তবে একজনকে রেখে গেলেই মঙ্গল।' হার্লের দিকে ফিরল ও। 'তুমি থাকবে?'

'জো প্রায় সুস্থ হয়ে গেছে। অস্ত্র চালাতে পারবে, ও-ই থাকুক। গরুচোরদের দু'চোখে দেখতে পারি না আমি!'

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে লিপম্যান, বিশালদেহী একজন মানুষ। অতীতে

জনের দেখা দুর্দান্ত এক যুবকের খোলস মাত্র। নিঃস্ব দেখাচ্ছে তাকে। পরাজিত।

'আসছে ওরা!' হঠাৎ বলল হার্লে। 'মেজর, বেন্টন···সবাই আসছে!'

'ক্যালকিন?' মিনতির সুর স্টিরাপ-আয়রন মালিকের কণ্ঠে। 'ওই ছেলেটাকে খুন হতে দিয়ো না, দড়িতে ঝুলিয়ো না ওকে!'

বিহ্বল দৃষ্টিতে অন্ধ লোকটির দিকে তাকাল জন। 'কাউকে ঝুলতে দেখতে ভাল লাগে না আমার, লিপম্যান। কিন্তু এটাই পাওনা টুইন ডরম্যানের। কৃতকর্মের ফল সবারই পাওয়া উচিত। স্কটকে খুন করেছে সে, সম্ভবত এমিলি ডুরেলকেও খুন করত। এত গরু চুরি করেছে, আরেকটু হলে তোমাদের সবাইকে পথে বসিয়ে দিয়েছিল।'

'ক্যালকিন, ওদের সবাইকে আটকাতে পারবে তুমি। ডরম্যানকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে না!'

পৌঁছে গেছে বেন্টনরা। বাপের সঙ্গে রায়ানও আছে। উইলসন নেই, কিন্তু মেজর ডুরেল রয়েছে। বেন্টনের ঠিক পাশেই ট্যাপ ফুলটন, আর অন্য রাইডাররা তো আছেই। প্রায় সবক'টা মুখ পরিচিত।

'বেন্টন,' হঠাৎ বলল জন। 'মনে আছে আমাদের প্রথম দেখার মুহূর্তটা? ক্যাপরকের ধারে পরিচয় হয়েছিল আমাদের।'

'মনে আছে।'

'তোমার সঙ্গে এক লোক ছিল তখন···লোকটা কে? তোমার ক্রুদের কেউ নয় বোধহয়?'

'ওহ্, বুঝতে পেরেছি। এখানকার লোক নয় ও। গরু ব্যবসায়ী। প্রায় কয়েক হাজার গরু কিনতে চেয়েছিল।'

'কিনেছে?'

'সেদিনের পর আর দেখিনি ওকে। দু'তিনদিন ছিল অবশ্য। রায়ানের সঙ্গে বেশ কয়েকবার ঘুরতে বেরিয়েছিল।'

'বলেছে ও নাকি ক্যান্সাস থেকে এসেছে,' জানাল রায়ান। 'ওর কথাবার্তায় মনে হয়েছে শহরটা সত্যিই চেনে। নিউ অর্লিয়েন্সের কথাও বলেছে। কিন্তু এসবের সঙ্গে কি সম্পর্ক ওর?'

'আমার তো মনে হয় ওই লোকই টুইন ডরম্যান, আমাদের গরু চোর।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বেন্টন, রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। 'ফালতু সন্দেহ করছ!' বিরক্ত স্বরে বলল সে। 'এখানকার কেউ নয় সে।'

'হয়তো।'

'সময় নষ্ট করছি আমরা,' অধৈর্য স্বরে বলল রায়ান। 'চলো, রওনা দেই!'

ঘোড়ার দিকে এগোল জন।

সিঁড়ি থেকে নেমে এল বিল লিপম্যান, হাত বাড়িয়ে জনের আস্তিন চেপে ধরল। 'ক্যালকিন! তোমাকে বলার অধিকার নেই আমার, তবুও না বলে পারছি না, টুইন ডরম্যানকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেবে না তুমি, যেভাবে হোক ঠেকাবে!'

'তাতে তোমার কি? তোমার গরু চুরি করেনি সে?'

'আমি চাই না কেউ ফাঁসিতে ঝুলুক। এটা একেবারে অনুচিত।'

'তুমি আসবে, নাকি এখানেই থাকবে?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল বেন্টন।

'এগোও, তোমাদের ধরে ফেলব আমি।'

রাগে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল বেন্টন। ঠিক পাশেই মেজর। একে একে চলে গেল সবাই। বারোজন দারুণ টাফ লোক।

'ওকে তো জেলেও ঢোকানো যায়,' প্রতিবাদ করছে অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্ধ লিপম্যান। 'ওকে ট্রায়ালে উপস্থিত করতে পারে। যে-কারও ন্যায্য বিচার পাওয়া উচিত।'

'স্কটের জন্যে যেরকম ন্যায্য ট্রায়ালের ব্যবস্থা করেছে ও, তেমন?'

করালে এসে ল্যারিয়েট তুলে নিয়ে সাদা একটা ঘোড়ার দিকে এগোল জন; কেশর, লেজ আর পা কালো ওটার। দীর্ঘ রাইডিঙের জন্যে এমন তেজী ঘোড়া দরকার। ওর ধারণা আজকের অভিযান মিডল কঞ্চোর তীরে গিয়েই শেষ হবে না, বরং আরও কিছুদিন টুইন ডরম্যানের খোঁজে থাকতে হবে ওদের। লোকটা দারুণ ধূর্ত, তাকে ধরা কঠিন হবে।

ঘোড়া নিয়ে করাল থেকে বেরিয়ে এল জন। ওর দিকে এগিয়ে আসছে বিল লিপম্যান, আর পেছন থেকে বাপকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করছে জুডিথ।

'বাবা? হয়েছে কি তোমার? মাথা খারাপ হয়ে গেছে? সামান্য একজন গরুচোরের জন্যে কেন এত দরদ উথলে উঠছে তোমার? ওই চালচুলোহীন স্যাডল ট্র্যাম্পকেই বা এত বড় আর করিৎকর্মা মানুষ ভাবছ কেন?'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে, জামার আস্তিন ছিঁড়ে গেল টানাটানিতে। দৌড়ে জনের কাছাকাছি চলে এল, জন ঘোড়া নিয়ে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোনোর সময়, পিছু পিছু এল লিপম্যান।

'তুমি যখন ছোট ছিলে,' প্রায় মিনতির সুরে বলছে সে। 'তোমার সঙ্গে কত গল্প করেছি! তুমি খুব শান্ত, ভাল ছেলে ছিলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে আমার সঙ্গে। তোমাকে গল্প বলতাম, একসঙ্গে রাইডও করেছি আমরা…'

'শেষে কি করলে?' বিরক্তি নিয়ে জানতে চাইল জন।

'বুঝতে পারছ না তুমি!' প্রতিবাদ করল সে, হতাশা আর অসন্তোষ প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'তোমরা ধনী, যা চাও তাই হাতের নাগালে রয়েছে তোমাদের! বিশাল র‍্যাঞ্চ, ঘোড়া, গরু, সুন্দর বাড়ি…কিন্তু এদিকে কিছুই ছিল না আমার। লোকজন সবসময় বলত দেখতে আমি কত সুদর্শন, সুন্দর তেজী ঘোড়ায় চড়তাম, ভাল কাপড় পরতাম; অথচ নিজের বলে কিছু ছিল না আমার…কিচ্ছু না!'

'বাবা এমনিতে এসব অর্জন করেনি, সেজন্যে শ্রম দিতে হয়েছে। খাটতে হয়েছে। বাবা যখন এখানে এসেছিল, বুনো ছিল দেশটা। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, কারও কারও বিরুদ্ধে লড়তেও হয়েছে। বাবার সারা জীবনের শ্রমের ফসল ওই বাথান। আর আমরা, ভাই-বোনরাও যখনই পেরেছি, সাহায্য করেছি।'

খেপাটে চাহনি বিল লিপম্যানের চোখে। 'কিন্তু সেজন্যে অনেক সময় লাগে, বয়! ধনী বুড়ো হওয়ার ইচ্ছে ছিল না আমার, ধনী এক যুবক হতে চেয়েছি। এটা আমার পাওনা ছিল। তোমাদের এত থাকবে অথচ আমার কেন কিছুই থাকবে না? স্রেফ কয়েকটা গরুই তো প্রয়োজন ছিল আমার…' হাত বাড়িয়ে জনের কাঁধ চেপে ধরল সে। 'ক্যালকিন, ঈশ্বরের দোহাই!'

'লিপম্যান,' সধৈর্যে বলল জন। 'আমার ধারণা, তোমার মতই আশা করে সবাই, এটাই তরুণ বয়সের ধর্ম। কেউ পারে কেউ পারে না। এটাই স্বাভাবিক। বাবা খেটেছে, সফলও হয়েছে। সেজন্যে মাথার ঘাম পায়ে ঝরাতে হয়েছে ওকে। হয়তো তরুণ বয়সে কারোই ধনী হওয়া উচিত নয়, বিনিময়ে বড়সড় একটা কিছু ত্যাগ করতে হয়; নিজের কি আছে সেটা ভাল ভাবে জানার আগেই যদি সে পেয়ে যায়, তাহলে আনন্দ কোথায়? আমি ঠিক জানি না···হয়তো বোকাই আমি, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়–কিছু অর্জন করলে সেটা শ্রম দিয়ে পাওয়া উচিত।' লিপম্যানের দিকে তাকাল ও। 'এবার ভেতরে যাও। দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

জুডিথ চলে এসেছে কাছাকাছি। বাপকে এমন দৃষ্টিতে দেখছে যেন অচেনা লোক। যেভাবে হোক, গত কয়েকদিনে কিছুটা হলেও বদলে গেছে মেয়েটা, হয়তো রায়ান বেন্টনের প্রত্যাখ্যানই বদলে দিয়েছে ওকে। এমনও হতে পারে, আগে থেকে ছিল এসব, ওরা কেউ ধরতে পারেনি বা দেখতে পায়নি।

'ভুলে যাও এসব, লিপম্যান। ওকে হয়তো ধরতেই পারব না। দারুণ ধূর্ত সে।'

'ঠিক বলেছ, দারুণ চালাক ও!' আগ্রহী স্বরে একমত হলো স্টিরাপ-আয়রন মালিক, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। আচমকা চিন্তিত দেখাল তাকে। 'নিশ্চই, চালাক তো হবেই! তাছাড়া ভালই এগিয়েছে ও। আমার পালটা ধরে রাখার চেষ্টা করবে না, পাসি কাছাকাছি গেলে পালের কাছ থেকে চুপিসারে সটকে পড়বে! গরু উদ্ধার করতে গিয়ে সবাই এত ব্যস্ত থাকবে যে ওকে নিয়ে চিন্তা করারও সুযোগ পাবে না কেউ, বরং ভাগ হয়ে পড়বে। আমার ক্রুরা গিয়ে পালটা নিয়ে আসবে র‍্যাঞ্চে। বেন্টন আর মেজরের সঙ্গে বড়জোর দশজন ক্রু আছে···দারুণ চালাকি, আহ্, বুদ্ধি একেই বলে!'

এগুলো হচ্ছে হতাশার প্রকাশ। কেবল এভাবেই নিজেকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে পারে সে।

স্যাডল তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ছুঁড়ে ফেলল জন, তারপর ব্ল্যাঙ্কেট রোল চাপাল। অবচেতন মনে টের পাচ্ছে দীর্ঘ রাইড হবে এটা, সুতরাং যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত থাকাই মঙ্গল।

বিল লিপম্যানের মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। এর আগে বুঝতে পারেনি জন, কিন্তু যেভাবেই হোক, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে লোকটা। লোকটার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝার উপায় নেই, দৃশ্যত জুডিথেরও একই প্রতিক্রিয়া।

'বাবা? তুমি বরং বাড়ির ভেতরে যাও।'

'ঠিক সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাবে ও। ওই ছেলে পারবেই! কোন একদিন তোমাদের চেয়েও বড় একটা আউটফিট হবে ওর, ক্যালকিন!'

'লিপম্যান, নিজেকে বোকা বানিয়ো না। টুইন ডরমানের ভাগ্য একটা দড়িতে ঝুলছে, এখন নিস্তার পেলেও শেষপর্যন্ত গানফাইটে মরবে ও। ওকে কি মনে করো তুমি জানি না, কিন্তু নিজেকে চোর আর নীচ খুনী হিসেবে প্রমাণ করেছে টুইন। ফাঁসিই ওর পাওনা।'

থমকে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল র‍্যাঞ্চার, মাথা নাড়ছে প্রবল বেগে।

'তুমি বুঝতে পারছ না, বয়!'

যাত্রা করার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছে ওর ঘোড়া, টের পেল জন। ও নিজেও।

'বাবা? বাড়ি চলো!' অধৈর্য স্বরে তাগাদা দিল জুডিথ।

বাহু থেকে মেয়ের হাত ছাড়িয়ে নিল সে। আবারও জনের কাঁধ চেপে ধরল। 'ক্যালকিন, বেন্টনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও টুইনকে। ওকে ফাঁসিতে ঝুলতে দিয়ো না। তুমি মানুষটা ভাল···সত্যিই ভালমানুষ, জানি আমি। ছেলেটাকে ফাঁসিতে ঝুলতে দিয়ো না। ওই বেন্টন হারামজাদা আসলে ফাঁসি দেয়ার জন্যে মুখিয়ে আছে! ওকে খুব ভাল করে চিনি আমি। মেজর···আর্মির আর সব লোকের মতই সে, নিয়ম ও শৃঙ্খলা ছাড়া কিছু বোঝে না! সেও ফাঁসির পক্ষে থাকবে। তোমাকেই ঠেকাতে হবে, ক্যালকিন।'

স্টিরাপে পা রেখে স্যাডলে শরীর টেনে তুলল জন, তারপর ঘোড়াটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। 'ওর জন্যে মিনতি করছ তুমি? অথচ তোমার গরুও চুরি করেছে সে।'

'ও জানত না যে এসব আমার গরু। জানার কথাও নয় ওর,' অপ্রকৃতিস্থের মত মাথা নাড়ল সে। এগিয়ে এসে চোখ কুঁচকে তাকাল জনের দিকে। 'তুমি ধারণা করছ ওকে ধরতে পারবে না বেন্টনরা? তাই তো বলেছ। সত্যিই কি ধরতে পারবে না?'

'লিপম্যান, তুমি বরং ভেতরে যাও। বিশ্রাম দরকার তোমার। ওকে খুঁজে বের করব আমরা। তোমার কোন গরু যদি পাই, রেঞ্জে নিয়ে আসব।'

ঘুরে দাঁড়াল সে, মাথা নাড়ছে এখনও। লোকটির জন্যে করুণা হচ্ছে কেবল। কখনোই তাকে পছন্দ হয়নি জনের, এমনকি ছোট বেলায়ও, যখন ওর সঙ্গে গল্প করত বিল লিপম্যান। লোকটির মধ্যে সবসময় মেকী এবং লোক-দেখানো একটা ব্যাপার ছিল; বাইরের চাকচিক্য, মিথ্যে অহমিকা আর বাকপটু চরিত্রের আড়ালে একেবারে অন্তঃসারশূন্য মানুষ। খোলস ধসে পড়ায় ভেতরের কুৎসিত রূপ বেরিয়ে পড়েছে এখন।

এখানে স্টিরাপ-আয়রনের ক্রু হিসেবে কাজে যোগ দেয়ার পর তাকে দেখেছে জন, কিছুটা হলেও মেকী সেই শক্তিমত্তার ছায়া অবশিষ্ট ছিল লোকটির ভেতর, অন্তত তাই বোঝা গেছে আচরণে। কিন্তু এখন, একেবারেই পরাজিত, নিঃস্ব এবং দুর্বল মনে হচ্ছে বিল লিপম্যানকে।

'চলে যাও!' বিরক্তির সঙ্গে বলল জুডিথ। 'চলে যাও এখান থেকে! যেদিন থেকে স্টিরাপে কাজ করতে এসেছ, দুঃখের দিন শুরু হয়েছে আমাদের। তোমার কারণেই বাবার এই অবস্থা···তুমিই দায়ী!'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করল জন। 'গরু নিয়ে ফিরে এলে, আমি নিজেই চলে যাব, ম্যা'ম। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না আর। দুঃখিত, তোমাদের সন্তুষ্ট করতে পারিনি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে এগোল লিপম্যান। 'জস?' বিড়বিড় করছে সে। 'জস···' তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জনের দিকে ফিরল। 'ওকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ো

না, প্লীজ!'

'নিকুচি করি তোমার, লিপম্যান! ওই লোকটা স্রেফ চোর! তোমার গরু চুরি করেছে ও! এই বেসিনের প্রত্যেকের গরু চুরি করেছে, বেসিনে অশান্তির আগুন ছড়িয়েছে, আরেকটু হলে লড়াই শুরু হয়েছিল। ওর কি হলো বা না-হলো, তাতে তোমার কি?'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মানুষটা। 'কেন পরোয়া করছি, শুনবে? পরোয়া করব না কেন? ও যে আমার ছেলে!'

চব্বিশ

সাদা ঘোড়াটা বেশ চটপটে। ছুটতে জানে বটে! দমও অফুরন্ত।

সরাসরি দক্ষিণে ছুটছে জন, যদিও বেন্টনদের দলকে ধরার ইচ্ছে নেই ওর। হুজুগে পড়ে বা দল বেঁধে কিছু শিকার করা, সেটা মানুষ আর পশুই হোক, নেহাত অপছন্দর ওর। এর সবচেয়ে বড় কারণঃ বেশিরভাগ সময় কোন মব বা দলের ক্ষেত্রে নেতাদের সিদ্ধান্ত পরে ভুল বলে প্রমাণিত হয়।

স্টিরাপ-আয়রন র‍্যাঞ্চ থেকে মিডল কঞ্চোর দূরত্ব আনুমানিক পঁয়ত্রিশ মাইল, কিছু বেশিও হতে পারে। যত দ্রুত সম্ভব, দূরত্বটুকু পাড়ি দেয়ার ইচ্ছে জনের।

সন্ধের ঠিক আগে কিওয়া ক্রীকের কাছে পৌঁছল ও, স্যাডল খসানো ছাড়াই ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল, আগুন জ্বেলে কফি আর বেকন তৈরি করল। খাওয়া শেষে কফিপটের তলানি পর্যন্ত গলাধঃকরণ করে, ক্রীকের কাছ থেকে আনুমানিক আধ-মাইল দূরে ঝোপে ঘেরা জায়গা পছন্দ করল। প্রেয়ারিতে অগভীর একটা গর্ত জায়গাটা, ঘোড়াকে ঘাসে ছেড়ে দিয়ে বেডরোল বিছাল।

আকাশে শেষ তারাটা যখন নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে, তখন ঘুম ভাঙল ওর।

ফের যাত্রা করল ও, নিচু এলাকা ধরে এগোচ্ছে। কিওয়া অঞ্চলের পশ্চিম এলাকা এটা। টেপি ড্র হয়ে কেবিনের দক্ষিণে পৌঁছল ও।

চিমনিতে ধোঁয়া নেই, জীবনের কোন চিহ্ন নেই আশপাশে।

মিনিট কয়েক বাকস্কিনের স্যাডলে স্থির হয়ে বসে থাকল ও, বাড়িটা দেখছে খুঁটিয়ে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে চলে গেছে বাড়ির মালিক, কিছু টাটকা ট্র্যাকও চোখে পড়ছে–দক্ষিণ-পুবে চলে গেছে।

কেবিনটা শূন্য। বেশিরভাগ খাবার নিয়ে গেছে। কিছু জীর্ণ কাপড় রয়ে গেছে, আর রয়েছে কয়েকটা বহুল ব্যবহৃত তৈজসপত্র। আগুনে চাপানো কফিপটে কফি রয়েছে। কয়লা নেড়ে আগুন উস্কে দিল ও, কফি গরম করে হাতল ভাঙা একটা কাপে ভরে পান করল। এক জানালা থেকে আরেক জানালায় হেঁটে যাচ্ছে, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে বাইরে।

বেরিয়ে এল ও একটু পর। ঘোড়াকে পানি খাইয়ে স্যাডলে চাপল, তারপর দক্ষিণ-পুবের ট্রেইল ধরে এগোল। পাহাড় পেরিয়ে কয়েক মাইল এগোনোর পর স্প্রিং ক্রীকের তীরে পৌঁছল।

একজন রাইডার। নিশ্চিন্তে এগোচ্ছে সে। কয়েকদিন আগের ছাপ। ওই দীর্ঘদেহী শক্তিশালী ঘোড়াটা, ছাপ দেখে চিনেছে জন।

টুইন ডরম্যান!

এখান থেকে দক্ষিণ-পুবে স্যান সাবা আর ল্যানো নদী তীরবর্তী অঞ্চল, এর কোন কিছু চেনা নেই ওর, সেলুন বা বাঙ্কহাউসের আড্ডায় এলাকা দুটো সম্পর্কে শুনেছে।

পরদিন, সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ পর, পুয়র হলৌ-তে পৌঁছল ও।

জীর্ণ করাল আর শেড রয়েছে এখানে। শেডটা এতই বড় যে বেশ কিছু গরু রাখা যাবে। গরুর লাদি দেখে বোঝা গেল ইদানীং ওখানে গরু রাখাও হয়েছিল।

একপাশে গুটিকয়েক গাছের নিচে ছোট ছোট পাথর দেখতে পেল। বৃত্তাকারে সাজানো ওগুলো, দৃশ্যত বহুবার আগুন জ্বালানো হয়েছে এখানে, কিছু ছাইও পড়ে আছে। ছাইগুলো ঠাণ্ডা, আশপাশের ট্র্যাক দুই কি তিনদিনের পুরানো।

বিশাল এক পেকানের নিচে এসে ঘোড়া থামাল ও। করালটা জরিপ করল, মনটা পড়ে আছে পেছনের এলাকায়। টুইন ডরম্যানের পরিকল্পনার খুঁটিনাটি সম্পর্কে ভাবছে: একসঙ্গে অল্প কিছু গরু চুরি করত, বিভিন্ন ট্রেইল ধরে এই করাল কিংবা অন্য করালে নিয়ে যেত সে; তারপর ফিরে যেত আরও গরু নিয়ে আসার জন্যে।

ক্রীকে পর্যাপ্ত পানি এবং আশপাশের জমিতে যথেষ্ট ঘাস রয়েছে, গরুর ছোটখাট একটা পালের জন্যে যথেষ্ট। সম্ভবত কয়েক রাউন্ড চুরি করার পর, সব গরু দক্ষিণ-পুবে কোথাও নিয়ে যেত।

পুয়র হলৌ থেকে বেরিয়ে স্যান সাবার দিকে এগোল জন, গাছের নিচে ক্যাম্প করল। ছোট্ট করে আগুন জ্বালাল, ধোঁয়া কম উঠবে, উঠলেও গাছের পাতায় ঢাকা পড়ে যাবে; এবং দূর থেকে কারও চোখে পড়বে না। মোটামুটি উঁচু এলাকা এটা, চারপাশে অনেকদূর পর্যন্ত চোখে পড়ছে। গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসল ও, তারপর পুরো লে-আউটের ওপর চোখ বুলাল।

দুটো কমবয়েসী গরুর সঙ্গে বিশাল একটা মোষ চোখে পড়ল, ধারে-কাছে কিছু অ্যান্টিলোপ রয়েছে, আর আছে কয়েকটা বাজার্ড। দূরত্ব আর তীব্র রোদে তৈরি তাপতরঙ্গ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। অস্বস্তি বোধ করছে জন, জায়গাটার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে পারছে না। ওর অবচেতন মন বলছে: সরাসরি একটা ফাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কোথাও নিশ্চই স্থায়ী একটা আস্তানা আছে টুইন ডরম্যানের–কারণ সেটাই স্বাভাবিক–যেখানে পানি থাকবে, ভাল ঘাস থাকবে, কিছুদিনের জন্যে অনেক গরু রাখা সম্ভব।

সময় নিয়ে যাত্রা করল ও, তাড়াহুড়ো করছে না। এলাকাটা চড়াই-উৎরাইয়ে ভরা, ঢেউ খেলানো পাহাড়সারির আনাচে-কানাচে জন্মেছে সিডারের বন।

দু'বার অস্থায়ী দুটো করাল চোখে পড়ল, অল্প সময়ের জন্যে গরু রাখার সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে। বেশিরভাগ গরু কমবয়েসী, ট্র্যাক আর লাদি দেখে নিশ্চিত হলো জন।

একেবারে বুনো অঞ্চল। কয়েক মাইল ধরে ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতির নমুনা চোখে পড়েছে, সবই বেশ পুরানো। কয়েক সেট ট্র্যাক দেখেছে; বেশিরভাগই দীর্ঘ ওই ঘোড়াটার; কিন্তু এখন আরও ট্র্যাক চোখে পড়ছে–নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ার কিংবা একসঙ্গে দু'তিনজন রাইডারের ট্র্যাকও দেখেছে। পুবে চলে গেছে সবাই।

সকালে ফের স্যাডলে চাপল জন, ট্র্যাকের খোঁজ করছে নিচের দিকে তাকিয়ে…ঠিক তখনই একটা ট্রেইল চোখে পড়ল।

সত্যি কথা বলতে কি, এলাকাটা দারুণ লাগছে ওর। বুনো, বিস্তৃত বিরান প্রান্তরে রাইড করার মজাই আলাদা, যেখানে সীমাহীন দিগন্ত যাত্রার ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয় মানুষকে, পাহাড়ের প্রতিটি বাঁকে থাকে অচেনাকে জানার আকর্ষণ, আকাশ ছোঁয়ার নেশায় পেয়ে বসা পর্বতশ্রেণী নিদারুণ রহস্য নিয়ে ধরা দেয় অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষের চোখে; অথচ চামড়ার চোখে দেখা অসারত্ব ফাঁকি দিতে পারে অনুৎসাহী বা ক্লান্ত রাইডারকে। আপাত নিরাপদ জায়গায়ও বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে–পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে একদল আর্মিও থাকতে পারে…কিংবা কোন ইন্ডিয়ান ওঅর পার্টি, বিজয় আর চাঁদির চামড়ার আশায় যারা হন্যে হয়ে উঠেছে।

আচমকা, সামনে সবুজ উপত্যকা দেখতে পেল জন। দারুণ সুন্দর জায়গা। উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় আছে ও এখন, এখান থেকে দক্ষিণ-পুবে…পুবই বলা চলে, অ্যাডোবি দালানের ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছে। স্যান সাবা প্রেসিডিয়ো, পশ্চিমে উপনিবেশ স্থাপনের শুরুতে তৈরি করেছিল স্প্যানিশরা। দুঃসাহস দেখিয়ে শেষ যে-ক'জন প্রিস্ট থেকে গিয়েছিল, কোমাঞ্চিদের সঙ্গে টিকতে পারেনি কেউ। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক ওই শহরেরও পতন হয়েছে।

যে-দালানগুলো চোখে পড়ছে, নিশ্চই প্রেসিডিয়োর দক্ষিণ অংশ। একটু দূরে মেনার্ডভিল শহর, যদি আদৌ শহর বলা হয়–একটা স্টোর, সেলুন, জীর্ণ শ্যাক আর গুটিকয়েক কেবিন।

সেলুনটা বিশাল অ্যাডোবি দালানের। বারের ওপাশে কঠিন চেহারার টেকো এক লোককে দেখতে পেল জন। কাঁধ থেকে সাসপেন্ডার ঝুলছে তার। মলিন আন্ডারশার্ট পরনে, চোখের ওপর ভুরু জোড়া একেবারে সোজা, যেন কলমের এক পোঁচে এঁকে দেয়া হয়েছে।

'কি চাই তোমার?' চকচকে নীল চোখে ওর দিকে তাকাল সে।

'বীয়ার, যদি থাকে।'

'আছে, বেশ ঠাণ্ডা, ঠিক স্প্রিংহাউজ থেকে আনা যেন।' তাক থেকে একটা বোতল নামিয়ে বারের ওপর রাখল সে। 'ড্রিফটার তুমি?'

'বলা চলে। নতুন জায়গা ঘুরে দেখতে ভাল লাগে আমার।'

'আমারও। এখানে থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে। অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে গিয়ে এই অবস্থা। রাজি হয়েছিলাম অল্প কয়েকদিনের জন্যে। বস্ বলল স্যান এন্টোন থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে নিতে…পেটের অবস্থা নাকি খারাপ ওর,

বলল ডাক্তার দেখাবে। কি জানি, হতেও পারে।'

'খাবার ব্যবস্থা আছে তোমার এখানে?'

'মেক্সিকান খাবার। মটরশুঁটি ভাল রাঁধে আমাদের রাঁধুনী। মটরশুঁটি, ভাত এবং গরুর মাংস। সকালের দিকে ডিম থাকে···আর মুরগীর মাংস আছে।'

হাসল সে। 'দ্বিতীয় ব্যাচ পালছে মেয়েটা। কয়েকদিন আগে মুরগীর পুরো গোষ্ঠি খেয়ে শেষ করে ফেলেছে একটা বেজি। কেউ কেউ বলে প্রাণিজগতের মধ্যে কেবল মানুষই নাকি স্রেফ আনন্দের জন্যে খুন করে···আমার তো মনে হয় মুরগীর বাসায় বেজি আক্রমণ করার পরের অবস্থা ওরা দেখেনি। প্রথমে একটা বা দুটো মুরগী মারবে বেজিটা, ওগুলোর রক্ত খাবে, এবং তারপর অন্যগুলোকে খুন করবে। একটাও আস্ত রাখবে না। এমন নিষ্ঠুর প্রাণী আর দেখিনি।

'পাহাড়ী সিংহও এই কাজ করে। দু'তিনটে হরিণ মারবে, মাঝে মধ্যে হয়তো যে-কোন একটাকে খাবে, তারপর ঝোপের আড়ালে অন্যগুলোকে লুকিয়ে রেখে চলে যাবে।'

বীয়ারে চুমুক দিল জন। স্বাদটা মন্দ নয়, যা আশা করেছিল তারচেয়ে ভাল। 'ওটাই কি প্রাচীন প্রেসিডিয়ো?' উত্তরে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ। এখন আর গুরুত্ব নেই ওটার, স্রেফ গরুর করাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দালান আর দেয়ালগুলো করালের কাজ দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছে···বিশাল পালও রাখা যায়। তুমি কি স্যান এন্টোনে যাচ্ছ?'

'বলা চলে। তবে আপাতত একটা কাজ দরকার, ড্রাইভের কাজ হলে গরুর পালের সঙ্গে চলে যেতে পারব। মুফতে কিছু কামাই করা যাবে। ভাল একটা কাটিং ঘোড়া আছে সঙ্গে, গরু দাবড়ানোর কাজ আমার চেয়ে ওটাই ভাল জানে।'

'এত পশ্চিমে কোন আউটফিট নেই। শুনেছি উত্তর কঞ্চোর ওপাড়ে কয়েকটা বাথান আছে।'

'প্রেসিডিয়োতে গরু রাখা হয়, তাই বলেছ না? এখন কি গরু আছে ওখানে?'

মাথা নাড়ল বারকীপ। 'কয়েকদিন আগে ছিল অবশ্য···ছোট্ট একটা পাল। দেড়শোর মত। দু'জন লোক ছিল ড্রাইভের দায়িত্বে।' আচমকা দাঁত বের করে হাসল সে। জনের দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফুটে উঠতে দেখে সহাস্যে মাথা নাড়ল। 'মাঝে মধ্যে ভাবি ভিন্ন চরিত্রের লোকের মধ্যেও কি করে বন্ধুত্ব হয়ে যায়! তোমার মতই বীয়ার খেতে এসেছিল ওরা। একজন একেবারে ঠাণ্ডা মানুষ, কথা প্রায় বলেই না, নির্বিকার থাকে সারাক্ষণ···বাজি ধরে বলতে পারি, কোন কিছুই অগোচরে থাকে না ওর। অন্যজনের বয়স কম···সারাক্ষণ উসখুস করছিল, বিশাল দুটো পিস্তল ঝোলায়। ওগুলো নিয়ে গর্বের শেষ নেই ওর। এ ধরনের আজব দুই চিড়িয়ার বন্ধুত্ব দেখিনি কখনও!'

'চুপচাপ লোকটার কাছে পিস্তল ছিল না?'

'নিশ্চই। কি জানো, ওটা দেখার জন্যেও তোমাকে দু'তিনবার তাকাতে হবে। বলতে চাইছি, কোমরে হোলস্টার ঝুলছিল ওর, কিন্তু এমন ভাবে জিনিসটা পরেছে যেন ওটা নিয়েই জন্মেছে সে, ভাল করে না তাকালে চোখেই পড়ে না।'

থামল সে। 'কমবয়েসী ছেলেটার কাছে দুটো পিস্তল ছিল। একটা কোমরের

বাম দিকে বেল্টের নিচে গোঁজা, ভেস্টের ঝুলের কারণে চাপা পড়ে থাকে···কিন্তু যেভাবে পিস্তল দুটো ঝোলায় মনে হবে ছয়টা পিস্তল আছে ওর কাছে–শরীরের যত্রতত্র!'

'লোকটার কপাল কি চ্যাপ্টা আর বড়সড়? ব্যাক-ব্রাশ করা চুল? ডোরাকাটা ট্রাউজার পরনে, তাই না?'

'ঠিক ধরেছ। চেনো নাকি?'

'লেন ম্যাসন। মাঝে মধ্যে পিস্তল ভাড়া খাটায়।'

মাথা নাড়ল বারটেন্ডার। 'মনে হয় না সঙ্গের লোকটার হয়ে পিস্তল ভাড়া খাটিয়েছে সে। হতেই পারে না! সত্যি কথা বলতে কি, কাউকে ভাড়া করার প্রয়োজন নেই অন্য লোকটার। ওর মত লোক আগেও দেখেছি আমি।'

'দেড়শো গরু, তাই না? গরুগুলো যদি আগে থেকে ট্রেইলে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, দু'জনে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে ওরা। আমাকে দরকার হবে না।'

'গরুগুলো ট্রেইলে অভ্যস্ত। একটা বয়স্ক গরু নেতৃত্ব দিচ্ছিল, অন্যগুলো স্রেফ অনুসরণ করছিল···সবই বাছুর···তিন-চার বছর বয়সী। কোন কোনটা আরও ছোট।'

বীয়ার নিয়ে জানালার ধারে একটা টেবিলে সরে গেল জন। বোতল সঙ্গে নিয়ে ওকে অনুসরণ করল বারটেন্ডার, উল্টোদিকে বসে পড়ল। 'ভাবছি বসন্ত পর্যন্ত থাকব এখানে, কাছে একটা ডাগ-আউট আছে আমার। বনে গরু আর টার্কি মিলবে প্রচুর। বসন্ত এলে স্যান এন্টোনে চলে যাব। আসলে আমি একজন টীমস্টার।'

ওপাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে এদিকে আসছে এক লোক, দেখতে পেল ওরা। মাথা নেড়ে সেদিকে ইঙ্গিত করল বারটেন্ডার। 'একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। ওই লোক···দু'তিন দিন ধরে আছে এখানে, কিন্তু কিচ্ছু করছে না! আগে কখনও দেখিনি ওকে। পার্টনার ছাড়া কারও সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। আমার ধারণা কি জানো, কারও জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।'

ছিপছিপে দীর্ঘদেহী মানুষ সে, চলাফেরা স্বতঃস্ফূর্ত। ঠোঁটে সিগার ঝুলছে, মাথায় বহুল ব্যবহৃত কালো হ্যাট। নিচু করে উরুতে বাঁধা হোলস্টার, আর রয়েছে বাউই ছুরি। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে জনের ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে আছে সে। ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে কারও উদ্দেশে কিছু বলল লোকটা, একটু পরই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওর সঙ্গী। ছোটখাট লোক, মোটাই বলা চলে। ক্ষৌরিহীন মুখ, ফ্যাকাসে একটা শার্ট পরনে, গলায় নোংরা নেকারচিফ ঝুলছে।

চারপাশে চকিত সতর্ক দৃষ্টি চালাল দু'জন।

'অ্যামিগো,' বারটেন্ডারের উদ্দেশে বলল জন। 'তোমার জায়গায় হলে বারের পেছনে গিয়ে মেঝের ওপর শুয়ে পড়তাম আমি।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লোকটা। 'দেখো, এখানে···' দ্বিধা করল সে। 'ওরা কি তোমার জন্যেই আসছে?'

স্মিত হাসল জন। 'কি জানি! ওই লম্বা লোকটা হচ্ছে লারেডো, সিক্সগানে দারুণ ওর হাত। মোটাসোটা লোকটার নাম সনোরা চ্যাকন। স্রেফ আনন্দের জন্যে গুলি করতে পারে ওরা···যদিও বিনিময়ে টাকা পেলেই সাধারণত আনন্দ

বোধ করে।'

'ওরা কি তোমাকেই খুঁজছে?'

ফের হাসল জন। 'ওরা কি বলেছে এমন কিছু? বোধহয় আমারই জিজ্ঞেস করা উচিত।' উঠে দাঁড়িয়ে সিক্সশূটারের ফিতা খুলল ও। 'মানুষকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা ঠিক না। লড়াইয়ের আগে কেউ যদি বিপক্ষের সম্মতি পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে, তাদের দেরি করিয়ে না দেয়াই ভাল। বীয়ারটা রেখে দিয়ো আমার জন্যে, হ্যাঁ?'

সেলুনের দরজায় ক্ষণিকের জন্যে থামল জন, তারপর আলতো পায়ে বেরিয়ে এল। পোর্চের ছায়ায় দাঁড়াল, দৃষ্টি ওপাশে বাড়ির সামনে রোদে দাঁড়িয়ে থাকা দুই বন্দুকবাজের ওপর।

বাইরে সুনসান নীরবতা আর তীব্র রোদ। দারুণ গরম পড়ছে। একটা কালো মাছি ভনভন করছে বিরক্তিকর শব্দে, পোর্চের পোস্টের কাছাকাছি পড়ে থাকা রকিং চেয়ারের কাছে থামল ছোট্ট একটা গিরগিটি, বাতাস টেনে নেয়ায় বুকের দু'পাশ ফুলে উঠল ওটার।

'হ্যালো, লারেডো,' নিচু স্বরে ডাকল জন। 'আখড়া থেকে অনেক দূরে চলে এসেছ।'

হ্যাটের ব্রিমের তলায় কুঁচকে উঠল বন্দুকবাজের চোখ জোড়া, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে জনকে।

'শেষ যখন দেখেছি তোমাকে,' বলছে জন। 'আমার ফুল হাউসের বিরুদ্ধে চারটে নয় ছিল তোমার হাতে।'

'ক্যালকিন? জন ক্যালকিন? তুমিই তো?' জানতে চাইল লারেডো।

'কাকে আশা করছিলে? সান্তা ক্লজকে?'

অন্তত ষাট ফুট দূরত্ব ওদের মধ্যে। লারেডোর পার্টনার কিছুটা ডানে সরে যাওয়ার ফিকির করছে। 'সনোরা,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল জন। 'আমি হলে এমন করতাম না। এখানে এসে মনে হলো আমার জন্যেই অপেক্ষা করছ তোমরা। ব্যাপারটা একটুও ভাল লাগেনি আমার।'

ঠোঁট আর জিভ সহযোগে সিগারটা মুখের একপাশ থেকে অন্য পাশে স্থানান্তর করল লারেডো। 'আমাদের কোন ধারণাই ছিল না যে লোকটা তুমি। স্টিরাপ-আয়রনের এক ক্রুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, মার্কাটা আমাদের চিনিয়ে দেয়া হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোড়ার দিকে ইঙ্গিত করল জন। 'ওই যে, মার্কা দেখতে পাচ্ছ। আমিই সেই রাইডার।'

পিস্তলে চালু লারেডো, বেশ চালু। চ্যাকনও তাই। কিন্তু লারেডোই বেশি ক্ষিপ্র। তবে এখন, অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক হলেও, লোকটার মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে। বিস্মিত হতে পছন্দ করে না সে, সাধারণ এক কাউহ্যান্ডকে আশা করছিল ওরা, ভাবেনি চেনা কাউকে দেখবে।

'আশা করি তোমাদের যথেষ্ট পুষিয়ে দিয়েছে সে, লারেডো,' বলল জন।

'লোকটা যে তুমি, সেটা কিন্তু জানা ছিল না আমাদের। ও বলেছে

নাছোড়বান্দা এক কাউহ্যান্ড পিছু নিয়ে আসবে এখানে। হেল্, ও যদি জানত যে লোকটা তুমি, নিজেই তোমার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে যেত।'

'জানত ও, আলবৎ জানত!'

দু'জন ওরা, আর এদিকে জন আশা করছে যে-কোন একজনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। খুন করার জন্যে টাকা নিয়েছে ওরা, পেশাদার বলেই টাকা নিলে কাজ শেষ করতে অভ্যস্ত।

'টাকা নিয়েছি আমরা,' যেন ওর ভাবনার প্রতিধ্বনি করল লারেডো। 'কাজটা শেষও করব।'

'চাইলেই টাকাটা ফেরত দিতে পারো।'

'বেশিরভাগ খরচ হয়ে গেছে, জন। ফেরত দেয়ার উপায় নেই।'

'বেশ, তাহলে কিছু ধার দিতে পারি,' শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন স্বরে বলল ও। 'দেখা যাক, কত দিতে পারি···দেখতে হবে আমার কাছে কত আছে।' ডান হাত পকেটের দিকে এগোল ওর।

সঙ্গে সঙ্গে ড্র করল ওরা।

পকেটের দিকে হাত বাড়িয়েছিল জন, অর্থাৎ খানিকটা হলেও নিচের দিকে চলে গিয়েছিল ওর হাত, সময়ের ভগ্নাংশ তাই এগিয়ে থাকল ড্র করার সময়।

সনোরা চ্যাকনের পিস্তল যখন হোলস্টার মুক্ত হয়েছে, ঠিক তখন তাকে গুলি করল জন। ডান দিকে আছে সে। ডান দিক থেকে বাম দিকে ঘোরা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাই আগে চ্যাকনকে বেছে নিয়েছে।

দারুণ ক্ষিপ্র লারেডো···কিন্তু তাড়াহুড়ো করল সে, আর সেটাই কাল হলো তার। পিস্তল বের করার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করেছে, সামান্য সময় নিয়ে নিশানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ঝামেলায় যায়নি।

পিস্তল বের করার সময়, বুড়ো আঙুল চালিয়ে হ্যামার পেছনে টানল সে। কোমরের কাছে পিস্তল উঠে আসা মাত্র ট্রিগার টিপে দিল। জনের সামনে দশ ফুট দূরে বালি ওড়াল বুলেটটা। কিন্তু জনের গুলি টার্গেটে বিঁধল।

বহু আগে, এক বুড়ো গানফাইটার জনকে বলেছিল: 'প্রথম শট সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত হয়ে নিয়ো, হয়তো একটাই গুলি করার সুযোগ পাবে।'

এখনও, দ্বিতীয় গুলি করার প্রয়োজন পড়ল না।

বাড়ির দেয়ালের ওপর হেলে পড়ল লারেডো, পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে পিস্তলটা। হাঁটু মুড়ে শরীরের পতন ঠেকাল সে, পরমুহূর্তে পিছলে মাটিতে নেমে এল ভারী দেহ।

মুহূর্তের জন্যে, স্থির ভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জন, অপেক্ষা করছে কেবল। গরম, সঙ্গে গানপাউডারের কটু গন্ধে ভারী হয়ে গেছে বাতাস। রাস্তার ওপাশে, কোথাও সশব্দে বন্ধ হলো একটা দরজা। রাস্তায় এসে দাঁড়াল এক মহিলা, কপালে হাত তুলে রোদ আড়াল করে দেখার চেষ্টা করল।

ধীর গতিতে ঘোড়ার দিকে এগোল জন, পিস্তল থেকে শূন্য খোসা ফেলে কার্তুজ ভরে নিল। তারপর হোলস্টারে পিস্তল ঢুকিয়ে স্যাডলে চাপল।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বারটেন্ডার. বিস্ময় তার চোখে। 'আমি কি করব?'

মিনতি ভরা কণ্ঠে জানতে চাইল সে। 'বলতে চাইছি, কি...'

'কবর দিয়ো। পকেটে টাকা পাবে ওদের। টাকা আর ওদের জিনিসপত্র রেখে দিয়ো। শীতে এখানে কষ্ট করে থাকতে হবে না তোমাকে, নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারবে। কবরে মার্কার লাগিয়ো।' আঙুল তুলে দুই বন্দুকবাজের পরিচয় জানাল জন। 'ওর নাম লারেডো লারকিন, আর মোটাসোটা লোকটা সনোরা চ্যাকন।'

'কোত্থেকে এসেছে ওরা?'

'জানি না, কিন্তু যেখানে যাচ্ছিল, ঠিক সেখানেই চলে গেছে। এখানে আসার জন্যে অনেক, অনেকদিন ধরে রাইড করছিল ওরা।'

শহর থেকে বেরিয়ে এল জন।

লারেডো আর চ্যাকন। আমিও কি একই পথে রাইড করছি?—আনমনে ভাবল ও।

পঁচিশ

চুরি করা গরুর ট্র্যাক দক্ষিণে বাঁক নিয়ে ল্যানো অঞ্চলের দিকে চলে গেছে। সমস্যার ব্যাপার, কিছু না খেয়ে শহর থেকে বেরিয়েছে ও, অথচ পেটে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়েছে। কয়েক মাইল এগিয়ে সামনের উপত্যকায় অ্যাডোবি দালানটা দেখে তাই বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না, এগিয়ে গিয়ে আঙিনায় ঢুকে স্যাডল ছাড়ল।

দরজায় এসে দাঁড়াল ছিমছাম দেহের এক মহিলা, চোখ কুঁচকে দেখছে ওকে। বার্নের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে এক লোক, সে-ও দেখছে জনকে। তবে লোকটা সতর্ক।

'বাড়তি খাবার আছে তোমাদের কাছে? ন্যায্য দামে কিনব। আর সম্ভব হলে সঙ্গে নিয়েও যাব।'

'ভেতরে এসো,' বলল মহিলা। 'বেশিক্ষণ লাগবে না তৈরি করতে।'

বার্নের দিক থেকে এগিয়ে এল লোকটি। মোটামুটি শীর্ণদেহী বলা যাবে তাকে, মুখে স্মিত হাসি, তবে স্বতঃস্ফূর্ত। 'হাউডি! ঘোরার মধ্যে আছ?'

'ঠিক ধরেছ, আপাতত এটাই আমার কাজ। অনেকদিন ধরে আছ তোমরা?'

'যুদ্ধের পর এসেছি এখানে। জায়গাটা দেখে ভাল লাগল। বাড়ি মেরামত করে, করাল তৈরি করে থাকা শুরু করলাম। রেঞ্জে গুটিকয়েক গরু ছিল। বছর খানেক পর, ভার্জিনিয়ায় গিয়ে নিয়ে এসেছি জুলিকে।'

'ভালই তো। পানি, ঘাস আর সময় আছে তোমাদের হাতে। মনে হয় না আর কিছু দরকার তোমাদের।'

জনের দিকে তাকাল লোকটা। 'শহরে কিছু খাওনি?' বিস্ময় তার চোখে। 'অবাক হলাম। মেক্স মহিলা খুব ভাল রাঁধে।'

'গোলাগুলি হয়েছিল ওখানে, তাই ঝটপট কেটে পড়েছি। বলা যায় না আবার কখন শুরু হয়ে যায়!'

'গোলাগুলি? কি হয়েছে জানো?'

'দু'জন গানহ্যান্ড এক লোকের জন্যে অপেক্ষা করছিল। লোকটা শহরে ঢোকার পর চেপে ধরেছে দুই বন্দুকবাজ।'

'তারপর?'

'বহাল তবিয়তে শহর ছেড়ে চলে গেছে লোকটা।'

'দু'জনেই খালাস?'

'তাই তো মনে হলো। আমি অবশ্য এতকিছু দেখার অপেক্ষায় থাকিনি, ঘোড়ার পিঠে চড়েই দাবড়ে চলে এসেছি।'

কথা বলতে বলতে ট্রাফের কাছে চলে এল জন, ঘোড়াকে পানি খাইয়ে লাগোয়া ঘাসের ওপর ছেড়ে দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। টেবিলে বসল বাড়ির কর্তার সঙ্গে।

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে ভুরু মুছল সে। 'দারুণ গরম পড়ছে!'

টেবিলে থালা-বাসন সাজাল জুলি। কাজের ফাঁকে মাঝে মধ্যে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে জনের দিকে। নির্জন পাহাড়ী এলাকা বলে খবরাখবর পাওয়া যায় কম, আর অতিথি তো একেবারে কম। জন জানে ওর কাছে কি আশা করছে এরা। আশপাশে কি ঘটছে জানতে চায় দম্পতি···সেটা যাই হোক।

রক স্প্রিং স্কুলহাউসে বক্স-সাপার সম্পর্কে বলল ও, কঞ্চো এলাকার ওপাশে গরু চুরির ঘটনা জানাল, আর সবশেষে মেনার্ডভিলে ঘটে যাওয়া শূটিং সম্পর্কে বলল আবার।

টেবিলে কফি পরিবেশন করল জুলি, তারপর মটরশুঁটি, গরুর মাংস আর কিছু শুকনো গোলআলু রাখল। বহুদিন পর জিনিসটা দেখল জন। 'ও নিজে আলুর চাষ করে,' গর্বিত স্বরে বলল স্ত্রী। 'খামারের কাজই ভাল জানে ও।'

'কিছু গরুর ছাপ দেখলাম, এদিক দিয়ে গেছে। তোমার নাকি?' কথার কথা যেন, এমন ভাবে জানতে চাইল জন।

মাথা নাড়ল সে। 'না। প্রায়ই এদিক দিয়ে যায় ওরা···কিন্তু থামেনি কখনও।' স্ত্রীর দিকে তাকাল সে। 'কেবল শেষবার থেমেছিল···ফিটফাট এক যুবক ছিল ওদের মধ্যে। ওকে ঠিক পছন্দ হয়নি আমার।'

লালচে আভা ছড়াল জুলির গালে। মহিলার দিকে ইচ্ছে করেই তাকাল না জন।

'এখানে থেমে জুলির সঙ্গে গল্প শুরু করে সে,' বলে চলেছে লোকটা। 'ব্যাটা বোধহয় ভেবেছিল জুলি একা থাকে। আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই যেন নাখোশ হলো সে। আলগোছে পিস্তলের ফিতাও খুলে ফেলল এক ফাঁকে।'

'লোকটার কপাল কি বড়সড়?'

'হ্যাঁ। আঁকাবাঁকা চুল। যাকগে, বুঝলাম ঝামেলা হতে পারে, তাই রাইফেলটা হাতের কাছে রাখলাম। তখুনি অন্য লোকটা উপস্থিত হলো। চড়া গলায় কথা বলল যুবকের সঙ্গে, তারপর দু'জনেই চলে গেল। যাওয়ার আগে যুবক জুলিকে

বলেছে: "অপেক্ষা করো, হানি। এদিক দিয়েই যাব ফেরার সময়।" সঙ্গে সঙ্গে ওকে বকাঝকা করেছে অন্য লোকটা। বলছিল: "মাথা খারাপ! এরকম কিছুই করবে না তুমি। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সব কিছু গুছিয়ে এনেছি। তোমার নষ্টামির কারণে সেসব···" লোকটার বাকি কথাগুলো শুনতে না পেলেও অন্যজনের তেরছা জবাব শুনতে পেয়েছি। দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা মোটেও ভাল মনে হয়নি।'

'যে-লোক তোমার সঙ্গে কথা বলেছে,' জুলির উদ্দেশে বলল জন। 'ওর নাম লেন ম্যাসন। বন্দুকবাজ।'

'বন্দুকবাজ?' ফ্যাকাসে হয়ে গেল মহিলার মুখ। 'তাহলে যদি···'

'হ্যাঁ, হয়তো তোমার স্বামী খুন হয়ে যেত। সামান্য কারণেও খুন করতে অভ্যস্ত ও। উত্তরে আমার এক বন্ধুকে গুলি করেছে লোকটা।'

পরস্পরের উদ্দেশে অর্থপূর্ণ চাহনি হানল স্বামী-স্ত্রী।

'ওই গরুগুলো,' নির্লিপ্ত স্বরে জানতে চাইল জন, কফিতে মগ ভরে নিয়েছে আবার। 'নিজের বাথানে নিয়ে গেছে সে?'

'ঠিক বাথান বলা যাবে না, ল্যানো অঞ্চলে একটা জায়গা আছে ওর···প্রায় হাজারখানেক গরু পুষছে, বেশিও হতে পারে। সবই কমবয়েসী।' সামান্য দ্বিধা করল লোকটা, তারপর খেই ধরল: 'মিস্টার, আমি তোমাকে চিনি না, তোমাকে এসব বলাও ঠিক হচ্ছে না বোধহয়, কিন্তু এই আউটফিটটাকে ঠিক পছন্দ হয়নি আমার। কি যেন একটা ঘাপলা আছে কোথাও।'

'কেন?'

'মাঝে মধ্যে এদিক দিয়ে গরু নিয়ে যায় ওরা। কখনও আমাকে বিরক্ত করেনি, কিংবা আমিও ওদের কোন সমস্যা করিনি। শুধু শেষবার ওই লোকটা জুলিকে বিরক্ত করছিল। ওই ঘটনা না ঘটলে হয়তো মুখ বন্ধ রাখতাম। একটা ব্যাপার সন্দেহজনক, সবসময় একই পথে কমবয়েসী গরু নিয়ে যায় ওরা, অথচ কোন সময় পালে গাভী বা বয়স্ক গরু থাকে না। এত গরুর ক্ষেত্রে এটা রীতিমত অস্বাভাবিক।'

'কজন লোক আছে ওর?'

শ্রাগ করল সে। 'বলা কঠিন। বেশিরভাগ সময় গুটিকয়েক গরু নিয়ে যায় সে, এবং একাই কাজটা করে। মাঝে মধ্যে রাতেও রাইড করে, তাই বোঝা সম্ভব হয় না। দু'বার দক্ষিণে শিকার করতে গিয়ে ওদের ট্রেইল দেখেছি। ল্যানো অঞ্চলে গিয়ে তৃণভূমিটাও দেখেছি একবার। দু'তিনজন লোক ছিল ওখানে। ধরা পড়ার ভয়ে বেশি কাছে যাইনি। তাছাড়া অযথা ঝামেলা করে কি লাভ!'

'এখান থেকে দক্ষিণে, তাই না?'

'প্রায় সরাসরি দক্ষিণে। ল্যানোর বাঁকের মুখে। তিন দিকে পাহাড় আর এক দিকে নদী, প্রাকৃতিক বিশাল এক ক্যানিয়ন যেন, ওখানেই সবুজ ঘাসে ছাওয়া তৃণভূমি। যেমন নিরাপদ তেমনি সুন্দর।'

খাওয়া শেষে বাইরে বেরিয়ে এল জন, পেটি টাইট করে স্যাডলে চাপল। 'বন্ধু,' আন্তরিক স্বরে পরামর্শ দিল লোকটাকে। 'যদি মাইল কয়েক রাইড করতে রাজি থাকো, কিছু ডলার কামানোর উপায় বাতলে দিতে পারি তোমাকে।'

'কোথায় যেতে হবে?'

জন জানে, নির্জন এলাকায় নগদ টাকা কামানো কঠিন। ছোটখাট যে-কোন র‍্যাঞ্চার এ ধরনের সুযোগ পেলে লুফে নেবে।

'উত্তরে মিডল কঞ্চো হয়ে যেতে হবে···এতক্ষণে হয়তো কঞ্চোর এপাড়ে চলে এসেছে ওরা, মাঝপথে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। মেজর ডুরেল আর বেন্টন নামে দু'জন লোকের খোঁজ কোরো, ওরাই নেতৃত্ব দিচ্ছে। বলবে জন ক্যালকিন পাঠিয়েছে তোমাকে। বোলো ল্যানোয় আছে সব গরু।'

'ওগুলো কি চুরি করা গরু?'

'ঠিক। কাউকে কিছু বলবে না—কেন বা কোথায় যাচ্ছ। যে-লোকটাকে দেখেছ ওর নাম লেন ম্যাসন, আর ওর সঙ্গের লোকটা টুইন ডরম্যান। ম্যাসনের চেয়ে বহু সেয়ানা এবং টাফ লোক। ওদের ধারে-কাছেও যেয়ো না।

'ফিরতি পথে এদিক দিয়ে আসবে ওরা, আমার সঙ্গে দেখা না হলেও ঠিকই আমার ট্র্যাক চোখে পড়বে ওদের। ওরা হয়তো জানতে চাইবে তোমার কাছে। মিথ্যে বলার দরকার নেই। বোলো এখানে এসেছিলাম আমি, একবেলা খেয়ে চলে গেছি। তোমার সঙ্গে কথা হয়নি, কোন প্রশ্নও করিনি। স্রেফ খেয়েছি কেবল। বুঝেছ?'

জনের দেয়া রূপোর দুটো ঈগল পকেটে ভরে মাথা ঝাঁকাল সে।

*

দক্ষিণ-পুবে চলে গেছে ট্রেইল। বুনো, বন্ধুর প্রান্তর। জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে আছে সিডার আর ওকের সারি। এমনিতে রাইড করার জন্যে ভালই, কিন্তু কারও মনে যদি ড্রাই-গাল্‌শ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে এমন অঞ্চলে রাইড করতে মোটেও ভাল লাগবে না। অ্যাম্বুশ করার মত হাজারটা জায়গা রয়েছে ট্রেইলের আশপাশে।

জন ক্যালকিন সতর্ক, কৌশলী। বিচক্ষণ না হলে পশ্চিমে টিকে থাকা কঠিন। কিছুক্ষণ পরপর ট্রেইল থেকে সরে যাচ্ছে, জানে ঘোড়াটা ভাবতে শুরু করেছে যে ওর মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। আচমকা গতিপথ বদলে পুব দিকে ফাইভ মাইল ক্রীকের দিকে এগোল। তারপর দক্ষিণে, এবং শেষে পশ্চিমে ছুটল।

চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ও। জায়গা বুঝে অবস্থান বদল করছে, নির্দিষ্ট কোন প্যাটার্ন অনুসরণ করছে না যাতে ওর চলার ধরন বুঝতে পেরে উৎসাহী হয়ে উঠতে পারে কোন অ্যাম্বুশকারী। পাহাড়ের সারির দিকে এগোচ্ছিল, হঠাৎ দিক বদলে পাহাড়ের কিনারা হয়ে পেরিয়ে গেল। কখনও অর্ধবৃত্তাকারে পাহাড়ের দিকে এগিয়েও উল্টো ঘুরে ঠিক বিপরীত দিকে এগিয়েছে। যখনই গাছপালা বা পাথুরে এলাকার দিকে গেছে, আড়ালে আসা মাত্র দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে গতি, কোণাকুণি ভাবে পেরিয়েছে জায়গাটা। সব মিলিয়ে অনেক সময় লাগছে বটে, কিন্তু সময় নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই ওর। বড় ব্যাপার হচ্ছে, বহাল তবিয়েতে গন্তব্যে পৌঁছা।

এমন নয় যে গন্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে ওর। পৌঁছে কি করবে, তাও ভাবছে না। যৎকালে তৎ বিবেচনা। পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী যা মনে হবে, তাই করবে।

কিন্তু মূল উদ্দেশ্য: রাসলাররা যাতে গরু ড্রাইভ করতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করা।

লিটল ব্লাফ ক্রীকের কিনারে সন্ধের উন্মেষে ক্যাম্প করল জন। জায়গাটা সুন্দর। ক্লিফের গা বেয়ে নেমে এসেছে উচ্ছল ঝর্নাধারা, মাঝপথে বিশাল এক বোল্ডারের বাধা পেয়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে প্রবাহ। একটা ধারা ত্রিশ গজ পরিধির অগভীর পুকুর তৈরি করেছে, আর অন্যটা তৃণভূমির শুরুতে সাদা পাথরের স্তূপ ভিজিয়ে বয়ে চলেছে।

বোল্ডারের কাছাকাছি সিডারের সারি। কিছু মেস্কিটও রয়েছে। পেরিয়ে যাওয়ার পথে জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখল ও। তারপর ঝোপ আর গাছের আড়াল আছে, এমন এক জায়গায় থেমে ছোট করে আগুন জ্বালাল। বেকনে পেট ভরে কফি গিলল। আগুন নিভিয়ে আধপোড়া কাঠি বা ডালগুলো তুলে ছড়িয়ে দিল এদিক-ওদিক, ছাইয়ের ওপর বালি ছিটিয়ে দিল। ঘোড়ার লাগাম হাতে পিছিয়ে এল এরপর, বোল্ডারের পেছনে গুহার মত জায়গাটায় চলে এল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে দলাইমলাই করে দিল, পানি খাইয়ে পিকেট করল বোল্ডারের নিচে এক চিলতে ঘেসো জমিতে। তারপর বেডরোল বিছিয়ে, বুট খুলে শুয়ে পড়ল জন। ক্লান্ত দেহ, আশা করল ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হবে না।

ওর আন্দাজ যদি ঠিক হয়ে থাকে, ল্যানো অঞ্চল আট বা নয় মাইল দক্ষিণে, আর নদীর ঠিক ওপারে চারণভূমি, যেখানে সমস্ত গরু রাখা হয়েছে। তরুণ র‍্যাঞ্চার সব কিছু বিশদ জানিয়েছে ওকে, পরিষ্কার ধারণা দিয়েছে এলাকাটা সম্পর্কে। ল্যানো আর জেমস নদীর মাঝখানে, নীলগিরির পুবে ত্রিকোণাকৃতির একটা জায়গায় গরু রেখেছে টুইন ডরম্যান।

ফের যখন চোখ খুলল ও, আকাশে চাঁদ উঠেছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় অপূর্ব সেজেছে নিসর্গ। শুয়ে থেকে ঘোড়ার দিকে তাকাল, ঘাসে চরছে ওটা, শরীর দেখতে না পেলেও চার পা দেখা যাচ্ছে।

পাশ ফিরল ও, আবার ঘুমিয়ে পড়বে, আচমকা পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল। দারুণ বোকামি করেছে! কেউ যদি ওর খোঁজে আসে···কিছুই টের পাবে না। দূর থেকে অনায়াসে চোখে পড়বে বিছানাটা, কারণ খোলা জায়গায় শুয়েছে ও। স্রেফ কয়েকটা বুলেট খরচ করতে হবে শত্রুর।

তৈলাক্ত বাইন মাছ যেমন আঙুলের ফাঁক গলে পিছলে বেরিয়ে যায়, তেমনি বেডরোল থেকে নিঃশব্দে উঠে পড়ল জন। ছোট ছোট কয়েকটা পাথর এনে রাখল বিছানায়, তারপর ওগুলোর ওপর বেডরোল চাপিয়ে দিল। দূর থেকে দেখলে মনে হবে একজন মানুষ শুয়ে আছে। এবার বোল্ডারের নিচে অন্ধকার জায়গায় সরে এসে পাথুরে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসল, কাঁধে কম্বলটা জড়িয়ে নিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঢুলতে শুরু করল, তবে হাতে রাইফেল আর কোমরে পিস্তল তো আছেই।

হঠাৎ সচকিত হলো জন। ঘোড়াটা এত জোরে নিঃশ্বাস ফেলেছে যে কেবল চমকে গেলেই কোন ঘোড়া এমন করে। চোখ মেলে তাকাল ও, ক্যাম্পের দিকে

আগুয়ান তিনজন লোককে দেখতে পেল।

'দু'জনে মিলে কাজ সেরে ফেলো,' নিচু স্বরে বলল একজন, নিস্তব্ধ রাতের কারণে কথাগুলো দূর থেকে শুনতে পেল জন। 'আমি ওর ঘোড়ার ব্যবস্থা করছি।'

নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আরও কয়েক ফুট এগিয়ে এল লোকগুলো। ব্যারেলে পড়ে ঝিকিয়ে উঠল চাঁদের আলো, তারপর কর্কশ শব্দে গর্জে উঠল রাইফেল দুটো।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ওরা—দুটো গাঢ় অবয়ব, জনের বিছানার বিশ ফুটের মধ্যে। লিভার টানার শব্দ হলো, টানা গুলি করে চেম্বার খালি করে থেমেছে দু'জন। উইনচেস্টার প্রস্তুত জনের, লোকগুলোর দিকে তাক করা, টার্গেট থেকে ওর দূরত্ব প্রায় চল্লিশ ফুট।

রাইফেলের কুৎসিত শব্দ বহুদিন কানে লেগে থাকবে ওর—মনে থাকবে। বেডরোলটা মুহূর্তে শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যেভাবে গুলি করেছে এরা, লোকগুলোর উন্মত্ত প্রতিহিংসা দেখে গায়ে কাঁটা দিল ওর।

নাক ঝাড়ল ঘোড়াটা, তারপর একই লোকের কণ্ঠ কানে এল: 'কাজ শেষ?'

'কি মনে হয় তোমার?' ক্রোধ নাকি ক্ষোভ প্রকাশ করল কে জানে, চাপা স্বরে খেঁকিয়ে উঠল একজন।

চাঁদের মায়াবী আলোয় ভাসছে প্রকৃতি।

উঠে দাঁড়াল জন—স্বতঃস্ফূর্ত, চপল, আড়ষ্টতাহীন পায়ে—ওঠার সময় মাটি থেকে একটা নুড়িপাথর তুলে নিয়েছে। ওর দিকে পাশ ফিরে আছে লোকগুলো, চোখের কোণে জনের নড়াচড়া ধরা পড়ল একজনের, ঝটিতি পাশ ফিরল সে। পেছনে ক্লিফের গাঢ় পটভূমির কারণে ওকে দেখতে পাবে না, জানে জন, অন্তত নিশ্চিত বুঝতে পারবে না ওর অবস্থান।

বাম হাতে নুড়িপাথরটা ডান দিকে কিছু দূরে ছুঁড়ে ফেলল জন।

চমকে দু'জনই সেদিকে তাকাল।

'টিকেট কিনে ফেলেছ তোমরা,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'এবার নরকে চলে যাও!'

আগুন ঝরাল উইনচেস্টার। টলমল পায়ে এক পা এগোল একজন, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। চোখের পলকে বাম দিকে ঘুরেছে অন্য লোকটা, ঝাঁপ দিল কাভার নেয়ার জন্যে, একইসঙ্গে ড্রও করেছে। পড়ন্ত অবস্থায় তাকে বেঁধাল জন। শক্ত জমিতে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা।

ক্লিফের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল গুলির শব্দ, একসময় মিলিয়েও গেল, সুনসান অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল আবার।

'হয়েছে কি? কোথায় তোমরা?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল ঘোড়ার কাছের লোকটা।

নীরব সব। কাছাকাছি কোথাও আছে সে, কণ্ঠ শুনে জন নিশ্চিত হয়ে গেছে লোকটা লেন ম্যাসন। ইচ্ছে করলে শব্দ লক্ষ্য করে গুলি করতে পারে ও। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ওর ঘোড়াটাকে দখল করে নিয়েছে সে; খারাপ একজন মানুষকে খুন করতে গিয়ে ভাল একটা ঘোড়াকে মারার কোন ইচ্ছে নেই ওর।

অপেক্ষায় থাকল ও···কিছুক্ষণ পর খুরের শব্দ হলো, অখণ্ড নীরবতায় ড্রামের শব্দ উঠল যেন। ফকফকে জ্যোৎস্নার আলোয় দুটো লাশের দায়িত্ব ওর কাঁধে গছিয়ে দিয়ে পালিয়েছে দুঃসাহসী লেন ম্যাসন।

এটা কোন সমস্যা নয়। আসল সমস্যা অন্যখানে: এখন বাহনহীন হয়ে পড়েছে ও, আর সকাল হলে ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়বে প্রতিপক্ষ।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপ ধরিয়ে দিল দেহে, তিক্ত মনে ফুটো হওয়া বেডরোলের দিকে তাকাল জন। সিডার পাতার মর্মরধ্বনি শোকের কান্নার মত করুণ মনে হলো ওর কাছে; মনে মনে বিনিদ্র এবং শীতল একটা রাত্রি কাটানোর প্রস্তুতি নিল।

উইনচেস্টারে দুটো শেল ঢোকাল জন ক্যালকিন।

ছাব্বিশ

শুধু জনের ঘোড়াই নয়, দুই সঙ্গীর ঘোড়াও নিয়ে গেছে লেন ম্যাসন। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পালিয়ে গেলেও, জনকে বেকায়দায় ফেলার বুদ্ধিটা ঠিকই খাটিয়েছে।

বিছানা থেকে পাথরগুলো সরিয়ে বেডরোল গুটিয়ে ফেলল জন। বেশ কয়েকটা গর্ত তৈরি হয়েছে বেডরোলে। রাতটা নিঃশব্দ আর শীতল। এখানে থাকলে হয়তো বাকি রাতটুকু জেগে কাটাতে হবে, কারণ ফিরে আসতে পারে লেন ম্যাসন; কিন্তু একটু ঝুঁকিপূর্ণ হলেও অন্য কোথাও চলে গেলে নিশ্চিন্তে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে পারবে। তাছাড়া, গন্তব্যের উদ্দেশে এগোনোও হবে।

মৃত দুই রাইডারের দিকে এগিয়ে গেল ও।

মাত্র একটা লাশ আছে ওখানে!

দৃশ্যত, একজন বেঁচে আছে এবং নড়াচড়া করতে সক্ষম। হয়তো গুলিও করতে পারবে। মৃত লোকটির গানবেল্ট খুলে নিয়ে কাঁধের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাখল জন, পরখ করে দেখল ওর মত একই ক্যালিবার ব্যবহার করত লোকটা।

সিক্সগান হোলস্টারে রয়ে গেছে লোকটার, ওটা বের করে বেল্টের নিচে গুঁজে রাখল জন। দুটো রাইফেলই কাছাকাছি রয়েছে। লড়াই করার চেয়ে প্রাণ নিয়ে কেটে পড়ার ধান্ধায় ছিল আহত লোকটি, সঙ্গে রাইফেল নেয়নি।

রাইফেল দুটো নিয়ে সরে এল ও, ছায়ায় থাকার চেষ্টা করছে। শঙ্কিত যে পালিয়ে যাওয়া লোকটা হয়তো কাছাকাছি আছে, আড়াল থেকে ওকে গুলি করতে পারে। প্রায় একশো গজের মত এসে দক্ষিণে এগোল, এবার দ্রুত হাঁটছে। ল্যানো নদীর ওপাশে লোকজন রয়েছে, গরু আর লোক আছে যখন, তখন ঘোড়াও থাকবে। লেন ম্যাসন নিশ্চই ওখানে যাবে। সুতরাং ওর ঘোড়াটাও থাকবে

সেখানে।

আন্দাজ মত প্রায় দেড় ঘণ্টা এবং মাইল চারেক হাঁটার পর, একটা ক্রীকের পাড়ে নিজেকে আবিষ্কার করল জন। বিগ ব্লাফ ক্রীক বোধহয়, ভাবল ও। গাছের ছায়ায় পছন্দসই একটা জায়গা খুঁজে নিল। গাঢ় অন্ধকারে পা ঝেড়ে শব্দ করল, সাপ থাকলে সরে যাবে তাহলে। তারপর নিশ্চিন্তে বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙল ওর, গাছের পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে সকালের আলো উঁকি দিচ্ছে। দুই গাছের গুঁড়ির মাঝখানে পাতার বিছানায় পড়ে থাকল কিছুক্ষণ, কান খাড়া করে শুনল। পাখির কিচিরমিচির ছাড়াও খসখসে শব্দ কানে আসছে—ছোট কোন প্রাণী, সম্ভবত গিরগিটি, পাতার ওপর দিয়ে চলাচল করছে···আর পানি প্রবাহের ক্ষীণ কুলকুল ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে।

উঠে বসে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল জন। বিশাল গাছপালা, কিছু পুরানো লগ, কয়েকটা উপড়ে পড়া গাছ চোখে পড়ল। প্রথমে বাড়তি রাইফেলগুলো পরখ করল ও। একটার চেম্বার শূন্য। অন্যটায় তিনটে শেল রয়েছে, খুলে নিয়ে পকেটে ভরল। গাছের গুঁড়িতে ফোকর আছে, তাতে রাইফেল দুটো ঢুকিয়ে রাখল, তারপর নিজের রাইফেল আর বাড়তি পিস্তলটা পরখ করল।

বিছানা গুটিয়ে কাঁধে চাপিয়ে ক্রীক পেরোল ও, ঝর্নার কাছে এসে পানি পান করল। এবার চড়াই ধরে ওঠা শুরু করল, তারপর ক্রীকের কিনারা ধরে ল্যানো নদীর উদ্দেশে যাত্রা করল, জানে ক্রীকটা ল্যানো নদীতে গিয়ে পড়েছে।

সূর্য যখন মাথার ওপর, অপূর্ব সুন্দর এক উপত্যকায় পৌঁছল জন। এত সুন্দর তৃণভূমি বহুদিন দেখেনি। টেক্সাসের সেরা তৃণভূমি পড়ে আছে সামনে, সিডার আর পাইনের সারির পর কয়েক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে সমৃদ্ধ তৃণভূমি। ঘাসের ব্যাপারটা সমসময়ই অনিশ্চিত। কোন বছর খুব ভাল থাকে, কোন বছর এতই খারাপ যে ঘাসফড়িংও বেঁচে থাকতে পারে না। এ বছরটা দারুণ, প্রচুর গরু থাকার পরও সতেজ দীর্ঘ ঘাস রয়েছে পুরো উপত্যকা জুড়ে।

তৃণভূমির একপাশে, প্রায় দশ-বারো ফুট ব্যবধানে মুখোমুখি দুটো লীন-টো শেড চোখে পড়ল। একটায় রান্নার আয়োজন করা হয়েছে, ফর্কের সাহায্যে ঝুলন্ত কেতলিতে পানি ফুটছে, আর কয়লায় কফিপট বসানো। গাছের সঙ্গে টানা দড়িতে কয়েকটা আন্ডারশার্ট আর ড্রয়ার শুকাতে দেয়া হয়েছে। আঙিনায় ঘাসের গালিচায় শুয়ে আছে এক লোক, মুখের ওপর হ্যাট চাপানো, বালিশ হিসেবে নিজের হাত দুটো ব্যবহার করছে। সকাল হলেও, অবসরটুকু ঝিমানোর জন্যে আদর্শ সময় মনে করেছে বোধহয়।

কাছাকাছি করালের সামনে স্যাডল পরানো দুটো ঘোড়া রয়েছে। জনের ঘোড়াটাও আছে—স্যাডলহীন। স্যাডলটা বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়ে রেখে এসেছে ও, যেখানে গতরাতে ঘুমিয়েছিল। সময় হলে ওটা নিতে পারবে।

কিছুক্ষণ পড়ে থাকল ও, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

লীন-টো থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। কোণে আয়না আছে বোধহয়, দেয়ালের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গালে রেজরের পোঁচ দিতে শুরু করল। এতদূর থেকে চেনা সম্ভব হলো না লোকটাকে। আঙুল নিশপিশ করছে জনের, দু'জনেই

অসতর্ক অবস্থায় আছে বলে সহজে নিকেশ করে ফেলতে পারবে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই খুন হয়ে যাবে। কিন্তু ইচ্ছেটাকে গলা টিপে হত্যা করল।

গরুর পাল নিরীখ করল ও। কয়েকশো গরু। অনেক দূরে হলেও বোঝা যাচ্ছে বেশ ভাল অবস্থায় আছে ওগুলো।

গন্তব্যে পৌঁছেছে ও, তবে কি করবে ঠিক করতে পারেনি। কোন কিছু করার আগে নিজের ঘোড়া উদ্ধার করা উচিত–অবশ্য অন্য একটা হলেও চলে–এবং পাসি এলে তাদেরকে গাইড করা উচিত হবে।

পিছিয়ে এল ও, তারপর পাহাড়ের কিনারা হয়ে উপত্যকা ধরে ল্যানো নদীর কাছাকাছি চলে এল। নদীটা বেশ প্রশস্ত, তবে গভীর নয়। তীরের দিকে এগোনোর সময় মনে মনে পরিস্থিতি বিচার করল জন। দিনে-দুপুরে একটা ঘোড়া ধরতে গেলে ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা–ঝামেলা হবে নির্ঘাত, সুতরাং আপাতত অপেক্ষা করাই ভাল, দেখা যাক কি ঘটে। বিশাল একটা ওকের গোড়ার কাছাকাছি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ও, ক্যাম্পের কোন কিছু দেখতে না পেলেও কথাবার্তা কানে আসছে।

তবে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে না সবসময়, মাঝে মধ্যে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কান খাড়া করতে শুনতে পেল: '…এন্টোনে…ব্যবসার কাজে। মনে হয় গুয়াডালুপে নদী…ড্রাইভ করতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

সম্ভবত শেভ করছে যে-লোকটা, তার কণ্ঠ, কারণ থেমে থেমে কথা বলছে সে।

একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেল পরের কথাগুলো, বুঝতে পারল না জন, তারপর তর্ক শুনতে পেল:

'…পছন্দ হচ্ছে না আমার,' তীক্ষ্ণ এবং জোরাল স্বর। 'বাজি ধরে বলতে পারব ও একা নয়! বেন্টনকে চেনো? তো, আমি চিনি! এমন কঠিন আর নিষ্ঠুর লোক দেখিনি! যদি তোমাকে ধরতে পারে সে, বিশ্বাস করো, আইনের কোন লোকের কাছে যাবে না, কারণ ওর কথাই আইন। সবচেয়ে কাছের গাছে লটকে দেবে। সেজন্যেই বলছি গরু বেচে কেটে পড়া উচিত হবে আমাদের!'

আবারও অস্পষ্ট স্বরের কথাবার্তা শোনা গেল। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে দু'জনের, সেই হারে কণ্ঠের তীক্ষ্ণতাও বাড়ছে। 'লারেডোর কি হলো? সনোরাই বা গেল কোথায়? সবাই মিলে গরু ড্রাইভ করার কথা আমাদের এখন, অথচ দেখো কি করছি!'

নদীর উজানে ক্ষীণ শব্দ হলো। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকাল জন, দেখল টলমল পায়ে পানির কিনারা পর্যন্ত পৌঁছাল এক লোক, হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে পড়ল পানির ওপর, তারপর একটা কুকুরের মত শুয়ে পড়ে পানি পান করতে শুরু করল। তেষ্টা মিটে যেতে, মাথা তুলে আর্তনাদের সুরে ডাকল সে।

'শুনেছ? কিসের শব্দ ওটা?' বিস্ময় প্রকাশ করল একজন, আহত লোকটার ক্ষীণ এবং বিকৃত স্বরের তাৎপর্য ধরতে খানিকটা সময় নিল। তারপর দু'জনেই পড়িমরি করে ছুটল নদীর দিকে।

নদীর তীরে জনের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে আহত লোকটার অবস্থান।

সম্ভবত এই লোকই গতরাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল।

নদীর কাছাকাছি এসে থামল ওরা। দূর থেকে দেখল লোকটিকে, তারপর চেনামাত্র ক্রীক পেরিয়ে গেল এক ছুটে। কাছে গিয়ে আহতের পাশে বসে ঝুঁকে পড়ল।

চট করে উঠে দাঁড়িয়েছে জন, নদীর তীর হয়ে পানিতে নেমে পড়ল। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোচ্ছে। নদী পেরোল ও, খেয়াল করল ওর দিকে পেছন ফিরে আছে লোকগুলো, আহত লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সঙ্গীকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওরা, তারপর ক্যাম্পের দিকে নিয়ে আসতে শুরু করল।

এদিকে ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে জন। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল, দৃষ্টিসীমায় নেই কেউ। দৌড়ে ক্যাম্প পেরোল ও, স্যাডল-পরানো একটা ঘোড়ার লাগাম তুলে নিল হাতে। অন্যটার বাঁধন খুলে খেদিয়ে দিল। ওকে চিনতে পেরে নিজ থেকে পাশে চলে এসেছে বাকস্কিনটা।

ঘাড় ফিরিয়ে নদীর দিকে তাকাল জন। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, কোন শব্দও শুনতে পাচ্ছে না। ঘোড় দুটোকে নিয়ে ফিরতি পথে এগোল ও।

আগুনের পাশে বেকনের স্কিলেট চোখে পড়ল, গরম করা হয়েছে। কয়েকটা মুখে পুরে কফিপট তুলে পাত্রের কিনারা দিয়ে পান করল ও।

অপরিচিত ঘোড়ার স্যাডলে চাপল শেষে, বাকস্কিনটাকে লীড করছে। নদীর কাছে ফিরে, উজানের দিকে তাকাতে তীরের কাছে কাউকে দেখতে পেল না। কোথায় গেল লোকগুলো? প্রশ্নটা মনে এলেও এ নিয়ে ভেবে বা যাচাই করতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না, নদী পেরিয়ে উত্তরে এগোল ও। লুকিয়ে রাখা স্যাডলটা সংগ্রহ করবে।

ঘোড়া চুরির কোন পরিকল্পনা ছিল না ওর, আর স্যাডল চুরির কথা চিন্তাও করেনি। কাউকে গুলি করার ইচ্ছে ওর ষোলোআনাই আছে, কিন্তু কারও স্যাডল বা ঘোড়া চুরি করা ভিন্ন জিনিস, ওর ধাতের বাইরে। নেহাত প্রয়োজনের খাতিরে ঘোড়াটাকে নিয়ে আসতে হয়েছে। শুধু বাকস্কিনটা হলে স্যাডল ছাড়া রাইড করতে হত। বোল্ডারের কাছাকাছি ঝর্না পর্যন্ত প্রায় ছয়-সাত মাইল স্যাডলহীন ঘোড়ায় রাইড করা চাট্টিখানি কথা নয়, তাছাড়া যে-কোন মুহূর্তে হয়তো ছুটতেও হতে পারে।

বোল্ডারের কাছে এসে স্যাডল ছাড়ল ও। লুকিয়ে রাখা স্যাডল বের করে নিজের ঘোড়ায় চাপাল, তারপর রাসলারদের ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল।

ল্যানো নদীর খুব কম জায়গাই অগভীর যা ধরে পার হওয়া সম্ভব, যেহেতু লাগোয়া ক্লিফগুলো অনেক উঁচু আর এলাকাটা বন্ধুর। সবচেয়ে উঁচু জায়গায় উঠে উত্তরে দৃষ্টি চালাল ও। বেন্টন বা মেজরদের চিহ্নমাত্র নেই।

নদীর কিনারা ধরে পশ্চিমে এগোল ও, তারপর পেরোনো যাবে এমন একটা জায়গা খুঁজে পেল। দক্ষিণ পাড়ে উঠে এসে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সিডার আর ওকের ফাঁক গলে তৃণভূমির দিকে এগোল। গুটিকয়েক গরু চোখে পড়েছে, সবগুলোকে ক্যাম্পের দক্ষিণ-পশ্চিমে মূল চারণভূমির দিকে খেদিয়ে নিয়ে চলল

জন।

গতকাল যে-লোকটাকে গুলি করেছিল, আজ দেখে মনে হয়েছে উরুতে বা কোমরে লেগেছে গুলিটা। দুই সঙ্গী যেভাবে তাকে ধরেছিল, সম্ভবত রাইডও করতে পারবে সে।

টুইন ডরম্যান কোথায়? আচমকা ভাবনাটা এল মাথায়।

ক্যাম্পে ছিল না সে। স্যান এন্টোনিয়ো সম্পর্কে আলাপ করছিল লোক দুটো, হয়তো স্যান এন্টোনিয়োয় গেছে।

যাওয়ার পথে যতটা সম্ভব আড়ালে থাকার চেষ্টা করছে ও–ঝোপ, গাছ আর পাথরের সহায়তা নিচ্ছে। ডরম্যান যেহেতু নিজেই গরু চুরি এবং জড়ো করে, এরা বোধহয় ভাড়াটে আউটল, চূড়ান্ত ড্রাইভের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে।

ডরম্যানের মূল পরিকল্পনা যাই থাকুক, দৃশ্যত সেটার পরিবর্তন হয়েছে, গত কয়েকদিনের ঘটনাই এর কারণ। গরুচুরির ঘটনা ফাঁস, এমিলি ডুরেলের মুক্তি আর জনের অনুসরণ–এসব সম্পর্কে নির্ঘাত অবগত আছে সে।

লারেডো এবং চ্যাকনকে পাঠানো হয়েছিল ওকে থামানোর জন্যে, অন্তত গরু সরিয়ে ফেলা পর্যন্ত যাতে আটকে রাখতে পারে…*ডরম্যান কি জানে যে ওরা ব্যর্থ হয়েছে?*

সব কিছুই অনিশ্চিত। টুইন ডরম্যান এখানে ছিল না বলেই যে আশপাশে নেই, ধরে নেয়া বোকামি হবে। হয়তো যে-কোন মুহূর্তে উদয় হবে সে, রাইফেল হাতে ওকে মওকামত পাওয়ার সুযোগ খুঁজবে…লোকটার নিশানাও যেমন!

বেন্টন আর অন্যরা কোথায় গেল? ফিরে গেছে নাকি? গরু উদ্ধারের কাজটা কি ও একাই করছে?

পরিস্থিতি ক্রমশ অপছন্দ হয়ে উঠছে জনের।

বিল লিপম্যান কি ক্রুদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে? ডরম্যান কি জানে যে অন্যদের পাশাপাশি নিজের বাপের গরুও চুরি করেছে এতদিন?

জুডিথ লিপম্যানের প্রতিক্রিয়ায় বোঝা গেছে, টুইন ডরম্যান যে সম্পর্কে ওর ভাই হয়, এ ব্যাপারে কিছুই জানত না; কিংবা কোন ভাই আছে, তাও অজানা ছিল মেয়েটার। বাপের অদ্ভুত কথাবার্তায় দ্বিধান্বিত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল ও, বুঝতে পারেনি ঠিক কি নিয়ে কথা বলছিল লিপম্যান।

একটা ব্লাফের ছায়ায় ঘোড়া থামাল জন। এখান থেকে প্রায় সমস্ত উপত্যকা চোখে পড়ছে, সবুজ ঘাসে চরছে অসংখ্য গরু, আর…ও একাই গরু জড়ো করছে না। অন্য রাইডাররাও কাজ করছে–দ্রুত এবং অনায়াস দক্ষতার সঙ্গে, এমন ভাবে গরু জড়ো করছে যাতে ড্রাইভে নিয়ে যেতে সুবিধে হয়–তৃণভূমির পুব অংশে নিয়ে যাচ্ছে সব গরু। স্যান এন্টোনিয়ো যেতে হলে পুবে যেতে হবে।

হঠাৎ এগিয়ে এল এক রাইডার, জনের জড়ো করা ছোটখাট পালটা কৌতূহলী করে তুলেছে তাকে। কাছাকাছি হওয়ার আগেই গতি কমিয়ে আনল সে, লোকটার মনের ভাবনা আন্দাজ করতে পেরে নিঃশব্দে হাসল জন। গরুর পাল থেকে খানিক পিছিয়ে এল ও, ব্লাফের কিনারা ঘেঁষে অবস্থান নিল, জানে আড়ালের কারণে ওকে দেখতে পাচ্ছে না লোকটা।

গরুগুলো দেখেছে সে, ভাবছে কে জড়ো করেছে কিংবা চালনা করছে। আরও কাছে চলে এল সে, আগের চেয়ে অনেক সতর্ক এখন। গরুর পালকে ঘিরে চক্কর মারল লোকটা, কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন ফিরে তাকাল বারকয়েক। কিন্তু একটুও নড়ল না জন, স্রেফ নজর রাখছে শুধু।

মূল পালের কাছে গরুগুলোকে নিয়ে চলল লোকটা।

উত্তরে তাকাল জন, ধুলোর খোঁজে আকাশ জরিপ করল—আশা করছে পাসি এসে পড়বে। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। তিক্ত মনে, বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল ও।

গরুর পাল আর ব্যস্ত রাইডারদের ছাড়িয়ে গেল ওর দৃষ্টি, তৃণভূমির শেষ সীমানায় নীলগিরির ওপর নিবদ্ধ হলো। আরও দূরে, টিম্বার ব্রেকস পর্বতমালার খাঁজকাটা চূড়াগুলো ঝাপসা দেখাচ্ছে, সুনীল আকাশের সঙ্গে মিশে গিয়ে অপূর্ব সুন্দর ছবি তৈরি করেছে। চূড়ায় জমে থাকা বরফকে শুভ্র আর উজ্জ্বল করে তুলেছে তীব্র রোদ। এই সৌন্দর্য আনমনা করে দেয় মানুষকে, উপলব্ধি হয় জীবন কত সংক্ষিপ্ত, স্বল্প সময়ের। কত কাজ পড়ে আছে, কত কথা বলার আছে, আর হাজারো মাইল পড়ে আছে রাইড করার জন্যে।

চুরি করা গরু জড়ো করছে ভাড়াটে ক্রুরা, এদিকে অপেক্ষায় আছে জন, ভাবছে কিভাবে গরু উদ্ধার করবে। রাইডারদের সঙ্গে ওর ব্যবধান নিতান্তই অল্প।

পশ্চিমে আইনের অস্তিত্ব বরাবরই দুর্বল এবং প্রায় কাল্পনিক একটা সীমারেখার মত। সঁরু রেখাটা বিভক্ত করেছে দুটো গোষ্ঠিকে—একটা পক্ষ নিয়ম মেনে চলে, আর আরেক পক্ষ এই নিয়মের বিরুদ্ধে বেঁচে আছে। যে-কোন সময়ে দ্বিতীয় পক্ষে পা বাড়াতে পারে মানুষ। পশ্চিমে এমন অনেক লোকও আছে যারা ওই কাল্পনিক রেখার ওপাশের জীবনের স্বাদ নিতে গেছে, স্রেফ অ্যাডভেঞ্চার আর অভিজ্ঞতার আশায়, এবং ভাল লাগেনি বলে ফিরেও এসেছে।

কঠিন রুক্ষ জীবনে অভ্যস্ত মানুষ বোঝে জীবন আর জীবিকার তাগিদে অনেকেই এমন ভুল করে বসে; বেশিরভাগ মানুষই তাই সেটাকে ক্ষমার চোখে দেখে। আবার অন্য ধরনের লোকও আছে, বিল লিপম্যানের মত লোক, যারা শ্রম এবং নিষ্ঠা ছাড়াই সাফল্য প্রত্যাশা করে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্জন করা অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করতে দ্বিধা বোধ করে না। সভ্যতার মূলমন্ত্র হচ্ছে পারস্পরিক সমঝোতা, যাতে সবাই ভাল ভাবে বেঁচে থাকতে পারে; যারা এটা বোঝে না বা মানে না, তারা নিতান্তই নিষ্ঠুর এবং স্বার্থপর।

আচমকা অদ্ভুত একটা কাজ করে বসল জন। এমন বোকামি কেন করল, কখনও হয়তো জানা হবে না ওর। একসময় হয়তো এ নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখবে, কিংবা তিক্ত উপলব্ধি হবে; কিন্তু মরিয়া একটা কিছু করার তাগিদ অনুভব করেছে ও। সেটাই হচ্ছে কথা। অন্য কিছু ভাবছে না।

হঠাৎ ব্লাফের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও। সরাসরি পালের কাছে চলে গেল, ওর উপস্থিতি টের পেয়ে ফিরে তাকাল কাছাকাছি এক রাইডার।

অন্যরা…আরও তিনজন আগ্রহী হয়ে উঠেছে…ঘোড়া থামিয়ে তাকিয়ে আছে; তবে পরস্পর থেকে যথেষ্ট দূরে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ওরা।

সরাসরি কাছের লোকটার সামনে চলে গেল জন। লোকটা বিশালদেহী, চওড়া বুক, কঠিন চৌকো মুখ।

'উত্তরে খেদিয়ে দাও,' তাকে বলল জন। 'সব গরু ফিরিয়ে নিচ্ছি আমরা।'

'কি! তুমি আবার কে?'

'নাম জন ক্যালকিন। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। আসল কথা হচ্ছে সব গরু উত্তরে নিয়ে যাব আমরা, মিডল কঞ্চোর দিকে, যেখান থেকে চুরি করে আনা হয়েছে ওগুলো।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। যা করছে নিজের কাছেও এর কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না জন, তাহলে লোকটা পাবে কি করে? বিহ্বল এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে লোকটা। অন্যদের দিকে তাকাল, তারপর একটু আগে যে-ব্লাফের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল জন, সেদিকে তাকাল যেন আশঙ্কা করছে ওখান থেকে আরও রাইডার বেরিয়ে আসবে।

'উঁহুঁ, আমি একা এসেছি। পাসি এখনও কয়েক মাইল দূরে আছে, আসতেও সময় লাগবে। সুতরাং একটা সুযোগ পাচ্ছ তোমরা। পাসির লোকজন কিন্তু মহা খেপে আছে, কাউকে ধরতে পারলে স্রেফ ঝুলিয়ে দেবে। বেন্টন কে বা কেমন লোক, জানো তোমরা। তো, পাসির সঙ্গে আছে সে।

'মজুরি যাই হোক, পেতে হলে গরুগুলোকে ড্রাইভে নিয়ে যেতে হবে, তারপর বিক্রি করবে। কিন্তু পাসি আসার আগে কাজটা করতে পারবে না, ফাঁকিও দিতে পারবে না। গরুর পাখা নেই যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কাছাকাছি কোথাও বেচতেও পারবে না।'

বোকার মত তাকিয়ে আছে লোকটা।

'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে একটা কাজই করার আছে তোমাদের। গরুগুলোকে উত্তরে, কঞ্চোর দিকে নিয়ে যাবে তোমরা, তাহলে গায়ের চামড়া আস্ত রেখেই চলে যেতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি তর্ক করো কিংবা অন্য কিছু করতে চাও, তাহলে গাছে ঝুলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

অন্যরা এগিয়ে আসছে।

'কিভাবে জানব যে সত্যিই পাসি আসছে?' জানতে চাইল লোকটা।

দাঁত বের করে হাসল জন। 'আমার কথা বিশ্বাস করে। পছন্দ না হলে গোলাগুলি অর্থাৎ লড়াই করতে হবে তোমার। আমি যদি জিতি, তাহলে মরবে তুমি। আর আমি যদি হারি, তারপরও পাসির অন্তত বারোজন লোককে সামাল দিতে হবে তোমাদের···যেভাবে হোক, গরুগুলো হারাবে। এতবড় পাল কোন ভাবেই দু'দিনের আগে ড্রাইভে নিয়ে যেতে পারবে না তোমরা, লুকাতেও পারবে না।'

'কি হচ্ছে এখানে?' জানতে চাইল এক বুড়ো, গোঁফে তামাকের রস লেগে লালচে রঙ ধারণ করেছে তার। 'কে এই লোক?'

বুড়োর উদ্দেশে সবক'টা দাঁত বের করে হাসল জন। 'নাম জন ক্যালকিন। বলছিলাম সব গরু নিয়ে যদি কঞ্চোর দিকে এগোও, তাহলে পাসির সঙ্গে যখন দেখা হবে, তোমাদের একেকটা মুখ সূর্যের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে!'

'পাসি? কিসের পাসি?'

'মাথা-মোটা গোঁয়ার এক লোক, বেন্টন নামে ওকে চেনে সবাই। ওর সঙ্গে রয়েছে মেজর ডুরেল ছাড়াও আরও অন্তত বারোজন। এগুলো ওদের গরু। রাসলারদের ব্যাপারে বেন্টন এক কথার মানুষ। ঝুলিয়ে দেয়া ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না সে।'

দাঁত বের করে হাসল লাল-চুলো এক কাউহ্যান্ড। 'তাতে কি? দড়ি এড়ানোর একটা উপায় আমারও জানা আছে–দৌড়!'

'চেষ্টা করতে পারো,' পরামর্শ দিল জন। 'হয়তো সফলও হতে পারবে। কিন্তু হারলে···লাভটা কি হবে? হয় জান নিয়ে পালাতে পারবে, নয়তো দড়ির ফাঁস ঝুলবে গলায়। আমি হলে ঝুঁকিটা নিতাম না।'

'যুক্তি আছে তোমার কথায়,' একমত হলো লাল-চুলো।

'একটা প্রস্তাব আছে আমার, তোমাদের বন্ধুকে তাই বলছিলাম। পাসিকে ফাঁকি দিয়ে গরুর পাল নিয়ে পালাতে পারবে না···গরু ফেলে যদি ছুটতে থাকো, হয়তো জান বাঁচাতে পারবে। যেভাবেই হোক, গরুর পাল হারাবে তোমরা। আমার কথা যদি শোনো, তাতে গরু হারাবে বটে, কিন্তু পাসির লোকজন বিনিময়ে তোমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ধন্যবাদ জানাবে। তারপর যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারবে।'

'জন ক্যালকিন, না?' থুক্ করে থুথু ফেলল বুড়ো। 'তো, জন, তোমাকে চিনি না বটে, কিন্তু কথাগুলো বোধহয় ঠিকই বলেছ।'

সহাস্যে মাথা নাড়ল লাল-চুলো। 'সাহস আছে ওর, চারজনের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে! সম্ভবত গোলাগুলি হবে ভেবে তৈরি হয়েও এসেছে। মিস্টার, সত্যি সাহস আছে তোমার!'

'বন্ধুরা, কথাবার্তা বলে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ। প্রতি মুহূর্তে পাসি কাছে চলে আসছে। ওরা তোমাদের দেখার আগেই গরুর পালকে উত্তরে রওনা করিয়ে দাও, নইলে আমার এতক্ষণকার তর্কের কোন মূল্যই থাকবে না।'

'টুইনকে তাহলে কি বলব আমরা?' জানতে চাইল বুড়ো।

'গোল্লায় যাক সে!' খিস্তি করল লাল-চুলো। 'স্যান এন্টোনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জনপ্রতি মাত্র পঞ্চাশ ডলার দিত ও আমাদের। আমার কল্লার দাম এরচেয়ে অনেক বেশি। এসো, বয়েজ, সব গরু উত্তরে নিয়ে যাই!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে গেল ওরা, গরুর দল নিয়ে এগোল ল্যানো নদীর দিকে।

ব্যান্ডানা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল জন। মা-র পক্ষ থেকে ওসমান পরিবারের সাহস এবং দৃঢ়তা পেয়েছে ও, আর বাবার রক্তে পেয়েছে আইরিশদের চিরাচরিত বাকপটুতা ও উপস্থিত বুদ্ধি। বাবার কথা মনে পড়ল ওর: মুখের কয়েকটা কথার মূল্য গানপাউডারের চেয়েও বেশি। এখন অন্তত এর মানে পরিষ্কার জনের কাছে।

গরুর পালের কাছে চলে গেল ও, অন্যদের সাহায্য করল, তারপর নিজেই পালের আগে আগে উত্তরে এগিয়ে চলল।

সাতাশ

ল্যানো নদীর তীর ধরে পুরো দুই ঘণ্টা এগিয়ে চলল ওরা। ধুলোর অত্যাচারে সঙ্গীন অবস্থা হয়েছে জনের। হঠাৎ সামনের চড়াইয়ের ওপর দেখতে পেল পাসির দলটাকে। দ্রুত ওদের দিকে ছুটে এল তারা।

লাল-চুলো পাঞ্চার ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল হঠাৎ। 'আরে, এতক্ষণ তো মনেই পড়েনি! বীভিলে আমার এক দাদী আছে, মরতে বসেছে বেচারী! নাহ্, দেরি করা ঠিক হবে না। যাচ্ছি আমি, বয়েজ!'

'এখন যদি ঘোড়া ছোটাও, গুলি শুরু করবে ওরা,' দ্রুত বলল জন। 'যে যেখানে আছ, গাঁট হয়ে স্যাডলে বসে থাকো। আমিই সামাল দিচ্ছি সব।'

'কে যেন বলেছিল, অন্যের ওপর ভরসা রেখে দড়ির কাছাকাছি যাওয়া দুনিয়ায় সবচেয়ে সহজ কাজ,' বিরস মুখে বলল লাল-চুলো। 'ঠিক আছে, মিস্টার, যা ইচ্ছে করো। এখানে থেকে আমি প্রার্থনা করব খোদা যেন সঠিক সব শব্দ তোমার মুখ ফুটে বের করেন!'

মেজর এবং বেন্টন সবার সামনে। ঠিক পেছনে রায়ান বেন্টন আর এমিলি ডুরেল। অতি উৎসাহী মেয়েটা বাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কখন?

এগিয়ে গেল জন। 'তোমাদের গরু। বেশিরভাগই আছে এখানে। এ পর্যন্ত নিয়ে আসতে আমাকে সাহায্য করেছে এরা।'

'কারা ওরা?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল বেন্টন। 'ওদের কাউকে তো চিনি না, জীবনেও দেখিনি!'

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিল ওরা,' মিথ্যে বলল জন। 'স্যান এন্টোনে যাবে।'

'ধন্যবাদ, বন্ধুরা,' বলল মেজর ডুরেল। 'তোমাদের অশেষ দয়া!'

'আমি নিজেই সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিলাম ওদের। মেজর, ওরা তাড়ার মধ্যে আছে, তুমি যদি ওদেরকে গলা ভেজানোর জন্যে সামান্য কয়েক ডলার···'

'আলবৎ!' সোৎসাহে বলল মেজর, পকেট হাতড়ে একটা সোনার ঈগল বের করে এগিয়ে দিল। 'এই যে, ছেলেরা, আমার পক্ষ থেকে দু'পেগ হুইস্কির শুভেচ্ছা! ধন্যবাদ···আন্তরিক ধন্যবাদ!'

'ধন্যবাদ, স্যার,' বলল বুড়ো, তারপর জনের দিকে ফিরল। 'সৎ লোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আনন্দই আলাদা। জন ক্যালকিন, তোমাকে মনে থাকবে আমার!'

'স্যান এন্টোনে দেখা হবে আবার!' উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল জন। 'এখানে নয়, ওখানেই তোমাদের দেখতে পেলে খুশি হব।'

চলে গেল চার আউটল, পালের দায়িত্ব বুঝে নিল পাসির লোকেরা।

এমিলি এগিয়ে এল ওর পাশে। 'তোমাকে নিয়ে সত্যিই উদ্বিগ্ন ছিলাম আমরা,' আন্তরিক স্বরে বলল ও। 'ট্রেইলের ধারে কিছু বাজার্ড দেখার পর তো দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হওয়ার দশা হয়েছিল আমার!'

'বাজার্ড?' শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল জন, যেন কিছুই জানে না।

'একটা মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছি আমরা···পরে দেখলাম তুমি নও, ওফ্, হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি!'

'তাই?' শুকনো স্বরে বলল জন।

'মেনার্ডভিলে কিছু গোলাগুলিও হয়েছে,' জানাল মেয়েটা।

'তুমি কিভাবে জানলে? শহরটা প্রেসিডিয়োর কাছে না? আমি যখন জায়গাটা পেরিয়ে এলাম, তখন তো কিছুই দেখিনি। পরিস্থিতি দেখে মনেও হয়নি এরকম কিছু হতে পারে। মনে হচ্ছে সব মজাই মিস্ করেছি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি। জন খেয়াল করল কাছাকাছি চলে এসেছে রায়ান বেন্টন।

'এমিলিকে তাই বলেছি আমি,' বলল যুবক। 'এর মধ্যে তোমার কোন হাত থাকতে পারে না, কারণ তুমি যে-লোককে পাঠিয়েছ, ওর কাছে শুনলাম ওই গোলাগুলির ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মেনার্ডভিলে গেছ তুমি।'

জনের পাশে চলে এসেছে ফুয়েন্তেস। 'সেলুনে এক লোকের সঙ্গে কথা বলেছি আমি,' নির্বিকার সুরে বলল সে। 'ওই লোকটা বলল জীবনে নাকি এমন শূটিং দেখেনি। যেন একজোড়া হাঁসকে গুলি করেছে রহস্যময় ওই লোক, দুই বন্দুকবাজের একজন ছিল ডানদিকে, আরেকজন বামদিকে। একেবারে ছবির মত শূটিং।'

'টুইন ডরম্যানের কি হলো?' জানতে চাইল রায়ান।

'পালিয়েছে। ওর বোন বলল সে নাকি স্যান এন্টোনিয়োয় গেছে। সম্ভবত এখনও সেখানেই আছে।'

'যাক্‌গে, গরুগুলো যে উদ্ধার করা গেছে, তাতেই খুশি আমরা,' সন্তুষ্টির স্বরে বলল ফুয়েন্তেস।

'রায়ান অবশ্য তাই বলছিল,' খানিকটা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল এমিলি। 'উদ্বিগ্ন হওয়ার মত নাকি কিছু নেই! কোন ঝামেলা ছাড়াই সব উদ্ধার করতে পারব আমরা।'

'লোকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দেখতে ভাল লাগে আমার,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল জন।

'বাবা চাননি আমিও আসি সঙ্গে,' স্বীকার করল মেয়েটা। 'কিন্তু রায়ান বলছিল ঝামেলা হবে না। ওর ধারণা এসব রাসলারের আসলে সাহস খুবই কম, এবং টুইন ডরম্যান সম্ভবত পাসি পৌঁছানোর আগেই পালিয়ে যাবে।'

জনের কাছে মনে হলো বরাবরের মতই নিজেকে জাহির করছে রায়ান, ফুয়েন্তেসও টের পেয়েছে ব্যাপারটা, এমনকি এমিলিও। সেজন্যেই বারবার যুবকের কথার পুনরাবৃত্তি করছে।

'রায়ান, তুমি কি একটু একা থাকতে দেবে আমাদের?' বিনীত স্বরে অনুরোধ

করল এমিলি।

'কেন! কেন?'

'কারণ ওর সঙ্গে কিছু কথা বলব আমি, তুমি কি সেসব শুনবে? কিন্তু আমি তোমার সামনে বলতে চাই না!' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটা, এদিকে যুগপৎ অসন্তোষ, জেদ আর বিতৃষ্ণা খেলে গেল রায়ান বেন্টনের মুখে। শেষে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

নীরব হয়ে গেল এমিলি, পাশাপাশি রাইড করছে। ফুয়েন্তেসকে কিছু বলতে হয়নি, নিজেই সরে পড়েছে কোন ফাঁকে। 'খুব বেশি বিরক্ত করছে ও,' মৃদু স্বরে নীরবতা ভাঙল মেজর-কন্যা। 'আচ্ছা, এরপর কি করবে, জন?'

'হয়তো বাড়ি ফিরব।'

'যাওয়ার আগে কি একবার দেখা করবে আমার সঙ্গে?'

'কেন?' মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা।

'আগে তো এসো, তারপর বলব।'

'ঠিক আছে, যাব হয়তো।'

আড়চোখে কাছাকাছি থাকা ফুয়েন্তেসের দিকে তাকাল মেয়েটা, মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে আরও কিছু বলবে। কিন্তু শেষে নীরব থাকারই সিদ্ধান্ত নিল। 'আমি অপেক্ষায় থাকব,' নিচু কিন্তু স্পষ্ট সুরে বলল মেয়েটা, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে গেল।

জনের মনে হলো কথাটার গভীরতা ব্যাপক।

ফুয়েন্তেসকে পাশে দেখতে পেল ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে নিরীখ করছে সে, তারপর ঘুরে বাপের পাশে এগোতে থাকা এমিলি ডুরেলের দিকে তাকাল। খানিকটা সমীহ আর শূন্য দৃষ্টি তার চোখে। 'স্মৃতিটাই আসল, অ্যামিগো, কেবল ওটাই তাজা থাকে শেষপর্যন্ত—আজীবন,' নিচু স্বরে বলল সে। 'কখনও বেশিদিন থাকতে নেই, বুঝতে দিতে নেই তুমিও অন্যদের মত সাধারণ একজন মানুষ, অন্যদের মতই একসঙ্গে দুই পা প্যান্টে গলাতে পারো না···'

'গোল্লায় যাক ওসব!' বিরক্তির সঙ্গে বলল জন।

*

স্টিরাপ-আয়রন র‍্যাঞ্চ-ইয়ার্ডে যখন পৌঁছল ওরা, পুরো বাড়িটাই অন্ধকারে ডুবে আছে। নীরব, ভূতুড়ে বাড়ির মত দেখাচ্ছে। শুধু রান্নাঘরে ম্লান আলো জ্বলছে। ওদের আগমনের শব্দ পেয়ে করালে হেষাধ্বনি করল একটা ঘোড়া।

'খাবার-দাবার পাওয়া যাবে কিছু?' আশান্বিত স্বরে জানতে চাইল জন।

'দেখা যাক, হয়তো সেজন্যেই বাতি জ্বলছে,' বলল ফুয়েন্তেস।

করালে ঘোড়া নিয়ে এল ওরা। নিজের বেডরোল আর স্যাডলব্যাগ স্টূপে তুলে রাখল জন।

টেবিলে এক থালা ঠাণ্ডা মাংস রয়েছে। আর আছে কিছু পাউরুটি, মাখন এবং আপেল-পাই। স্টোভে কফিপট চড়ানো। কাপ-তশতরি নিয়ে টেবিলে বসল ওরা।

'সেলুনকীপের কাছে রহস্যময় ওই লোকের কথা শুনলাম। লোকটা নাকি

বেশিক্ষণ ছিল না···কালো রঙের পা-অলা একটা বাকস্কিনে রাইড করছিল।'

'মুখ বন্ধ রাখা উচিত ছিল ওর।'

'শুধু আমাকে বলেছে। ওরা কি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিল—সনোরা আর লারেডো?'

'স্টিরাপ-আয়রনের একটা ঘোড়ায় চড়ে আসবে এমন একজন লোককে খুন করার জন্যে ওদের টাকা দিয়েছিল টুইন ডরম্যান, কারও নাম বলেনি।'

'সেলুনকীপার বলল তুমি নাকি ওদের একজনকে চিনতে?'

'দু'একবার পোকার খেলেছি লারেডোর সঙ্গে। তবে সনোরা চ্যাকনকেও চিনতাম।'

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেক্সিকান। 'লারেডোর সঙ্গে খেলায়···কে জিতেছিল?'

'সে।'

'তাই? দেখলে, সবাই সবসময় জিততে পারে না? এমনকি মেয়েদের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি। অস্ত্র, তাস, মেয়ে···যাই বলো, সবসময় জেতা যায় না।'

বেরিয়ে এসে পোর্চে দাঁড়াল ওরা। আকাশে তারার মেলা বসেছে।

সিগার ধরাল ফুয়েন্তেস। 'কেউ পারে না···এমনকি তুমিও নও।'

নীরব থাকল জন।

'আমার তো মনে হয় তুমিই চলে যাবে, বন্ধু। হয়তো তোমার অপেক্ষায় কিছুদিন কাটিয়ে দেবে মেয়েটা। শেষে যখন ফিরে আসবে না, অন্য একজনকে বিয়ে করবে···কিন্তু ঠিকই মনে রাখবে তোমাকে, যে হঠাৎ করেই দেবদূতের মত এসেছিল ওর জীবনে, আবার সেভাবেই চলে গেছে।'

'কি বলতে চাইছ?'

'মেয়েটা তোমাকে কি বলেছে?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল মেক্সিকান।

'দেখা করতে বলল।'

'শেষপর্যন্ত হয়তো রায়ান বেন্টনকে বিয়ে করবে ও। পাশাপাশি দুটো বাথান মিলিয়ে একটা সাম্রাজ্য হয়ে যাবে, তাই না?'

'হতে পারে।'

'অথচ তুমি হচ্ছ একজন ড্রিফটার। ···ওকে তোমাদের র‍্যাঞ্চের কথা বলেছ?'

'কাউকেই বলিনি। বলার ইচ্ছেও নেই।'

'হয়তো বলা উচিত ছিল। যাকগে, এবার ঘুমানো উচিত।'

'পালের কাছে কে আছে—হার্লে আর টিম?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ফুয়েন্তেস।

'জো কি এখনও র‍্যাঞ্চহাউসে আছে?'

'হ্যাঁ,' সপাটে নিজের উরুতে চাপড় মারল মেক্সিকান। 'আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম! তোমার একটা চিঠি আছে। কোটের পকেটে ছিল এতক্ষণ, কিন্তু কোটটা তো স্যাডলে রয়ে গেছে! ঠিক আছে, সকালে দেব ওটা।'

'এখনই নিয়ে এসো। জলদি, টনি!'

'এখন? বেশ!' ঘুরে দাঁড়িয়ে করালের উদ্দেশে এগোল সে, আর জন এগোল

বাঙ্কহাউসের দিকে। ব্ল্যাঙ্কেট-রোল তুলে নিয়ে এগোল দুই পা, তারপর দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, রাতের নৈঃশব্দ উপভোগ করছে। জানে বাইরে তারা ভরা আকাশ আর রূপালী জ্যোৎস্না। এবার, খুব সতর্কতার সঙ্গে বাম পায়ের আঙুল দিয়ে দরজা ঠেলে দিল ও, ব্ল্যাঙ্কেট-রোলটা মেলে ধরল খোলা দরজায়।

কান ফাটানো শব্দে গর্জে উঠল একটা শটগান, কমলা আগুনের ঝলক চোখের নিমেষে ফুটো করে ফেলল ব্ল্যাঙ্কেট-রোলটা। একই মুহূর্তে ডান হাতে ড্র করল জন, পিস্তলটা কোমরের কাছাকাছি তুলে, পরপর তিনটে বুলেট পাঠিয়ে দিল যেখান থেকে আগুন ওগরেছে।

দু'পা পিছিয়ে এসে পিস্তল হাতে অপেক্ষায় থাকল ও।

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল, কিছুই ঘটল না। তারপর মাটিতে একটা অস্ত্র পড়ার ভোঁতা শব্দ হলো। কাপড় ছোঁড়ার তীক্ষ্ণ শব্দের পর, ভারী কিছু আছড়ে পড়ল মেঝেয়।

আবার নীরব হয়ে গেল সব কিছু।

'অ্যামিগো?' পেছনে ফুয়েন্তেসের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শুনতে পেল জন।

'এসো, অ্যামিগো।'

অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, জানালা দিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকাল। রান্নাঘর থেকে বেরোনোর আগে বাতি নিভিয়ে দিয়েছিল, আর কোন বাতি জ্বলেনি, কোন শব্দও হয়নি।

'ভাবছি আকাশে চাঁদ থাকতে থাকতে রওনা দেব। ক্যাম্প করার আগে অনেকদূর যেতে হবে, অ্যামিগো,' মৃদু স্বরে স্টিরাপ-আয়রনের কাজে ইস্তফা ঘোষণা করল জন।

মোটেই বিস্মিত মনে হলো না ফুয়েন্তেসকে, যেন জানত এরপর আর থাকা চলে না। 'তুমি জানতে এখানে ছিল ও?' একটু আগের ঘটনা নিয়ে জানতে চাইল সে।

'রান্নাঘরের দরজার কাছে একটা রাইফেল দেখেছি। বাট-প্লেটে প্রং ছিল ওটার। এটাই ছিল ওর শেষ ভুল। রাইফেলটা ওখানে রাখা ঠিক হয়নি। ওটা দেখেই বুঝে নিয়েছি বাঙ্কহাউসে অপেক্ষায় আছে টুইন।'

'সেজন্যেই চিঠি আনতে পাঠিয়েছ আমাকে?'

'এটা আমার নিজস্ব লড়াই।'

'*মুচাস গ্রেসিয়াস*, অ্যামিগো।'

করালে এসে ডানের পিঠে স্যাডল চাপাল জন।

'একসঙ্গে যাব, অ্যামিগো···*বুয়েনো?*' ছায়ার মত ওর পিছু লেগে আছে মেক্সিকান।

'কেন নয়?'

হাসল সে, অন্ধকারেও ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা গেল।

র‍্যাঞ্চহাউসের দরজা খোলার শব্দ হলো। বিল লিপম্যানের গম্ভীর, উদ্বিগ্ন কণ্ঠ কানে এল ওদের: 'জস? ···জস? ···জস?'

উত্তর এল না। আসবেও না কখনও।

ফুয়েন্তেসের সঙ্গে আঙিনায় বেরিয়ে এল জন।

*

সকালে বেন ফিকলিন'স স্টেজ অফিসে পৌঁছল ওরা।

'চিঠিটা নেবে না, অ্যামিগো?' কোটের পকেট হাতড়ে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল ফুয়েন্তেস।

মেয়েলি হাতের লেখা, দেখল জন। খামের ভাঁজ খুলে ভেতরের ছোট্ট নোট পড়ল:

বন্ধু সোশ্যালে তোমার সঙ্গে নাচ সত্যিই উপভোগ করেছি আমি। শিগ্‌গিরই আরেকটা সোশ্যাল হবে। তুমি কি নিয়ে যাবে আমাকে?

—চায়না বেন

হয়তো।

হয়তো সেদিন নয়, অন্য কোন দিন। অন্য এক সময়ে। হয়তো বেশি দূরে নয় দিনটা।

***

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

মোঃ মাশরুর ইমতিয়াজ শাওন,
বেনাপোল, যশোর।

আমি মূলত সেবা'র ওয়েস্টার্ন ও ক্লাসিকের পাঠক। যেহেতু পাঠকই সব ক্ষমতার উৎস, সেহেতু আমার দাবি নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্যতা পাবে। কথা হচ্ছে, রক বেনন অস্থায়ী রেঞ্জারের ব্যাজ পেয়েছে ২০০০ সালে। অথচ এই ২০০৩ সালে এসেও ব্যাজের স্থায়িত্ব খর্ব হচ্ছে না। এ কেমন কথা!

প্রাক্তন আউট-ল বেননই বর্তমানের অস্থায়ী রেঞ্জার বেননের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। তাই বেননকে আবার আগের অবস্থায় দেখতে চাই।

আপনার দাবি পেশ করলাম লেখকের বরাবরে। দেখা যাক তিনি কী করেন। ভাল কথা, রক বেনন ২০০০ সালে অস্থায়ী রেঞ্জারের ব্যাজ পেয়েছে এই খবরটা আপনি কোত্থেকে সংগ্রহ করলেন?

ওয়েস্টার্ন বেশিরভাগ কাহিনীর ঘটনা আঠারো বা উনিশ শতকের। ২০০০ সালে লেখা হচ্ছে বলে কি আপনি ভেবেছেন ওই সালের ঘটনা পাঠ করছেন? তা কিন্তু ঠিক নয়।

কে. কে. রবিন
পশ্চিম ঝিগাতলা, ঢাকা।

অপূর্ব লাগল মায়মুরদার 'খুনে ক্যানিয়ন', 'মৃত্যু উপত্যকা' আর

'বন্দুকবাজ'। লেখককে অনেক-অনেক ধন্যবাদ। বন্দুকবাজের প্রচ্ছদ সিনেমার কাটিং থেকে নেয়া হয়েছে, একটুও ভাল লাগেনি। বিপ্লবদাকে বলুন প্রচ্ছদের ব্যাপারে আরও যত্নবান হতে। ভবিষ্যতে আবার বন্দুকবাজ বইটির নায়ক বিলকে অ্যাকশনে দেখতে চাই। আর রক বেননের কি হলো? অনেক দিন তার দেখা নেই। মায়মুরদাকে বলছি, শীঘ্রি রক বেননকে ফিরিয়ে আনুন। নইলে পিস্তলটা আবার আমাকে ব্যবহার করতে হবে।

নিজের কপালে ঠেকিয়ে?

মোঃ শাহাবুদ্দিন,
চালা, উল্লাপাড়া।

মাস ৬ আগে ছোট ভাই কায়েসের নতুন ওয়েস্টার্ন সংগ্রহ করা দেখে এক প্রকার ক্ষেপেই গেলাম। এটা একটা আনন্দ পাবার জিনিস হল? যত সব বাজে কাহিনী। অনুবাদ আর রহস্যপত্রিকার উপরে আর কিছু আছে নাকি? আরও কয়েকটা কথা বললাম। কিন্তু এখন আমি নিজেই নিজের কাছে ছোট হয়ে গেছি। দুর্গম যাত্রা, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, বন্দুকবাজ–এগুলো পড়লাম পরপর। সত্যিই সেবা'র কোন বইয়েই রসের কমতি নেই। এ বইগুলোর লেখকদেরকে ধন্যবাদ দিতে ভয় লাগছে। তবু রইল হাজারও ধন্যবাদ।

আপনার ধন্যবাদ যথাস্থানে পৌঁছে গেল।

আলী প্রাণ,
স্টেশন রোড, শ্রীমঙ্গল।

সামনে বিপদ, পেছনে শত্রু, মাশুল ও লালসা–এই চারটি বইয়ের জন্য গোলাম মাওলা নঈমকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মোহাম্মদ সাইফুল্লাহর প্রতিঘাত ও খুনের দায় একসাথে শেষ করলাম। আসলে খুনের দায় পড়েই বুঝতে পেরেছিলাম প্রতিঘাত নিশ্চয়ই ভাল হবে। সত্যিই নিরাশ হতে হয়নি। মোহাম্মদ সাইফুল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ।

কাজী মায়মুর হোসেনের 'খুনে ক্যানিয়নে'র কাহিনী পুরোটাই রহস্যে মোড়ানো। প্রথম দিকে মন বসাতে পারিনি, কিন্তু শেষের দিকে আমাকে চুম্বকের মত টেনেছে। লেখককে অভিনন্দন নতুন প্রেক্ষাপটের বইটির জন্য। বইটির প্রচ্ছদও খুব ভাল হয়েছে। 'মৃত্যু উপত্যকা' পড়ছি, 'বন্দুকবাজ' অবসরের জন্য রেখে দিয়েছি, একটানা পড়ে শেষ করব। গোলাম মাওলা নঈমের 'হরণ'-এর প্রতীক্ষায় আছি। সবাইকে

শুভেচ্ছা।

আপনিও আমাদের সবার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

এ.কে.এম. রাশেদুল করিম (ইভান)

রোল-১, শাখা-ক, বিজ্ঞান, দশম শ্রেণী, টাউন হাই স্কুল, ভোলা।

আমি সেবা প্রকাশনীর ওয়েস্টার্ন, মাসুদ রানা, তিন গোয়েন্দা, কিশোর ক্লাসিক, অনুবাদ ইত্যাদির একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। সেবা প্রকাশনী থেকে নতুন লেখকদের সুযোগ দেওয়া হয় জেনে আমি একটি ওয়েস্টার্ন গল্প লিখতে আগ্রহী। কাজীদা, আমার লেখা গল্প কি আপনারা ছাপবেন? আমার বয়স ১৪ বছর। বর্তমানে আমি এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী। আমি বড় হয়ে একজন লেখক হতে চাই। আমার লেখা সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মত না হলেও আশা করি আপনার ভাল লাগবে এবং আমি একটা সুযোগ পাব।

আপনি যদি আশ্বাস দেন, তা হলে আমি লেখাটি পাঠাতে পারি। পরিশেষে সেবা'র সকল লেখক, কর্মচারী ও পাঠক-পাঠিকাদের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল।

ওয়েস্টার্ন গল্প না উপন্যাস–তুমি কোনটা লিখতে চাও ঠিক বোঝা গেল না। আমার মনে হয়, বড় কিছুতে এখুনি হাত না দেয়াই ভাল। তুমি ইচ্ছে করলে রহস্যপত্রিকা থেকেই তোমার লেখক জীবন শুরু করতে পারো। গল্পটির মূল কপি নিজের কাছে রেখে ফটোকপি পাঠাতে হবে, কারণ মনোনীত না হলে পাণ্ডুলিপি ফেলে দেওয়া হয়, ফেরত দেওয়ার নিয়ম নেই।

তোমাকে আমরা নিরুৎসাহিত করতে চাই না, আবার আশ্বাসও দেব না। তুমি প্রতিষ্ঠিত লেখক না হলেও তোমার লেখা ভাল হলে ছাপা হবে–এটুকু আস্থা রেখো।

আমাদের সবার শুভেচ্ছা রইল তোমার জন্য।

কলিন,

২২/৪ বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

'মৃত্যু উপত্যকা'র কাহিনী তেমন জমেনি, তবে 'বন্দুকবাজে'র জন্য মায়মুরদাকে ধন্যবাদ। আমি পত্রমিতার প্রত্যাশী। কেউ লিখবে?

পুরো ঠিকানা ছাপা হল। দেখা যাক কেউ লেখে কি না।

শারমিন,

পাইকগাছা, খুলনা-৯২৮০

আমি সেবা প্রকাশনীর একজন নতুন ও নিয়মিত পাঠিকা।

ওয়েস্টার্ন 'রক্তবসনা' দিয়ে আমার প্রবেশ। প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে একটুও ভাল লাগছিল না, কিন্তু যখন ভাল লাগতে শুরু করল তখন যে কীভাবে বইটি শেষ হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। বইটি ২ বার পড়ে পুরো সেবাকেই ভালবেসে ফেলেছি। ওয়েস্টার্ন কাহিনী সবই আমার পড়ার ইচ্ছে আছে। আমি ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী। সামনে পরীক্ষা। দোয়া করবেন।

আমাদের সবার দোয়া রইল। মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে বইগুলো কেমন লাগছে জানিয়ো।

মোঃ আসিফ ইকরাম সজীব ও নয়ন,
বি.এ.এফ. শাহীন কলেজ, যশোর-৭৪০০

অনেকদিন পর আবার লিখছি। আমি কিন্তু সেই ওয়েস্টার্ন-পাগল পাঠক। চিঠি দিতে না পারলেও বইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ওর মাঝেই আপনাদের খুঁজে নিই। তারপরেও আলোচনা বিভাগে কিছু না লিখলে কী যেন অপূর্ণ থেকে যায়। এ কয়দিন ভর্তিসংক্রান্ত জটিলতার কারণে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আপনাদের দোয়ায় বেশ ভাল রেজাল্ট করেছি। জি.পি.এ কত পেয়েছি তা লিখছি না, তবে আমার প্রত্যাশার খুব কাছাকাছিই আছি।

এ-মাসে প্রকাশিত ওয়েস্টার্ন 'লুণ্ঠন' পড়লাম। বেননকে পেয়ে তো আত্মহারা হয়ে গেলাম। বেননের বইগুলোর স্বাদই আলাদা। মায়মুর দা'কে অসংখ্য ধন্যবাদ। কাজীদা, একটা কৌতুক পাঠাচ্ছি, দেখুন ছাপা যায় কি না।

> একদিনআপেল ও কলার মাঝে কথা কাটাকাটি হচ্ছে।
> কলা: ভাই আপেল, লোকজন যখন তোমাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়, তোমার ব্যথা লাগে না? আমি হলে তো মরেই যেতাম।
> আপেল: তাই? আচ্ছা, যখন লোকজন তোমাকে ন্যাংটো করে খায়, তখন তোমার লজ্জা লাগে না?